নবীন সন্ন্যাসী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

৩০।১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

DIVINE PRESS:

CALCUTTA.

1906.

মূল্য ১।০ টাকা।

Printed by SARAT CHANDER MALLICK
5, Lall Ostagur's Lane, Durjipara, Calcutta.

প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত

ভূমিকা।

গল্পচ্ছলে উপদেশ অধিক হৃদয়গ্রাহী হয় বলিয়া, আমি আমার স্নেহের ভাজন যুবকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ও সুহৃদ্‌বর্গের তৃপ্তি-সাধনার্থে মধ্যে মধ্যে গল্প রচনা করিতাম—গল্প বলিতাম, কখন লিখিতাম না।

আজন্মনির্ম্মলস্বভাব বিদ্যাবিনোদ আমার সহোদরসদৃশ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা মহাশয় আমার মুখে কোন কোন গল্প শুনিয়া প্রীত হইতেন এবং ঐ সকল গল্প মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ আদেশে, আমি ভাবিতাম, আদি কবি বাল্মীকির শান্তিরসপূর্ণ সুললিত রামায়ণ, ত্রিকালজ্ঞ বেদব্যাসের ভবসাগরের সেতুস্বরূপ শ্রীভগবদ্গীতা, ত্রিতাপনাশী শ্রীমদ্ভাগবত ও জ্ঞানগর্ভ ভারতাদি পুরাণ, অথবা বিষ্ণুশর্ম্মার উপাদেয় হিতোপদেশ ও চাণক্যের নীতিকথাদি গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া, উপদেশ পাইবার আশায় কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমার মত অল্পপ্রায় লোকের আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন! আমি রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত হইলে অবিচারে অগ্রজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে পারিতাম।

সম্প্রতি তিনি পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া, আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই এবং কথায় কথায় একটী গল্প বলায় স্নেহপূর্ণ

প্রীতি-সহকারে তিনি পুনরায় ঐরূপ অনুমতি করেন। সে অনুমতিতে আমি আমার বাল্য ও প্রথম যৌবনবন্ধু, গুরু ও আদর্শ-স্বরূপ দাদার হৃদয়স্পর্শী আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

আমাদের উভয়েরই জীবনের অপরাহ্ণ কাল উপস্থিত। ভাবিলাম, জগতের কোন উপকার না হইলেও, এডুকেশন্ কমিশনে নির্ম্মলচন্দ্রোপম বৃহস্পতি-তুল্য দাদার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া যদি আমার জীবন-রবি অস্ত যায়, তাহা হইলে, আমি সুখে মরিব না। আর ভগবান না করুন, যদি তাঁহার কিছু হয়, তাহা হইলে, গুরুর উপদেশ অপ্রতিপালনে যে যাতনা হয়, তাহা আমার হইবে এবং আমি অবশিষ্ট জীবন তন্নিবন্ধন যথাসম্ভব পীড়ন সহ্য করিব।

ধনী লোকেরা মূল্যবান মণিমানিক্য, স্বর্ণ বা রৌপ্য তারে গাঁথিয়া রাখেন। দরিদ্রেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড মালার আকারে ব্যবহার করিয়া থাকে। আমিও নূতন ও পুরাতন সূত্রে গ্রন্থি দিয়া, আমার ক্ষুদ্র গল্পগুলি গাঁথিয়া দিলাম।

সংক্রামকক্ষতক্লিষ্ট লোক অনাবৃত থাকিলে, সুস্থকায় ব্যক্তি, স্বপক্ষে পীড়ার আশঙ্কায় তাহার অনুগামী না হইয়া, দূরবর্ত্তীই থাকেন। সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাদিগের কোমল মন কুচরিত্রে আকৃষ্ট না হয়, এই অভিলাষে, আমি মন্দমতি ব্যক্তিদিগকে, সুরুচি সঙ্কুচিতা না হন, এরূপ অপ্রচ্ছন্নভাবে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পট্টবস্ত্র ও সুগন্ধ চন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই অঙ্গে শোভা পায়, তস্করের কটীতে মলিন বসন ও দস্যুর বদনে চুণকালি ভাল দেখায়।

বিজ্ঞাপন।

প্রথমার্দ্ধ প্রসবান্তে যদ্যপি প্রসূতিকে বৎসরাবধি অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রসব করিতে হয়, তাহা হইলে আর তাঁহাকে স্থূলদেহে পুত্রমুখ দর্শন বা অপত্য প্রতিপালন করিতে হয় না। অতএব বলা বাহুল্য যে, নবীনসন্ন্যাসী এককালেই প্রস্তুত হইয়াছিল। বেশভূষণের অনাটন বশতঃ, অথবা আত্মীয় স্বজনগণ কিরূপ চক্ষে পুত্রমুখ দর্শন করেন, ইহা বুঝিবার নিমিত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে এরূপ বিলম্ব হইয়াছে।

প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার উপর আমার আরকিছু বলিবার নাই। তবে, মনুষ্যদেহীমাত্রেরই 'দশ দশা' হইয়া থাকে, এরূপ চলিত কথা থাকাতেও, সর্ব্বজন-প্রিয় 'স্বর্ণলতা' বা 'সরলায়' চিত্রিত বিধুভূষণের দাসীভাবাপন্না চিরকাঙ্গালিনী বনিতা সুখসূর্য্যউদয়কালেই সহসা কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছেন, এ সংবাদে প্রাণে আঘাত পাইয়াই আমি অনুসন্ধান করি ও জানিতে পারি যে, বিষপ্রভাবে তাঁহাকে গতায়ু মনে করিয়াই তাঁহার স্নেহপূর্ণ জনকমহাশয় * ও অন্যান্য স্বজনগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। পুণ্য ও পিষ্টকভূমির (Land of cakes.) স্কট্ মহোদয়দ্বয়ের 'রেবেকা' বা 'আয়েষার' পরিণামসম্বন্ধেও অনেকানেক সহৃদয় মহাশয়গণ কৌতুহলাক্রান্ত। আয়েষার জীবনের যে অংশটী আমি হৃদয়পটে চিত্রিত দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। সরলার পুনর্জ্জীবন ও সচ্চরিত্রা আয়ে-

---

* গ্রন্থকার

যার শুভমিলনে পাঠক মহাশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দানুভব হইলে আমি বিশেষ সন্তোষলাভ করিব ও আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ হইবে।

পূর্ব্বকথিতানুরূপ নবীন সন্ন্যাসীও আমি স্বহস্তে লিখি নাই—বলিয়াছিলাম, অন্য লোক লিখিয়াছিলেন। আমি যেমন কলির বেদব্যাস—লেখকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তেমনই দ্বিভুজ গনেশ। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন মহাত্মা 'কিতাবৎ'-ব্যবসায়ী। তাঁহারা 'ষত্বণত্বের' নিকট সম্পূর্ণ অঋণী। প্রুফ্ সংসোধক্ মহাশয়েরাও প্রায় 'বাঁশ বনে ডোম্ কানা'। কম্পোজিটর মহাত্মাগণ একরূপ 'সবজান্তা'। এ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরদিগের একত্র সন্নিপাতে শুদ্ধিপত্রের কায়া বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য পাঠক মহাশয়গণ নিজগুণে, আমাকে না হউক, মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীকে মার্জ্জনা করিবেন। আমার শেষ বক্তব্য এই যে, নবীন সন্ন্যাসীর প্রথমখণ্ডের প্রসঙ্গাধীন উপাখ্যান সম্বন্ধে সংবাদপত্রে দুইপ্রকার মত লিখিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত অমৃতবাজার ও বঙ্গবাসীর মন্তব্য পাঠ করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

'তিন শক্র' বলে বলিয়া, নবীনসন্ন্যাসী তিনখণ্ডে বিভক্ত করিতে পারি নাই। দ্বিতীয়খণ্ডের আরও অধিক কায়বৃদ্ধি রোগমূলক বলিয়া মনে হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মুলসূত্রে সংলগ্ন গল্পগুলির উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। পাঠক মহাশয়গণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে, সে উপাখ্যানগুলি পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।

গ্রন্থকার।

Amrita Bazar Patrica.

February 4th 1904.

* * * *

Nabin Sannyasi—In the preface the author tells us that he was in a manner forced to appear before the public by his cousin, then the Honourable Mr. Justice, now Sir Gooroo Dass Banerjee Kt, After going through the work we have no hesitation in congratulating him on his ultimate decision. The book does not sketch contemporary manners, as we will presently have occasion to remark. It is an impressive picture of a period which has been gathered to the "rich storied past", and which has a singular fascination for many cultured minds bewildered with the present state of things. It has another merit which gives it additional value in our eyes and that is the entire absence of all coarseness and levity.

It belongs to that class of novels generally called domestic. It aims at reproducing a healthy social order which existed here, in Bengal, not many generations ago and which the progress of time has completely effaced. The writer has, with a loving fidelity to Nature; transferred some of its most exquisite tints to his canvas—its noble order of womanhood and its touching bond of sympathy, There is no doubt about the clearness and impressiveness of the picture he has drawn.

But it is in the unfolding of some of the characters that he shows the greatest originality. His searching and psychological analysis of Bechua's character is quite striking. Of course he has not been equally successful with all the characters— no one can be. But the best of what he has achieved in this direction is really admirable. A novel feature of the book is that it is interspersed with stories so clearly woven into the thread of the main story, that we do not at all regard them as any burden on the latter. Some of them are simply charming from their freshness and originality. While telling the story or rather stories, the writer does not hold himself aloof, but adds to the zest and enjoyment of the reader with those pregnant little sayings which are continually cropping up and which gives us the sense of an intellectual companionship.

It is true that the author does not elsewhere show the same dramatic power with which he handles the denouement of the novel ; but he has something else to give us in exchange—an aroma of intellectuality which pervades and interpenetrates the book. Coming now to the medium of expression, we find the same excellence. The language is limpid and crystal and has occasionally a simple beauty of its own, which is captivating. The description of the Ganges has quite a poetic touch and makes a very pleasing contrast with the

grave and earnest tone of the story. The author has given us only a side view of the hero, who is a striking though by no means the most prominent figure in this volume Hence the story is not brought to a definite conclusion but is meant to be prolonged to a second volume. All things considered, we have no hesitation in affirming that this is a book which has a long career before it.

পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে কাহারও মনুষ্য-জীবন-গঠনে যদি আমার গল্পের কোনও অংশ কণামাত্রও সহায়তা করে, তাহা হইলে আমার দাদা মহাশয়ের অনুমান সফল হইবে, আমিও আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

স্বভাবের প্রভাবে জীবন কখন অবাধে প্রবাহিত হয় না। যে আখ্যায়িকায় বা উপন্যাসে কাল্পনিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক জীবন চিত্রিত হয়, তাহা অবাধে বহিলে, স্বভাবের সম্ভ্রম থাকে না। সমুদ্র বা নদীর গতিও অব্যাহত নহে। তাহাতেও দ্বীপ বা চড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে আবার পরগুণ বা দোষ চর্চ্চায় অথবা অন্যরূপ গল্পে অবসরকাল অতিবাহন, চিরপ্রসিদ্ধ স্ত্রীস্বভাব। উপরোক্ত কারণে নবীনসন্ন্যাসীর মূল-সূত্রে সংলগ্ন কতিপয় গল্প, মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের নিমিত্ত তাহার গতিরোধ করিয়াছে। নায়িকা বা তাঁহার সংসৃষ্টা রমণীগণ স্বভাবের অনুগামিনী হইয়া যে গল্প করিয়াছেন অথবা তাঁহাদিগের উপদেশ বা সন্তোষার্থে নায়ক বা অন্য কেহ যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে সহৃদয় বিচক্ষণ পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন, ইহা আমার মনে হয় না। অবসর-সহচরী-আখ্যায়িকা পাঠে গুরুতর কার্য্যের ক্ষতি হয় না। উক্ত অন্তর্গত গল্পগুলি সরলা অবলাদিগের বিশ্রাম স্থল।

দাদা মহাশয়, স্নেহপরবশ হইয়া, আমার সদ্যোজাত নবীন সন্ন্যাসীকে সস্নেহে স্বক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন। সে এখন তাঁহার ধন। নূতন প্রথা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হইলেও, আমি কোন্ অধিকারে তাঁহার ধন তাঁহাকেই উৎসর্গ করিব! এই জন্য আমি সে প্রয়াসে বিরত হইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরম সুহৃদ চিকিৎসাকুশল সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়, সস্নেহে নবীন সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জনসমাজের সম্মুখীন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার।

বঙ্গবাসী।

ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪।

*   *   *   *   *

নবীন সন্ন্যাসী এক খানি গ্রন্থ। ইহাকে উপন্যাস বলিতে পার —উপাখ্যানমালা বলিতে পার। গ্রন্থকার আমাদের পরিচিত। এ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে পরিচয়ে বুঝা গিয়াছিল গ্রন্থকার স্বয়ং উপাখ্যানকোষ। তিনি ভূমিকায় এ পরিচয় দিয়াছেন। কতকগুলি ঘটনাসামঞ্জস্যে কতকগুলি চরিত্ররহস্য মিশিয়া ভাষালঙ্কারে উপন্যাসে প্রকটিত হয়। একটী ঘটনা আর একটী ঘটনার সঙ্গে সুসম্বদ্ধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। চরিত্র সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

এই হিসাবে নবীনসন্ন্যাসী উপন্যাস। উপন্যাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ আখ্যায়িকার মাঝে মাঝে ত্রৈলোক্য বাবু উপদেশচ্ছলে অবান্তর উপাখ্যান সংযোজিত করিয়াছেন। মূল উপাখ্যানের চরিত্র-ঘটনা বৈচিত্র্যময়। চরিত্রের চিত্রাঙ্কনে, ঘটনার প্রস্ফুট প্রকটনে ত্রৈলোক্য বাবু কৃতিত্বের যশোভাগী হইয়াছেন। সংসারী গৃহস্থের কর্ম্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, উপন্যাসে কাগজের পটে মসির রঙ্গে লেখনীর তুলিকায় আঁকিয়া যেখানে যেরূপ স্বভাব সঙ্গত করিবার, ত্রৈলোক্য বাবু তাহা করিয়াছেন। যেখানে কাঁদাইবার, সেখানে কাঁদাইবার ভাষা আছে—যেখানে হাসাইবার, সেখানে হাসাইবার ভাষা আছে। লিপিচাতুর্য্যে চরিত্রচিত্রগুলি মাধুর্য্যময় হইয়াছে। রসিকতার রস আজি কালিকার উপন্যাসে বড় একটা পাওয়া যায় না। নবীনসন্ন্যাসীতে সে অভাব আছে বলিয়া অনুযোগ করিতে

হয় না। তবে অবান্তর উপাখ্যানে অনেক স্থলে রসভঙ্গ, ভাবভঙ্গ সুতরাং মনোভঙ্গ হইয়া যায়। মূল উপন্যাস-চরিত্রে পাঠকের সতৃষ্ণ লক্ষ্য নিহিত থাকে ; সুদীর্ঘ অবান্তর উপাখ্যানে সে লক্ষ্যে ব্যাঘাত ঘটে—সুতরাং সহজেই পাঠক বিরক্ত হইয়া উঠে। সত্য সত্য মূল উপন্যাসে চরিত্রের সন্ধান-আগ্রহে আমরা অনেক স্থলে উপাখ্যান বাদ দিয়াছি। উপাখ্যান গুলি শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ভাল হইত।

*　　*　　*　　*

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২৩	মন্ন্যাসীর	সন্ন্যাসীর
৫	১০	নশম	শমন
৬	২০	পীপিলিকা	পিপীলিকা
৯	৭	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পার্শে	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রপার্শ্বে
,,	১০	ঝক্‌ম্‌কানি	ঝক্‌মকানি
১০	১৭	প্রভৃত	প্রভৃতি
,,	২৪	আকাশ	অবকাশ
১২	১৭	চলিরা	চলিয়া
১৫	১	স্ফুর্ত্তির	স্ফূর্ত্তির
১৮	২	পিষিত	পিশিত
২১	১৩	মহাপাতকী	মহাপাতকী—
২৩	২	শোকোদ্‌ভুত	শোকোদ্‌ভূত
,,	১৮	সা ধু	সাধু
৩৪	১	তীব্র চিন্তাকুলিত	তীব্রচিন্তাকুলিত
৩৫	২	সিমন্তিনী	সীমন্তিনী
৩৬	২৪	‘লোক বোনর’	“লোকে বানর
৩৮	১৫	ষথন	যথন
৪২	৭	যিদ আমি	যদি আমি
৪৬	১৩	সুবণ বর্ণে	সুবর্ণ বর্ণে
৫৩	১	শার্দ্দুল	শার্দ্দূল

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৪	২	হিন্দূ মাঝি	হিন্দু মাঝি
৭২	৬	অঙ্গার	অঙ্গারঃ
৭৯	৮	আশ্চার্য্যান্বিতা	আশ্চর্য্যান্বিতা
৮১	২০	বোটে	বোটেয়
৮৩	২০	কাঁদয়া	কাঁদিয়া
৮৬	৬	ঈঙ্গিত	ইঙ্গিত
,,	৯	গুণসমূহ	গুণসমুহ
৮৭	১২	বাক্যস্ফূরণ	বাক্যস্ফুরণ
৮৮	১	'বাক্যস্ফূরণ'	বাক্যস্ফুরণ
৯৬	৭	দেহেয়	দেহের
১০০	৪	তাঁহাদিগেয়	তাঁহাদিগের
১০৩	১৮	বাক্যস্ফূরণ	বাক্যস্ফুরণ
১০৯	১৪	সেদবিন্দূ	স্বেদবিন্দু
১১১	১৬	গাম্ভীর্য্য	গাম্ভীর্য্য
১১৭	২৩	ছিপাধিকায়ী	ছিপাধিকারী
১১৮	৯	অশ্বপৃষ্ঠে	অশ্বপৃষ্ঠে
১২২	২৪	শার্দ্দলের	শার্দ্দূলের
১২৭	২১	মজপুত	মজবুত
১৩০	৯	বেচূয়া	বেচুয়া
১৪২	৯	তূমি	তুমি
১৪৩	২	স্ফূরিতাধরে	স্ফুরিতাধরে
,,	১৪	মুহুর্ত্তের	মুহূর্ত্তের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৩	১৭	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
,,	১৮	,,	,,
১৪৪	৪	হিন্দূ	হিন্দু
১৫০	২	সাধূ	সাধু
১৫৪	১৯	বটীর	চটীর
১৫৫	১৮	তূমি	তুমি
১৫৭	২১	অতিথী	অতিথি
১৫৮	২৩	বীরত্ত	বীরও
১৬০	২৪	সৎপ্রকৃতি	সৎপ্রকৃতি
১৬১	১১	কঙ্গালিনী	কাঙ্গালিনী
১৬৭	২২	তাহারা	তাহার
,,	২৪	দূরূহ	দুরূহ
১৭০	২৪	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
১৭১	১	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
১৭৫	২	অনতিদুরে	অনতিদূরে
,,	৭	তমসাচ্ছন	তমসাচ্ছন্ন
,,	১০	দুর্ভাবনাগ্রস্থ	দুর্ভাবনাগ্রস্ত
১৮০	১০	বিপনিতে	বিপণিতে
১৮৮	১৬	জীবণধারণ	জীবনধারণ
১৯০	১৮	বাক্যস্ফূরণ	বাক্যস্ফুরণ
১৯৭	৩	সন্মুখ	সম্মুখ
১৯৯	৮	সন্মতিসূচক	সম্মতিসূচক
২০০	২০	ভাব	ভার

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০১	১০	সিমন্তিনী	সীমন্তিনী
২০৫	২০	যুবা	যুবা
২০৯	২৪	সর্বৎ	সরবৎ
২১০	৪	,,	,,
২১৬	১৬	অহারান্তে	আহারান্তে
২১৮	৫	লজ্জাহীনা	লজ্জাহীনা
২২০	১	আহুত	আহূত
২২২	১৯	হিন্দূ	হিন্দু
২২৩	৫	ডূরে	দূরে
২২৫	১৬	সন্মত	সম্মত
২২৭	১৩	যুদ্ধকার্য্যা	যুদ্ধকার্য্যে
,,	৭	আহুত	আহূত
২২৮	৪	যুবা	যুবা
২৩০	৩	হিন্দূ	হিন্দু
২৩৫	২	সমূহ	সমুহ
২৪০	৯	বিসর্জ্জ্ন	বিসর্জ্জন
,,	২০	'সাধু'	সাধু
২৪২	৫	হিন্দূ	হিন্দু
,,	৯	হিন্দু	হিন্দু
২৪৩	১৫	হিন্দূ	হিন্দু
২৪৮	২৩	মুহমুর্হ	মুহমুর্হুঃ
২৫২	১৯	স্ফূরিতাধর	স্ফুরিতাধর
২৫৩	অধ্যায়	মুর্চ্ছা	মূর্চ্ছা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬২	১৭	আহুত	আহূত
২৬৩	২৪	ভুমিস্পর্শ	ভূমিস্পর্শ
২৭৬	১৪	সিমন্তিনী	সীমন্তিনী
২৭৭	২০	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
২৮৪	৫	জরায়ূতে	জরায়ুতে
২৮৬	১৫	স্বার্থক	সার্থক
২৯২	১৯	See	Sea
২৯৪	২১	গৃহীণী	গৃহিণী
২৯৬	১	সদত	সতত
,,	৫	উৎকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট
২৯৭	১৫	হাওয়াড্‌কে	হাওয়ার্ড্‌কে
,,	১৮	যুবা	যুবা
২৯৯	৯	সৌন্দর্য্যে	সৌন্দর্য্যে
,,	২৩	মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহুঃ
৩০০	১৪	নিমেযমধ্যে	নিমেষমধ্যে
৩০২	১৯	সম্পুর্ণ	সম্পূর্ণ
৩০৩	৬	উচ্চহাস্য	উচ্চহাস্য
৩০৫	১৬	জননী গো !	জননি গো !
৩০৬	৭	যবে	যাবে
৩০৯	১১	মুর্ত্তি	মূর্ত্তি
,,	১৯	নয়নবারী	নয়নবারি
৩১০	১১	পাপীষ্ঠ	পাপিষ্ঠ
৩১১	৪	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১১	৭	দস্যুবৃত্তি	দস্যুবৃত্তি
৩১২	১১	অতিবহন	অতিবাহন
৩১৩	২২	মুর্চ্ছা	মূর্চ্ছা
৩১৫	১৪	তুলসীবন	তুলসীবন
৩২৩	১৭	আমীর রূপে	আমীরের রূপে
৩২৫	অধ্যায়	সখা সখি	সখা সখী
৩২৭	১৭	বেচূয়া	বেচুয়া
৩২৮	১২	সখির	সখীর
৩২৮	৭		
,,	৪	সন্নাসী	সন্ন্যাসী
,,	১১	হয়তঃ	হয় ত
৩২৯	১	স্ফূর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
৩৩০	২০	সদি বহিন্‌	যদি বহিন্‌
৩৩৬	১২	দুঃখে ও হাসে	দুঃখেও হাসে
৩৩৭	৬	উভয়ের	উভয়ের
৩৪০	১	বিবর্জ্জিতাঃ	বিবর্জ্জিতা
৩৫১	২০	মুর্চ্ছা	মূর্চ্ছা
,,	২১	,,	,,
৩৬০	৪	সম্পুর্ণ	সম্পূর্ণ
৩৬৫	২৩	'ভিখারী রে'	'ভিখারি রে'
৩৭৪	৯	বেচূয়া	বেচুয়া
,,	১৩	আয়েষা	আয়েষা
৩৭৫	১	পরিণামদর্শিনীনা	পরিণামদর্শিনী না

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮৫	২৩	সরয	সরযূ
৩৮৮	৫	গর্হিত	গর্হিতং’
৩৮৮	২২	ষা	যা
৩৯০	২	ধমনি	ধমনী
৩৯৩ ৩৯৫ ৩৯৭ ৩৯৯	অধ্যায়	সখী ! বাঁচালে	সখি ! বাঁচাে
৪০৩	১৮	ঈদুষ্ণজলে	ঈষদুষ্ণজলে
৪০৮	১০	সুমযুর	সুমধুর
,,	২৪	সন্নাসিনীর	সন্ন্যাসিনীর
৪২০	১৬	হিন্দূ	হিন্দু
৪২২	১৫	সর্ব্বস্তধন	সর্ব্বস্বধন
৪২৫	৪	নবদম্পতীকে	নবদম্পতিকে
৪৩৩	১৫	দ্বযোস্তৃতীয়ো	দ্বয়োস্তৃতীয়ো
৪৩৫	৪	ললীতার	ললিতার
,,	৭	পূর্ব্ব—স্নেহ	পূর্ব্বস্নেহ
৪৪০	৯	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
৪৪৭	১৪	,,	,,
৪৫৬	৫	মহারজগণ	মহারাজগণ
,,	৭	রামলাল	শ্যামলাল
,,	১৪	সম্মুখদেশে	সম্মুখদেশে
৪৬৩	৮	সাহায্যে	সহায্যে
৪৬৪	৩	জেষ্ঠের	জ্যেষ্ঠের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬৬	১১	সদৃঢ়রূপে	সুদৃঢ়রূপে
৪৬৭	২	ঘূরিয়া	ঘুরিয়া
,,	১২	এলাহিবক্স	এলাহীবক্স
৪৬৮	২	এলাহির	এলাহীর
৪৬৮	২৩	গাত্রাত্থান	গাত্রোত্থান
৪৭৬	১২	আশ্বারোহী	অশ্বারোহী
৪৮৩	৮	অয়েষা	আয়েষা
৪৮৩	১১	শশুরের	শ্বশুরের
৪৮৭	১৫	,,	,,
৪৮৪	৮	বুঝিয়া	বুঝিয়া
৪৮৫	২৪	দুরুহ	দুরূহ
৪৯০	৮	ইহাআল্লা	ইয়া আল্লা
৪৯৩	৪	একাকীভক্তি প্রভাবে	একাকী ভক্তিপ্রভাবে
৫০২	৫	মূখে	মুখে
৫০৪	১৬	সরোজিনী	সরোজিনী বা তরুবালা
৫১২	৩	বামর্দ্ধ	বামার্দ্ধ
৫১২	৭	হিন্দূ	হিন্দু
৫১৩	২	অধোর্দ্ধগতি	ঊর্দ্ধাধঃগতি
৫২৬	১৬	কভূ	কভু
,,	,,	গ্যায়	ন্যায়
,,	২৩	যোবনসুলভ	যৌবনসুলভ
৫২৭	১৭	বলিলেন	ব'লিলেন
,,	১৮	নিগুঢ়	নিগূঢ়

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২৯	১	উচ্ছাসে	উচ্ছ্বাসে
৫৩০	২	তুর	দুর
,,	৬	সসব্যস্তে	শশব্যস্তে
৫৩১	১৬	বিশেষে	বিশেষ
৫৩১	১৬	বুদ্ধিমত্তা	বুদ্ধিমত্তা
৫৫২	১৮	সেইজন্যে	সেইজন্য
৫৬১	২০	করযোড়ে	করযোড়ে
,,	২২	ভ্রুক্ষেপও	ভ্রূক্ষেপও
৫৬২	৭	তাহার	তাঁহার
৫৭২	৬	পাইয়াও	না পাইয়াও

নবীন সন্ন্যাসী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যানাং।

নিদাঘে সুহৃদ্‌পরিবেষ্টিত হইয়া, অথবা একাকী নির্জ্জনে বনে বা উপবনে, নদী-পুলিনে, প্রান্তরে বা গিরিশৃঙ্গে নৈশ ভ্রমণে যে নরনারী মাত্রেরই মনে সুখোদয় হয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ মোহতমসাচ্ছন্ন জগতে কিছুতেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। সে সুখের ভ্রমণ সময়েও সর্পাদি হিংস্র জন্তু বা তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর দস্যুদর্শনের আশঙ্কা পথিকের অন্তঃকরণ অস্থির করে। মনে হয় আনন্দের সময় সুন্দর জল-যানে জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত নদীবক্ষে যাইতে যাইতে পুলিন, প্রান্তর বা দূরস্থ বৃক্ষাদি দর্শনে মানবদেহে পুলক উপস্থিত হয়,—বিপদ বা দুশ্চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন মনে কৃষ্ণপক্ষের নির্ম্মল আকাশে সহস্র সহস্র তারকাবলি দেখিতে দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয়। জল-যান যদি দ্রুতগামী হয়, তাহা হইলে মন অধিক তৃপ্তিলাভই করে।

আমাদিগের নবীন সন্ন্যাসী প্রবোধচন্দ্র ও সন্ন্যাসিনীর বিপদাশঙ্কায় দুশ্চিন্তা-পূর্ণ মনে অতি দ্রুতগামী ছিপে সুস্নিগ্ধ বায়ুসেবন করিতে করিতে ও নীলাকাশে শত সহস্র উজ্জ্বল তারকাবলি

দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। তিনি কি সুখানুভব করিতেছেন? না! তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ, স্থির-দৃষ্টি, মৃদু অথচ দীর্ঘশ্বাস ও সেই নৈশ শীতল বায়ুস্পর্শেও সে প্রশস্ত ললাটে স্বেদবিন্দু দেখিলে ত তাহা মনে হয় না। তাঁহার সম্মুখেই ত চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিতা ও একরূপ বিকলেন্দ্রিয়া বেচুয়া কখন কাষ্ঠবৎ পতিতা, কখনও বা উদ্গ্রীব হইয়া তাঁহার সেই বিষণ্ণ বদন দেখিতেছে; কই, তিনি ত তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। মধ্যে মধ্যে তাহার সর্প-গর্জ্জনবৎ দীর্ঘশ্বাসও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না। তিনি কি অনন্যমনে নিয়তই সন্ন্যাসিনীর সুচারু বদন ধ্যান করিতেছেন? না, তাহা ত হইতেই পারে না; বাল্যে তিনি যে সন্ন্যাসিনীর নবোদিত শশিকলানিভ সরযূবদন দর্শন করিয়াছেন, এ দীর্ঘকালে সে মুখশ্রী কি তাঁহার স্মরণ-পথে আছে? তৎপরে ত তিনি এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বারেকমাত্রও দর্শন করেন নাই; তবে তাঁহার সে সুন্দর বদন কিরূপে চিন্তা করিবেন? তবে কি তিনি কল্পনায় তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ বিপদ সৃষ্টি করিয়া স্বেচ্ছায় তাহার প্রবাহে আলোড়িত হইতেছেন? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? তিনি বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং গম্ভীরপ্রকৃতি; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরোপকার-আশায় তিনি বিপদের সহিত ক্রীড়াই করিয়া থাকেন। বিপদ সম্ভাবনা গাঢ়রূপে চিন্তা করিতে হইলে জড়বৎ হইয়া যাইতে হয়, তিনি ত এ বিষয়ে বিলক্ষণ বিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, তবে তিনি এরূপ নির্ব্বাক্ ও অচলভাবে বসিয়া কি করিতেছেন? কাহারও মন ত এক বিষয়ে অধিকক্ষণ নিমগ্ন থাকে না। তিনি ত সমাধিযুক্ত হইয়া ভগবানের শ্রীচরণে মন নিবিষ্ট করেন নাই। পাঠক মহাশয়! ভাল করিয়া দেখুন, তাঁহার

বদনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবোদয় বুঝিতে পারিবেন। শরতে বায়ু-তাড়িত গাঢ় বা তরল মেঘে যেমন শরচ্চন্দ্র আচ্ছন্ন করে, অথচ এককালে তাহার জ্যোৎস্না বিলুপ্ত করিতে পারে না, তাঁহার বদন দেখিলেও মনে হয়, কত শত তরল বা গাঢ় চিন্তা তাঁহার মন আচ্ছন্ন করিতেছে, অথচ তাঁহার হৃদয়ের জ্যোৎস্নাস্বরূপিনী সরযূবালাকে একবারও পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিতে পারিতেছে না।

প্রবোধচন্দ্রের পিতৃবদন স্মরণ হইল। পিতার স্বর্গারোহণ মনে করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, পিতৃবিয়োগযাতনাসম্ভূত ক্ষত আর নাই; কিন্তু হৃদয়ে সে ক্ষতচিহ্ন অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয় নাই; বোধ হয়, জীবন অবসান পর্য্যন্ত হইবেও না। শৈশবে সে মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, ক্ষত গভীর হইয়াছিল বোধ হয় না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বতঃই তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি অস্ফুট গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আমার সেই গাঢ় স্নেহপূর্ণ পিতৃদেবই আমার সরযূবালাকে 'আমার' করিয়া দিয়াছিলেন।"

চিন্তাস্রোত আবার সন্ন্যাসিনীর দিকে ধাবিত হইল। তিনি কখন ভাবিতেছেন, "যে প্রণয়িনী আমার, সাতিশয় বুদ্ধিমান বীর পুরুষেরও দুর্ল্লভ কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া প্রাণসখী বেচুয়াকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি কি আমাকে শোকসাগরে ভাসাইবার জন্য বিপদজালে জড়িত হইবেন!" মনের এ গতিতে তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি উৎপাদন করিতেছে; তজ্জন্য তৎকালে তাঁহার বদনও কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইতেছে। কিন্তু ক্ষণপরেই আবার ঐ দেখ নবীন সন্ন্যাসীর বদন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

ও প্রবোধ! যদি উন্মাদগ্রস্থ হইবার ইচ্ছা এত প্রবলই হইয়া থাকে, তাহা হইলে শান্ত-সন্ন্যাসীব্যবহারোপযোগী তোমার গেরুয়া আলখেল্লাটী পরিত্যাগ কর। বাঘছাল সংগ্রহ করিতে না পার, অঙ্গে ভষ্ম লেপন করিয়া দিগম্বরবেশে হাড়মালা ভূষণ করতঃ শিবমূর্ত্তি ধারণ কর। তাহার পর, পাগল হইতে ইচ্ছা হয়, হইও। তাহা হইলে আর তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না।

সন্ন্যাসীর এক্ষণকার চিন্তামেঘ অতি কৃষ্ণবর্ণ ও গাঢ়, অথবা তাহাকে বর্ষাকালের জলদ বলিয়াই স্থির নিশ্চয় করা যায়; কারণ ঐ যে দেখ না, মেঘ হইতে না হইতেই তাঁহার নয়ন ধারা বর্ষন করিতেছে।

প্রবোধের স্নেহময়ী জননীকে মনে পড়িয়াছে। পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাকে 'আমার' বলিতে সেই একমাত্র পুত্র-বৎসলা জননী ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না।

কাল যে করাল সাঙ্ঘাতিক পীড়া-রজ্জুতে বন্ধন করিয়া তাঁহার সে অমূল্যধন জননীকে হরণ করিয়াছিল, আজ সেই শ্বাসরোধকারী পীড়া তাঁহার স্মরণপথে আসিতেছে। রোগ শক্ত হইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে অস্থিরতা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আবার তাঁহার অন্তরে ব্যথা দিল। তিনি স্পষ্টই দেখিতেছেন, যেন তিনি সেই হত-চেতনা জননীর কঙ্কালাবশেষ দেহের নিকট চিন্তাকুলিত হৃদয়ে বসিয়া কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, "হে দয়াল! এই মা ভিন্ন জগতে আমার আর কেহ নাই, তুমি দয়া করিয়া আমার কাঙ্গালিনী জননীকে সুস্থ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।" আহা! সেই ভূত ঘটনা নবীন সন্ন্যাসী বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ করিতেছেন; কারণ, ঐ দেখ

না, সন্ন্যাসীর নয়নে ধারা বহিতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, কর যুক্ত হইয়া গিয়াছে। আবার এ কি অভিনয়! সন্ন্যাসী শরীর নত করিয়া যেন কোন শায়িত লোকের বদনোপরি কর্ণ সংলগ্ন-করতঃ মনোযোগের সহিত কিছু শুনিতেছেন।

সন্ন্যাসীর জননী মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসে অচেতনাবস্থায় অস্ফুট-স্বরে বলিয়াছিলেন, "মা! বালিকা বধূ হইলেও তুমি আমার অতি সুশীলা। আমার অদৃষ্টে নাই যে, আমার জীবনাধিক প্রবোধ ও প্রাণসমা তোমাকে কিছুকাল সুখী দেখিয়া মরি। তাহা হইলে এ বিধবার জীবন ত্যাগ করিতে আমার আর কোন ক্লেশই হইত না। কি করি মা, আমার মরিতে ইচ্ছা না হইলেও, শমন ত শুনিতেছে না। প্রবোধের আর কেহ রহিল না; বাছা আমার বালক, কে তাহাকে দেখিবে, ক্ষুধার সময় কে তাহাকে অন্ন, তৃষ্ণার সময় কে তাহাকে জল দিবে! তাই বলি মা, বালিকা হইলেও তোমার সাধ্বী রমণীর মন। তুমি ছায়ার ন্যায় প্রবোধের সঙ্গে সঙ্গে থাকিও, লজ্জা করিও না, মুখ দেখিয়া ও ভাব বুঝিয়া প্রবোধের আমার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা দিও, আর এ হতভাগিনীর জন্য যখনই তাহার চক্ষে জল দেখিবে, তখনই তাহার বক্ষে পতিত হইয়া অশ্রুধারায় তাহাকে স্নান করাইও, তাহা হইলেই বাছা আমার শীতল হইয়া শান্ত হইবে।"

সন্ন্যাসী বক্রভাবে, তাঁহার মাতার উপরোক্ত উক্তি শ্রবণ করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার আবার সন্ন্যাসিনীকে মনে পড়িতেছে। তিনি আবার তাঁহার ভাবী বিপদ কল্পনায় অস্থির হইতেছেন।

ছিপ মুলাজোড় পার হইল। যেই সময়ে সন্ন্যাসীর মনে

গৌরেবেদের কিশোর বয়সের আকার দেখা দিল। সে সময়েও অল্প স্মিতবদনে অস্ফুটস্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "সাবধান গৃহস্থ ও পথিক-ত্রাস গৌরে! প্রবোধচন্দ্র তোর মত নর-নেকৃড়ের নিরীহ-নর-চৈতন্যলোপকারীস্বরে ভীত হইবে না।" তৎপরেই তিনি একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া নীলাকাশে তারকাপুঞ্জের শোভায় বিমোহিত হইলেন এবং ভাবিলেন,"মাগো! দিগ্‌বসনে! তোমারই জন্য কি ভিখারী শম্ভু প্রিয়বন্ধু কুবেরের ধনে এই অসীম নীলাম্বরে চুম্‌কীর কাজ করাইয়াছেন? অথবা ঐ অসীম আকাশে অগণ্য তারকা দেখাইয়া আমাকে বলিতেছেন, "মূঢ়! একবার ভাবিয়া দেখ্ তুই কি কীটানুকীট। তুই আবার অন্যের শুভা-শুভ সম্পাদন করিতে পারিস্, এই অহঙ্কারে পুলকিত বা ক্ষুব্ধ হইতেছিস্? স্বপ্নেও ভাবিস্ না যে, তোর ঐ ক্ষুদ্র দুটী নয়নে তুই আমার সমস্ত তারা দেখিতে পাইতেছিস্। তমসাচ্ছন্ন রজনীতে অদূরে কামিনীগাছে শ্বেতপুষ্পস্তবক দেখিয়া তুই পরমানন্দ লাভ করিস্। যদি একবার সেই কামিনী পুষ্পদল গণনা করিতে যাস্, তাহা হইলেই তোর পাটীগণিত পাঠের অহঙ্কার দূরীভূত হইয়া যাইবে। আমার নক্ষত্রপুঞ্জ গণনা তোর সাধ্যাতীত। আবার দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জ তোর নয়নে পাতলা শ্বেতমেঘবৎ বোধ হইবে। এদিকে আবার অতি দূরবর্ত্তী কত নক্ষত্রের জ্যোতি তোদের পীপিলিকা-ডিম্ববৎ পৃথিবীতে উপস্থিতই হইতেছে না। এতৎ-ব্যতীত কত শতলক্ষ তারকা তোদের হীনতেজ নয়নে তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ও মূঢ়! এই তারকা-পুঞ্জের মধ্যে তোদের সূর্য্য অপেক্ষা কত শতশত বৃহত্তর সূর্য্য আছে। তোরা তাহাদিগকে ক্ষুদ্র জ্যোতিবিশিষ্ট হীরকখণ্ড মনে করিয়া কবিতা প্রস্তুত করিস্।

আবার তাহাতেই তোদের অহঙ্কার কত! ঐরূপ এক একটী তারকা-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে কত বৃহত্তর গ্রহ, উপগ্রহ আবহমান নিয়ত পরিভ্রমন করিতেছে। ভাবিয়া দেখ্ তুই কোথায় এবং তোর অহঙ্কারই বা কত উপহাসযোগ্য। তুই আবার অন্যের উপকার করিবি, এই আশায় আস্ফালন করিস্! বালুকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রজীব! ভগবানের অসীম সাগরে গা ভাসান দিয়া বলিতে শেখ্ "তোমারই কার্য্য তুমিই কর"—তোর সকল জ্বালা, সকল তাপ, সকল চিন্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে, তুই শীতল হইবি, তোর এই ক্ষুদ্র হৃদয়েও আনন্দ-প্রবাহ বহিবে। অহঙ্কারই জ্বালা, অহঙ্কারই পরিতাপ—অহঙ্কার ছাড়্, সুস্থ হইবি।"

সন্ন্যাসীর মন গোশৃঙ্গে সরিষাস্থিতির ন্যায় ক্ষণেক স্তব্ধ হইল। তিনি শূন্য মনে ও স্থির নয়নে পূর্ব্বোক্ত ভাব ভাবিতে লাগিলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'পতির কোলে সতীর মরণ'।

সৌভাগ্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যের অনুগামী হয়। এ বিজ্ঞজনমুখনিঃসৃত বাক্যটী যে কেবল ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য দর্শনেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা নহে—পল্লী, সমাজ ও সমগ্র জাতির সুখ দুঃখে এবং উন্নতি অবনতিতেও ইহার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়েই কবিকুলপূজ্য শ্রীকালিদাসাদি নবরত্নের উদয় হইয়াছিল। যে সময়ে বীরাগ্রগণ্য চিরস্মরণীয় প্রতাপসিংহ সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়বীর্য্যালোকে বজ্রসম সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞারত্ন প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়েই তিলকাদি ক্ষত্রিয় কুলগৌরব মহাতেজা বীরগণে রাণারাঠোরাদি বংশ সমুজ্জল হইয়াছিল। সেই সময়েই ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণার্থে অনায়াসে প্রাণদানে সক্ষম পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাড়োয়ার ভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন—সেই সময়েই প্রতাপপত্নীর সহোদরাসমা চিতোররমণীগণে বিষণ্ণা ভারত-জননীর সুকোমল ক্রোড়দেশ সুশোভিত হইয়াছিল। আবার যে সময়ে নিষ্ঠুর বিধাতা সিরাজ্-উদ্দৌলার বিকৃত করে বঙ্গদেশের ভাগ্যার্পণ করিয়াছিলেন, সেই

সময়েই প্রভুদ্রোহী মিরজাফর ও বিশ্বাসঘাতক উমীচাঁদ পুরুষ-বৃষ ক্লাইবের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের সময়েই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত মহাপ্রভু, নবদ্বীপভূষণ রঘুনাথ, রঘুনন্দন, সার্ব্বভৌম ও আগমবাগীশ এবং রূপসনাতন, হরিদাস ও জীব প্রভৃতি বিদ্যাবিনোদ ও ভক্তচূড়ামণিগণ শুভজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষীণজ্যোতিঃ ভারতচন্দ্রিমার অস্তগমন কালেও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রপার্শ্বে রামপ্রসাদ বানেশ্বর ও ভারতচন্দ্রাদি ভক্ত ও সুকবিগণ শোভা পাইয়াছিলেন। আবার যে সময়ে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম মহানগরীতে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়েই মতিবাবুর ঝক্‌মক্‌কানি শান্তিপুরের চড়া হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত। সে মতির যোড়া ছিল না। অধিক কি বলিব, যে সময়ে রাজেন্দ্রলাল কাল-কবলিত, সেই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় জাহ্নবীতীরে দগ্ধ।

যে সময়ে গোপাল ক্ষিপ্ত, হরশঙ্কর হত এবং আমাদিগের সন্ন্যাসী ঠাকুর দুশ্চিন্তামগ্ন, সেই সময়েই রোগক্লিষ্টা বিধুবনিতা মুদিতনয়না ও বিধু বজ্রাহতবৎ নিশ্চেষ্ট।

কৃষ্ণনগর জেলায়, ত্রিবেণীর অপর পারে ও কাঁচড়াপাড়ার খালের কিয়দ্দূর উত্তরে একখানি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। সেই পল্লীস্থ জনৈক দরিদ্রের আলয়ে আজি এই সময়ে বালক-হৃদয়ে মাতৃ-শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, আর পত্নীশোকে পতির হৃদয় দ্বিধা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। পরলোকগতা সতীর পূর্ব্ব-জন্মের জননীসদৃশা শ্যামা গোয়ালিনীর হৃদয়ভেদী চীৎকারে পল্লীস্থ সকলে পাগল হইয়া যাইতেছে।

বিধুর জ্যেষ্ঠ সহোদর পত্নীর পরামর্শে তাহাকে দেড়খানি ঘর ও হাত চৌদ্দ উঠান দিয়া পৃথক করিয়া দেন। তিনি জমিদার সরকারে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বিধুর ভ্রাতৃজায়া বিধুকে বিদ্যাবুদ্ধিহীন গণ্ডমূর্খ বলিতেন। কিন্তু সে সরল প্রকৃতি ও সুপ্রণয়ী ছিল বলিয়া, তাহার পত্নী সরলা তাহাকে পূজা করিত ও গ্রামের সকলে ভাল বাসিত।

সরলা দরিদ্রের কন্যা ছিল। ভাসুরের বাটীর দাসীপনা ও রন্ধনের কার্য্যেই সে এতদিন অতিবাহন করিয়াছিল। অতঃপর জন্মদুঃখিনী পৃথক হইয়া পথের কাঙ্গালিনী হয়। তাহার সরল-মতি স্বামী এ যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া উপার্জ্জনের আশায় অনাহারে ও কাঙ্গালবেশে পথে পথে বেড়াইতে লাগিল। সরল প্রাণের ক্লেশ ভগবান সহিতে পারেন না। সঙ্গীতাশক্ত ও সঙ্গীত-নিপুণ বিধুকে একজন পাঁচালীর অধিকারী সুনয়নে দেখিল। তাহার 'তুই বেটা কেটা, তুই বেটা কেটা, তুই বেটা কেটা,—থাক্ গুদমে,'—'গুম্ গুম্ করে পিঠে মাল্লে কেটা,'—'ভেট্‌কী মাছের মোটা মোটা কাঁটা' ও 'টেংরা মাছের ঝিনি ঝিনি কাঁট্টা' প্রভৃতি বোল্ শুনিতে অতি দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও ইতর ভদ্র লোক দলে দলে আসিত। সকলে বলিত বিধুর মত 'আখড়াই' বাজাইতে কেহই পারে না, আর পারিবেও না।

বিধুর নাম রটিল। 'নাম ডাকে যার, বড় মুস্কিল তার'। যাত্রা ও পাঁচালীতে সে সময়ে দশমাসের অধিক বেতন পাওয়া যাইত না; সুতরাং যাত্রার দলের সকলেই দুই মাসের অবকাশ পাইত। বিধুর নাম ডাকে তাহার ভাগ্যে তাহাও হইত না। অবকাশ কালে যথেষ্ট অর্থ দিয়া লোকে তাহাকে দেশ দেশান্তরে

লইয়া যাইত। স্ত্রীপুত্রের জন্য সে এক্ষণে অর্থলোভী হইয়াছে। টাকা ছাড়িয়া, অতিশয় ইচ্ছা সত্ত্বেও, সে বাড়ী যাইতে পারিত না। বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ যে পট্ট, ঢাকাই বা শান্তিপুরে বস্ত্র পাইত, একদিন সরলাকে পরাইবে বলিয়া সে তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিত। প্রতি মাসে সে রেজেষ্টারী করিয়া স্ত্রী পুত্রের জন্য টাকা পাঠাইত ও তাহার পুত্রের নামে প্রাপ্তি সংবাদও পাইত। টাকা কিন্তু সরলা পাইত না। শ্যামা অপর বাটীতে খাটিয়া তাহার ভাই গোপাল ও মা সরলাকে খাওয়াইত।

হয়ত পতির ঘোর বিপদ বা অধিকতর অনিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ চিন্তায় জর্জ্জরিতা ও পুত্রের কাঙ্গাল অবস্থা আর দাসীর মমতা দেখিয়া সরলা ক্রমশঃ শীর্ণা হইতেছিল। তাহার শরীরে আর সামর্থ্য ছিল না। অতি অল্প পরিশ্রমেও সে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা হইত। দুর্ব্বলের পদে পদেই ক্লেশ। বর্ত্তমান সময়ের ৬।৭ মাস পূর্ব্বে সর্দ্দী হওয়াতে তাহার কাশি হইয়াছিল। সে কাশি অদ্যাবধি ভাল হয় নাই। সেই জন্য তাহার ভাসুরপত্নী তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে রটাইয়া দিয়াছিলেন।

আজি প্রাতে নানাবিধ দ্রব্যাদি লইয়া বিধুভূষণ বাটী আসিয়াছেন। সে আনন্দে সরলা দৌর্ব্বল্য ভুলিয়াছে। বিধুবাবু ধনবান হইয়াছেন অনুমানে পল্লীস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছে। সেই জন্যই আজি চারি বৎসর পরেও তিনি পত্নীর সহিত আলাপ করিবার সময় পাইতেছেন না। আহারের সময়ে স্ত্রীলোকদিগের ভিড়—আহারান্তেও পুরুষের মেলা।

দুর্ব্বলের আনন্দাতিশয্য বিষম। সরলা আহার করিতে পারিল

না। নিদ্রাতুরা হইয়াই যেন সে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইল। সুখের দিন পাইয়া মা ঘুমাইয়াছেন, এইরূপ ভাবনায় শ্যামা গোপালকে লইয়া তাহার ঠিকা মনিববাটীতে গেল—পাছে গোপাল মার সুখের ঘুম ভাঙ্গায়। কিন্তু তাহার ভাসুর-শ্যালক বুদ্ধিমান ও সুরসিক গদাধরচন্দ্র সহসা কোথা হইতে আসিয়া 'ডি ডি' বলিতে বলিতে তাহার ঘরে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার হস্তে ক্ষুদ্র একটী টীনের বাক্স ছিল। মৃগীরোগ থাকাতে ক্রমশঃ তাহার বাক্যের জড়তা জন্মিয়াছিল। সে নিদ্রিতা সরলার শয্যার পার্শ্বে বসিল। উঃ শব্দ করিয়া কাঙ্গালিনী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। তাহার জানুর নিম্নদেশে দুই এক বিন্দু শোণিত বহির্গত হইতেছে দেখিয়া গদাধর যত্নপূর্ব্বক তাহার উপর রুমাল ধরিল ও পকেট হইতে কোন পিশিত পদার্থ বাহির করিয়া ক্ষতস্থানে দিল। অল্পক্ষণ মধ্যে উক্ত ঔষধের কড়ায় লাগাতে শোণিত চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল না। "রক্ত ট বও হল, কেউ ট' আর জান্‌টে পারবে না যে কিশে কাম্‌ড়েছে। টাগাও বাঁড়্‌লুম না, রোজাও ডাক্‌লুম না, টবে আর নির্ব্বিষ হবে কিসে" মনে মনে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে গদাধর বাহিরে চলিয়া গেল। টীনের বাক্সটী তাহার হাতেই ছিল। তৎপরেই সরলা ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল, "শ্যামা! আমাকে বুঝি কিসে কামড়াইল"। সে কথা কেহ শুনিল না। বিধু প্রতিবাসীদিগের সহিত আলাপে ব্যস্ত। শ্যামা ও গোপাল অপর বাটীতে। উপরন্তু তৎকালে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। সুতরাং জন্মদুঃখিনী ক্ষীণদেহে পুরাতন মাদুরের উপর ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল।

বৃষ্টি ধরিল। শ্যামা ছুটিয়া বাটীতে আসিল। সরলার ক্ষীণস্বরে

তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রগতিতে নিকটে গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা! কি হয়েছে—অমন কচ্ছো কেন'? সরলা কাতরে বলিল, 'মা, শরীরের মধ্যে আগুন জ্বল্‌ছে'। শ্যামা চীৎকার করিয়া উঠিল। বিধু ও অন্যান্য অনেকে তৎক্ষণাৎ সে স্থানে উপস্থিত হইল। শ্যামা চক্ষের জলে পথ ভিজাইতে ভিজাইতে বৈদ্য ডাকিতে দৌড়াইল। বিধু জগৎ শূন্য দেখিয়া ভূতলশায়ী হইল।

আর বৈদ্যে করিবে কি! সকলে বলিল, 'চিরকাঙ্গালিনীর সুখের সময় সকলই ফুরাল। যক্ষ্মারোগ ধর্‌লে আর ছাড়ে না। তবে পতির পদে সতীর মৃত্যু হবে বলেই তার দেহে এত দিন প্রাণটা ছিল।' বিধুর কর্ণে এ সকল কথা অশনিপাতবৎ অসহ্য হইতেছে। এই সময় অতি ক্ষীণস্বরে সরলা তাহাকে, শ্যামাকে ও গোপালকে ডাকিল। সকলেরই নয়ন জলভারাক্রান্ত। কেহই কিছু দেখিতে না পাইয়াও তৎক্ষণাৎ তাহার শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইল। সরলা অতিকষ্টে অতিশয় ক্ষীণস্বরে বিধুকে বলিল, 'কেঁদো না—তোমার কাঁদামুখ দেখে মর্‌তেও আমার কষ্ট হবে। আমি যা বলি তা শোন। হাজার দোষ হলেও শ্যামাকে কখন ত্যাগ করো না। তুমি আমি শতজন্মেও তার ঋণ শোধ কত্তে পার্‌ব না।'

জননী পুত্র গোপালকে বলিল, "বাবা! শ্যামাকে দিদি বলে ডাক—মুখে তাই বলো, কিন্তু তাকে অন্তরে আমার মত মা বলে ভক্তি করো।" রোরুদ্যমানা শ্যামাকে সতী বলিল, "মা শ্যামা! আমার প্রাণের ধন গোপালকে তোমায় দিয়ে চল্‌লাম। সে মারলেও তুমি তাকে কখন ছেড়ো না।"

আবার সতী পতি-মুখপ্রতি চাহিল, আবার তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। অতি অস্ফুটস্বরে সে বলিল, "আমি দিনের বেলায় ঘরের ভেতরেও কখন অঙ্গ থেকে একবারে কাপড় ফেলে দেই নি। আজ রাত্রেই যেন মা গঙ্গার ত্রিবেণীর ঘাটে তোমার দাসীর চিতে ধূ ধূ করে জ্বলে। আমার শরীর এরূপভাবে শুইও যে, বেঁচে থাকলে আমি তোমাকে বরাবর দেখ্‌তে পেতাম; মোরেও তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,—আমি তা দেখ্‌বো।" 'সতী কি ভুলে গো পতি, পাবকে পূত সাধ্বীর স্মৃতি।' সরলা সর্প বা শোণিতপাত দেখে নাই। বিষপ্রভাবে জীবন শেষ হইবার সময় তাহার স্মৃতিলোপ হইয়েছিল বলিয়া, সে সর্পদংশন ব্যাপার উল্লেখ করিতে পারে নাই। প্রাণের কথাগুলি মাত্র কষ্টে স্পষ্টে প্রকাশ করিয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতে তাহার সংস্কার ছিল, ত্রিবেণী প্রয়াগের ন্যায় তীর্থ। বিশেষতঃ সে বিশ্বাস করিত, 'গঙ্গার পশ্চিম কূল কাশী-বাস সমতুল।' এইজন্যই তাহার প্রার্থনা যে, সেই স্থানেই তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়।

তৎপরেই সতীর প্রাণ স্বর্গগত হইল। বিধু, গোপাল ও শ্যামার শোকের কথা আর কি বলিব। সে রাত্রিতে বোধ হয়, তাহাদিগের দুঃখে পশুপক্ষী পর্য্যন্তও না কাঁদিয়া থাকিতে পারে নাই।

বাঁশের মাচায় সতী শয়ানা। 'হরিবোল' বলিয়া সকলে সতীদেহ তুলিল। সে দেহের পার্শ্বে শূন্যনয়ন ও অতি বিষণ্ণবদনে বিয়োগকাতর বিধু নীরবে চলিল। গোপাল কখন পথে, কখন বা শ্যামার বুকে বাইতেছে। 'পটীর কোলে সটীর মরণ, দেখ্‌টেও

ভাল, শুন্‌তেও ভাল', এইরূপ বলিতে বলিতে স্ফুর্ত্তির সহিত গদাধরচন্দ্র চলিতেছেন ও ভাবিতেছেন "ডাকে পাঠান টাকাগুলি বোড্ হয় হজম হ'ল।"

ব্যাপার এই যে, প্রত্যূষে বিধু বাটী আসিয়াছেন শুনিয়াই গদাধরের ভয় হইয়াছিল। সেইজন্যই সে দ্রুতপদে পুলীসের লোক রমেশের নিকট যায়। সে বলিয়াছিল যক্ষ্মা, বজ্রাঘাত, কলেরা বা সর্পদংশন যাহাতেই হউক, যদি সরলার সহসা মৃত্যু না ঘটে, তাহা হইলেই গদাধরের মরণ অর্থাৎ মৃত্যুসমান যাতনা হইবে। যক্ষ্মারোগ, কলেরা ও বজ্রপাত গদাধরের হাতধরা ছিল না; সুতরাং রমেশের কথায় তাহার নিমে বারুইকে মনে পড়িল। প্রায় দুইক্রোশ দূরে নিমচাঁদ বারুইয়ের বাটী। তাহার পানের বরজ আছে। পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত গ্রামের লোকই জানিত যে, সে গেঁড়ীভাঙ্গা কেউটে পর্য্যন্ত অনায়াসেই ধরিতে পারে এবং তাহার সর্পদংশনের মন্ত্র ও ঔষধ অব্যর্থ। নূতন সর্প ধরিয়া সে অবস্থাপন্ন লোকদিগের নিকট যাইত। তাঁহারা 'আভাঙ্গা' অর্থাৎ অভগ্নবিষদন্তবিশিষ্ট সর্প দেখিয়া তাহাকে কিছু কিছু পুরস্কার দিতেন। গদাধরচন্দ্র 'শালাবাবু'; সুতরাং সে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পুরস্কার পাইত। উপরোক্ত কারণে এ বিপদ সময়ে গদাধরচন্দ্রের নিমেকে মনে পড়িয়াছিল। তিনি সেইজন্য ত্রিবেণীর বাজারের টিনওয়ালার নিকট আসিয়া একটী ৬।৪ ইঞ্চি টিনের বাক্স ক্রয় করিলেন এবং তৎপরে মজুরী দিয়া তাহার পরিসরের একদিকে কোয়ার্টার ইঞ্চি ও অপর দিকে একটু মোটা সূত্র প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ ছিদ্র কাটাইয়া লই লেন। বৃহৎ ছিদ্রটী ইচ্ছামত আবৃত করিতে পারা যায় এই-

রূপ একখানি টিনখণ্ড তাহার উপর সংলগ্ন করাইয়া লইলেন। সেই বাক্স হস্তে বেলা ১১টার পর গদাধর নিমের বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি নিমচাঁড্, নটুন সাপ টাপ, কিছু ঢরেছ কি?" নিমে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, কাল একটা ডেঁকা গোচ হাত ছুই খ'য়ে গোক্‌রো ধরা পড়েছে—সে দেখাবার মত নয় বলেই, আপনার নিকট যাই নাই।"

গদাধর ঈষৎ হাস্যকরতঃ বলিলেন, "সে সাপটার বুঝি বড় বিষ টিষ নেই।" নিমেও হাসিয়া বলিল, "ও মশায়! তার আবার বিষ নেই! লোকে বলে শোনেন নি যে, 'সাপের ডেঁকা আর বাঘের দেখা।' গদাধর তাহাকে একটী টাকা দিয়া সাপটী দেখাইতে বলিলেন। গোয়ালের চালে বাঁধা একটী হাড়ী নামাইয়া নিমে যে মাত্র তাহার সরা সামান্য উন্মুক্ত করিয়াছে, অমনি সর্প বাহির হইয়া সরাগে দাঁড়াইল। ভূমিতলে তাহার লেজের অল্পভাগ মাত্র রাখিয়া ভয়াবহ চক্রধারণ পূর্ব্বক ডেঁকা যখন তাহার অগ্নিশিখাবৎ জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া বাহির করিতে করিতে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতেছিল, বাবু তখন ভয়ে জড়সড় হইয়া বিশহাত দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার বিষডাঁট আছে ট?" নিমে তালপাতা ও ঝিনুক চাহাতে তাহার বাড়ীর লোক তালপাতায় একটী ঝিনুক বেষ্টন করিয়া নিমের দক্ষিণ হস্তে দিল। নিমে সাবধান হইয়া বসিয়া দক্ষিণ জানু কাঁপাইতে লাগিল। সাপ যে মাত্র তাহাতে ছোঁ মারিতে আসিল, সে তৎক্ষণাৎ জানু সরাইয়া লইল। সাপের ফণা মাটীতে পড়িল, নিমেও তৎক্ষণাৎ বাম হস্তে তাহা ধরিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাম পদে তাহার লেজ চাপিল। তাহার

পরই উক্ত তালপত্রমধ্যস্থ ঝিনুক তাহার মুখের নিকট লইয়া গেল। সাপও সক্রোধে সেই ঝিনুক কামড়াইয়া ধরিল—তাহার দন্তদ্বারায় তালপত্র ছিদ্র হইবার সময় 'কড় কড়' করিয়া শব্দ হইয়াছিল। নিমে তিনবার সেই ঝিনুক সাপের মুখে ধরে। সাপও সমান ক্রোধে তিনবারই তাহা কামড়ায়। বিষে ঝিনুক প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সাপ পুনরায় হাঁড়ীর ভিতর রাখিয়া তাহার উপর সরা চাপা দেওয়া হইল। বৈদ্যদিগকে বিষ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে নিমে বিষপূর্ণ ঝিনুক যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আসিলে, গদাধর তাহাকে গোপনে বলিলেন, "ঐ সাপটার গলায় একটা মোটা সূটোর ফাঁস এমন ক'রে লাগিয়ে ডাও যে, টা টানলেই সাপের ফাঁসী হ'য়ে যায়। তারপর সে সূটো শুড়ু সাপটাকে আমার এই টিনের বাক্সর ভেটর পুরে ডাও। সূটোর শেষ ভাগ এই বাক্সর সরু ছেঁডা ডিয়ে বা'র করে ডিটে হবে। আমি টা ধ'রে টান্‌লেই যেন সাপ আর এডিক্‌কার বড় ছেঁডা ডিয়ে বেরুটে না পারে—সে না হয় ফাঁসী লেগে মরেই যাবে। বাক্সের ভেটর টার বেরনমুখ ঢুকে গেলেই, আমি ওপরের টিন টেনে ছেঁডা বুজিয়ে ডেব—আর সে বেঁচেই ঠাক্‌, আর মরেই যাক্‌, টাকে ট আমার ভয় কর্‌টে হবে না।"

নিমে গদাধরের বুদ্ধিশুদ্ধি জানিত। সুতরাং সে সন্দিগ্ধচিত্তে বলিল, "কেন? এমন ক'রে সাপ নিয়ে কি কর্‌বেন্‌?"

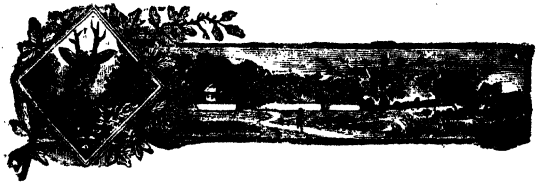
গদাধর হাসিয়া বলিলেন, "আমার টামাশার লোককে ভয় ডেকাব। কিন্টু টুমি এ কটা কাকুই ব'ল না। টা হলে আর কেউ ভয় কর্‌বে না।" এই কথা বলিয়া গদাধর নিমচাঁদের হস্তে ২টী টাকা দিলেন। সে টাকার লোভ সম্বরণ করিতে

পারিল না। বাক্সমধ্যে উপরোক্তভাবেই সর্প রক্ষিত হইল। কিন্তু 'কি জানি কি হয়' ভাবিয়া নিমে গদাধরের হস্তে পিষিত ঘলঘসের মূল দিয়া বলিল, "যদি কোনমতে 'কাটে' অর্থাৎ ছোবল মারে, এই দাওয়াইটে লাগিয়ে দিবেন,—তাহ'লেই রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে—আর তার ওপরে ২।৩ জায়গায় তাগা বেঁধে আমায় ডাকৃতে পাঠাবেন্।"

"যক্ষ্মারোগে ত' সরলা মরেই যাবে, তবে আর আমার মরণটা কেন হয়" এইরূপ ভাবিয়াই নিজপ্রাণ বাঁচাইবার জন্য কুক্ষণে জাত দুর্ম্মতি গদাধর এরূপ মহাপাতক (স্ত্রীহত্যা) করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহার বেদের প্রমাণ, 'চাচা, আপ্না বাঁচা'। হ্যাম্‌লেটের পিতৃব্য মহাশয়ও এই বিধি অনুসারে ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। তবে গদাধরের ভাবী বিপদ নিবারণ আর পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে রাজভ্রাতার সুখসাধন।

মধ্যে মধ্যে হরিবোল শব্দে গৃহস্থ ও পথিকদিগের প্রাণ কাঁপাইয়া শববাহীগণ চলিতেছে—গোপাল মাঝে মাঝে 'ও মা' 'ও মা' বলিয়া এবং শ্যামা 'গোপাল যে ডাকে, ও মা তাকে ফেলে কোথায় গেলে গো' বলিতে বলিতে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু বিধু কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আসিতেছেন। সুখদায়িনী ভীষ্ম-জননীর কি মহিমা! জাহ্নবীজল দর্শনমাত্র রুদ্ধবাক্ বিধুর গাঢ় শোক তরল হইল ও তাঁহার নয়ন ও বদনপথে তাহা বাহির হইতে লাগিল। যাহার যেরূপ অভ্যাস, তাহার সেইরূপ স্বর ও সেইরূপ বাক্যে শোক বাহির হইয়া থাকে। বিধুর সঙ্গীতেই পরমানন্দ ছিল, সেইজন্য তিনি ত্রিবেণীর পারে যাইবার সময় পত্নীর পবিত্রদেহ স্পর্শ করিয়া পাহাড়ীসুরে গাহিয়া উঠিলেন,—

এই কি দেখাতে আঁখি অভাগায় আনিলি !
সুখে তরি পারে যাবে বলে মাঝ গাঙ্গে ডুবালি—
পেটের জ্বালায় পথে ব'সে, রেখেছি প্রাণ কিসের আশে,
দেখ্‌ব এই বদন এসে, হওয়া ভাতে বালি দিলি।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার জলে।

বিধুর এই স্বরে—তাহার এই গীতে সন্ন্যাসীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার স্থির নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি মনঃকল্পিত শিববাক্য বিস্মৃত হইলেন—তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চমকিত হইয়া ছিপে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টি বিধুদিগের নৌকাস্থ সরলার শবশরীরের উপর পতিত হইল। সেই তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, সেই মশালের আলোকে তাঁহার বোধ হইল, সে শব গেরুয়া বসনে আচ্ছাদিত। অমনি সবেগে সন্ন্যাসিনী তাঁহার স্মরণপথে দেখা দিলেন। ঠাকুরের মনে হইল, তাঁহার প্রণয়িনীকে গোপালদলভুক্ত দস্যু হত্যা করিয়াছে। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে শোকাবেগ ও বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তাঁহার স্থির বোধ হইয়াছিল, নিষ্ঠুর নরঘাতীগণ আত্মীয় সাজিয়া তাঁহার প্রাণেশ্বরীর দেহ দাহ করিতে আসিয়াছে। তাঁহার

আজ্ঞায় ছিপ শবযানের পার্শ্ববর্ত্তী হইতে না হইতেই, তিনি সবেগে তাহাতে আরোহণ করিয়া শোকোদ্ভূত রোষকষায়িত লোচন ও তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোন্ অভাগার অঙ্কলক্ষ্মীর এ নির্জীব দেহ দেখিতেছি—কিরূপেই বা সতীর অকালমৃত্যু হইয়াছে—তোমরা সকলেই বা কে"? আবার উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই, তিনি নৌকায় সবেগে পদাঘাত করিয়া অনুতাপযোগ্য কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া, বেচুয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "এ স্বর্গগতা সতী আমার প্রাণের সহচরী নহেন।"

ঠিক সেই সময়ে বিধু চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে সাধুর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া অর্দ্ধোক্তিতে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে এই সতীই এ হতভাগার সর্ব্বস্বধন। এ গণ্ড-মূর্খের হাতে পড়েই লক্ষ্মীর এ দুর্গতি হয়েছে। আমি মহাপাতকী যদি চার্‌টে বছরের মধ্যে চার বারও বাড়ী আস্‌তাম, তাহলেও, আমি হয়ত মরিছি, মনে করে ও অভাবে 'আধ্‌পেটা' খেয়ে খেয়ে, আমার সরলের যক্ষ্মারোগ হ'তো না—আমার প্রাণের প্রাণ আমায় ফেলে এমন করে পালাতও না।"

বেচুয়ার কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র সন্ন্যাসী যে দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না। রাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর তুলিতে তাহা চিত্রিত হইতে পারিত। 'ললিতা হতা', এই অনুমানে তাঁহার অন্তরে যে শোকবিষ প্রবেশ করিয়াছিল, বেচুয়ার বচনামৃতে তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া দুইটী সুন্দর নাসারন্ধ্র হইতে সুদীর্ঘ প্রশ্বাসরূপে বহির্গত না হইলে, তাঁহার যে কি দশা হইত—সে

জ্বালায় অন্য কত লোকের যে কত দুর্গতি ঘটিত, তাহা বলা যায় না।

বিধুর রোদনে—তাহার কথায়, তাঁহার নয়ন পরক্ষণেই তাহার বদনের উপর পতিত হইল। তিনি সরল প্রেমিকের সেরূপ শোকোচ্ছ্বাসে ভাসিলেন—"বাঁচালে সখি" বলিয়া, বেচুয়ার তাৎকালিক দুর্ভাবনা তিনি সে সময়ে দূর করিতে পারিলেন না। বেচুয়া ভাবিতেছে, পাছে তাহাকে ছিপ হইতে দূরীভূতা হইতে হয়।

ও বেচুয়া! সখা তোমার বদনে অন্তরবেদনার যে সুন্দর ঔষধ পাইয়াছেন, দূরীভূতা করা দূরে থাক্, এক্ষণে তিনি তোমাকে স্কন্ধে বহন করিতে না চাহিলে হয়! অনেক দিন তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া আছ, ভালবাসা বা প্রেমের রীত্যনুসারে তিনি তোমাকে প্রোমোশনও দিতেই পারেন।

ব্যাপার এই যে, সরলার শবদেহ বিধুর পুরস্কারপ্রাপ্ত গোলাপী বর্ণের পট্টবস্ত্রে আবৃত ছিল। তাহাতেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসনের ভ্রম হয়। একবার দিক্‌ভ্রম হইলে, সূর্য্যোদয় দর্শনেও যেমন তাহা বিদূরিত হয় না, তেমনই খোলা নৌকায় বিধুর বদন দেখিয়া ও তাহার গান শুনিয়াও ঠাকুরের প্রাগুক্ত উৎকণ্ঠা নিবারণ হয় নাই। সে অবস্থায় তিনি ভাবিতেও পারেন নাই যে, নির্জ্জন তমসাবৃত নদীতীরে কার্য্যসম্পন্ন করিয়া নৃশংস নরপ্রেতেরা 'কাত্‌লার' গলদেশে গুরুভার প্রস্তর বন্ধন পূর্ব্বক তাহাকে মা গঙ্গার তলদেশে স্বর্গের পথানুসন্ধানে না পাঠাইয়া, এরূপে কার্ত্তিক বা সরস্বতী প্রতিমার 'বাইচ' করিয়া বেড়াইত না।

সন্ন্যাসীর ভাবে ও তাঁহার ভাষায় নৌকাস্থ অন্য সকলের

ভয় হইয়াছিল। কিন্তু বিধুর তাহাতে শোক উথলিয়া উঠে। শোকোদ্‌ভূত রোষেও শোকার্ত্ত ব্যক্তি একরূপ শান্তি পায়। বিপদাপন্নের পক্ষে সমবেদনা মহামন্ত্র।

যাহা হউক, সরলার শব শরীরই যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল যে তাঁহার সরযু ভাল আছেন।

সেইজন্য সেই শবের উপর তাঁহার মায়া জন্মিল। আবার শিশুসন্তান ও প্রিয় স্বামীর ক্রন্দনে তাঁহার নিজের অবস্থা ও জননীকে মনে পড়িতে লাগিল। এই কারণে তিনি শবের সমস্ত দেহ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। জানুর নিম্নদেশে ঘল্‌ঘসের প্রলেপ তুলিয়া ক্ষতস্থান দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, "সতীকে সর্পে দংশন করিয়াছিল। কেবল প্রলেপ না দিয়া যদি ঘল্‌ঘসের মূল ও পত্রের রস পান করান হইত, তাহাহইলে এ অবস্থায় তাঁহাকে এস্থানে আনিতে হইত না। আমার বোধ হয় লক্ষ্মী এখনও জীবিতা। আমি যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাগমন করি, কেহ যেন এ সতী অঙ্গ স্পর্শ না করে?"—তিনি সে অন্ধকারে স্থানান্তরে গমন করিলেন। এক্ষণে সরলার শবদেহ নৌকা হইতে তীরে আনয়ন করা হইয়াছে।

সাধু সন্ন্যাসী বলিতেছেন, তাহার প্রাণেশ্বরী জীবিতা, এ কথাও কি বিধুভূষণ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া শুনিতে পারে? সে প্রণয়িনী পার্শ্বে শয়ন করিয়া পড়িল—তবে পত্নী মঞ্চে, আর পতি ভূমিতলে। সে যে কিরূপ প্রাণে ভগবানের নিকট যুক্ত-করে কি প্রার্থনা করিতেছিল, তাহা লেখনী বা বদননিঃসৃত ভাষা অপেক্ষা হৃদয়ের ভাষাতেই বিশদরূপে সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্যামা তাহার মার পদতলভাগে কাঁদিতে কাঁদিতে

কত কি বলিতেছে। আর সুনীতি না হউন, সরলা জননীর জন্য ধ্রুব না হউক, গোপাল ও কি করে? তাহার উর্দ্ধনয়নে ধারা বিনির্গত হইতেছে—সে করযোড়ে গদ্‌গদস্বরে বলিতেছে, "বাবা তারকনাথ! আমার মাকে বাঁচিয়ে দাও।" সে যে শুনিয়াছিল, তাহাদিগের গ্রামের কামিনীর মা হত্যা দিয়া স্বপ্নে সন্ন্যাসীরূপী বাবা তারকনাথের হাতে ঔষধ পাইয়াছিল। সে আমাদিগের সন্ন্যাসীকে হস্তপদবিশিষ্ট তারকেশ্বর কেন না মনে করিবে? অনতিদূরে গদাধরও বিষণ্ণবদনে একমনে ভাবিতেছে—"ডেক ডিকি, এ বেটা আবাড় কোট্ ঠেকে যুটল। ডাকের টাকার জন্যেই আমার যট ভাবনা। রমেশ পুলীসের লোক। সে বলেছে, সরলা না মলেই আমার মরণ। টা কি করি! না, এ ভণ্ড বেটার আর বাঁচাটে হয় না নিমে বলেছে, ছোট সাপেরই বিষ বেশী।"

নানা দেশ ভ্রমণে সন্ন্যাসীর বহুতর বিষয়ে শিক্ষা হইয়াছিল। তিনি যৎকিঞ্চিৎ সর্পবিদ্যাও জানিতেন। প্রভূত বনপ্রসবিনী ত্রিবেণীতে অনুসন্ধান করিয়া অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে ওষধি সংগ্রহ করতঃ তিনি সরলার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেন ও তাহার রস সমস্ত অঙ্গে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষতস্থানে প্রলেপের কড়ার রীতিমত লাগিলে, শবসম রমণীর দেহ গঙ্গাস্রোতে ভাসাইতে বলিলেন। 'ন্যূনপক্ষে ২৪ ঘণ্টা স্রোত-আন্দোলিত হইলে রমণী পুনর্জ্জীবিতা হইবেন,' এই কথা দ্বারা শোকসন্তপ্ত স্বামীর হৃদয়ে পত্নীর পুনর্জ্জীবনের আশা সঞ্চারিত করিয়া সন্ন্যাসী সত্বর ছিপে প্রত্যাগমন করিলেন। ছিপ আবার সেই বেগে ছুটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

'তবে কেন ভেবে মরি
এ আমাদের ঝকমারি।'

ডুমুরদহ অতিক্রম করিবার সময় সন্ন্যাসীর তথাকার ভূম্যধিকারীদিগকে মনে হইল। তাঁহারা দস্যুসহায় ও তস্করপ্রতিপালক ছিলেন। অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় তাঁহাদিগের দাতৃত্ব ও পরোপকারেচ্ছা প্রকাশ করিত না। অধিক কি তাঁহাদিগের দেবালয় পর্য্যন্ত নিরীহ-পথিকমীন ধরিবার জাল মাত্র ছিল। এক দিবস রজনীতে শান্তিপুরনিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত আশানন্দ ঢেঁকি মহাশয় তাঁহাদিগের অতিথি হইয়াছিলেন। নিশীথ সময়ে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দন ধ্বনি ও পুরুষকণ্ঠনির্গত ভয়-বিহ্বল স্বর শ্রবণ করিয়া ঢেঁকি মহাশয় তাহাদিগের নিকটস্থ হইয়া দেখেন, রমণী প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যতা হইয়া ২।৩ বৎসর

বয়স্কা একটী অতি সুন্দরী বালিকাকে ক্রোড়ের ভিতর টানিতে টানিতে কাতর স্বরে বলিতেছেন "বাবা! বাছার হাত কেট না, আমি বালা খুলে দিচ্ছি"। পাষাণ-হৃদয় অতিথিশালার পরিচারক কর্কশস্বরে বলিল, "জল্‌দি দিবি তো দে, নচেৎ তোর মেয়ের হাত কেন, গলাটা কেটে ফেল্‌ব।" সুন্দর রসিকতা করিয়াছে ভাবিয়া, সে অপর দস্যুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া হাস্য করিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে ঢেঁকি মহাশয়ের মুনি অপেক্ষা কঠিন হস্ত তাহার গলদেশে পতিত হইল। মুক্তির জন্য শক্তি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহার হস্ত সঞ্চালিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার দেহ বিংশতি হস্ত দূরে, অতিথিশালার অঙ্গনে, এরূপ সবলে পাতিত হইয়াছিল যে, সে তদ্দণ্ডেই চিরনিদ্রায় অভিভূত না হউক, প্রহরেকের নিমিত্ত নিশ্চেষ্ট, গতিশক্তিবিহীন ও নির্ব্বাক হইয়া শবসমদেহপ্রাপ্তির সুখভোগ করিয়াছিল। অপর দস্যুরা তদ্দর্শনে পাপবৈরনির্যাতন-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে তৎপর হইলে, ঢেঁকি মহাশয় তাহাদিগকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন এবং উদরে না হউক, সমস্ত অঙ্গে তাহারা সে অসাধারণ দাতাপ্রদত্ত মিষ্ট না হউক মুষ্টি আহারে পূর্ণ-কাম হইয়া বন্ধুপার্শ্বে সুনিদ্রিতের ন্যায় শয়ান হইল। জননীর কন্যার সুন্দর হস্ত তাহার অঙ্গেই ছিল ও ভয়বিহ্বল পুরুষ সস্ত্রীক সমস্ত ধনালঙ্কারের সহিত ঢেঁকি মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক অক্ষতশরীরে পথিক-বিশ্রাম সে অতিথিশালা হইতে প্রস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। বাবু মহাশয়েরা বহুসম্মানপূর্ব্বক ঢেঁকি মহাশয়কে যথেষ্ট ধনদানে পূজা করিয়া, তাঁহার নিকট দুষ্প্রবৃত্তি ক্ষান্তির জন্য বর প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঢেঁকি মহাশয়ের জননী দুষ্টলোকের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তাঁহাকে লাঠি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি কখন মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন না; সুতরাং তৎপরদিবস হইতেই ঢেঁকি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আমাদিগের সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত অবধৌতের গুরু করণের ন্যায় ঢেঁকি মহাশয়কে গুরুজ্ঞান করিতেন। নাই বা করিবেন কেন! পূর্ব্বজন্মের দাসীপুত্র পরজন্মের দেবর্ষি নারদ বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত হরিভক্তের প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ আদির গুরু হইয়াছিলেন। যদি তিনি ঢেঁকি-বাহন হইয়া এইরূপ বহু শিষ্য পাইয়া থাকেন, আমাদিগের ঢেঁকি মহাশয় কি ঢেঁকি বহন করিয়া সন্ন্যাসীর মত একটীও শিষ্য পাইতে পারেন না?

স্রোত, বায়ু বা সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সন্ন্যাসীর ছিপও, তিনি মনে মনে গুরুধ্যান বা গুরু প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া, অপেক্ষা করে নাই। দেখিতে দেখিতে ছিপ শান্তিপুর পার হয়। এইবার সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণে অগ্রে নবা দেখা দিল। তৎসঙ্গেসঙ্গে তাঁহার রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের উদ্যান মনে পড়িল। পালচৌধুরী মহাশয় কোন সময়ে কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য স্থানবাসী ধনী লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত নৃত্যগীত প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহারা সকল বিষয়ে তৃপ্তিলাভ করিয়া অপরাহ্ণে উদ্যানমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে হাস্য পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়ে সে স্থানের তাৎকালীন সরদার নবা লাঠি হস্তে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। পালচৌধুরী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রফুল্লচিত্তে

বলিলেন, "নব, বাবু মহাশয়দিগকে এরূপ কিছু দেখাও যে, তাঁহারা তদ্দর্শনে সুখী হন।"

নব উত্তর করিল, "কে কিসে সুখী হবে, তা মুই জানব কেমনে! বল তো এই নেরেল গাছের মাতা থেকে তুই লেব।"

সম্মুখের নারিকেল বৃক্ষটী অতি দীর্ঘ—আবার বাতাসে পাদপ যেন অহঙ্কারে সতত হেলিতেছে দুলিতেছে। একজন ধনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'তাহাই কর।' তৎপরে অপর সকলেই বলিতে লাগিলেন, 'তাহাই কর, তাহাই কর।'

নব হাসিতে হাসিতে বলিল, "সব শেয়ালেরই এক রা' এবং লাঠির সাহায্যে সোপানাবলী আরোহণের ন্যায় অনায়াসে উক্ত নারিকেল বৃক্ষের গলদেশে উপস্থিত হইল। তৎপরে সেই গলদেশ নিজ পদদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক নিম্নশির হওতঃ সে চীৎকারস্বরে বলিল, 'দেখ পড়ি'। সে সময়ে সে লাঠি গাছটি এরূপভাবে দুই হস্তে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়াছিল যে, সেই ভাবে তাহার দেহ ভূমি পর্য্যন্ত আসিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে লাঠির অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করে। ফলতঃ তাহাই হইল। চক্ষের নিমেষে নবর দেহ সেই বৃক্ষতলস্থ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইল। লাঠির একহস্ত পরিমাণ সেই কঠিন মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়াছিল। নব অনায়াসেই তাহা উঠাইয়া লইল। সে অনেক শাল, দোশালা ও টাকা পুরস্কার পাইল।

সকলে আশ্চর্য্য ও সুখী হইয়াছেন দেখিয়া পালচৌধুরী মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা নাই। সকলের সম্মুখে নবর ক্ষমতা প্রকাশ করিবার মানসে তিনি আহ্লাদে গলিয়া নবকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "নব! তুমি কত লোকের মোহাড়া লইতে পার?"

নব হাসিয়া উত্তর করিল, "মদ্দে মদ্দে একা একা, চাবা ভূষো দুশ পাঁচশ, আর তিলি তাম্‌লী ঝ্যাত পার।"

বলা বাহুল্য পালচৌধুরী মহাশয়েরা তিলি।

মন হইতে নবা বিলুপ্ত হইলেই সন্ন্যাসীর অদ্বৈত মহাপ্রভু ও প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে মনে পড়িল। স্মরণমাত্রই তাঁহার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। তিনি মনে করিতেছিলেন,"সরস্বতীপরাজয়-কারী কন্দর্পসদৃশ নিমাইচাঁদ আমার, পরমাসুন্দরী নবযুবতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও এই শান্তিপুর হইতেই বৃদ্ধা পুত্রশোকসন্তপ্তা বিধবা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রেম বিলাইতে নীলাচল গমন করিয়াছিলেন। আমার সরযূর আকারও আমার এক্ষণে মনে নাই। তথাচ তাহার অদর্শন আমার পক্ষে সর্পদংশনসম বোধ হইতেছে। কেন এমন হয়! মা আমার সর্ব্বস্ব ছিলেন। তাঁহাকে মনে করিয়াও আমি সুস্থির থাকিতে পারিতেছি। কিন্তু সরযূ নামটী স্মরণপথে আসিলেই আমি একবারে অধীর হইয়া পড়ি। তাঁহাকে "আমার" মনে করিয়াছি, এইজন্যই বোধ হয় আমার মনের এরূপ গতি।"

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতঃ।" মমতাই যদি জীবের সকল ক্লেশের মূল, তাহা হইলে এত আত্মবঞ্চনা করিয়া ও এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া এ মমতা-আশীবিষ সে হৃদয়ে কেন পোষণ করে? আজ কয়েক দিন আমি মনের যে চাঞ্চল্য সহ্য করিতেছি, যদি সরযূর সহিত মিলিত হইব এ আশা বলবতী না থাকিত, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মৃত্যু যে আমার পক্ষে সহস্র

গুণে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে ত আমার সন্দেহ হয় না। সেইজন্য ভাবি, জগদ্বন্ধু! এ মমতাকে কে সৃজন করিয়াছে! কিন্তু এ মমতা না থাকিলে জননীও কি আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ও ঘৃণালজ্জা দূরীভূত করিয়া শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করিতে পারিতেন? মমতা মন্ত্রটি দূর করিয়া দাও, দেখিবে সংসার বিশৃঙ্খল হইয়াছে—কেহ কাহার জন্য কোনরূপ অপেক্ষা করিতেছে না—সকলেই স্বার্থে নিজ নিজ সুখে ব্যতিব্যস্ত—পরার্থপরতা একবারে বিলুপ্ত।"

"মহামায়া প্রভাবেন, সংসার স্থিতিকারিণঃ।"

"কিন্তু মমতা দুই প্রকার। মন কল্পনা করিল, কোন পুরুষ বা স্ত্রী অথবা কোন দ্রব্যবিশেষ দ্বারায় সুখলাভ হইবে। সে তাহার দিকে ধাবিত হইল ও তল্লাভে বুদ্ধিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সমস্তই নিযুক্ত হইল। তাহা লাভ হইলে সে তাহাকে বা সে বস্তুকে 'আপনার' ভাবিতে লাগিল। যতদিন তাহার প্রতি সে মনের আসক্তি, ততদিন সে তাহার আপনার। আসক্তির হ্রাসের সহিত 'আপনারও' হ্রাস হয়—আসক্তিবিহীন হইলে 'আপনার' ফুরাইয়া যায়। এই একরূপ মমতা।"

"আবার কোন কোন স্থলে দেখা যায়, সুখকল্পনার লেশ না থাকিলেও, কাহারও বা কোন বস্তুর উপর অনিবার্য্য বেগে মমতা-স্রোত বহিতে থাকে। একান্ত ইচ্ছা করিলেও সে স্রোত রোধ করিতে অথবা তাহাতে প্রবাহিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। কেন তাহাতে ভাসি জানি না ও তাহাতে কি সুখলাভ হইবে তাহাও বুঝি না। প্রবল জলপ্রবাহে তৃণ যেমন নিজ চেষ্টা,

নিজের ইচ্ছা বর্জ্জিত হইয়া ভাসিয়া যায়, জীবও শেষোক্ত প্রবাহে সেইরূপ প্রবাহিত। ইহাই মমতার অপর রূপ।"

"শেষোক্ত মমতা হৃদয়ে। প্রথমোক্ত মমতা মনে। মনের মমতা ত্যাগে শ্রেয়ঃলাভ হয়। হৃদয়ের মমতা পরিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা, আর স্বভাব বা ভগবানের গতিরোধ করা, একই কথা। ইহাতে জীবের অশিব সাধনই হইয়া থাকে।"

কাহারও প্রতি ভালবাসা জন্মাইলে, বুদ্ধিমান লোক এই রূপেই আপনাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মনে করিয়া ভালবাসার পাত্রলাভে যত্নবান হন। যে সকল মনের ভাব আপনার অনুকূল মনে করেন, তিনি সেই ভাবেই নিমগ্ন থাকেন—তাহাতেই আনন্দানুভব করেন। তাহার বিপরীত কথাটীও সেই সময়ে তাঁহার মনে উদয় হয় না—কেহ বলিলেও তিনি তাহাতে রসানুভব করেন না। আমাদিগের সন্ন্যাসী এক্ষণে তদবস্থ। মমতার অনুকূলে তাঁহার কত কথাই মনে হইতেছে, এমন সময়ে দূর হইতে নবদ্বীপ দেখা গেল। অমনি তাঁহার মনে হইল, "বহু পরিশ্রমার্জ্জিত বিদ্যার ফলভোগে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া এবং যৌবনেও সে সুন্দরদেহে, প্রণয়িনী ও পার্থিব সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নবদ্বীপের নিষ্কলঙ্ক-শশী জগতের সকল লোকের প্রতি মমতাসক্ত হইয়া তাহাদিগকে নির্ম্মল সুখানুভব করাইবার জন্য প্রেম বিতরণে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই জন্যই এত লোকে এত দিবস ধরিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান মনে করিয়া আসিতেছেন। 'প্রতিষ্ঠা কুক্কুরীবিষ্ঠা' বলিয়া যখন তিনি তৎপ্রণীত ন্যায়ের গ্রন্থ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন পক্ষধর মিশ্র পরাজয়কারী কণ্ঠস্থ সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রের পূর্ণাধিকারী দীধিতিকর্ত্তা

নবদ্বীপউজ্জ্বলকারী চিরস্মরণীয় শ্রীরঘুনাথ সাশ্রুনয়নে বলিয়াছিলেন, "নিমাই! তুই মানুষ না দেবতা!" নবদ্বীপের তেমন সময় আর হবে না। সেই সময়েই সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ, আগমবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মারাও শ্রীগৌরাঙ্গের খ্যাতির সহিত জগতের সুখ পরিত্যাগে বিস্ফারিত নেত্রে ভাবিয়াছিলেন, "এ ব্রাহ্মণকুমার কি সাধারণ লোক!" বাহিক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ের টানে, হৃদয়ের মমতায় পরহিতার্থে—পর উদ্ধারে, প্রেম বিতরণে বাহির্গত হইয়াছিলেন। সমস্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের গুরু—গুরু কেন বলি—ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীযিশুখৃষ্ট মহাপুরুষ অপরকে সহোদরসদৃশ ভাবিতে উপদেশ দিয়াছেন। হৃদয়ের মমতা সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ ভাবিতে পরামর্শ দেয়। এ হৃদয়ের মমতা ত্যাগ আর আত্মাকে বিনাশ করা আমার মতে একই কথা। অথবা এরূপ কেনই বা ভাবিতেছি? হৃদয়ের মমতা কি কেহ কখন ত্যাগ করিতে পারে? অত্যুন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ ফুৎকারে উড়াইয়া তাহার স্থানে মহাসাগর আনয়ন ও বেগবতী স্রোতস্বতীর স্রোত বিপরীত দিকে সঞ্চালন সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু কেহ হৃদয়ের আকর্ষণ নিবারণ করিতে পারে না। সরযূর দিকে আমার হৃদয় আমাকে আকর্ষণ করিয়াছে। এ আকর্ষণে মন বা তাহার কিঙ্কর ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধও নাই। আমি ইহা কেন নিবারণ করিব—নিবারণ করিবার সাধ্যই বা আমার কোথায়?"

সন্ন্যাসী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বদিকে উষা দেখা দিলেন। নিশীথের ঝিল্লীরব আর নাই। এক্ষণে জাহ্নবীর কুলকুল ধ্বনির সহিত কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি সহস্র

সুকণ্ঠ পক্ষীর সুস্বর মিলিত হইয়া জীবের কর্ণকুহর জুড়াইতে লাগিল। এ সময়ের গঙ্গার সুশীতলসলিলকণবাহী মন্দসমীরণ পীড়িতেরও গাত্রদাহ নিবারণ করে। সে বায়ু সংস্পর্শে উন্মত্তের মত্ততাও ক্ষণিক স্থগিত হয়। সুতরাং এ সময়ে আমাদিগের নবীন সন্ন্যাসীর চিন্তাতাপিত মস্তিষ্কও কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইল। ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তিনি দেখিলেন যে, সহস্র সহস্র তারকাবলি আর নীল নভোমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিতেছে না। কেবলমাত্র শুকতারা স্পষ্টাক্ষরে দেখা দিয়া জীবকে বলিতেছে, 'দেখ জীব, জগতের সুখ কত ক্ষণস্থায়ী। আমি এই উদিত হইলাম—আমার বড় শোভা—বড় ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু তুমি একবার নয়ন মুদিত কর—ক্ষণপরেই তাহা উন্মীলিত করিয়া আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।'

শুকতারা বিলোপের সহিতই পূর্ব্বদিকে 'জবাকুসুম সংকাশ' অরুণোদয় হইল। সন্ন্যাসী ভাবিলেন "কি মনোহর দৃশ্য। দুঃখের রজনী এইরূপেই প্রভাত হইয়া যায়। আমারও তাহাই হইবে—আমারও হৃদয়াকাশে এইরূপই অরুণোদয় দেখিব। আহা! সাধে কি শ্রীরামদাস সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমানচন্দ্র সূর্য্যকে কুক্ষিস্থ করিয়াছিলেন!"

সত্বর ছিপ স্থির করিয়া তীরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে পাণ্ডুবর্ণা ও সহস্র অশ্রুধারায় আপ্লুত বেচুয়াবদন প্রতি সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পতিত হইল। 'হা! প্রণয়,' 'হা অকৃত্রিম আশৈশব ভালবাসা' এই কথা বলিতে গিয়া সন্ন্যাসী রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন দেখিয়া, বেচুয়া নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে কম্পিতস্বরে বলিল, "কেহ আমার প্রাণের সখীর কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না।

আপনার এ তীব্রচিন্তাকুলিত বদন আর আমি দেখিতে পারিতেছি না। যে পরিমাণে আপনার প্রাণ অস্থির হইবে, কোন বিপদ না হইলেও, আমার সখীর প্রাণ তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীর হইয়া পড়িবে। চির-একাকিনী সখী আমার সন্ন্যাসিনী—কাঙ্গালিনী—আপনার প্রেমভিখারিণী। আপনি অধীর হইয়া আমার সেই দুঃখিনী সখীকে আর ক্লেশ দিবেন না।"

বেচুয়ার কথাগুলি সন্ন্যাসীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠ, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। প্রাতঃকৃত্যের কাল অতীত হইয়াছে দেখিয়া, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তিনি তদবস্থাতেই তীরে উঠিলেন। বেচুয়াও সেই জন্য তীরের অপর দিকে গমন করিল। ক্ষণপরে উভয়েই গঙ্গাজলনিমগ্ন। সন্ন্যাসী ভক্তিপরিপূর্ণ হৃদয়ে স্তবপাঠ করিতেছেন—বেচুয়া সকাতরে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সে স্বরে মুগ্ধ হইতেছে।

বাল-সূর্য্যকিরণে ভাগীরথীর কি শোভাই হইয়াছে! স্বর্ণবর্ণ ঊর্ম্মিগুলি নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে—আবার ভক্তজনপ্রদত্ত জবার মালা নাচাইয়া নাচাইয়া সকলকে বলিতেছে "জাহ্নবী-জলোর্ম্মি কত সৌভাগ্যবতী দেখ।" কত শত নৌকা রজনীর বিশ্রামের পর প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে যেন প্রফুল্ল হইয়াছে—কোন কোন খানি পালে—কতকগুলি বা দাঁড়ে কিম্বা গুণে চলিতেছে। তন্মধ্যস্থ কুলবধূরা অবগুণ্ঠন অঙ্গুলিদ্বারা অল্প মুক্ত করতঃ জাহ্নবীর শোভা, তীরস্থ লোক আর কত কি দেখিতেছে। তীরবর্ত্তী প্রান্তরে আবার রাখালগণ শত শত গো, মহিষ, মেষাদি লইয়া হাসিতে হাসিতে ও খেলিতে খেলিতে গোচারণে যাই-

তেছে—তাহারই বা কত শোভা। উভয় কুলেই শত শত লোক আর কত শত সিমন্তিনী কলসকক্ষে বা রঙ্গীন গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে হয় স্নানার্থে আড়ুলী হইতে অবতরণ করিতেছেন, অথবা স্নান-পূত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কত শত যুবা স্ফূর্ত্তির সহিত গঙ্গাপার হইবার প্রয়াসে সন্তরণ দিতেছে, কত লোক বা সন্তরণ জানে না বলিয়া জানু মগ্ন হয় না এমন স্থানে বসিয়া গঙ্গাবগাহন সুখভোগ করিতেছে। কাহারও ভক্তিপূর্ণ স্তবপাঠে কর্ণকুহর শীতল হইতেছে—কেহ কেহ বা স্ফূর্ত্তির সহিত হাসিতে হাসিতে সখীসংবাদ গাহিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের নবীন সন্ন্যাসী আজ প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরের এ শোভা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সত্বর সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া তিন গণ্ডূষ গঙ্গাজল পানকরতঃ তিনি ছিপে উঠিলেন এবং বেচুয়া স্নাত হইয়া অগ্রেই তাহাতে বসিয়া আছে দেখিয়া বিষণ্ণবদনে তাহাকে বলিলেন, "অনুসন্ধানে জানিলাম, গতকল্য একখানি ছিপ অগ্রে বাহিয়া গিয়াছে। প্রায় এক প্রহর পরে আর দুইখানি ছিপও উত্তরমুখে যাইতে লোকে দেখিয়াছে।"

বেচুয়া তদ্রূপ বিষণ্ণবদনেও হাসিয়া বলিল, "ক্ষণপরে আবার লোকে বলিবে, আর একখানি ছিপও চলিতে দেখিয়াছে। গঙ্গায় জল আছে, লোকের ছিপ আছে, বোটে ফেলিবার হস্তেরও অভাব নাই। লোকে ছিপ দেখিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মহিষমর্দ্দিনী ও শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী রমণী ছিলেন। পুরুষ স্ত্রীবেশে উক্ত দুরূহ কার্য্য করেন নাই। আমার সখী রমণী বলিয়া আপনি তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না। পরে বুঝিতে পারিবেন তিনি কেমন কামিনী।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় চারি পাঁচ ক্রোশ অতিবাহিত করিবার পর সহসা বেচুয়া অপেক্ষাকৃত ঔৎসুক্যের সহিত সন্ন্যাসীকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বলিয়া উঠিল, "দেখুন! দেখুন! যে ঘাটে রাশিকৃত প্রস্তর দেখা যাইতেছে, ঐ ঘাটের উপর কত বানর একত্রিত হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, বানরের বিরাট সভা হইয়াছে। চলুন, একবার তীরে উঠিয়া দেখিয়া আসি।"

বেচুয়ার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, সে স্থানে দুগ্ধ ক্রয় করিতে পাইলে, সে সন্ন্যাসীকে কিছু পান করায়। হয় ত তাহার নিজের ক্ষুধাও সে বিস্মৃত হয় নাই। সন্ন্যাসীও বোটে ফেলিতে লোক পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইয়াছে বুঝিয়া বেচুয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তীরে উঠিয়া লোক অনুসন্ধানের জন্য পরিচারক পাঠাইলেন। তিনি স্বয়ং অন্যমনস্কভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া বেচুয়া বলিল, "দেখুন দেখুন ঐ গোদা কৃষ্ণবর্ণ বানরটী দুই পদে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখের পদ দুইখানি বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান করতঃ যেন বক্তৃতা করিতেছে। আবার কতকগুলি বানর বা দন্ত বাহির করিয়া খ্যাঁ খ্যাঁ শব্দ করতঃ আনন্দসূচক হাস্য করিতেছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ইহারা কোন্ বিষয়ের আন্দোলন করিবার জন্য এ বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছে?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সরস্বতীর কৃপায় তোমাকে সাক্ষাৎ বাক্‌দেবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বানরের বিরাট সভার কারণ ও তাহাদিগের বক্তৃতার মর্ম্মাবগত হওয়া আমার সাধ্য নহে। তুমিই বল আমি শুনি।" বেচুয়া হাসিয়া বলিল, 'লোকে 'বানর'মাত্রকেই রাম বা কৃষ্ণদাস বলিয়া থাকে। দেখুন,

ইহাদিগের মধ্যে মর্কট, নীল, দধিমুখী ও গোদা চারি জাতীয় বানর দেখা যাইতেছে। ইহারা বলিতেছে, ‘ভ্রমবশতঃ লোকে আমাদিগকে দাসবংশ মনে করিয়া থাকে ; কিন্তু বাস্তবিক আমরা তাহা নহি। “উকু-কু” রবকারী উল্লুক অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ন্যূন নহি। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অজ্ঞতাবশতঃ এ দাসাপবাদ দূরীকরণে চেষ্টা করেন নাই বলিয়া আমাদিগের পক্ষে এ শতাব্দীতে এ বিষয়ে উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সম্মিলনই শক্তি। এস ভাই আমরা চারি জাতিতে আহারে, ব্যবহারে ও বিবাহাদি সমস্ত কার্য্যেই সম্মিলিত হই। তাহা হইলেই এক অপূর্ব্ব শক্তি উদ্ভূত হইবে। তখনই আমরা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিব আমরা দাস নহি। সে সম্মিলিত স্বর আকাশে উঠিবে—তৎশ্রবণে সকলেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে’।”

সন্ন্যাসী বেচুয়ার কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অদূরে কতকগুলি হনুমান দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি তাহাকে বলিলেন, “ঐ দেখ, বিরাট না হউক, আর একটী বড় লোকদিগের সভা হইয়াছে।”

বেচুয়া স্বয়ং চিন্তায় জর্জ্জরিতা হইয়াও সন্ন্যাসীকে অন্যমনস্ক ও অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল দেখিয়া সুখী হইল এবং তাঁহাকে অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং ঐ ক্ষুদ্রসভা দর্শনে গমন করিতে লাগিল।

নরনারী নিকটস্থ দর্শনে উক্ত সভ্যদিগের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ স্বল্প লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক দুই পদে দণ্ডায়মান হইল দেখিয়া সন্ন্যাসী বেচুয়াকে তাহার বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে বলিলেন।

বেচুয়া হাসিয়া বলিল, “এ বক্তার আকার ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া

বোধ হয়, তিনি মহারাজকুমার হইবেন। আপনার দর্শনে তিনি যেরূপভাবে হাসিয়া আপনাকে অভ্যর্থনা করিলেন,তাহাতে অনুমান করি, তাঁহার স্বভাব অতীব বিনীত। তিনি বলিতেছেন, 'পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগকে পশুবৎ নির্ব্বোধ অনুমান না করিয়া—আমরা শ্লাঘার সহিত স্বীকার করিব 'আমরা দাস' এবং যতদিন হনুমান বংশ ধ্বংস না হইবে, ততদিনই আমরা প্রফুল্লবদনে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে প্রকাশ করিতে থাকিব. 'আমরা রামদাস ছিলাম, রামদাস আছি এবং অন্তকাল পর্য্যন্ত রামদাস থাকিব'।"

বেচুয়ার বানরভাষা জ্ঞানে সন্ন্যাসী পরম আহ্লাদিত হইয়া এবং তাহারই প্রযত্নে গোয়ালিনী আনীত দুগ্ধপান করিয়া ও তাহাকে পান করিতে বলিয়া, নূতন লোক সমভিব্যাহারে ছিপে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বেচুয়া প্রত্যাগত হইলে, পুরাতন লোকদিগকে অভিলষিত পুরস্কার দিলেন। ছিপ আবার ছুটিল।

মন যখন কোন চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখন তাহাকে বিরত করিবার চেষ্টায় সে বিরক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু সেও স্থিরভাবে সে চিন্তা অনেকক্ষণ করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে তাহার গতি অন্য দিকে যায়, কিন্তু অধিকক্ষণ সেদিকে থাকে না। পরিশ্রান্তের বিশ্রাম স্বভাবের নিয়ম। মনও অনেকক্ষণ ঐরূপ চিন্তায় পরিশ্রান্ত হইয়া যখন বিশ্রাম চায়, সেই সময় বুঝিয়া ও সেই মনের প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া, যদ্যপি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার গতি অন্যদিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি অনায়াসে সফল হন্। কিন্তু আবশ্যকাধিক বিশ্রামলাভ করিলে, মন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে পূর্ব্বচিন্তায় নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করে।

আমাদিগের সন্ন্যাসী ছিপে প্রত্যাগত হইয়া অধিকতর বেগে সন্ন্যাসিনীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। বেচুয়া বুঝিল, এ সময়ে কথাবার্ত্তা দ্বারায় তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইলে, তিনি বিরক্তই হইবেন। অতএব সে একবার তাহার মনকে তাহার সখীর চিন্তায় ভাসাইতে ইচ্ছা করিল। সে ভাবিল, নূতন দস্যুরা বিলক্ষণ বুঝিতেছে, আমার সখীর নিকটে ধন নাই। তবে কেন তাহারা এত পরিশ্রম করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে? যদি বল তাঁহার নিকট তাহারা কিছু পাক্ বা না পাক্, গোপাল বাবু তাহাদিগের অভিলষিত পারিশ্রমিক দিবেন, এই আশায় তাহারা প্রতারিত—তিনি ত এখন উন্মত্ত, আর সুস্থ হইলেও ফাঁসীকাষ্ঠের সুখভোগ করিবেন। বুদ্ধিমান দস্যুরা সকল সংবাদ রাখিয়াই দস্যুবৃত্তি করে। গোপালবাবুর বর্ত্তমান অবস্থার সংবাদ কি তাহারা লইবে না? যদি ভগীরথ এ নূতন দস্যুদিগের সহিত থাকিত, তাহা হইলে সে বৈরনির্যাতন আশায় অথবা পশুপ্রবৃত্তি সাধনে সখীর অনিষ্ট চেষ্টা প্রাণপণে করিতে পারিত। সখীর সহিত সম্বন্ধ জানিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেবোপম স্বামী ত তাহাকে পিঞ্জরের পক্ষী করিয়াছেন। তবে আমি সখীর জন্য চিন্তা করি কেন? কিন্তু এ মীমাংসাতেও ত আমার মন সুস্থির হইতেছে না। বোধ হয় চিন্তারোগ সংক্রামক। জীবনদাতা চিন্তান্বিত, তাঁহার রক্ষিতা যবনীও তাহাতেই অভিভূতা। ভাল, চিন্তা যদি সংক্রামক হয়, আনন্দ সেরূপ হইবে না কেন? সন্ন্যাসী মহাশয় ভগবচ্চরণ বিস্মৃত হইয়া অনেকক্ষণ ত সখীর বদন চিন্তা করিলেন। এখন আমার দুই একটী কথা কি তাঁহার কর্ণকুহরে স্থান পাইবে না? ইহা ভাবিতে ভাবিতে সে সন্ন্যাসীর বদন-

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,

'হয় ত নয়, নয় ত বেশী
নইলে কেবল হাসি খুসী।
তবে কেন ভেবে মরি
এ আমাদের ঝকমারি।'

সন্ন্যাসী বেচুয়ার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই কারণেই ত তোমার সখীর জন্য এত ভাবিতেছি। তোমাকে দিয়াই ত তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, পুরুষ ক্রুদ্ধ, চিন্তান্বিত ও অসূয়াপরবশ হইয়া অথবা অন্যান্য কারণে উন্মত্ত হয় ও নিজের দেহরক্ষা করিবার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ঘোরতর পাপেও লিপ্ত হইয়া থাকে। তোমার মত সুমিষ্টভাষিণী, পতিপ্রাণা রমণী সুকৌশলে সে পুরুষকে সুপথগামী করিয়া সুস্থ রাখিতে পারে। এরূপ সেবার ভিখারী কে না হয়? আমার এতদিন 'লেংটা' হইয়া বাটপাড়ের ভয় ছিল না। বসন আছে শুনিলাম, তাহা দেখিলাম না, স্পর্শ করিলাম না, পাছে সে সুন্দর বসন আমার প্রবল বাত্যা উড়াইয়া দেয়, প্রাণসখি! এই আশঙ্কায় আমার প্রাণের ভিতর একরূপ অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে।" সন্ন্যাসীর কথায় বেচুয়ার নয়নে জলবিন্দু দেখা দিল, কিন্তু সে হাসিয়া বলিল, "শুনে বড় সুখী হ'লাম। সখী আমার ত প্রথমে আপনাকে দিগম্বর বেশে দেখিয়া শিবপূজা কর্‌বেন। আপনিই ত বলিলেন আপনি এক্ষণে লেংটা।"



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে ভাসে ঐ গঙ্গার জলে।

এই সময় ছিপ কাটোয়ায় উপস্থিত হইল। তীর হইতে একজন লোক ছিপ ঘাটে ভিড়াইতে বলিল। সন্ন্যাসী সোৎসুক-ভাবে বলিলেন, "বাদলা! কাত্‌লার খবর কি?" সে তাঁহাকে তীরে উঠিতে বলিলে, তিনি তীরে উঠিতেছেন দেখিয়া বেচুয়া তাঁহার অনুগামিনী হইল। বাদ্‌লা বেচুয়ার প্রতি একবারমাত্র তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলে সন্ন্যাসী বেচুয়ার দিকে নয়ন ফিরাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাদ্‌লা ক্রুদ্ধ হয়েছে।"

বেচুয়া মৃদু মধুরবচনে বলিল, "আমি বাদ্‌লা কাত্‌লা বুঝি না, আমার সখীর পাগলাকে আমি একা যাইতে দিব না।" এইরূপ কথায় কথায় তাঁহারা তিন জনেই অজয়ের তীরবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ কিছু অধিক পরিমাণ ফলমূলাদি খাদ্যসামগ্রী লইয়া সে স্থানে বসিয়া

আছে। ব্রাহ্মণকে স্থানান্তরিত হইতে বলিয়া, বাদ্‌লা নিকটস্থ কলস হস্তে করতঃ সন্ন্যাসীর পদধৌত করিয়া দিল এবং বেচুয়ার দিকে এরূপভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল যে, তাহাতে বুঝা যায় যে, সে তাহাকে কিছু দূরবর্ত্তী হইতে বলিতেছে। বেচুয়া সেইজন্য হাসিয়া তাহাকে বলিল, "তোমার সন্ন্যাসী যে আমাকে আহার না করাইয়া তাঁহার নিজের বদনে কিছু দিবেন না। যদি আমি চলে যাই—গাছের ফলমূল মাটীতেই থাকিবে। তাহাতে গাছ হয় ত ভাল, নইলে তোমার এত আয়োজন যে বৃথা হবে।" বাদ্‌লা অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কতকগুলি ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বেচুয়ার সম্মুখে রক্ষা করিলেন। সে বীণানিন্দিত স্বরে হাস্য করিয়া বলিল, "সখী আমার উপস্থিত থাকিলে আপনি উপযুক্ত উত্তর পেতেন। যবনীবদনে এক কবলে কত খাদ্য ধরে ও তাহার দশনে কত ধার, তাহা আমি দেখাইয়া দিতাম।" সন্ন্যাসী তাহাকে নদী হইতে পদ প্রক্ষালন করিয়া আসিতে বলিলেন এবং কিছু খাদ্য-সামগ্রী ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বাদ্‌লাকে অসঙ্কোচিতচিত্তে সংবাদ দিতে বলায়, সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বেচুয়ার দিকে চাহিতে চাহিতে বলিতে আরম্ভ করিল—সে সময়ের ভারতবর্ষীয় দস্যুরাও জানিত যে, স্ত্রীলোকের নিকট গোপন কথা প্রকাশ করিতে নাই।

বাদলপ্রমুখাৎ সন্ন্যাসী শুনিলেন, সন্ন্যাসিনীর ছিপ চলিয়া যাইবার প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা পরে আর দুইখানি ছিপ কাটোয়ার ঘাটে ভিড়িয়াছিল। আহার সংগ্রহ করাই সে ছিপ-আরোহীদিগের উদ্দেশ্য। একখানি ছিপের নেতা ভিখারী, অপরখানির নেতা

অনৈক পশ্চিমাঞ্চলবাসী। ভিখারীর সঙ্কেতে বাদল দূর হইতে জলমগ্ন হইয়া পশ্চিমাঞ্চলবাসীর ছিপের তলদেশে নিঃশব্দে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে একগাছি রশী সংলগ্ন করিল। তখন ছিপে একটীমাত্র লোক ছিল। অপর সকলে আহারের জন্য তীরে উঠিয়াছিল। ছিপ বেশী না নড়াতে তন্মধ্যস্থ লোকটী কিছু অনুমান করিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষণপরেই যখন দেখিল, ছিপ জলে পূর্ণ হইতেছে, তখন সে চীৎকারস্বরে অন্য সকলকে সে বিষয় জানাইল। নেতা পশ্চিমাঞ্চলবাসী, আমাদিগের ভিখারী ও অন্যান্য সকলে আগ্রহের সহিত আড়ুলী হইতে অব-তরণ করিয়া ছিপের নিকট আসিতেছে, এমন সময়ে সকলে দেখিল, বড়শীবিদ্ধখাদ্য বদনস্থ করিয়া মৎস্য যখন গভীর জলে সবেগে যায়, তখন ছিপে সংলগ্ন সূত্রবদ্ধ তরণ্ড বা ফাতনা যেমন বেগে গিয়া জলমগ্ন হয়, সে ছিপও তদ্রূপ বেগে সহসা গঙ্গার গভীর জলে যাইতেছে। এ ব্যাপার দেখিয়া, তাহার একমাত্র আরোহী ভয়বিহ্বলনেত্রে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িল এবং সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠিয়া, অন্যান্য সকলের সহিত দেখিতে লাগিল, ছিপ তরণ্ডবৎ জলমগ্ন হইয়াছে।

ভিখারী ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিবার পর নিকটস্থ মাঝিমাল্লা ও অপর লোকদিগকে কঠোরস্বরে তীব্র গালি দিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস, তাহাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ এরূপ অনিষ্ট ঘটাইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলবাসী নেতা স্থির। তিনি ভিখারীর উত্তেজনায় ক্রুদ্ধ হইতেছেন না দেখিয়া, সে তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইল। খোট্টা নেতা তাহাকে তাহা হইতে নিবারণ করিয়া বলিল, "বঙ্গনেতাদিগের কি এইরূপ পরিণাম দর্শন?

বিবাদে বিপদ আগত হয় এবং তৎপরেই পুলীশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা হইলে আমাদিগের জলযাত্রা কোথায় থাকিবে।”

বাদল—“আমি ইতিপূর্ব্বে যে স্থানে বহু লোক স্নান করিতেছিল, সে স্থানে উঠিয়াছি। উক্ত নেতা মধ্যে মধ্যে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমাকে নিকটে ডাকিল এবং বলিল, ‘ভাই! পারিশ্রমিক যাহা চাহ আমি তাহাই দিব যদ্যপি তুমি একটু ক্লেশ করতঃ জলমগ্ন ছিপখানি উঠাইয়া অথবা যে স্থানে তাহা মগ্ন হইয়াছে সে স্থানটী নির্ণয় করিয়া দাও।’ বিবাদ বাধাইবার অভিপ্রায়েই আমি উত্তর করিলাম, ‘আরে মেড়ুয়া-বাদী, ছাতুখোর! তুই কি আমাকে পেসাদার ডুবুরী পেলি?’ সে আমার উক্তিতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। কিন্তু ভিখারী অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে আমাকে মারিতে উদ্যত হইল দেখিয়া, খোট্টা তাহাকে ধরিল এবং আমাকে হাসিয়া বলিল, ‘না ভাই, তোমাকে পেসাদার ডুবুরী কেন জ্ঞান করিব? তুমি সখের ডুবুরীদলের একজন প্রধান দোহার।’ ইচ্ছা থাকিলেও, আমি সে বুদ্ধিমান সরদারের সহিত বিবাদ করিতে পারিলাম না। ভিখারীর নেত্রেও আমি দেখিলাম সেও চিন্তান্বিত। কিন্তু এ ব্যাপারের মূলীভূত কারণই যে ভিখারী, তাহা খোট্টা সরদার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে নাই। হাজার হউক খোট্টার বুদ্ধিতে কাঁকর আছেই আছে।

খোট্টা নিজ বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌপীনধারী হইল দেখিয়া তাহার অপর তিনজন সঙ্গী তদনুকরণ করিল। সাঁতার দিয়া যে স্থানে নৌকা মগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা সকলেই মগ্ন

হইল। পূর্ব্বোক্ত অপর তিনজন কিছুক্ষণ পরে ভাসিয়া উঠিল। নেতা আর উঠে না। ভিখারীর ভ্রু কুঞ্চিত, কিন্তু আমি, বিপদের শান্তি হইল ভাবিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইতেছি, এমন সময়ে নেতা রশী হস্তে গঙ্গার উপরে দেখা দিল। আমি যদি দুর্য্যোধন হইতাম, তাহা হইলে হর্ষবিষাদে তৎক্ষণাৎ আমার জীবন শেষ হইত—ব্রাহ্মণ-দস্যু বলিয়া শমন আমাকে পরিত্যাগ করিত না। যাহা হউক, ভিখারীর সঙ্কেতে আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

ছিপের সামান্য ছিদ্র মেরামত করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর লাগে নাই। ভিখারী স্বয়ং মিস্ত্রী হইয়া খোট্টার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। ভিখারীর বুদ্ধিমত্তা ও আমার পরিশ্রমে খোট্টার দুই ঘণ্টা মাত্র গতিরোধ হইয়াছিল। গতকল্য হইতে যেরূপ নিশ্চেষ্টভাবে এস্থানে আছি এবং যেরূপ কষ্টে মনশ্চাঞ্চল্য নিবারণ করিতেছি, আর এরূপভাবে কালাতিপাত করিতে আজ্ঞা করিলে আমি হয় বাতরোগগ্রস্ত অথবা উন্মত্ত হইব। তাই নিবেদন করিতেছিলাম, মুসলমানীর পরিবর্ত্তে, সেবার্থে ব্রাহ্মণকে সঙ্গী করুন।"

বেচুয়া বাদ্‌লার সমস্ত কথাই শুনিয়াছে। সে দেখিতেছে, সন্ন্যাসী আহারে বিরত হইয়া আত্মহারা হইয়াছেন ও বাদ্‌লা সঙ্গী হইবার আজ্ঞাপ্রাপ্তির আশায় তাঁহার বদনপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন তাহাকে দেখিতেছে না। যে বুদ্ধিতে কুন্তীদেবী সাক্ষাৎ সবিতা সূর্য্যদেবকেও আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন—স্বয়ং অবলা এবং কৃষ্ণাঙ্গী হইয়াও যে বুদ্ধিতে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির, ভীমাদি পঞ্চস্বামীকে বশীভূত রাখিতে পারিয়াছিলেন—যে বুদ্ধিতে নুরজাহান প্রবল পরাক্রান্ত আকবরপুত্র সেলিমকে

রজ্জুবদ্ধ বানরের ন্যায় খেলাইয়াছিলেন, আজি বেচুয়া সেই বুদ্ধিমত্তার সহিত মহম্মদ-মনোমোহন হাস্য করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে বলিল, "বুদ্ধিমান শত্রুও পূজ্য এবং নির্ব্বোধ মিত্রও পরিহার্য্য। অসুরাধিপতি হইয়াও বলি বুদ্ধিমত্তার এত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি নির্ব্বোধের সহিত স্বর্গভোগ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমানের সঙ্গে সানন্দে পাতালবাস করিয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলবাসী নেতা বুদ্ধিমান শুনিয়া আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইতে ত ভয় দূর হইয়াছে। সে বুদ্ধিমান—গোপালবাবুর বর্ত্তমান অবস্থার সংবাদ নিশ্চয়ই লইবে এবং তাহা হইলেই পশুসঙ্গী বনবাসী সন্ন্যাসীরা আমার প্রাণসখীর নয়ন ও বদন দর্শনে যেরূপ উন্মত্ত হন, সে বুদ্ধিমান কখনই তাহাতে বিমুগ্ধ হইবে না। যাহাতে অর্থ নাই, বুদ্ধিমান লোকে তাহাকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করে। আমার সখীর সুবর্ণবর্ণে স্বার্থক রূপচাঁদ প্রসব করে না—বুদ্ধিমান দস্যুও তাহাতে ভুলে না। বিশেষতঃ আপনার তীব্র চিন্তানল সখীকে যেরূপ দগ্ধ করিতেছে, আমার বোধ হয় এতক্ষণে তাঁহার সে সুবর্ণবর্ণের উপর কালিমা দেখা দিয়াছে। এদিকে আবার তাঁহার হৃদয়ে দিবস রজনী শিববক্ষবিহারিণী অসিহস্তে সতত নৃত্য করিতেছেন। কার সাধ্য, শত্রুভাবে তাঁহার সম্মুখীন হয়।"

সন্ন্যাসীর মোহভঙ্গ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "সাধু ভিখারী, কর্ম্মঠ বাদল, দেবীরূপী বেচুয়া!" তৎপরে সন্ন্যাসী সত্বর আহার সমাপন করিয়া, বেচুয়াকে আহারের অবসর দিবার জন্য সচিন্তিতভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বাদল কতক ফলমূল ছিপে বহন করিতে লাগিল। বেচুয়া আহারান্তে সন্ন্যাসীকে ডাকিল। ছিপ

আবার তাহাদিগকে লইয়া ও নূতন হস্তসঞ্চালিত হইয়া পূর্ব্ব বেগে ছুটিল। এবার বাদল একটী ছত্র সংগ্রহ করিয়াছিল। সে তাহা এরূপভাবে ধরিল যে সূর্য্যদেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবৈধ সন্ন্যাসীর কেশস্পর্শ ও যবনীর অঙ্গে করসংলগ্ন করিতে পারিলেন না। বেচুয়ার কাতরানুরোধে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাটোয়ার উত্তর বেণেপাড়ার নিকট যাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে পলাশী মনে করিতে করিতে ও দুই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তিনি নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন। বেচুয়াও পদপ্রান্তে বসিয়া তন্দ্রাসুখানুভব করিতেছিল।

ছিপের নিদ্রা নাই। তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে সে সাটুই, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ, বহরমপুর প্রভৃতি স্থান পশ্চাতে ফেলিতে লাগিল। দুই দিবস দুশ্চিন্তার পর সন্ন্যাসী নিদ্রিত হইয়াছেন। তিনি নিদ্রাদেবীর অতিশয় স্নেহের সন্তান—জননী আর তাঁহাকে সহজে ত্যাগ করিতেছেন না। তবে স্বপ্নদেবী তাঁহার বদনে কখন হাসি, কখন ভ্রূকুটী ও কখন কখন নয়নে ধারা দেখিয়া সুখী হইতেছেন। মার্ত্তণ্ডদেব বাদল দেখিলে নিস্তেজ হইয়া পড়েন। সে তাঁহার শত্রু। বাদল ছত্রদণ্ড উত্তোলনে তাঁহাকে ভয় দেখানতে তিনি সুন্দরী যবনীর বদনে করস্পর্শ করিতে পারিলেন না বলিয়া লজ্জায় আরক্তবদন ও ক্রোধে বিস্ফারিততনু হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার অধঃপতনে প্রফুল্ল হইয়া তৃতীয়া চতুর্থীর চন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু ক্ষয়রোগীর হাসি কতক্ষণ থাকে? অল্পক্ষণ পরেই চন্দ্রসূর্য্য উভয়েই বিলুপ্ত হইল—আবার তমসাসুর সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পৃথ্বীরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। আমাদিগের সন্ন্যাসীর হৃদয়ে

এক্ষণে তমস প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং নিদ্রা ভীতা হইয়া পলায়ন করিলেন। তিনিও তমসসঙ্গী অলসকে আলিঙ্গন করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন।

রাত্রি এগারটা হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি ছিপের আলোকে দেখিলেন, সেই নির্জ্জন তমসাচ্ছন্ন গঙ্গাবক্ষে একটী কেশপূর্ণ মনুষ্যমস্তক ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্ত তাঁহার ঔৎসুক্য জন্মিল; সুতরাং কিঞ্চিৎ দূরেই ছিপ তীরসংলগ্ন হইল। সন্ন্যাসী বাদলের সহিত কিছুদুর পশ্চাতে আসিয়া একটী বৃক্ষমূলে লুকায়িতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি ভাবিতেছেন, গোপালদলভুক্ত দস্যুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াই ভাসমান লোক প্রতিশোধ লইবার আশায় তাঁহার ছিপ জলমগ্ন করিবার চেষ্টায় ছিল। সে সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু যদি তিনি তাহাকে ধৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে কৌশলে বা বলে শত্রুর অভিসন্ধি অনেকাংশে অবগত হইতে পারিবেন। এই আশায় তাঁহার অবতরণ।

উক্ত লোক দন্তে পূরা পাঁচ হাত পরিমাণ একগাছি লাঠি ধরিয়া তীরে উঠিল এবং এদিক ওদিক না চাহিয়াই দ্রুতবেগে দৌড়াইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ও বাদ্‌লার হাতে লাঠি ছিল। বাদ্‌লাকে দক্ষিণ দিকে মোড় দিতে বলিয়া সন্ন্যাসী লাঠির উপর ভর করিয়া সবেগে উক্ত লোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন এবং চিলে যেমন ছোঁ মারিয়া পথিক লোকের হস্তস্থিত মাংসখণ্ড পদনখে ধারণ করে, তিনিও তদ্রূপেই নিমেষমধ্যে উক্ত লোককে ধরিলেন। বাদল দেখিল, তাহার মোড় দিবার কোন সার্থকতা হইল না এবং সেই জন্তই সে 'বৌনী' করিবার মানসে সক্রোধে

হস্তস্থিত লাঠি উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে নিশ্চল করিবার অভি-প্রায়ে তাহার পদে আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাদলের আঘাতে মনুষ্যের অস্থি যে ভঙ্গ হয় না, বাদল! তুই কি ইহাও জানিস না।" বাদল অপ্রতিভ হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইল।

সন্ন্যাসী উক্ত লোককে বলিলেন, "এতক্ষণ জলে ভাসিয়া আমার ছিপ জলমগ্ন করিতে পারিলি না বলিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিস্ কি? সেই লজ্জাতেই কি কথা কহিতেছিস্ না?

লোক কাতরভাবে বলিল, "আমার মা-ই যখন আমার মাথা খেয়েছে, তখন তোরা আর 'টীট্‌কিরি' না দিবি কেন? দেখ্ তোরে বলি শোন্, মনেও করিস্‌নে যে আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌তে তোরা মল্লিক মশায়ের একটী খড়ও সুখে ভোগ কর্‌বি। তিন বচ্ছর কালী পাক্ নুন্ খেয়েছে—সে আজ্ তোদের সম্‌জে দেবে যে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হতেই পারে না। আর না হয়, হয় তোদের হাতে, নয় গঙ্গার জলে এ পরাণ যাবে।"

সন্ন্যাসী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি গোপালবাবু বা তাহার লোকদ্বারা নিযুক্ত হইয়া কোন ছিপের অনিষ্ট চেষ্টায় ছিলি না? আর তোর মা ই বা তোর মাথা কিরূপে খেয়েছে?"

লোক উত্তর করিল, "কোনমতে মোকে এইখানে আট্‌কে রাখাই তোর মতলব ত? তুই মনে করিস্‌নে—আমি কিছু বুঝিনে। তোরা নিশ্চয়ই হালি দল। বনিদি ডাকাত হলে আজ বুধবার পঞ্চমী তিথিতে কাজ কত্তি আস্‌তিস্‌নে। বড়

গোলা শালারা সর্দ্দার সেজে ব্যবসাটাও মাটি কল্লে, আর হিঁদু-আনিটেও উঠিয়ে দিলে।”

সন্ন্যাসী সে অন্ধকারেও ভ্রুকুঞ্চিত করতঃ অল্প হাসিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম, তোরা বনিয়াদি দল। কিন্তু তুই একটা ভুল করেছিস্। আমরা যদি কোন ডাকাতের দলভুক্ত হতাম—আমি বল্‌ছি, তুই যে ডাকাতদের নাম কচ্ছিস্, যদি তাদের সঙ্গী হতাম—তাহলে ছিপে চড়ে যাব কেন?”

লোক সে অবস্থাতেও হাসিয়া বলিল, “ওরে আমি নয়লা নই। ছিপ একটা গেছে তা দেখিচি, কিন্তু তোরা যে তাতে ছিলি, তাকি মুই তোদের কথায় পেত্তয় কর্‌ব।”

সন্ন্যাসী তাহাকে সেইরূপ ধৃত অবস্থাতেই ছিপের নিকট আনিলেন এবং ছিপস্থ লোকদিগকে দুই একটা হুকুম দিয়া, তাহাদিগের উত্তরে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনিই সেই ছিপের অধিকারী এবং ছিপস্থিত লোক সকলও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী।

তখন লোকটী ক্রন্দনস্বরে বলিল, “মশায়! তবে মোরে আর আটকিও না। মোর মা-ই বেহুঁস্ হয়ে কথা ফাঁক্ করে দেছে, তাই শালারা সাহস করে আমার মনিবের বাড়ী পড়েছে। একবার ছেড়ে দেও, আমি তাদের দেখিয়ে দেই যে, বনিদি সর্দ্দার-পাকের মাথা আর মুঠি কত শক্ত।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “তোর কথাটা আমাকে পরিষ্কার করে বল্, তাহলে আমরাও তোর সঙ্গে গিয়ে, তোর মনিবের বাড়ী নিরুপদ্রব করিব।”

লোক বলিল, “মোর নাম কালী পাক্। ঘর ওপারে।

আজ্ বুধবার পঞ্চমী বলে, সাঁজের পর, ছোট ডিঙ্গিতে পার হয়ে ঘর গিয়েছিলাম। খাতি বসিছি এমন সময় মা বল্লে, "আহা লোকটা কি ভাল মানুষ! বউমা বল্লে 'জ্বালানি নেই।' তাই মাঠে বিলঘুটে কুড়ুতে গেলুম। সে লোক কত ঘুঁটে জড় করে দিয়ে বল্লে, 'হ্যাঁগা তোমার কালী বুঝি ঘরে এয়েছে?' আমি তাকে বল্লাম্, 'হ্যাঁ বাবা তোমার ভাল হক্, আমার কালী এই খানিকক্ষণ হলো এয়েচে।' ছুঝুড়ি ঘুঁটে এনে দিনু, তাই ত বউমা এত সিগ্গির ভাত তরকারি রেঁদে ফেল্লে।

আর কি মুই খাতি পারি। 'তোর ছেলের মাথাটা তুই আপনি খালি,' মাকে এই কথা বলে মুই লাটী হাতে গঙ্গার ধারে এসে দেখি, শালারা ডিঙ্গি সরিয়ে দেছে। দেরি তো কত্তি পারিনে। সাঁতরে গঙ্গাপার হয়ে, এই তোমাদের হাতে পড়িছি। মোর মাথায় আগুন জ্বলছে। মশায় ছেড়ে দাও।

সন্ন্যাসী আর কি প্রভুভক্তকে দস্যুসম্মুখে একা যাইতে দিতে পারেন! তিনি বাদ্লার সহিত তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

'ওরে, আমার মা বেঁচেছে।'

গোপাল জ্ঞান হারাইল—হরশঙ্কর বিগতপ্রাণ হওতঃ চিতায় জ্বলিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী দুর্নিবার চিন্তামগ্ন—সরলা মরিল—বিধু পত্নীশোকে এত কাতর। তাহাতেও নক্ষত্রের জ্যোতি সমান ঝকমক করিতেছে। মা গঙ্গা যেমন ছিলেন তেমনই রহিলেন—তাঁহার স্রোত উজান বহিল না। কত হয়, কত যায়, কত লোক হাসে, কত লোক কাঁদে। কিন্তু তাহাতে নিষ্ঠুর স্বভাবের না আনন্দ, না ক্ষোভ।

সকলেই নিদ্রাভিভূত। কেবল রাজলক্ষ্মী ও চারু সন্ন্যাসিনীর জন্য চিন্তায় কাতর। জননী ভাবিতেছেন, "সিন্দুর ও কালীতে বদন বিকৃত করিয়া নির্দ্দয় দস্যুগণ সরলা অবলাকে বিকটস্বরে কত ভয়ই প্রদর্শন করিতেছে—আবার অভিলসিত অর্থ না

পাইয়া, হয় ত সে সোণার অঙ্গে প্রজ্বলিত মশাল ধরিতেছে।" অনন্যমনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মানসক্ষেত্রে সে ভয়ানক দৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া তিনি রোমাঞ্চিত কলেবরে রোরুদ্যমানা হইতে উদ্যত হইতেছেন—আবার রোদনের প্রথম শব্দেই কুণ্ঠিতা হওতঃ নীরব ধারায় ধরা ভাসাইতেছেন। চারু কত শত গুরুতর অত্যাচারের কল্পনায় বিকৃত-হৃদয় হওতঃ আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে স্বগত বলিতেছে, "হায়! কেন সঙ্গে গেলাম না—ঠাকুরের একগাছি কেশও রক্ষা করিতে গিয়া কেন এ জীবন দিলাম না! হয় ত কত ডাকাত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে—একা কি তিনি সকলকে ভূমিশায়ী করিতে পারিবেন? হা ভগবন্! যদি ডাকাতের কঠিন লাঠি বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রে আমার রাজদ্বারের পরম বন্ধুর একবিন্দুও শোণিতপাত হয়, তাহলে তোমার এ দাসের অবস্থা যে কি হইবে, তাহা তুমিই জান।"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মনের এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল যে, মুক্ত হরিশ্চন্দ্র মহাশয় ব্যতীত, কেহই গাঢ় নিদ্রার সুখানুভব করিতে পারিতেছিলেন না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একরূপ ভয়বিহ্বলচিত্তে সুশীলা গাত্রোত্থান করিল। মায়া বশতঃ সরলা বা কামিনীকে ডাকিতে অসমর্থা হইয়াই ভয়ে ভয়ে ছোয়ের বাহিরে আসিয়া সে অদূরে ভয়াবহ চিতাগ্নি দেখিল। তন্মধ্যে দহ্যমান ভগ্নজানু হরশঙ্করের নির্জীবদেহ দর্শনে, তাহার মনে হইল, নরঘাতী ব্যাঘ্র যেন নূতন ধৃত মনুষ্যদেহ বক্ষঃস্থলনিম্নে রাখিয়া শত্রুসমাগমসন্দেহে ক্রূরনয়নে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে মুখব্যাদানপূর্ব্বক লোলজিহ্বা বাহির করিতেছে—আবার চিতাগ্নির ধক্‌ধক্ ও চট্‌পট্ শব্দে ললনার

শার্দ্দুলের গম্ভীর অস্ফুটধ্বনি বা অস্থি চর্ব্বণের শব্দ মনে হইতেছে। চিতার শিরোভাগে দগ্ধমুখ বংশহস্তে দুইজন হিন্দুমাঝি হরশঙ্করের দেহের অঙ্গার দূর ও মস্তক দ্বিধা করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিঞ্চিদ্দূরে উপবিষ্টা অবলা ও চপলার বদনে কত শত বিষাদের ছায়া সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এ দৃশ্য দর্শনে সুশীলা সভয়ে ভাবিতেছে, হয় ত যমালয়ে ধর্ম্মরাজের বিচারের পূর্ব্বে এইরূপেই পাতকীগণ সন্তপ্তহৃদয়ে যমদূত সম্মুখে কালাতিপাত করে। নিশ্চলদেহে ও রুদ্ধশ্বাসে সে অবলা চপলার অন্তরের যাতনা অনুভব করিতেছে, এমন সময়ে চমকিত হইয়া দেখে তাহারই প্রাণকান্ত দুশ্চিন্তা ও পরদুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে যাইতেছেন। আর পতিপ্রাণার পরদুঃখ ভাবা হইল না—সে ভয়ানক স্থানে তাহার পতির সহিত কে যাইবে, ইহা দেখিবার জন্য তাহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল—সে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী সাক্ষাৎ দেবী রাজলক্ষ্মীকে দেখিতে পাইল। আর তাহাকে কে ধরিয়া রাখে! সে শাশুড়ীর পাশে বসিয়া কিছু বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, “আমার চারু কোথায়।” সুশীলা চিতাগ্নির দিকে চাহিল। রাজলক্ষ্মীও সেই দিকে নয়ন সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, “আহা! একে বাছা আমার প্রবোধ ও সরযূর ভাবনায় অস্থির, তাতে আবার তার চোখের উপর অবলা চপলার এই সর্ব্বনাশ—সে কি তাদের কাছে না গিয়ে থাক্‌তে পারে! পরের দুঃখ বাছা ছেলেবেলা হতেই সইতে পারে না। কেঁদ না মা। বাছা আমার চিরজীবী হয়ে থাক্। কথায় বলে ‘শিষ্টের আপদ যায় উড়ে, দুষ্টের বিপদ ঘাড়ে পড়ে।’ চক্ষের জল ফেল

না মা! প্রাণভ'রে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক, সব ভাল হবে। দ্রৌপদীর ডাকে তিনি লক্ষ্মীকে ছেড়েও দৌড়িয়ে এসে বল্‌তেন, 'ভয় কি সখি'।"

হরশঙ্করের দেহ হইতে অনেক জল বাহির হইয়াছিল। রাত্রিশেষে চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত ও ধৌত হইল। মা গঙ্গায় পতির অস্থি সমর্পণ করিয়া অবলা 'ওগো কোথায় গেলে গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে ও চপলার হৃদয়ভেদী করুণস্বরে, রমণীদিগের নয়নে বর্ষার ধারা বহিতে লাগিল—পুরুষদিগের বদন গম্ভীরভাবাপন্ন ও বিষণ্ণ। হরিশ্চন্দ্রকেও ঊর্দ্ধ-নয়নে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইয়াছিল। কেবল চারু রমণীদিগের অপেক্ষা অধিক কাতরপ্রাণে ও কম্পান্বিত কলেবরে নীরবে কত রোদন করিতেছিল।

আজ অবলা সিঁতে হইতে সধবার চিহ্ন সিন্দুর তুলিয়া এবং হাত হইতে খাড়ু খুলিয়া রুক্ষকেশে গঙ্গাস্নান ও অগ্নিস্পর্শাদি করতঃ আরক্তনয়নে ও কাতরবদনে নৌকায় উঠিল। চপলা দিদির অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া নীরবে রোদন করিতে বসিল। চারু স্নানাহ্নিকান্তে তাহাদিগকে শান্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগেরই নৌকায় গমন করিল। সেস্থানে ক্ষণবিলম্ব করিতে কাহারও ইচ্ছা নাই—সেই জন্য জোয়ার পাইয়া মাঝিরা নৌকাসকল ছাড়িয়া দিল।

সে দিবস কাহারও আহারে প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু কেবল অবলারই নিরম্বু থাকিতে হয় বলিয়া, যাদব সদালাপী ফরাসী-দিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের প্রমাণস্বরূপ সাগরমধ্যে বিম্ববৎ ফরেশ-ডাঙ্গা হইতে মিষ্টান্ন ও ফলমূল এবং মাঝিরা চিড়ে, মুড়ী ও

মুড়্কী ক্রয় করিয়া লইলেন ও লইল। হুগলীতে আসিতে আসিতে জোয়ার একবারে ফুরাইল। কিন্তু হিন্দুমাঝিরা জল-যোগান্তে আরোহীদিগের মনের বেগ বুঝিয়া গুণ ধরিল। অপ-রাহ্ণে মন্থরগমনে নৌকা চলিতে লাগিল। নৌকায় সকলেই নিস্তব্ধ। কেবল অগ্রগামী গোপালের নৌকায় প্রহরীদিগের "আরে রামা লচ্মন্ হো" গীতে জলযানে লোক আছে বুঝিতে পারা যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে গোপালের বিকৃতরব ও বিকট-হাস্তে পুরুষমাত্রেই চমকিত ও রমণীগণ কম্পান্বিত ও ভীত হইতেছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৈশাখী কালমেঘের কোলে সূর্য্যাস্তগমনে মা জাহ্নবীর যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। এমন সময়ে নৌকা মহাশয়-উপাধিধারী শূদ্রমণিদিগের বাসস্থান বাঁশ-বেড়িয়ার তীরসংলগ্ন হইল। কালবৈশাখী সময়ে জলের উপর না থাকিয়া সকলে গড়বাটীতে 'মা হংসেশ্বরী' দর্শন করিতে গমন করিলেন এবং মন্দির হইতেই ঝটিকাবৎ বায়ুবেগ তাড়িত পশ্বাদির দ্রুতগমন ও করকাপাতের চট্‌পট্ শব্দ শুনিতে লাগি-লেন। এরূপ বায়ুর বেগে বৃক্ষের জীর্ণ শাখা, অপক্ক আম্র আরও কত কি পড়ে এবং পথের ধূলি, বাগানের শুষ্কপত্র, অসাবধান বঙ্গবাসীর উত্তরীয় ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছত্রের গোলপত্র ও মস্তকের টিকীগুচ্ছ উড়ে; কিন্তু রাজপথগামিনী ইতরজাতীয়া বঙ্গকামিনীরও কচ্ছশূন্য বসন উড়ে না। হা বিধাতঃ! অবোধ লোকে সাক্ষাৎ লজ্জাস্বরূপা এই বঙ্গবাসিনীদিগকেও অসভ্যা ও নির্লজ্জা বলিয়া থাকে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে ঘোর অন্ধকার যেন পৃথিবীকে

গ্রাস করিয়া ফেলিল। 'কিন্তু প্রথম গ্রীষ্মের মোটা ফোঁটা, ভিজে ফুল তার শুষ্ক বোঁটা।' অল্পক্ষণ পরেই বৃষ্টি ধরিয়া গেল। সকলে সাবধানে আড়ুলী হইতে অবতরণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে হৃষীকেশ ও যাদব সম্মুখ ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে পথের উচ্চনীচ ও বক্রভাব বলিয়া দিতেছিলেন। বাঁশবেড়িয়ায় যে কেবল বড় বাঁশঝাড় আছে তাহা নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-গুল্মে বঙ্গদেশের সে স্থান সদা সমাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার আড়ুলী অতি উচ্চ বলিয়া রাত্রিকালে তথাকার গঙ্গাতীর দেখিলে ভূতপ্রেতের ভ্রুকুটি মনে হয়। জেলেদিগের দুই একখানি লোকশূন্য ডিঙ্গী ভিন্ন সে জনশূন্য স্থানে অন্য নৌকা না দেখিয়া পুলীশের লোক সান্ধ্যজোয়ারে গোপালের নৌকা খুলিয়া দিল। সুতরাং তীর্থযাত্রিদিগের নৌকাগুলিও অবিলম্বেই উত্তরাভিমুখে ভাসিতে লাগিল। ত্রিবেণীর ঘাটে জনতা ও অনেকগুলি নৌকা দেখিয়া মাঝিরা সেই স্থানেই ভিড়িল।

ছোয়ের উপর হইতে চারু দেখিল, চারিজন ভদ্রলোক একটী শব যত্নপূর্ব্বক গঙ্গার জলে ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। একজন একটী ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে সেই শবের বদনপ্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। কেহই অস্ফুটস্বরেও 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' বলিতেছেন না। যতক্ষণ শেষ শ্বাসও থাকে, ততক্ষণ মুমূর্ষুর দেহ জলে স্থলে রাখিতে হয়। এ ব্যাপার কি? মৃতদেহ লইয়া কেহ ত ক্রীড়া করে না। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চারু নিঃশব্দে জলে জলেই সেই মৃতদেহের নিকটবর্ত্তী হইল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার পর তাহার স্থির বোধ হইল যে শবসমদেহধারিণীর সুন্দরকণ্ঠ মধ্যে মধ্যে

ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে। সেই সময়ে একজন যুবা শবদেহ দেখিবার জন্যই যেন আসিতে আসিতে বিকৃতবাক্যে বলিয়া উঠিল, "একবেটা ভণ্ড সন্নিসীর কথায় সতীর ডেহটা পচান কি ভাল ?" আলোকধারী পুরুষ সক্রোধে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। সেই অবসরে চারু সতীর নাড়ী পরীক্ষা করিল। তাহার বোধ হইল, ধমনী মধ্যে মধ্যে অতি মৃদুভাবে স্পন্দিত হইতেছে। সেইজন্য সে করুণস্বরে বলিল, "আমার বোধ হচ্ছে, সতী জীবিতা। আমি বলি, এ পবিত্র দেহ তীরে লইয়া চলুন। সন্ন্যাসীর বাক্য কখন মিথ্যা হয় না।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া চারুর ঠাকুরকে মনে পড়িয়াছিল। লণ্ঠনধারী ভদ্রলোকটী রোরুদ্যমান হইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "ভাইরে আমার! তোমার কি ঠিক মনে হয়েছে যে আমার প্রাণের সরল আবার বেঁচে উঠেছে। দেবতা যে এ দেহ ২৪ ঘণ্টা জলে ভাসাতে বলে গিয়েছেন।"

লণ্ঠনধারীর কথা শেষ হইতে না হইতেই, তীর হইতে স্ত্রী-শিশু-কণ্ঠনিঃসৃত রোদনশব্দ শ্রুত হইল। স্ত্রীলোকটী বলিতেছে, "ওগো! উনিও দেবতা। যখন উনি ডেঙ্গায় তুল্‌তে বল্‌ছে, তোমরা আর জলে রেখো না।" বালক সবেগে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিতেছে, "ও বাবা! আমার মাকে আমার কাছে নিয়ে এস। মা আমার কান্না সইতে পারে না। আমি কাঁদ্‌বো, আর মা বেঁচে উঠে আমার চোখের জল মুছিয়ে দেবে।"

বিধুভূষণ সরলার দেহ ধরিয়া তীরে উঠিবেন কি, তাঁহাকে এক্ষণে কে ধরে, তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে। এই সময় সেই অন্ধকারে বেগে আগত একখানি ডিঙ্গীর উপর হইতে জনৈক

ইতর লোক বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও দাঁড়াও আমি একবার দেখে নেই।" কথা শেষ হইতে না হইতেই ডিঙ্গী নিকটে আসিল। সে লোকটী ঝপ্ করিয়া জলে পড়িল এবং রোগীর চক্ষের পাতা টানিয়া মনোযোগের সহিত তাঁহার চক্ষের অন্ত-র্ভাগ দর্শন করতঃ বলিল, "তোল তোল। এমন কর্ম্মও কি মানুষে করে! আমি বলেছিনু, যদি কিছু হয়, তাহলে কাটীবায় দাওয়াইটে লাগিয়ে দিয়ে আমায় খবর দিও। আগুনবান করে, আমি এত বেলা কখন চাগিয়ে তুলতুম। বোনায়ের ভাতে মানুষ গুলি সবাই গাধা ব'নে যায়। গদাধর বাবুত আবার হ্যাকার মত কথা বলে। বলেছিল সাপ নে ভয় দেখিয়ে আমোদ করবে। আর একটু হলি, আমোদ যে বেরিয়ে গেছ্‌লো।"

বোধ হয় সকলেই বুঝিতেছেন যে, কোন দুর্ঘটনা হইল কিনা জানিবার জন্য সর্পবিদ্যায় পারদর্শী নিমচাঁদ বারুই পান বিক্রয় ও বরজ পরিদর্শনান্তে সন্ধ্যার পর গদাধরবাবুর নিকট যায় ও সরলার মৃত্যুসম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হয়। সে ত্রিবেণীতে আগমন জন্য দ্রুতপদে বাটী হইতে বহির্গত হয়। দুর্য্যোগ ও ডিঙ্গীর অভাবেই তাহার এত বিলম্ব হইয়াছিল।

নিমের কথায় গদাধরের উদ্বেগের সীমা ছিল না। সেইজন্য সহসা তাহার বদন হইতে একটী বিকৃতশব্দ নির্গত হইল। সে অজ্ঞানাবস্থায় জলশায়ী হইতেছে দেখিয়া, পুলীশের লোক তাহাকে তুলিল—তাহা না হইলেই সে সেই রাত্রিতেই পাপের সমুচিত শাস্তি পাইত। পুলীশ পূর্ব্ব হইতেই এ সন্দিগ্ধ ব্যাপারের সন্ধান লইবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকলের কথাবার্ত্তা শুনিতে-ছিল। এক্ষণে আসামীর স্পষ্ট পরিচয় পাইয়া, তাহারা তাহাকে

এই গঙ্গার উপরে যমদূতের হস্তে অর্পণ করিবে কেন? বিধাতঃ! তোমার কি সুন্দর আইন!—তোমার কার্য্যবিধিই বা কত সুন্দর! মোক্ষদায়িনী জাহ্নবীজলে গদাধরের কদাকার জীবন গত হইলে, সে যমযাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইত। এক্ষণে সে যমদূত অপেক্ষা কঠিন পুলীশের হস্তে জীবদ্দশায় মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিবে ও ফরিয়াদী রাজাকর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচারকের বদনে লোমহর্ষণ নিষ্পত্তি শুনিবে।

সরলাকে ঘাটের উপর চাতালের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার বদনে ও ক্ষতমুখে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধই দেওয়া হইতেছে। অন্যান্য সকল বিষয়ে নিমে যেরূপ ব'লিতেছে, তাহাই করা হইতেছে।

বিধু চারুকে ছাড়ে না—শ্যামা তাহার পদলগ্ন হয়—গোপাল কাঁদিয়া বলে 'ও কাকা! তুমি যেও না, আবার আমার মা যদি মরে যায়!' চারু কি করে—তাহার যে পা উঠিতেছে না। এদিকে আবার 'সন্ন্যাসীব কথায় মরা মানুষ বেঁচে উঠেছে,' এ কথা শতমুখে শুনিয়া ও চারু রাত্রিকালে এরূপ অবস্থায় কোথায় গেল জানিতে না পারিয়া, হৃষীকেশ, রাজলক্ষ্মী আদি সকলে চাতালে আসিলেন। বিনা নিমন্ত্রণে সুশীলা সরলার মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিল। কামিনী ও ভগ্নী সরলা শবসরলার উভয় পার্শ্বে বসিয়া তাহার অঙ্গে অতি সাবধানে করঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী ও সুখদা সস্নেহে চারুর সজলনয়ন ও বিষণ্ণ বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যাদব ও হৃষীকেশ সন্ন্যাসীর পরিচয় জানিবার জন্য ব্যস্ত। হরিশ্চন্দ্র 'শ্রীমধুসূদন হে' বলিতে বলিতে পশ্চাৎ দিক হইতে চারুর মস্তকে

হস্তার্পণ করতঃ গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "আমার বংশের তিলক! চিরঞ্জীবী হও।"

চারু চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। সে ছবি দর্শনে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ হইয়া সে পিতামহের পদধূলি লইতেছে, এমন সময়ে রাজলক্ষ্মী অর্দ্ধোক্তিতে বিধুকে বলিতেছেন, "বাবা! ভেব না—মা আমার এখনই ছেলে কোলে নেবে।"

চারু পিতামহের পবিত্র চরণ ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করিল। দর্শকবৃন্দ সহসা সম্মিলিতস্বরে 'হরি হরি' বলিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া চারু সরলার বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সতীর সুচারু নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। নিমে বলিল, "বাঁচ্‌লাম বাবা! বোনায়ের সুমন্দি দফা রফা করেলো আর কি।" বিধু প্রায় অচেতন অবস্থায় সরলার পার্শ্বে শয়ন করিয়া পড়িল। শ্যামা, তাহার পূর্ব্বজন্মের কন্যা, এ জন্মের তাহার সরল মার চরণে মস্তকার্পণ করতঃ প্রাণের বেগে গয়লার কান্না কাঁদিতে লাগিল। গোপাল মুক্তার ন্যায় শুভ্রদন্তশোভিত চাঁদবদনে 'আমার মা বেঁচেছে,' 'ওরে, আমার মা বেঁচেছে' বলিতে বলিতে সরলার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল।

গতকল্য প্রায় এই সময়েই সকলে 'হরিবোল' বলিয়া সরলার শবশরীর স্কন্ধে তুলিয়াছিল—আজি এই সময় তাহার একরূপ পুনর্জ্জীবন দর্শনে সকলে 'হরি হরি' বলিতে লাগিল। হরি হে! যাহার জন্মে হরিনাম হয়—যাহার মরণে হরিবোল বলে, তাহার কি কখন যমালয় দর্শন হয়! তা হ'লে নাথ! তোমার 'শমন দমন' নামে যে কলঙ্ক হইবে।

'বিপদে পড়েছ কিন্তু ছেড়নারে হাল,
আজকে বিফল হ'ল, হতে পারে কাল।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মল্লিকের বাড়ী ডাকাতি।

প্রাগুক্ত কালীপাকের সহিত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসী দেখেন অন্ধকারস্তূপসদৃশ একটী আম্রকানন হইতে প্রায় চল্লিশ জন লোক দুই সারে মশাল হস্তে যাইতেছে। কালী পাক্ তদ্দর্শনে স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল, "মা কালি! হয় মোরে আজ্ খেয়ো, আর নয় মাথায় বস। মুই একাই ওদের ঘাঁটের পাককে যমের বাড়ী পাঠাই।" এই কথা বলিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সে যেমন দৌড়াইতে উদ্যত হইয়াছে, অমনি সন্ন্যাসী তাহাকে ধরিয়া তাহার কর্ণে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এই তোর কি বনিয়াদি সর্দ্দারি? সর্দ্দার কি গোঁয়ার হয়?"

কালী বলিল, "কর্ত্তা, শালারা অদিনে পা বেড়িয়েছে। মুই ঠিক ওদের ঘাড় ভাংব।"

আট চোদ্দ পুর কাল
ছয়ে শনি রবি ভাল।
মঙ্গলে যদি মঘা পায়
মদ্দে তখন কাজে যায়।

"বুধবার পঞ্চমীতে ভট্‌চাজ্‌ বামন সরস্বতী পূজো করে। সেদিনে মরদে কখন হেতের ধরে না।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম তুই অনেক শাস্ত্র জানিস্‌। এখন আমি যা বলি তাই শোন্‌, আর বল্‌। তোর মনিবের বাড়ীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে কি আছে ও ডাকাতদের সরবার পথই বা কোন দিকে, আর তা কিরূপ আমাকে বুঝিয়ে দে।"

কালী নিশ্চয় মনে করিল, সন্ন্যাসী ও বাদ্‌লা ঐ ডাকাতদের দলভুক্ত। তাহারা তাহাকে বালকের ন্যায় ভুলাইয়া যাইতে দিতেছে না। সে অস্থির হইয়াছে। সুতরাং সত্বর তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশায় সে সহসা লাঠি তুলিয়া সন্ন্যাসীকে মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই বক্ষঃস্থলে সন্ন্যাসীর পদাঘাতলাভে কিছুদূরে ভূমিসাৎ হইয়া সে দেখিল, সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য কৌশলে ও ক্ষিপ্রতায় তাহার হস্তস্থিত লাঠি কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহার পরেই সে দেখে বাদ্‌লা তাহার পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে এরূপভাবে তাহাকে ধরিয়াছে যে, তাহার মুক্তিলাভ করিতে তাহার প্রভুর আলয় লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখীন হইয়া সুস্থিরভাবে তাহাকে বলিলেন, "আমি যা বলি, তুই তাই কর্‌। তোর মনিবের একটী তৃণও কেহই লইয়া যাইতে পারিবে না।" বাদলও এই সময় তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

কালী কম্পান্বিত কলেবরে ও করযোড়ে প্রণাম করিয়া, সন্ন্যাসীকে বলিল, "মশায়, মুই ঠাউরে ছিলুম্, আপনি হয় ওদের লোক, নয় একটা সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী। এখন বুঝছি, মশায় মরদের বাবা। মোরে ঝা আজ্ঞে কর্‌বে, মুই তাই কর্‌ব। দয়া করে মোর মনিব বাড়ী বেঁচিয়ে দাও।"

সন্ন্যাসী কালীর প্রমুখাৎ মল্লিক বাটীসম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যকীয় সম্বাদ লইয়া, সত্বর সে বাটীর পশ্চাদ্দিকস্থ বাঁশবাগানে কালী ও বাদলের সহিত প্রবেশ করিলেন। বাদলকে কৌপিনধারী হইয়া উক্ত বাটীর নিকটস্থ একটা বাঁশঝাড়ের সহজে নত হয় এমন একটা বাঁশে উঠিয়া ও স্বয়ং অলক্ষিত থাকিয়া সে বাঁশটা একবার তৎসম্মুখস্থ মাঠের ভূমি পর্য্যন্ত নত করিতে এবং পরক্ষণেই অন্য বাঁশ ধরিয়া সহসা সে বাঁশটা উন্নত করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার বামদিকস্থ একটা আম্রবৃক্ষের পশ্চাতে লাঠিহস্ত ও কৌপিনধারী হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ডাকাইতদিগের খিড়্‌কির পাক্ ঢাল তরবার লইয়া কুক্ দিতে দিতে মল্লিক বাটীর পশ্চাৎ হইতে উক্ত বাঁশবাগান পর্য্যন্ত ছুটাছুটী করিতেছে। তাহার সে মুখনিঃসৃত ভয়ঙ্কর শব্দে গর্ভবতীর গর্ভপাত হইতে পারিত। কিন্তু আমাদিগের সন্ন্যাসী তাহা ঝিল্লিরববৎ শ্রবণ করিতেছিলেন। উক্ত বাঁশটা নত হইয়া উত্থিত হইবামাত্র, উক্ত পাকের সহসা সামান্য পদস্খলন হইল। কিন্তু যত সামান্য হউক না কেন, তাহা সন্ন্যাসীর তীব্রনয়নে অলক্ষিত থাকিতে পারে নাই। পা'ক যে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পৃষ্ঠ দর্শন করাইল, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পাকের পদে এরূপ সবলে লাঠির আঘাত করিলেন যে, পাক তদ্দণ্ডেই

ভূমিসাৎ হইল। তিনিও নক্ষত্রগতিতে এরূপে তাহার গলদেশ ধারণ করিলেন যে, সে তদ্দণ্ডেই বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া, নির্জীববৎ তাঁহার করায়ত্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই কালী তাহার শিক্ষা-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য পাকের সহকারীকে ভূমিসাৎ করিয়াছে, এমন সময়ে, বাদ্‌লার ধারাপাতে তাহারও বাক্‌রোধ হইল।

তৎপরেই কালী ও বাদল দেখে সন্ন্যাসী উক্ত বাটীর ছাদের উপর দিয়া তাহার সম্মুখভাগের দিকে দৌড়াইতেছেন। তিনি সে স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার হস্তনিক্ষিপ্ত একখানি ইষ্টকখণ্ড ঘাঁটের পাকের মস্তক সংলগ্ন হওয়াতে, সেও ভূমিশায়ী হইয়া বলিল, "জাল গুটো, মাছি পড়েছে।"

এইবার সন্ন্যাসী পুনরায় খিড়কীর দিকে আসিয়া আঘাত প্রাপ্ত দস্যুদ্বয়কে বন্ধন করতঃ কালীকে বাটীর ভিতর আসিতে এবং বাদ্‌লাকে খিড়কীতে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন। স্বয়ং পুনরায় বাটীর সম্মুখের দিকে গিয়া তন্নিকটস্থ একটী নারিকেল বৃক্ষের আশ্রয়ে নিম্নে অবতরণ করিলেন। ইতিমধ্যেই ঘাঁটের পাকের দুইজন সহকারী তাহাকে স্কন্ধে করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা তাহাদিগের স্কন্ধ-ভার মৃত্তিকায় রাখিয়া অস্ত্রধারণের উদ্যোগ করিলে, তিনি হাসিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। বাটীমধ্যস্থ গোলা লোক সকল বহির্ভাগে আসিতেছে দেখিয়া তিনি আস্ফালনপূর্ব্বক এরূপভাবে লাঠি ঘুরাইতে ও চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, তাহারাও তাহাদিগের সিন্দূর ও কালীতে সুশোভিত বদন আর সম্মুখদ্বারে দেখাইতে অভিলাষ করিল না। কিছুক্ষণ পরেই কালী রক্তাক্তকলেবর সন্ধানী দস্যুকে ধৃতাবস্থায় সন্ন্যাসীর সম্মুখীন করিল।

তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাটীর মধ্যে ডাকাত আর কতজন আছে? তোরা কাহাকেও আঘাত করিয়াছিস্ কি না, আর দ্রব্যাদি যদ্যপি কিছু লইয়া থাকিস্, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে ইচ্ছা করিস্ কি না?"

সিন্ধানী ডাকাত অতি কাতরস্বরে বলিল, "মশায়! যদি প্রাণ নিয়ে মোদের পালাতে দাও, তুমি আজ হতে মোদের ধরম বাবা হবে। ঘাঁটের আর খিড়কীর পাক্ যখন ঘাল হয়েছে, তখন মোরা ত তোমার জালে পড়া মাছ। মোরা কাকুই মারা দূরে থাক্, এদের বাড়ীতে নাপ্তের যে মেয়ে নোক্‌টা থাকে, সে মেদোর মাথায় কি ফেলে মেরেছে তা দেখি নাই; কিন্তু সে তাতে বেশ দাগী হয়েছে।"

সন্ন্যাসী সমস্ত ডাকাতকে নিরুপদ্রবে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলে, কালী মর্ম্মবেদনা পাইল; কিন্তু সে ভাবিল, সন্ন্যাসী সহায় না হইলে এত শীঘ্র এরূপ কার্য্য কখনই হইতে পারিত না। বিশেষতঃ সে বুঝিল যে, সে অনিচ্ছুক হইলেও সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় অসিদ্ধ থাকিবে না। পরিশেষে সে দুঃখিত হইয়াই বলিল, "মশায় যা আজ্ঞে কর।"

ফলকথা যে মুহূর্ত্তে ডাকাতের দল সেবাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই সন্ন্যাসী বাদ্‌লাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মুখে গ্রামস্থ বহুসংখ্যক লোক দস্যুদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহাদিগের প্রতি ইষ্টকখণ্ড ও কাষ্ঠপ্রভৃতি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহাদিগের সকলের আস্ফালনে ও চীৎকারে এরূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে যে, কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছে না।

সন্ন্যাসী বাদ্লাকে বলিলেন, "এ অবিবেচক লোকদিগের এ স্ফূর্ত্তিতে গ্রামের কিছু অনিষ্ট না হইলে হয়।"

বাদ্লা বলিল, "কালী যে বলেছে, এ ব্যাটারা হালি দল, তা মিথ্যা নয়। ব্যাটাদের যেমন পাক্ তেম্নি সন্ধানী। ওরা আর গ্রামের অনিষ্ট কর্‌বে কি! নিরুপদ্রব হলে, এক এক ব্যাটা তিন কল্‌সী করে জল খেয়ে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌বে। আমি আমোদ করে এক ব্যাটা ঢালসড়কিওয়ালাকে একটা ল্যাঙ দিয়েছিলাম। ব্যাটা তার ঢাল সড়্‌কী লয়ে একেবারে বেহাত। তার 'বাবাগো' চীৎকারে আমি আর হেসে বাঁচি না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় অদূরে গোয়ালা-পাড়ায় গৃহদাহাগ্নি দেখা গেল। সন্ন্যাসী বাদ্লাকে লইয়া অবিলম্বে নিকটস্থ হইয়া দেখেন, একখানি মাট্‌কোটার উপরে ছয় সাত বৎসর বয়স্ক একটী বালক ভয়বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। মাট্‌কোটার চতুর্দ্দিকে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। তাহার কাষ্ঠের সিঁড়িটী ভস্মীভূত। অদূরে তাহার উন্মত্তপ্রায় জনকজননীকে লোকে ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহারা সে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া সে দারুণ পুত্রশোক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যাকুল। সন্ন্যাসী নিকটস্থ রাশিকৃত দ্রব্য হইতে একখানি কম্বল তুলিয়া লইয়া নক্ষত্রবেগে নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে তাহা ভিজাইয়া আনিলেন এবং তাহাতে বাদলের অঙ্গ আবৃত করিয়া বলিলেন, "বাদ্লা কি আগুন ভয় করে? লাফ দে, ছেলে পাড়্।"

সকলেই অবাক। ছেলের জনকজননী ছেলে বুকে পাইয়া

উন্মত্তপ্রায়। কে কখন উঠিল, কখন ছেলে পাড়িল, কেহই বুঝিতে পারিল না।

সন্ন্যাসী বাদলের সহিত প্রস্থান করিতে করিতে আর এক স্থানে দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক 'মারে, কামিনী রে, তুই কোথা গেলিরে মা' বলিয়া ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে। করুণ-হৃদয় সন্ন্যাসীর গতি তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হইল। বাদলের পদতলে একটা ফোস্কা হইয়াছিল। 'হস্তপদবিশিষ্ট বাদল কি বারবার অগ্নিরাশিতে ঝাঁপ দিতে পারে,' এইরূপ চিন্তা করিয়া বাদল উক্ত কামিনীর জননীর শোকের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিল, কামিনী সে অসচ্চরিত্রা মাগীর ভালবাসার বিড়ালের নাম—সে তাহার কন্যা নহে। বাদল তাহাকে একটী পদাঘাত করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাঁহাকে এ বৃত্তান্ত বলাতে তিনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ছিপে প্রত্যাগত হইলেন।

অনুবর্ত্তী লোকদিগকে অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত করিবার নিমিত্তই দস্যুরা গোয়ালাদিগের একখানি গোয়ালে অগ্নিসংলগ্ন করিয়াছিল। গ্রীষ্মকালের সান্ধ্যবায়ুর বেগে হুতাশন অল্পক্ষণেই গৃহ হইতে গৃহান্তরে লম্ফপ্রদান করিতেছিলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

'ডাইনের ট্যাঁক্।'

বেচুয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই বলিল, "শ্রীবৃন্দাবনের গোপ-গোপীরা একা শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় যাইতে দেখিয়া অধীরা হইয়াছিলেন। যদি রাধাকৃষ্ণ উভয়েই তাঁহাদিগের দর্শনাতীত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি জীবন রাখিতে পারিতেন!

বাস্তবিকই বেচুয়া সন্ন্যাসীর বিলম্বে এ অন্ধকার রাত্রে অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিল—এমন কি এক একবার তীরে উঠিয়া সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে সে অন্ধকারে সে অজ্ঞাতস্থানেও সে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর আর অধিকক্ষণ বিলম্ব হইলে বোধ হয় সে নিশ্চয়ই যাইত।

সন্ন্যাসীর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বাদ্‌লা বলিয়া উঠিল, "চকের নিমেষে একদল ডাকাত পাক্‌ড়াও কর্‌তে অনেক কাঠখড় লাগে। ছিপে বোসে ভাব্‌তে ত কিছু খরচ হয় না! যা হ'ক

গুরু! গয়লাপাড়ায় যে আগুন লাগ্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই—আর আপনি ঝট্‌পট্‌ আমার গায়ে ভিজে কম্বল দিয়ে লাফিয়ে উঠে ছেলেটা পাড়্‌তে না বল্লে, সেটা নিশ্চয়ই পুড়ে মর্‌ত।" তৎপরে সে হাসি সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "বেড়ালকে কামিনী বলে কেঁদে পাজী বেটী আবার আমায় আগুনে ঝাঁপ খাইয়েছিল আর কি। বেটীকে এই পোড়া পায়ে এমন লাথী মেরেছি যে, সে কিছুদিন সে পদাঘাত ভুল্‌বে না, আর জীবন থাক্‌তে বেড়ালের নাম আর 'কামিনী' রাখ্‌বে না।"

বাদ্‌লার সমস্ত কথা শুনিয়া বেচুয়া পরিষ্কার করিয়া না হউক, ব্যাপারটা একরূপ বুঝিয়া তাহাকে বলিল, "সে স্ত্রীলোকটীর শরীর যদি মাখন না হউক কাদার মতও হইত, তাহা হইলেও তাহার অঙ্গে 'ভৃগুপদ' না হউক, বাদলপদচিহ্ন থাকিত।" তৎপরেই সে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিষ্কার করিয়া শুনিয়া সন্ন্যাসীকে হাসিয়া বলিল, "আমার সহচরী বর্ত্তমান থাকিলে একগাছি দড়ি কি একটা খড়্গ হাতে করিয়াই দস্যুদল তাড়াইতে পারিতেন। পাঁচ হাত লাঠি কিম্বা সাগরপারে যাইবার মত লম্ফঝম্ফের আবশ্যক হইত না। তবে জননীর পুত্র রক্ষা হওয়াতে, বাদল দূরে থাক্‌, আমার অঙ্গেও যদি কেহ এক্ষণে অগ্নিসংলগ্ন করে, বোধ হয় আমার অঙ্গ জ্বালা করে না। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার ত তাহাতে গঙ্গাস্নানের শীতলতা লাভই হয়েছে। কিন্তু বাদল মশায় স্ত্রীলোকের অঙ্গে পদাঘাত করেছেন শুনে আমার আপনাদিগের নিকট থাকা নিশ্চয়ই কষ্টকর হইত। তবে আমি যবনী, আমাকে আপনারা পদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না, এই বিশ্বাসে আমি সুস্থমনে ছিপের সাঁতার দেখ্‌ছি। যে যায়ায় স্ত্রীলোকটী 'কামিনী'

বলিয়া রোদন করিতেছিল, সেই মায়াতেই ত জগৎ মুগ্ধ—তাহাতেই ত সন্ন্যাসীও পাগল হয়। তবে সে মেয়ে মানুষটীর দোষ রহিল কোথায়?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “বাদল, শুন্‌লি ত, তোদের জন্য আমার মন কত সময়ে কুণ্ঠিত হয়—আর আমার কান কত কথাই শুনে। কিন্তু তোদের দোষও দিতে পারি না। অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।” তৎপরে তিনি বেচুয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “কেবল তোমার সহচরী কেন, তোমাদের মত সুন্দরী বুদ্ধিমতী যাহারা রঙ্গিণী প্রবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষকেও দর্শনমাত্রেই কটাক্ষবাণে পদানত করিয়া থাকেন। তোমাদের পক্ষে দস্যুদমন করা না অদ্ভুত কার্য্য হইবে কেন? সাক্ষাৎ অগ্নিও বাদলের মত লোকের পদদগ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি সুন্দরী সতীসাধ্বীর কেশস্পর্শও করিতে পারেন না। দেখ না কেন, লঙ্কাকাণ্ডে সমস্ত লঙ্কা ভস্মীভূত করিয়াও বৈশ্বানর সীতা-দেবীকে পীড়ন করা দূরে থাক, তাঁহার আবাসস্থল সমস্ত অশোক-বনটীও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সীতাদেবী প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্টা হইলেও তিনি পিতৃবাৎসল্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক শান্তিরসাস্পদ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বসনভূষণালঙ্কৃতা রমণী জগৎ বিজয়িনী—বিবসনা হইলে তাঁহারা দনুজদলনী হন।”

সে অন্ধকারে সে দ্রুতগামী ছিপে নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসী মহাশয়ের মনের বর্ত্তমান অবস্থাতে নিদ্রা হইবেও না। কোন মতে কথায় বার্ত্তায় সময় কাটাইলেই ভাল হয় বিবেচনায়, সন্ন্যাসী বেচুয়াকে বলিলেন, “একটী গৃহস্থ রমণী

যে কৌশলে তস্কর ও দস্যু বিদূরিত করিয়াছিলেন, তাহা বলি, শুনিবে কি ?"

বেচুয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "যাঁহার কথা শুনিবার জন্ম ব্যগ্রতা বশতঃ আমার সখীর কর্ণ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, তাঁহার কথা শুনতে কি আমার ক্ষুদ্র কর্ণ দগ্ধ হ'য়ে যাবে ? আপনি গল্প কর্‌বেন, তাতেও কি যবনীর অনুমতি আবশ্যক হয় ?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "চিরকালই কুটিলের পৃথক্ পথ। স্ত্রীলোক সোজা কথা বল্‌তে পারে না।"

বেচুয়াও হাসিয়া বলিল, "এবার আমরা হিন্দু মুসলমান সকল রমণীই প্রয়াগে গিয়া মাথা মুড়াইয়া ফেলিব। আমাদের কেশ-গুলিই ত কুটিল দেখ্‌তে পাই—ঐ গুলা গেলেই ত আমাদের সকলই সরল। কিন্তু এরূপ সরল হওয়া পুরুষের পক্ষে তত সোজা নয়। কারণ আপনারা পুরুষপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত। তাঁহার কেবল কেশ ও নয়ন কুটিল ছিল না। সমস্ত অঙ্গ কুটিল ছিল বলিয়া তাঁহার একটী নাম ত্রিভঙ্গ। পুরুষদিগের সরল হইতে হইলে মস্তক মুণ্ডন ও নয়ন বিসর্জ্জন ত করিতেই হইবে—তাহার উপর সমস্ত অঙ্গ বেশে আচ্ছাদিত না করিলে তাঁহাদিগের কুটিলতা কাহারও নয়ন বহির্ভূত হইবে না।"

"সাধে রমণীকে বাক্‌দেবী বলে কি ?" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী গল্প আরম্ভ করিলেন।

সন্ন্যাসী—"এই রাজমহলের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামবাসী রামধন বসু নামক জনৈক যুবা কর্ম্মান্বেষণে পশ্চিমা-ঞ্চলে গিয়াছিলেন। কিছুকাল অন্যান্য কর্ম্ম করার পর, তিনি কমিসারিয়েটের গমস্তা হইয়াছিলেন। তৎপরে অল্পকাল মধ্যে

লক্ষপতি হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মৃণ্ময় তৃণাচ্ছাদিত বাটী ছিল। দক্ষিণাভিমুখী ঘরে তাঁহার বিধবা মাতা শয়ন করিতেন। এক দিবস রজনীতে পূর্ব্বদিকের ঘরে তিনি সস্ত্রীক শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তৎপশ্চাতে মৃত্তিকা খননের শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহার রমণীর তখনও নিদ্রা হয় নাই; সুতরাং তস্কর সিঁদ কাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বুঝিল রমণী জাগরিত আছেন। তাঁহার নিদ্রার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে ভাবিয়া সেই ঘরের শেষ আড়ার উপর দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য যে মাচা ছিল, সে নিঃশব্দে তাহাতে উঠিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় রৈ রৈ শব্দে মশালহস্তে দস্যু আসিতেছে শুনিয়া রামধন বাবু ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইলেন। তাঁহার রমণী তাঁহার অবস্থা দর্শনে তাঁহাকে 'সিঁদমন্' দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে ডাকাত তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে বুঝিয়া, তিনি একখান পীঁড়া দ্বারা সিঁদমন্‌টী বন্ধ করিয়াছেন, এমন সময়ে সে ঘরের দ্বার ভগ্ন হইল। বিভীষণ মূর্ত্তি দস্যুগণ বিভীষিকা দেখাইয়া তাঁহার নিকট সিন্দুকের চাবী চাহিল। রমণী ভয়বিহ্বল হইয়া কাতরস্বরে পূর্ব্বকথিত মাচাস্থ তস্করের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক, আমাকে ডাকাতের হাতে ফেলে, তুমি সচ্ছন্দে লুকয়ে ব'সে রৈলে।" ডাকাত সকলে তাহাকে দেখিয়া, সেই কর্ত্তা, এই বিশ্বাসে তাহাকে ধরিতে ও তাহার নিকট হইতে চাবী লইতে ব্যস্ত হইলে, রমণী সহসা পীঁড়া সরাইয়া 'সিঁদমন্' দিয়া পলায়ন করিলেন। দস্যুরা কর্ত্তা পাইয়া ধনলোভে উন্মত্ত; সুতরাং এ ক্ষুদ্র ব্যাপার তাহাদিগের নয়নগোচরে আসিল না।

মশালের অগ্নিতে তস্করের কেশ ও গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে। সে কাতরে বলিতেছে, "ভাই ঐ দেখ সিঁদমন্। আমি ঐ সিঁদ দিয়া চুরি কর্‌তে ঘরে ঢুকে দেখি, সেই হারামজাদী জেগে আছে, তাই মাচার উপর বসেছিলুম। তোমরা ঘরে ঢুকবার আগেই সে মাগী তার ঘরের লোককে বের করে দিয়ে ছিল। তারপর বজ্জাতী ক'রে মোকে কর্ত্তা বলে দেখিয়ে দে নিজে পিট্টান দেছে। এ গরুকে মেরে আর কি কর্‌বি ভাই? মোরে ছেড়ে দে—কাজ দেখ। মুই বাড়ী গিয়ে দাওয়াই লাগাই।"

বেচুয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার কবে সেই দিন হবে, যে দিনে আমি আপনাকে আমার প্রাণের সখীর সহিত এক ঘরে শয়ান দেখিয়া দশটী টাকা ব্যয় করতঃ নবীন সাঁইকে তস্করবেশে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে বলিয়া, যদি ভগীরথকে পাই তাহা হইলে তাহাকেই দস্যুপতি করিয়া আপনার নিদ্রিতা-বস্থায় সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত করিব। ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর দেখিয়া সহচরী আপনাকে বাহির করিয়া দিবেন এবং নবীন সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে সেই নবীন সাঁইকে কর্ত্তা বলিয়া দেখাইয়া দিয়া সখী আমার দস্যুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। যদি বলেন, আপনি এরূপ বীরপুরুষ হইয়া কাঁপিবেন কেন, তাহার উত্তর এই যে, যতক্ষণ লোকের 'আমার' বলিতে কেহ থাকে না, ততক্ষণ সে ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করে—কাহাকেও বিপক্ষ জ্ঞান হইলে চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে শৃঙ্গদয় দেখাইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে থাকে। যে মাত্র তাহার 'আমার' যোটে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহাতে ষণ্ডত্ব আর থাকে না—সে বারি-সিক্ত বিড়াল হইয়া পড়ে। দেখুন না কেন বাদল কথিত

স্ত্রীলোকটী বিড়ালকে 'আমার' বলিতে শিখিয়া পদাঘাতেও নিস্তেজের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়াছিল। যদি বিড়ালে তাহার মায়া না জন্মাইত, তাহা হইলে লাঠি না হউক, বাদল মহাশয়কে নিশ্চয়ই শতমুখী দর্শন করিতে হইত। ভাল আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, উক্তরূপ মায়ায় লোকে কিরূপে জড়িত হইয়া কতদূর অধোগত হয়?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তবে তোমার সখীকে নিরাপদ দেখিয়া, তাঁহাকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করতঃ আমি হিমালয়ের নিভৃত শৃঙ্গে তপস্যা করিতে যাইব। কারণ আমি কখনই ভিজা বিড়াল হইতে পারিব না।"

বেচুয়া পূর্ব্বমত হাসিয়া উত্তর করিল, "আপনার অনুরোধে আপনার রক্ষিত আমার জীবন বিসর্জ্জন করিতেও আমি নিয়ত প্রস্তুত আছি ও থাকিব। কিন্তু চিরকুমারী থাকিবার অভিলাষটী পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগে পুলকিত হইতে পারেন, কিন্তু এত দিনের পর কোন্ প্রাণে সহচরীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম নাশ করতঃ, আমি তাঁহাকে মুসলমানী করিব? আপনি এক্ষণে আমাকে মায়ার কত প্রবল প্রতাপ তাহা বুঝাইয়া দিন্।"

সহচরীর শিক্ষা বা তৃপ্ত্যর্থে সন্ন্যাসী যে গল্পটী বলিয়াছিলেন, তাহার নায়ক ভিক্ষোপজীবী যদুনাথ সত্যসুখভ্রমে পার্থিব উৎসাহ ও আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে খলজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। দীর্ঘকালে সে ভ্রম ও ক্ষোভ দূরীভূত হইবে, গুরুর নিকট এই কথা শুনিয়া মায়ামুক্তির আশায় সে কর্ম্মতৎপর হয়।

গল্পশ্রবণান্তে বেচুয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল, "সুন্দর গল্পটী।

জীবনদাতার সিপাহীবেশ দর্শনে প্রথমে মনে করেছিলাম, তিনি একজন সহৃদয় বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ। কথায় বার্ত্তায় তাঁহার বিদ্যা ও সদ্বিবেচনার পরিচয় পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, তিনি পরপীড়ন নিবারণ ও অন্য কোন গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করে থাকেন। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই—আমার জীবনদাতা পরম জ্ঞানী। আমার প্রাণসখী তাঁহার বেদে নিকটে না থাকাতে বেদার্থ সম্যক্ অবগত হইতে পারেন নাই! 'মেই খুটী' সংলগ্ন রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া যখন গো সকল শস্যমলন কার্য্যে তাড়িত হয়, তখন যেমন তাহারা সময় পাইলেই এক এক কবল শস্য বদনাভ্যন্তরে গ্রহণ করে, আমার সহচরীও তেমনই সাধুসঙ্গের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বেদকথা শ্রবণ করিতেন। আমার প্রশ্নোত্তরে তিনি এক দিবস বলিয়াছিলেন, বেদের মতে সমস্ত জগৎই মিথ্যা। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি বা করিতেছি তৎসমস্তই অলীক। গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাণীমাত্রই স্বপ্ন দেখিতেছে। অদৃষ্ট ঝটিকায় তাড়িত হইয়া জীব ভবসাগরে ভাসিতে ভাসিতে অজ্ঞানাবস্থায় কত বার কুলসংলগ্ন হয়—আবার কত বার সাগরতরঙ্গে ভাসে। কুলসংলগ্ন হইবার অর্থ জননী-জঠরে নূতন জন্মগ্রহণ। ভগবানের কৃপায় জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইলেই জীবের এই দীর্ঘনিদ্রা ভঙ্গ হয়—তখন জীব আর স্বপ্ন দেখে না—সে তাহার স্বরূপ দর্শনে পরমানন্দে ভাসে।

সখীর পূর্ব্বোক্ত কথা আমার বিশ্বাস হইত না। আমি বলিতাম, এরূপ হইলে বেদব্যাস অলীক, তাঁহার বেদ অলীক;

বেদশিক্ষক আচার্য্য অলীক, শিষ্য অলীক,—অর্থাৎ বেদসম্বন্ধে যাহা কিছু লোকে পড়িয়াছে বা শুনিয়াছে, পড়িতেছে বা শুনিতেছে ও পড়িবে বা শুনিবে, তৎসমস্তই স্বপ্নবৎ মিথ্যা; সুতরাং বেদকথিত মায়া কবিকল্পনাপ্রসূত কথামাত্র। কিন্তু আজ আপনার সুকথিত ও সুললিত গল্পে মায়ার কার্য্য বুঝিয়া এ দাসী যবনীরও মায়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বাদল আত্মবিস্মৃত নিদ্রা যাইতেছিল। এই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কতদূর এসেছি?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "সম্মুখে ভাগলপুর দেখা যাইতেছে।" কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যূষ সমাগত হইল। সন্ন্যাসীও ছিপ সংলগ্ন করাইয়া তীরে উঠিলেন। অন্যান্য সকলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনার্থে ছিপ পরিত্যাগ করিল। বলা বাহুল্য যে, কেচুয়া বিপরীত দিকে কিছুদূর গমন করিয়াছিল। সে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল, অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী রামকেলীসুরে স্তবপাঠ করিতেছেন এবং ভাবিল, "ভগবান করুন, নিরাপদে সখী ও জীবনদাতার মিলন হইলে, সুগায়ক সহচরীপতির গান শুনিব এবং আমিও তাঁহাকে আমার গান শুনাইয়া, বাসরশয্যার সুখে জীবনদাতাকে সুখী করিব ও তাঁহাকে সেই দিবস হইতে জীবনদাতা সখা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিব।"

স্তবপাঠান্তে সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ তিন গণ্ডূষ জলপান করিয়া সকলের সহিত ছিপে উঠিলেন। ছিপ আবার ছুটিল। ভাগলপুরের দক্ষিণ দিকে ছিপ স্থির হওয়াতে, বাদল তীরে উঠিল; এবং কিয়ৎকাল পরেই কিছু ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী লইয়া কতকগুলি লোকের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পুরাতন ছিপ-

বাহকেরা যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়া বিদায় হইল। নূতন লোকেরা আবার ছিপ ছুটাইল।

ভাগলপুরস্থ চম্পা নগরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার জলে মগ্ন হইয়া মহিষ মহিষীসকল ঘাস চর্ব্বণ করিতে করিতে উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ক্ষণপরেই সেই গঙ্গাজলতলস্থ ঘাস-লোলুপ হইয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার নিমিত্ত জলমগ্ন হইতেছে। বেচুয়া এ দৃশ্য আর কখন দেখে নাই; সুতরাং মহিষ মহিষীর উক্ত অভ্যাস দর্শনে সে আশ্চর্য্যান্বিতা ও পুলকিতা হইতেছিল।

ছিপ ভাগলপুর অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে একটী পশ্চিমদেশবাসী লোক ছিপ তীরে আনিতে বলিল। তাহার নিকটে জনৈক বস্ত্রবিক্রেতা তিন চারিজন লোকের সহিত সম্ভবতঃ বস্ত্রবিক্রয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করতঃ ছিপ পূর্ব্ববৎ চালাইতে বলিয়াই বাদল-আনীত ছত্রটী দুইহস্তে এরূপভাবে ধরিলেন যে, নিমেষ মধ্যে তাহা খুলিতে পারেন। যে মাত্র তিনি সেই ছত্র খুলিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার উপর সবলে চালিত ইষ্টকখণ্ড পতিত হইল। ছত্রের শিক ভাঙ্গিয়া বস্ত্র ছিন্ন হইল। সন্ন্যাসীর লোকচরিত্র-জ্ঞানে ও সহসা আগত বিপদ নিবারণে এরূপ সুন্দর শক্তি দেখিয়া বেচুয়া আনন্দে বিহ্বল হইল ও গলবস্ত্রা হইয়া তাঁহাকে একটী প্রণাম করিল। তাহার ভাবদর্শনে বাদল হাসিয়া উঠাতে বেচুয়া বলিল, "বাদলের তরল দেহ, সুতরাং সে সবলে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরকে ভয় করে না। আমাদের মস্তকের মায়া আছে—এরূপে তাহা রক্ষিত হইলে আমরা আশ্চর্য্য হই, আনন্দও প্রকাশ করিয়া থাকি।" বাদল কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আপনি যে পূর্ব্বে

কিছু অনুমানও কর্ত্তে পারেন নাই, তাতেই আমি হেসেছি।”
“আমি দস্যুকর্ত্তৃক ধৃত এবং তজ্জন্য ভীতই হইয়াছি—বর্ত্তমান সময়েও হয়ে আছি—কখনও ত দস্যুবৃত্তি করি নাই—তবে আমি এরূপ ব্যাপার পূর্ব্বে কেমন করিয়া অনুমান করিব।” এই কথা বলিবার পর বেচুয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি আজ্ঞা করেন ?”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “তুমি সাবধান থাকিও। আমি তোমাকে ধরিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, তোমার প্রাণসখীকে ধরিতে যাইতেছি। তাঁহার নিকট যাহা কিছু ধনরত্ন আছে, তৎসমস্তই লুণ্ঠন করিয়াও আমার এত ক্লেশের পরিশোধ হইবে না। আমি তাঁহাকে চিরবন্দিনী করিব এবং তাঁহার উপর আমার কত রাগ, তখন তুমি বুঝিবে।”

বেচুয়া হাসিয়া উত্তর করিল, “আপনার অনুরাগ মূল্য পাইলে সখী আমার পরমানন্দে তাঁহার সর্ব্বস্ব আপনাকে বিক্রয় করিবেন। কিন্তু তাঁহার যাদু বিদ্যাটী আপনি পাইবেন না। সেই বিদ্যার বলে তিনি সন্ন্যাসীকে কেবল বন্দী কেন, তাঁহাকে পোষা মেষের মতও করিয়া ফেলিতে পারেন। আহা! ছত্রটী ভাঙ্গিয়া গেল, এখন আপনি একটী ‘খোঁটা’ অনুসন্ধান করুন, তাহা না হইলে দুর্দ্দান্ত লোকদিগের সহিত কাহার জোরে লড়িবেন ? লোকে বলে না, ‘খোঁটার জোরে বেড়া লড়ে’।”

সাহেবগঞ্জে সন্ন্যাসী সংবাদ লইয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসিনীর ছিপ চলিয়া যাইবার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ভিখারী ও পশ্চিমাঞ্চলবাসীর ছিপ গিয়াছে। ভাগলপুরে বাদল সংবাদ পাইয়াছিল, শেষোক্ত

ছিপদ্বয় সন্ন্যাসিনীর ছিপের পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সন্ন্যাসী মহাশয় এ সংবাদে চিন্তিত; অতএব সবল সুস্থকায় হইবার নিমিত্ত তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বেচুয়া ছিপবাহকদিগকে আর লজ্জা করিতে পারিল না। সে তাহাদিগের দিকে বদন রাখিয়াই ভক্ষণ আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী ও বাদল দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উদর পূরণ করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে সন্ন্যাসী ছিপে সঙ্কুচিত দেহেও গাঢ় নিদ্রার সুখানুভব করিতে লাগিলেন। বেচুয়াও তন্দ্রাতুরা হইয়া ঢুলিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর আবশ্যক না হইলেও, বাদল দুইহস্তে গাত্রমার্জ্জনী খানি বিস্তার করিয়া গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। সঙ্গগুণে বেচুয়াও বাদলকৃত ছায়ার সুখানুভব করিতে লাগিল।

বেলা ৩টার সময় সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তৎপূর্ব্বক্ষণেই বেচুয়ার তন্দ্রাও দূরীভূত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী বাদলকে বলিলেন, "ভাগলপুরের গাঙীই ভাল। 'রবেলোক-ঢাকী' অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণাও মন্দ নহে। কিন্তু এখানকার দাঁড়ীমাঝি বড় ভাল নহে। এমন ছিপকে বেটারা গাদাবোট্ করে ফেলেছে। মুঙ্গের এখনও দূরবর্ত্তী রহিয়াছে দেখিতেছি।"

বাদল বাহকদিগকে নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব একটী ধমক দেওয়াতে তাহারা চমকিত হইয়া উঠিল এবং তন্নিবন্ধন বোটের বোটে ঠেকাঠেকি লাগাতে ছিপ একরূপ স্থির হইয়া পড়িল। বাদল ক্রুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া বাহকেরা আর বাহিবে না বলিল এবং ছিপ তীরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী তাহাদিগের 'ইছে কিছে' ভাষাতে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলের সহিত বোটে ফেলিতে

লাগিল। বেলা ৯টার পরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বেগে বায়ু বহিতেছে বলিয়া তদ্দেশের সূক্ষ্ম ধূলিতে মেঘনিম্নস্থ আকাশও অনুরূপে মেঘাচ্ছন্ন বোধ হইল। বাহকেরা ভীত হইতে লাগিল—কিন্তু সন্ন্যাসীর উত্তেজনায় ও বাদলের তাড়নায় তখনও ছিপ চলিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই স্ফীত ও আলোড়িত গঙ্গার জলে সকলের বসন সিক্ত হইল এবং ছিপও জলপূর্ণ হইতে লাগিল। অগত্যা সন্ন্যাসী সকলকে লইয়া তীরে উঠিলেন। বাদলও বাহক-দিগের দ্বারায় ছিপ তীরে উঠাইল।

সন্ন্যাসীর কুঞ্চিত ভ্রূ ও বিষণ্ণবদন দেখিয়া বেচুয়া অন্তরে অত্যন্ত চিন্তান্বিতা ও সাতিশয় কাতরা হইয়াও প্রকাশ্যে বলিল, "সকল ছিপেরই একই দশা হয়েছে, তবে আপনি এত ভাব্‌ছেন কেন?"

বেচুয়ার কথায় সন্ন্যাসীর চিন্তা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়াতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এ ধূলিরাশিতে তোমার শান্তিজলটুকু পাইবার জন্যই বিষণ্ণবদন হইয়াছিলাম।"

এই সময়ে তদ্দেশবাসী অপটু লোকচালিত একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী ও বাদল কৌপীনধারীর বেশে জলজন্তুর ন্যায় সেই আলোড়িত গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে বেচুয়ার দেহ কণ্টকিত ও মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। সে তীরে দণ্ডায়মানা থাকিয়াই প্রাণ ভরিয়া তাহার খোদাকে ডাকিতে ডাকিতে দেখিতে পাইল, বাদল কভু মগ্ন কভু ভাসমান একটী স্ত্রীলোককে দুই হস্তে ধরিয়া চীৎ সাঁতারে তীরের দিকে আসিতেছে। সন্ন্যাসী জলমগ্ন হইয়াছেন। সে কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়-মানা হইয়া একদৃষ্টে যে স্থানে সন্ন্যাসী মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই

স্থান দেখিতেছে. এমন সময়ে ছিপবাহকেরা আনন্দধ্বান করিয়া উঠিল। তাহাদিগের প্রদর্শিত দিকের প্রতি নয়ন সঞ্চালন করিয়া বেচুয়া দেখিল, সন্ন্যাসী দুই হস্তে একটী সুন্দরী বালিকাকে উর্দ্ধে ধরিয়া আলোড়িত গঙ্গার জল সবলে অধিকতর আলোড়িত করিয়া তীরের দিকে আসিতেছেন। স্রোতে কিছুদূর ভাসিয়া যাওয়াতে বেচুয়া একরূপ আত্মহারা হইয়া সেই দিকে ছুটিল। তাহার নেত্রে আনন্দ ও ভয় পর্য্যায়ক্রমে দেখা দিতে ছিল। জীবিত বালিকাকে সন্ন্যাসী তীরে আনিবেন, এই আশাতেই তাহার আনন্দ হইতেছে—আবার পাছে তিনি বা বালিকা অথবা উভয়েই জলমগ্ন হন, এই ভাবনায় তাহার ভয় হইতেছে। সে জানে না যে আমাদিগের সন্ন্যাসী যাহা ধরেন, তাহা আর ছাড়েন না। যাহা হউক সন্ন্যাসী বালিকা লইয়া তীরে উঠিয়াই দেখেন, বেচুয়া তাহার দুইটী সুললিত হস্ত বিস্তার করিয়া বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিতে আসিতেছে। আবার আনন্দে বেচুয়ার নয়নে ধারা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, "প্রণয়িণীর যবনী সঙ্গিনীর হৃদয়ের গুণে মুগ্ধ হইতে হয়, না জানি তাঁহার হৃদয় কতই কোমল।"

মেয়েটীর কুঞ্চিত কেশরাশি হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। তাহার চক্ষু মুদ্রিত এবং ভয়ে সে হতজ্ঞান। বেচুয়া তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া তাহার বদনমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশপূর্ব্বক দেখে, দন্তে দন্ত সংলগ্ন। চীৎকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী ত্রস্ত হইয়া বালিকার দাঁতকপাটী ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া বালিকা 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। 'ঐ যে মা আস্‌ছে' এইরূপ কথা দ্বারা বেচুয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "মেয়ে

জল খায় নাই ত।” কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন উত্তর না পাইয়া সে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার দৃষ্টি পশ্চাৎ দিকে। মেঘ, বৃষ্টি ও ধূলিরাশিতে সে স্থান অমানিশির ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে। সহসা সন্ন্যাসী সবেগে পশ্চাৎ দিকে দৌড়িতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বেচুয়া সেই পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই দিকে আসিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে দেখিল, বাদল পূর্ব্বোল্লিখিত স্থূলাঙ্গিনী রমণীকে লইয়া প্রবাহের বক্রগতিতে ও ঝটিকার আঘাতে তীরে আসিতে পারিতেছে না। সেই জন্যই সন্ন্যাসী পুনরায় সে অন্ধকারে সেই ভয়াবহ গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছেন। বেচুয়া শূন্যহৃদয়ে মেয়েটীকে দুলাইতে দুলাইতে গঙ্গার দিকে দেখিতেছে, এমন সময়ে অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাগতা বুঝিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ভগবানের নাম করিতে করিতে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময়ে ‘কেঁদে প্রাণটা ফাটাচ্ছ কেন?’ এই কথা বলিয়া বাদল তাহার নিকটস্থ হইল। শুষ্ককণ্ঠে সে বাদলকে জিজ্ঞাসা করিল, “সন্ন্যাসী কোথায়?” বাদল তখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, “বাদল বুঝি কেউ নয়? আমি বাঁচলুম, তাতে আপনার একটু হাসিও বেরুল না! আর খানিক সে মোটা মেয়েটাকে নিয়ে এ তুফানে ভাস্‌তে হলে বাদলের দফা রফা হয়ে যেত। সে গুরুভার গুরুই বহিতে পারেন।”

বেচুয়া বিরক্তভাবে বলিল, “তোমার গুরু কুল পেলেন কিনা, তা না দেখে আমার কাছে ব্যাড় ব্যাড় করে বকতে এলে কেন?”

বাদল সে অবস্থাতেও হাসিয়া বলিল, “ওমা! তবে তুমি আমার গুরুকে বুঝি চেন না। আমাদের বিশ্বাস যে, সমুদ্রেও

তাঁকে ডুবিয়ে মারতে পারে না, গঙ্গা ত ভগীরথ-খাল। অগস্ত্য সাগর পান করেছিলেন—আমার গুরু কি জহ্নুমুনির ন্যায় গঙ্গাটীকেও পান করতে পারেন না? তিনি গঙ্গার জল খেতে বড় ভাল বাসেন। আপনি ভাববেন না, আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।"

"সত্বর যাও" বলিয়া বেচুয়া বাদলকে বিদায় দিল এবং অন্দরে করযোড়ে প্রাণ ভরিয়া তাহার খোদাকে 'বোলাতে লাগিল'। পিতা যেমন পুত্রমুখবিনিঃসৃত 'বাবা' শব্দ শুনিয়া সুখী হন—পুত্রকে সেই 'বাবা' 'মা' শব্দ শিখাইবার জন্য কত যত্ন করেন, পরম পিতা পরমেশ্বরও বোধ হয় সেই ভাবে—সেইরূপে তাঁহাকে আমরা ডাকি এইরূপ ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক যেমন অভিলষিত 'বাবা' শব্দ পুত্রমুখবিনির্গত করাইবার নিমিত্ত তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, করুণানিধান ভগবান আমাদিগকে কি সেইরূপে তাঁহাকে ডাকিতে শিক্ষা দেন না? নিশ্চয়ই দিয়া থাকেন। সকল সন্তান একরূপ প্রণালীতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়াই তিনি স্থূলতঃ চারি প্রকারে আমাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। রোগ, শোক, অপমান ও অভাব—এই চারি প্রকারের যে কোন প্রকার শিক্ষাই আমরা পাই না কেন—তাহাদিগের মধ্যে যাহাতেই আমাদিগের মন সন্তপ্ত, ক্ষুব্ধ কাতর ও চিন্তান্বিত হউক না কেন, তাহাতেই আমরা তাঁহাকে ডাকিয়া থাকি। যিনি একবার ডাকিয়া আর ডাকিতে বিরত হন না, তিনিই ধন্য। পুনঃ পুনঃ ডাকিতে ডাকিতে ডাকা যাঁহার অভ্যাস হয়, তিনিই মান্য। মরণ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে যিনি ডাকিয়া থাকেন অথচ অভ্যাস করিতে পারেন নাই, তিনিও অমনোযোগী

অভিনিবেশবিহীন মনুষ্যমধ্যে গণ্য। যে ব্যক্তি ভগবানকে কখন ডাকে না, সে জাত বলিয়া দ্বিপদ বিধায় জন্তুমধ্যে অগ্রগণ্য।

রক্ত, মাংস, চর্ম্মবিনির্ম্মিত ওষ্ঠদ্বয় ও জিহ্বা সঞ্চালনে যে শব্দ নির্গত হয়, সাধারণ মনুষ্য তাহাতেই বক্তার অভিপ্রায় স্থির করেন। বুদ্ধিমান মনুষ্যেরা মুখনিঃসৃত শব্দেই কেবল বক্তার মন্তব্য বুঝেন না। তাহার আকার, ইঙ্গিত, হাব, ভাব প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাঁহারা তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া লইয়া থাকেন। সাধারণতঃ দেখিতে হইলে ইন্দ্রিয়াধিপতি মন নশ্বর পদার্থ বা তাহাদিগের গুণসমূহ লইয়াই সতত ব্যস্ত। সে অবিনশ্বর চির-স্থায়ী বৈকুণ্ঠভাবের অর্থও বুঝে না। সেইজন্য ওষ্ঠ, জিহ্বাবিনির্গত ডাকে অথবা মন হইতে উদ্ভূত ভাবে ভগবান শুনেন না বা ভুলেন না! হৃদয়োদ্ভূত ভাব বা তাহারই ডাক তাঁহার জ্ঞাতব্য—তাহাই তিনি শুনিয়া থাকেন।

বেচুয়ার মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, স্বামী বা পুত্র অথবা ধন, প্রিয়জন বা বিষয়াদি বর্ত্তমান সময়ে তাহার মন অধিকার করিয়া নাই। সে তাহাদিগের জন্য এক্ষণে কাতর নহে। সন্ন্যাসী, তাহার ক্রোড়স্থিতা বালিকা বা তাহার মাতা, পিতা, আত্মীয়গণ, তাহার স্বজাতীয় বা স্বধর্ম্মাবলম্বীও নহে। কিন্তু ঐ দেখ, তাহা-দিগের বিশেষতঃ সন্ন্যাসী মহাশয়ের জন্য তাহার প্রাণ এক্ষণে কাতর—আপাততঃ তাহার প্রাণের সখীও তাহার স্মরণপথ হইতে দূরীভূতা। সে কাতরে ভগবানকে ডাকিতেছে। তাহার বদন, নয়ন ও সমস্ত অঙ্গের ভাব দেখিলেই মূঢ়েরও বিশ্বাস হইবে যে, সে হৃদয় ভরিয়া প্রাণের ভিতর হইতে সন্ন্যাসীর জন্য শ্রীভগবানকে ডাকিতেছে। পরম দয়াল ভগবান কি প্রিয়তম সন্তানসন্ততির

নয়নধারা দেখিতে পারেন? ঐ দেখ, বেচুয়ার নয়নে প্রেমের ধারা বহির্গত হইতেছে। সে ধারা তাহার বক্ষস্থলে আসিতে না আসিতেই সেই অন্ধকারে দূর হইতে কে তাহাকে ডাকিল। হৃদয়ের ভিতরে সে, যে ভগবানকে ডাকিতেছে, তিনিই কি তাহাকে উত্তর দিতেছেন? হাঁ! তিনিই বটে। কিন্তু তিনি নিরাকার বলিয়া আমাদিগের সন্ন্যাসীর বদন, জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি ধার করিয়া, 'বেচুয়া তুমি কোথায়' বলিয়া, তাহাকে ডাকিলেন। বেচুয়া চমকিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞাতসারেই দণ্ডায়মানা হইল। ভক্তির বেগে তাহার ওষ্ঠদ্বয় যেমন কাঁপিতেছে, তাহার সমস্ত অঙ্গেই তদনুরূপ রোমাঞ্চ দেখা যাইতেছে। পূর্ণকুম্ভ একটু খালি না হইলে যেমন ঘটীতে জল গড়ান সুবিধা হয় না, তেমনই ভরা হৃদয় একটু খালি না হইলে বাক্যস্ফূরণ করা যায় না। সেই জন্যই হৃদয় একটু খালি হইবে বলিয়া বেচুয়ার নয়নে অত ধারা বহিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই সে গদ্‌গদস্বরে উত্তর করিল, "আমি এই যে।"

অবিলম্বেই সন্ন্যাসী ও বাদল উক্ত বালিকার স্থূলাঙ্গিনী জননীকে লইয়া বেচুয়ার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বেচুয়া হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে অন্ধকারে সে তাহার জীবনদাতার শ্রীচরণে মস্তক সংলগ্ন করিয়া ফেলিল—তাহার সেই সুন্দর ললাট ও তদুপরিস্থ ক্রীড়াসক্ত কুঞ্চিত কেশগুলি কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। সে অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না—কিন্তু বেচুয়ার হৃদয় সন্ন্যাসীর ও সন্ন্যাসীর হৃদয় বেচুয়ার হৃদয় স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে এবং তাহাতেই উভয়েই মুগ্ধ হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে কালাতিপাত করিতেছেন। সন্ন্যাসী

পুরুষ ; সুতরাং তিনি অগ্রে বাক্য স্ফুরণ করিয়া বলিলেন, "বালিকা-জননীর মস্তক ধরিয়া ব'স। তিনি এখন পর্য্যন্ত অচেতনা—বোধ হয় দন্তে দন্ত সংলগ্ন হইয়াছে। তাঁহার 'দাঁত-কপাটী' ভাঙ্গিয়া ও তাঁহার দেহ সঞ্চালিত করিয়া দেখি, চৈতন্য হয় কি না। তাহা না হইলেই ত বড় বিপদ। আমাদিগের প্রাণ অস্থির, আবার এদিকে এই জননী ও বালিকাকে এ অন্ধকারে গঙ্গাতীরে নির্জ্জন প্রান্তরে কোন্ প্রাণে রাখিয়া যাই? বাদল! যেরূপেই হউক একটী আলোক সংগ্রহ কর।"

এক উরুতে রোরুদ্যমানা বালিকার মস্তক রাখিয়া, অপর উরুতে বেচুয়া তাহার জননীর মস্তক রাখিল। সন্ন্যাসী সেই জননীর দাঁতকপাটী ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বেচুয়া তাহার কর্ণে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল, "মেয়ে কাঁদছে, কোলে কর।"

জননীর সংজ্ঞা নাই। সন্ন্যাসী বালিকাকে তাহার জননীর বুকের উপর রাখিয়া মাকে ডাকিতে বলিলেন। সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মা মা বলিয়া যেমন কাঁদিয়া উঠিয়াছে, অমনি "না থাক, এই যে আমি," এইরূপ কথা বলিতে বলিতে জননী চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকরুণ ও ঠাকুরঝি কোথায়?"

স্বপ্নোত্থিতা বা উদ্ভ্রান্তার ন্যায় তাঁহার মনে হইতেছিল, তাঁহার স্বামী নিকটেই আছেন। ক্ষণপরে পরিষ্কার চৈতন্য হওয়াতে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার স্বামীর উদ্দেশ নাই—কোন ব্যক্তি তাঁহার কন্যা ও তাঁহাকে গঙ্গা হইতে তীরে তুলিয়াছেন—অমনি 'তুমি কোথা গেলে গো' বলিয়া লজ্জাশীলা কুলবালার স্বরে সহৃদয়ের

প্রাণবিদারক ক্রন্দনস্বর বাহির হইল। সে ক্রন্দনে বেচুয়া কাঁদিল ও সন্ন্যাসীর নয়নে ধারা বহিল।

কিছুক্ষণ পরে দূরে আলোক দেখিয়া সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাদল, তুই চারিজন ব'টে বাহকদিগকে আসিতে বল।" তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি বেচুয়াকে বালিকা-জননীর নিকট হইতে তাহার পতির নাম জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। বেচুয়া বহুবার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর বালিকা-জননী কষ্টে স্পষ্টে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রন্দনস্বরে বলিলেন, "আমি কেমন করে তাঁর নাম করব! খুকীর নাম তরুবালা।"

সন্ন্যাসী, বাদল ও ব'টে বাহকদিগকে বলিলেন, "তিনজন দক্ষিণ দিকে ও দুইজন উত্তর দিকে 'তরুবালার বাপ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে দৌড়াও। যতদূর পার তীর দেখিতে দেখিতে যাইও। যদি কেহ উত্তর দেন, কিম্বা যদি কাহারও অব্যক্ত কাতরধ্বনি শুনিতে পাও অথবা কোন মনুষ্য-দেহ তীরসংলগ্ন রহিয়াছে দেখ, তাহাকে সঙ্গে বা স্কন্ধে করিয়া যত সত্বর পার এস্থানে উপস্থিত হইও।"

সকলে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অতি দ্রুতপদে দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিল। কেহ তাহাদিগের ডাকে উত্তর দেয় নাই, কাহারও কাতরোক্তি তাহারা শুনে নাই, কোন মনুষ্যদেহ তীরসংলগ্ন রহিয়াছে তাহাও দেখে নাই।

বালিকা-জননী এ কথা শুনিয়া প্রাণ ফাটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নানারূপ কাতর উক্তি করিতে করিতে তিনি বলিতেছিলেন, "এ হতভাগিনীকে যমযাতনা সহ্য করাইবার জন্য কে আমাকে এ সর্ব্বনাশী গঙ্গার জল হইতে তুলিল! ওগো!

তার আমি কি সর্ব্বনাশ করেছিলাম যে, সে আমাকে আমার সর্ব্বনাশ দেখিয়ে সুখী হ'ল।"

বাদল গুরুনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধব্যঞ্জক নাকি সুরে বলিয়া ফেলিল, "যঁদি গঁঙ্গায় ডুঁবে মঁর্‌বার সাঁধ হঁয়ে থাঁকে, ওঁঠ, এঁখনও তঁ তুঁফান আঁছে, ঝাঁপ দিঁয়ে পঁড়। কাঁল সঁকালে ঐঁ দঁক্ষিণ দিঁকের চঁড়ায় লাঁগ্‌বে, আঁর মোটা মোটা শেঁয়ালে যেঁ মুখে আঁমার গুঁরুনিঁন্দা কঁর্‌ছ, সেঁই মুখ খাঁনি চিঁবিয়ে চিঁবিয়ে খাঁবে।"

বালিকা-জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ও বাবা! আমি তরুকে কোলে পেয়ে আর যে তাকে ফেলে ঝাঁপ দিতে পার্‌ছিনে। তুমি দয়া করে আমাকে ফেলে দাও। আমি মরি, আমায় শেয়াল কুকুরেই খাক্। বাবা! আর আমার বেঁচে ফল কি?"

বালিকা-জননীর কথা শুনিয়া সহজেই বাদল কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়াছে। তাহার উপর সন্ন্যাসীর তীব্র তিরস্কারে সে তাঁহার পদসংলগ্ন হইয়া কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি পাজির পাজি কিম্বা জারজ না হ'লে কি বামনের ছেলে হ'য়ে, ডাকাত হয়েছিলাম। গুরু গো! আপনি আমাকে গাদা পিটে ঘোড়া কর্‌ছেন। আমি আপনার নিন্দা সইতে পারিনে, সেই জন্যই এ রমণীকে ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য হঠাৎ বলে ফেলেছি। মাগো! তুমি আমাকে দুটো লাথি মার, কিন্তু এ গণ্ডমূর্খের কথায় রাগ বা শোক ক'র না। আমি যদি কুমীর হতে পারতাম, আর তোমার স্বামী যদি এখনও জলের ভিতর থাক্‌তেন, তা হলে তাঁকে কামড়ে ধরে তোমার কাছে এনে দিতাম। চোটো না মা,

তা হলে আমার গুরু চোটে যাবেন। এই গুরু দয়া না করলে কি বাদল তোমার গায়ে এত অলঙ্কার দেখে তোমার জন্য এরূপ দৌড়া-দৌড়ি ও হাঁপাহাঁপী করত। যদি জলেই কর্ম্ম সম্পন্ন নাই হত, তা হলেও বাদলের হাতের একটী লাঠি, আর তোমার মাথাটী দো ফাঁক্।"

সন্ন্যাসী বাদলকে বলিলেন, "যা যা, আর বখামী করিস্ না। ঝড়বৃষ্টি শেষ হইয়া আসিতেছে। ছিপ নিকটে আন্‌তে বল্।" তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, "হায়! এ বিলম্বে এ 'কাল-বৈশাখী' আমার পক্ষে বা কালবৈশাখই হয়! দুর্গে দুর্গতি-নাশিনি!"

সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, "এক্ষণে করি কি? এ বালিকা ও তাহার নিঃসহায়া জননীকে কোথায় রাখিয়া প্রস্থান করি? আমার প্রাণাধিকা সরযূবালার বিপদ-উদ্ধার-নিবারণের জন্যই কি আমার অশুভগ্রহেরা এ উৎপাত ঘটাইয়া দিয়াছেন?"

সন্ন্যাসীর বদন ও নয়ন না দেখিয়াও বেচুয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াছে। সত্য ভালবাসা সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই অন্তর্যামী। সেই জন্য বেচুয়া বলিল, "যদি এ সতীপতি স্রোতে দূরেই নীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কন্যার সহিত তাঁহাকে সমভিব্যাহারিণী করিলে হয় না?"

বেচুয়া ভাবিয়াছিল, গৃহস্থকামিনী সাধুভাষা বুঝিতে পারিবেন না। ও বেচুয়া! তুমি ত জান না যে, যে হিন্দুরমণী সতী-বিদ্যায় পারদর্শিনী, তিনি তাঁহার পতি সম্বন্ধের কথা, যে ভাষায় যে বলুক না কেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কারণ সে সতীদিগের ত 'নেকা' নাই। পতির প্রতি তাঁহাদিগের যে ভাল-

বাসা হয়, তাহা তাঁহারা পুঁটলী বন্ধনপূর্ব্বক সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া, নূতন ভালবাসা স্বজন করতঃ নূতন পুরুষকে বাঁধিতে জানেন না। আঁটা পত্রের উপর ব্লটিং ভিজাইয়া দিলে খাম-সংলগ্ন আটা যেমন আল্‌গা হইয়া যায়, কামনা ব্লটিং ভিজাইয়া পূর্ব্বপতিসংলগ্ন ভালবাসার উপর দিলে, তাঁহাদের সে ভালবাসা আল্‌গা হইয়া যায় না, তাঁহারা তাহা পূর্ব্বপতি হইতে উঠাইয়া লইয়া নেকার বরের গায়ে লাগাইয়া দিতে পারেন না।

বালিকা-জননী বেচুয়ার কথা শ্রবণমাত্র তাহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "মাগো! তোমাকে দেখ্‌তে না পেলেও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার মা ছিলে। আমাকে এমন করে একা ফেলে তোমরা যেও না। আমায় সঙ্গে করে তোমরা গঙ্গার ধারে বেশ করে খোঁজ, তাঁকে দেখ্‌তে পাবেই পাবে। যদি আমি স্বপ্নেও অন্য পুরুষকে না ভেবে থাকি, তা হলে মা গঙ্গাও কি আমার তাঁকে নিতে পারেন? ও মা! ছেলে বেলা থেকে আমার যে বড় সাধ, আমি সিঁতে ভরে সিন্দুর আর হাত পা ভরে আল্‌তা পরে পতির কোলে স্বর্গে যাব। আমার কপালে কি আমার সেই আশায় ছাই দিয়ে ভগবান অঘটন ঘটাতে পারেন? না না আমি সে কথা কারও কাছে শুনব না। এমন কথা আমাকে কেহ বল্‌তে পার্‌বে না—কিম্বা এ কথা শুন্‌বার আগেই আমি মরে যাব।"

সতীর কথায় সন্ন্যাসী মুগ্ধ। সতীর সে দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁহারও বিশ্বাস হইল, তিনি কখনই প্রণয়িনী-বিয়োগ যাতনা ভোগ করি-বেন না। এ বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল এবং সেই জন্যই তিনি বেচুয়াকে বলিলেন, "তোমার কথা কি আমি

লঙ্ঘন করিতে পারি? তবে পরিবার বৃদ্ধি হইতে চলিল। যাহাই হউক, যদি ভগবান করেন, তাহা হইলে সতীর পতির সহিত মিলন দেখিয়া যাইতে পারিলে সকল স্থানেই সুমিলন দেখিয়া সুখী হইতে পারিব।"

ঝটিকা মন্দীভূত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আকাশ পরিষ্কার হইলে পঞ্চমী তিথির চন্দ্র কিয়ৎ কালের জন্য তাহার মনোহর হাসিতে সকল দৃশ্য, বিশেষতঃ নদী ও নদীপুলীন ভাসাইবে। যদি সেই আলোকে সতীর পতিকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই আশায় সন্ন্যাসী বাদল, চারিজন ব'টে বাহক ও রমণীদিগকে লইয়া ছিপে উঠিলেন। ছিপ ভাটিয়া আসিতে লাগিল। এবার আর বলিতে পারিবে না যে, বেচুয়া সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। স্ত্রীলোক স্বাভাবিকই মুগ্ধা। সে স্ত্রীস্বভাব বজায় রাখিবার জন্য ত বালিকা-জননী ছিপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন—তিনি আকুলপ্রাণে কাঁদিতেছেন ও ভগবানকে ডাকিতেছেন। সন্ন্যাসী কি করিতে কোথায় যাইতেছেন, তিনি তাহার লেশও বুঝিতেছেন না। তাঁহারই দ্বারায় স্ত্রীচরিত্র রক্ষা হইতেছে দেখিয়া বেচুয়া একটু বুদ্ধি ব্যয় করতঃ তাহার জীবনদাতার উদ্দেশ্য বুঝিতেছে এবং 'মসজিদে যোড়া মুরগী জবাই করিবে' এই মানস করিয়া মনে মনে তাহার খোদাকে বলিতেছে, 'মেরি লেড়কী কা খসম্ মিলায়ে দেনা'।

ছিপ প্রায় দুই ক্রোশ ভাটিয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে বায়ুবেগ মন্দীভূত হইতে লাগিল। নেতা পবনকে ক্লান্ত দেখিয়া মেঘও পলায়নে উদ্যত। কিন্তু পাছে কেহ বলে, তিনি ভীত হইয়াই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছেন, সেই জন্য জলদ দুই একটি

কাঁকা আওয়াজ দিতেছেন ও বিদ্যুৎরূপী কাষ্ঠহাসি হাসিয়া যাইতেছেন।

বাদলকে ছিপের শিরোদেশ হইতে বামকুল দেখিতে বলিয়া সন্ন্যাসী গঙ্গার দক্ষিণ কুলাভিমুখে নয়ন স্থির করিলেন। সমুদ্রে সেতু বন্ধনের সময় কাষ্ঠবিড়ালীও সহায়তা করিয়াছিল, এই কথা স্মরণ হওয়াতে বেচুয়া ছিপের পশ্চাদভিমুখী হইয়া গঙ্গাবক্ষ দেখিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে দূরে কাষ্ঠখণ্ড বা তৃণগুচ্ছাদি দেখিয়া 'ঐ কি যায়, ঐ কি যায়' বলাতে সন্ন্যাসীর দক্ষিণকুল দর্শনের বাধা জন্মাইতে ছিল। ছিপ আবার উজান আসিতেছে। এখন পর্য্যন্ত চক্র স্পষ্টতঃ দেখা যায় নাই। সহসা সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ডাইনের ট্যাঁক্'। বাদল সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতঃ সোৎসুকে বলিয়া উঠিল, 'ঠিক, গুরো! ঠিক। কিন্তু আপনি বিরক্ত না হ'লে, আমি একটা কথা বলি।'

তাঁহার দৃষ্টির ভুল হইয়াছে কি না বুঝিবার নিমিত্তই সন্ন্যাসী বাদলকে তাহার মন্তব্য বলিতে আজ্ঞা দেওয়ায়, সে বলিল, "আমার বোধ হয় আপনার পিতা, আমাদের ঠাকুরদাদা মহাশয় কোন না কোন জন্মে হাড়গেলা, শকুনী বা ন্যূনপক্ষে চিল ছিলেন। তা না হ'লে এ 'কাকডিমে' আলোয় এত দূর হ'তে ওরূপ একটা ক্ষুদ্র জিনিব আপনার চক্ষে ঠেক্‌ল কেমন করে।"

মনুষ্যের দেহ দেখিয়াই সন্ন্যাসী 'ডাইনের ট্যাঁক্' বলিয়াছেন ভাবিয়া, বেচুয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু বাদল মুখনির্গত 'একটা ক্ষুদ্র জিনিষ' এই কয়েকটী কথা শুনিয়া তাহার সে প্রফুল্লতা দূরে পালাইবার উপক্রম করিতেছে বুঝিয়া, সে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি দেখিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী অল্প হাসিয়া বলিলেন, "আমার চক্ষু অপেক্ষা তোমার চক্ষু আয়তনে দ্বিগুণ হইবে। কোথায় তুমি আমাকে দেখাইয়া দিবে, না আমি তোমাকে দেখাইব ?"

বেচুয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "দূরবর্ত্তী, ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাৎ-সূক্ষ্ম পদার্থ ত আপনি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেনই দিবেন— আপনার বাহুচক্ষু যদি আরও ক্ষুদ্র হইয়া যায়, তাহা হইলে আকার ও গুণবিহীনকেও দেখাইয়া দিতে হইবে। যদি বলেন, বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতেরই তেজ বেশী, সে কথা আমি বুঝিতে পারিব না ; কারণ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, বৃহৎ লঙ্কা অপেক্ষা ধানী লঙ্কারই ঝাল অধিক। হস্তী দূরবর্ত্তী পদার্থ দেখিতে পায়, কিন্তু অতি নিকটস্থ তাহার প্রকাণ্ড দেহ, সে তাহা দেখিতে পায় না। সে পশুর মধ্যে বড়, আপনিও মনুষ্য-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দৃষ্টিসম্বন্ধে আপনি তাহারই অনুকরণ করিতে পারেন বলিয়া, আমি আপনাকে নিকটস্থ বা নিজ অঙ্গস্বরূপ বস্তুটি উৎকৃষ্টরূপে দেখাইয়া দিব।"

এই সময় ছিপ পূর্ব্বোক্ত 'ট্যাঁকের' নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। তীরসংলগ্ন হইবার পূর্ব্বেই, দশহস্ত পরিমাণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাদল সন্ন্যাসীদৃষ্ট পদার্থের দিকে, 'দূর' 'দূর' বলিতে বলিতে অতিশয় বেগে দৌড়াইল দেখিয়া, উৎসাহের সহিত সন্ন্যাসী তাহাকে প্রশংসা করিলেন এবং বেচুয়াকে নামিতে বলিয়া ছিপস্থ দুইটী লণ্ঠনের মধ্যে একটী স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ সেই পদার্থের দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। বেচুয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। সতীপতির জন্য তাহার প্রাণ এক্ষণে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বালিকা-জননী কোন কথাই শুনিতেছেন না—

ছিপ যে স্থির হইয়াছে ও সন্ন্যাসী, বেচুয়া এবং বাদল যে তীরে উঠিয়াছে, ইহাও তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার চঞ্চল মন এক্ষণে স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। ভগবানের আসন তাঁহার হৃদয় এক্ষণে সেই দীনবন্ধু অনাথনাথকে ডাকিতেছে।

দৃষ্ট পদার্থটী রক্তাক্ত মনুষ্যদেহ বটে। বাদল সে দেহের অতি নিকটবর্ত্তী শৃগালদ্বয়কে দূরীভূত করিয়াছিল। সন্ন্যাসী সে দেহের নিকটস্থ হইয়াই সচিন্তিতভাবে দেহের উষ্ণতা ও ধমনীর মধ্যে শোণিতগতি পরীক্ষা করিয়াই নিকটস্থা বেচুয়াকে সত্বর উক্ত অচেতন দেহপার্শ্বে আসিতে বলিলেন। বেচুয়াও তৎ-পার্শ্বস্থা হইয়া অতিশয় ব্যাকুলতার সহিত ক্ষতস্থান পরীক্ষান্তে প্রফুল্লচিত্তে বলিল, "ভয় নাই।" স্রোতোবেগে চালিত কোন কাষ্ঠখণ্ড উক্ত দেহের কপোলদেশ ও উরুস্থলের চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া-ছিল। বোধ হয় ভয়ে কিম্বা সেই কাষ্ঠখণ্ড অথবা অন্য কোন গুরু-পদার্থের আঘাতে উক্ত দেহীর মস্তিষ্ক ঘর্ষিত হওয়াতেই তিনি হতজ্ঞান হইয়াছেন।

ক্ষতস্থানে নিয়ত বারি প্রদান করিতে বলিয়া বেচুয়া আলোক হস্তে আড়ুলির উপর ঔষধি অন্বেষণে গমন করিল এবং কিয়ৎ-কাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "ভগবানের কি দয়া! পীড়িতের নিকটেই তিনি ঔষধি রাখিয়া থাকেন।"

তৎপরে সে কতকগুলি ক্ষুদ্রপত্র হস্তে দলন করিয়া অচেতন দেহের নাসিকারন্ধ্রে ধরিল। দেহী তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক সঞ্চালন করিয়া উঠিল। সকলেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। বাদল কৌশলে ঔষধটী চিনিয়া লইবার মানসে বেচুয়ার হস্তের নিকট যে মাত্র বদন লইয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সে

কম্পিতদেহে সবেগে হাঁচিয়া উঠিল। তৎপরে মস্তক কাঁপাইতে কাঁপাইতে সে যত তাহার নাসিকা দলন করে, ততই অধিকতর বেগে তাহাকে হাঁচিতে হয়। তাহার হাঁচিতে আর বেচুয়ার হাসিতে গম্ভীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী মহাশয়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তিনি বেচুয়াকে বলিলেন, "মূর্খ হইলেও বাদলের আর এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কখন হইবে না। যদি উপায় থাকে, তাহা হইলে তাহার হাঁচি বন্ধ করিয়া দাও। অল্পক্ষণ পরেই বাদ্‌লার বল ও স্ফূর্ত্তির বিশেষ আবশ্যক হইবে। উদরে বেদনা হইলে সে ইচ্ছা-মত কার্য্য করিতে পারিবে না।

বেচুয়া তখন হাসিতে হাসিতে বাদলের গলদেশের পৃষ্ঠে সবলে হস্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণপরেই তাহার হাঁচি বন্ধ হইল এবং সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্থূলস্বরে বলিল, "আমি বামুনের ছেলে, মুসলমানের মেয়ের হাতের নিকট নাক নিয়ে যাওয়া, আমার সইবে কেন?"

যাহা হউক বেচুয়ার শুশ্রূষা ও ঔষধে উক্ত দেহীর নয়ন উন্মীলিত হইল। বদনে অল্প অল্প করিয়া জল দিতে বলায়, বাদল তদ্রূপে জল দিতে দিতে বলিল, "শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে বাবাকে তীরস্থ করা হয় নাই। আজ আমার সে সাধটা মিটিয়া গেল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাদ্‌লা তোর সঙ্গীদিগের নিকট ভিন্ন তুই অন্য স্থানে এরূপ রসিকতা করিস্ না।" বাদলকে ভর্ৎসনা করিবার পর, তিনি বালিকা-জননীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ও তাঁহার নিদ্রিত কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া উক্ত চৈতন্যলব্ধ

লোকের নিকট পুনরায় আসিলেন। দেখিবামাত্র সতী সাতিশয়বেগে ক্রন্দন করিতে করিতে পতির মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। বেচুয়ার মুখে ভয়চিহ্ন নাই এবং জলপানে পতির নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি অনেকটা সুস্থা হইলেন এবং বেচুয়াকে নিকটে ডাকিয়া ঈষৎ উন্মুক্ত অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিতে লাগিলেন, "মাগো! মেয়ের জন্য মা যতই করুন না কেন, মেয়ে তাঁকে লজ্জায় কিছু বল্‌তে পারে না। আমি সেই জন্যে তোমাকে কিছু বল্‌তে পাচ্ছিনে। তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বল, আমরা আর আমাদের বংশের সকলে আজ হ'তে তাঁর দাসদাসী। আমি একে নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক, তাতে এ ঘোর বিপদে জ্ঞানহারা হ'য়ে তাঁকে কঠিন কথা বলেছি। আমার সে পাপ কিসে যাবে মা! ঠাকুরকে একবার নিকটে আস্‌তে বল, আমি তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে আমার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দেই। তাঁকে একবার এঁর মাতায় পা দিতে বল। খুকীকে বুকে করে নিয়ে রয়েছেন, আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ছে—মনে হচ্ছে তাঁর সোণার হাত ধরে গেল। তাকে আমার কাছে দিতে বল—তাঁর পায়ের ধুলকাদা আমি তার সকল অঙ্গে মাখিয়ে দেই। হয় ত আর কোন সময়ে ঠাকুরের পায়ে অত ধুলকাদা থাক্‌বে না। আমার তরুবালা তা হলে চিরজীবী হ'য়ে সুখে থাক্‌বে। আর আমার ছেলে—ছেলে কেন বলি—আমার বাবা বাদলকেও একবার ডেকে দাও। তিনিও এ হতভাগিনীর জীবন রক্ষা করেছেন বলে আমি তাঁকে বেশী কিছু বল্‌তে পারব না, কারণ একে ত আমি কথা জানি না, তাতে আবার কেউ বাপ কি ছেলেকে কিছু বেশী বল্‌তে পারে না। আমার কত অপরাধ হয়েছে। তিনি আমাকে 'লাথী

মার' বলেছেন। তখন আমার মনের ঠিক ছিল না, তাই কিছু বল্‌তে পারি নাই। এখন তাঁর পায়ের ধূল নেব ও সকলকে মাখিয়ে দেব।"

বেচুয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি সকলকে আপনার সকল কথাই বলিব, কিন্তু আপনি আমার সহিত সম্পর্কের পরিবর্ত্তন করুন। আপনি ঐ বাদলকে বাবা বল্‌লেন, আর আমাকে মা বল্‌বেন, ইহা কখনই আমি সহ্য কর্‌ব না। আপনি আমার প্রায় সমবয়সী দেখ্‌ছি—আমি পরমানন্দে আপনার সহোদরা হব।"

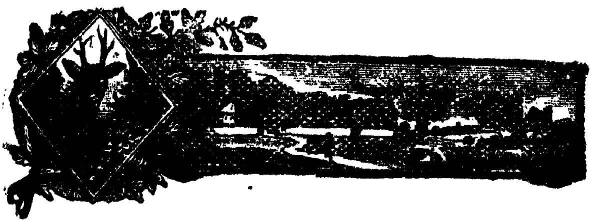
বাদল বেচুয়ার কথা শুনিয়া বলিল, "ও সম্বন্ধ পাতাইবার আগে আমাকে বলে দাও, উনি মুসলমানের মেয়ে, না তুমি ব্রাহ্মণের কন্যা। তরুবালার বাবার গলায় ত পৈতে দেখ্‌ছি।"

সন্ন্যাসীর মস্তকে চিন্তাগ্নি জ্বলিতেছে। স্ত্রীলোক ও মূর্খের সুমিষ্ট কথাতেও তাঁহার এখন সুখানুভব হইতেছে না। তজ্জন্য তিনি বেচুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও পর্য্যন্ত এ ব্রাহ্মণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না কেন?"

বেচুয়া উত্তর করিল, "মস্তিষ্ক ঘর্ষিত হইলে অনেকে ২।৪ দিবসও অচেতন থাকে। এ ব্রাহ্মণের অবস্থা ত অনেক ভাল। এ সময়ের প্রয়োজনীয় ঔষধও আপাততঃ দুষ্প্রাপ্য। আগামী কল্য প্রাতে ঔষধ সেবন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে অপর ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে. বোধ হয় কল্য অপরাহ্ণে তিনি সম্যক্ চৈতন্যপ্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে।"

সন্ন্যাসী একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ছিপ নিকটে ডাকিলেন এবং বাদলকে ব্রাহ্মণের দেহ তাহাতে তুলিতে বলিয়া

বেচুয়া ও তাঁহার পত্নীকে অনুগামিনী হইতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার বিশেষ চিন্তার কারণ এই যে. 'বোটে' বাহকদিগের মধ্যে কতকগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ ছিপে তাহাদিগের সকলের বসিবার স্থান সঙ্কুলন হইবে না। ইহাতে তাঁহাদিগের গতি শ্লথ হইবে। সুতরাং তিনি ভাবিতেছেন, "অদৃষ্ট কিরূপ ক্রীড়া দেখাইবার নিমিত্ত যে এত বাধা দিতেছেন, তাহা জানি না। কিন্তু তাহা বলিয়া ত এ বালিকা, অসহায়া সতীসাধ্বী ও এ অচেতন ব্রাহ্মণকে এ অবস্থায় এ নির্জ্জন গঙ্গাতীরে রাখিয়া যাইতে পারি না। বাদল সত্বর আসিয়া শৃগাল দূর করিয়া না দিলে শিবা এ শবসম ব্রাহ্মণ-মাংসে এতক্ষণ তাহার উদর পূরণ করিত। ইচ্ছাময়ী মা দুর্গে! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কিন্তু মা! চিন্তাগ্নিতে বিদগ্ধ হইয়াও আমি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইতে পারিতেছি না।"



নবম পরিচ্ছেদ।

ঘোর তিমিরে, গঙ্গার তীরে।

এক্ষণে ক্ষীণচন্দ্র অস্তমিত। নির্ম্মল আকাশে সহস্র সহস্র তারকা প্রজ্বলিত। গঙ্গার জলে তারকাপুঞ্জ প্রতিফলিত হইলেও গঙ্গাবক্ষ তমসাচ্ছন্ন। অপর পার হইতে অল্পসংখ্যক বাহক লইয়া ছিপ শিথিলেন্দ্রিয় ব্যক্তির ন্যায় অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমাদিগের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সহচরী বেচুয়ার হৃদয়ের অবস্থা সকলে সহজেই অনুভব করিতে পারিতেছেন।

বাদল ছিপের সম্মুখে এবং সন্ন্যাসী তৎপশ্চাতে বসিয়া আকুঞ্চিত নেত্রে দক্ষিণ ও বামকূল নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতেছে ও যাইতেছেন। বেচুয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতেছে। বালিকা-জননী শ্বশ্রূ ও ননদিনীর জন্য কাতর ও পতির নিমিত্ত চিন্তা-কুলিত হইয়াও মনে মনে ইষ্টদেবকে সন্ন্যাসীর সচ্ছন্দতার জন্য জানাইতেছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে পতিসম্বন্ধে কোন ভয়ের

কারণ আছে কি না, অস্ফুটস্বরে বেচুয়াকে তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাত্রি ৩টা বাজিয়াছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী সহসা ছিপ বাম-কূলে স্থির করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহা তীরসংলগ্ন হইবামাত্র তিনি স্বয়ং লাঠিহস্তে তীরে উঠিয়া দেখিলেন, বাদল লাঠি লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে এবং বেচুয়াকে বলিলেন, "আমরা নিকটেই থাকিব। কোন লোক, নৌকা বা অপর ছিপ দেখিলেই বাহকদিগকে চীৎকার স্বরে আমাদিগকে ডাকিতে বলিও। আমরা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিব। অন্য কোনরূপ চিন্তা করিয়া ভীতা হইও না।"

একে সহচরীর জন্য বেচুয়ার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, তাহাতে আবার এই ঘোর রজনীতে জনশূন্য নদীতীরে স্ত্রী, শিশু ও ভীরু ছিপ বাহকদিগের সহিত সেরূপ গম্ভীর স্বরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জীবনদাতা বাদলের সহিত কোথায় যান, এই ভাবনায় বেচুয়ার কণ্ঠশুষ্ক হইয়া গিয়াছে ও তাহার শরীর কণ্টকিত হইতেছে। কিন্তু সে ক্ষীণ অথচ স্থিরস্বরে বলিল, "অতি সাব-ধানে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে গমন করিবেন এবং না ডাকিলেও অধিকক্ষণ বিলম্ব করিবেন না। 'কিছু কি দেখিতে পাইয়াছেন', দাসীকে এই কথাটী বলিয়া যান।"

সন্ন্যাসী পূর্ব্বমত গম্ভীরস্বরে শুষ্ককণ্ঠে 'না' বলিয়া সত্বরেই দৃষ্টি বহির্ভূত হইলেন।

বেচুয়ার মনের অবস্থা বলা অপেক্ষা ভাবিয়া লওয়া সহজ। সেস্থানে সে অবস্থায় একদণ্ড তাহার যুগসহস্র বোধ হইতেছিল। রাত্রি চারিটা বাজিয়াছে—পূর্ব্বদিক অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়া

আসিতেছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী বাদলের সাহায্যে ভিখারীর শোণিতাপ্লুত অচেতন দেহ বহন করিয়া ছিপ-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ভিখারীর তদবস্থ দেহ অতি যতনে ও সন্তর্পণে তীরস্থ বালুকার উপর রক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী বেচুয়াকে তাহার নিকটস্থ হইতে বলিলেন। কে কাহার কথা শুনে। পূর্ব্ব চিন্তায় জর্জ্জরিত হইবার পর, ভিখারীর সেই রক্তাক্ত দেহ দর্শনে, তাহার প্রাণসখী সম্বন্ধে প্রাণবিদারক আশঙ্কায় বেচুয়াতে আর বেচুয়া নাই। তাহার নব প্রস্ফুটিত পদ্মিনীর ন্যায় বদন সে সময়ে শোণিতশূন্য হইয়াছিল। তাহার সে আকর্ণ বিশ্রান্ত চঞ্চল নয়নদ্বয় শুষ্ক ও স্থির হইয়া গিয়াছে। হৃদয়াভ্যন্তরের আলোড়নে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস একবারে রুদ্ধ হইতেছে।

বেচুয়ার সে অবস্থা দর্শনে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী সম্বন্ধে কঠোর চিন্তাও কথঞ্চিত প্রশমিত হইল। সমবেদনা এতদ্রূপই স্বর্গীয় অমৃত। তাঁহার মন তাঁহার প্রণয়িনী হইতে কতকাংশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহোদরা সদৃশা বেচুয়ার উপর পতিত হইয়াছে। এতক্ষণের পর সেই জন্যই তাঁহার সে চিন্তান্বিত নয়নে বারিকণা দেখা যাইতেছে। অতিকষ্টে বাক্যস্ফুরণ করিয়া তিনি বেচুয়াকে কাতরে বলিলেন, "আমার প্রাণ অপেক্ষা শত গুণে প্রিয়তরা সরযূর জীবনসম্বন্ধে যে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, ইহা আমি নখ দর্পণের ন্যায় দেখিতেছি। তিনি দস্যুকর্ত্তৃক কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িতা হইয়াছেন। ডাকাইতের ধনলোভই আমাদিগের সকলেরই এ অসহ্য যাতনার একমাত্র কারণ। প্রাণসখি! এ সময়ে তুমি এরূপ শিথিলেন্দ্রিয়া হইলে আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া

পড়িব। তাহা হইলে আমার ও তোমার প্রাণাধিকার উদ্ধার কি প্রকারে সাধিত হইবে? উঠ সখি! উঠ, ভিখারী জীবিত আছে। তোমার বিচিত্র ঔষধিতে সত্বর তাহার চৈতন্য সম্পাদন কর। সে সংবাদ দিতে পারিলে আমি অল্পক্ষণ মধ্যে অনায়াসেই প্রাণাধিকাকে তোমার ক্রোড়স্থা করিয়া দিব।"

বেচুয়া! তোমার জীবনদাতাকে সখা বলিতে তোমার বড় সাধ। ঐ যে শোন না তিনি তোমাকে বদন ভরিয়া কতবার 'সখী, প্রাণসখী' বলিয়া ডাকিতেছেন। বেচুয়ার মস্তকে এক্ষণে চিন্তাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ভয়রূপ প্রবল বায়ু সবেগে বহিতেছে বলিয়া তাহার জীবনদাতার বদননিঃসৃত অমৃতেও সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে না—তাহার কর্ণও জুড়াইতেছে না।

'সন্ন্যাসিনীর জীবন সম্বন্ধে কণামাত্রও আশঙ্কা নাই', এই কথা সন্ন্যাসীর মুখে বারম্বার শুনিবার পর, কম্পান্বিত কলেবরে বেচুয়া ছিপ পরিত্যাগ করণান্তর ধীরে ধীরে ভিখারীর দেহপার্শ্বে আসিয়া বসিল এবং দেখিল, তাহার বাম বাহুমূল ও গলদেশের নিম্নে তরবারির আঘাত গভীর কিন্তু সাংঘাতিক নহে। দক্ষিণ উরুদেশের পশ্চাতে বল্লম-ফলাকাটী গভীরভাবে বিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত ফলাকা এরূপ ভাবে তাহার উরুসংলগ্ন রহিয়াছে যে, তাহা দেখিবামাত্র বেচুয়ার নয়নে ধারা বহিল এবং সে গদ্‌গদস্বরে বলিল, "মরি মরি, এরূপ সবলে বল্লম বিদ্ধ হইয়া ও এত রক্তস্রাবান্তে বাছা তাহা উদ্ধৃত করিতে কত চেষ্টাই করিয়াছে। স্থির বুঝিতে পারিতেছি, বাছার সেই চেষ্টাতেই ফলাকা-সংলগ্ন বংশ বা কাষ্ঠযষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। ফলাকার শেষ ভাগ সরল

কি বক্র তাহাও জানি না—বক্র হইলে, তদুদ্ধারে বাছার আমার কত যাতনাই হইবে।" তৎপরে বেচুয়া সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শুষ্কবদনে বলিল, "ক্ষুরের ন্যায় একখানি ধারাল অস্ত্রের আবশ্যক। এ সময়ে এ স্থানে ঔষধ প্রাপ্তি পক্ষেও অসুবিধা দেখিতেছি। নিকটে কোন সহর নাই? যদি থাকে সত্বর ভিখারীকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে হইবে।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্ন্যাসী ও বাদল ভিখারীর দেহ ছিপে তুলিলেন। ছিপ-পার্শ্বে যে দুইখানি 'লগী' বান্ধা ছিল, তাহার একখানি সন্ন্যাসীর হস্তে, অপর খানি বাদল লইল। উভয়ের হস্তে লগী থাকাতে, পীর পাহাড়ের নিকট হইতে মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইতে কত সময়ের প্রয়োজন হয়? দশ মিনিটের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া যে মাত্র সন্ন্যাসী খেয়াওয়ালাকে ডাকিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সে দুই তিনজন লোক সমভিব্যাহারে নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে অবিলম্বে ভিখারী, উক্ত ব্রাহ্মণ ও বেচুয়া প্রভৃতির বাসোপযোগী একটী বাসা স্থির করিয়া দিতে বলিলেন। অতি শীঘ্র সুপরিষ্কৃত বাসা স্থির করা হইলে, রোগী ও স্ত্রীলোকদিগকে তথায় লইয়া যাওয়া হইল। উপযুক্ত পরিচারক সুন্দর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ও আহারাদির ব্যবস্থা হইলে সন্ন্যাসী, বাদল, খেয়াওয়ালা ও তাহার তিন চারিটী লোক সমভিব্যাহারে 'অকু' স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ শোণিতচিহ্ন, ছিন্নবস্ত্র ও ক্ষুদ্রকেশ দেখিতে দেখিতে সচিন্তিতভাবে তাঁহারা সকলে জরাসন্ধ-নগর-পরিখা-স্বরূপ গিরি সন্নিকটে আগমন করিয়া দেখেন, তদুপরি স্থানে স্থানে পদচিহ্ন ও রক্তবিন্দু দেখা যাইতেছে।

সূর্য্যোদয় হওয়াতে সে অনুচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে সন্ন্যাসী বহুদূর দেখিতে পাইতেছিলেন। কিছুদূরে, ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ হস্ত অন্তরে দুইটী মনুষ্যদেহ ভূমিতে শয়ান রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ দুইটী দেহের মধ্যে একটী আহত ও অচেতন, অপরটী বিগতপ্রাণ। নানা কারণে সন্ন্যাসীর বোধ হইল তাহারা ভিখারীর লোক।

কিছুক্ষণ পরে খেয়াওয়ালা কুন্ঠিতভাবে তথায় উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসী তাহাকে উক্ত মৃতদেহের সৎকার ও আহত ব্যক্তিকে বেচুয়ার নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। অবিলম্বেই খেয়াওয়ালা সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া করযোড়ে তাঁহাকে নিজ ভাষায় নিবেদন করিল, "যদি এ পক্ষের বহু লোক ছিল না, আমার এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে বিপক্ষের বহু লোক আহত ও মৃত হ'য়েছে। পাহাড়ের নিম্নে কত স্থানে ঘাস ও মাটীর অবস্থা দেখিলে মনে হয়, দুটী মানুষের মত মানুষ অনেকক্ষণ ধরে লড়েছে। বিপক্ষেরা কোথায় যে ওত্ কর্‌লে, তা ঠিক ঠাওরাতে খানিক দেরি হবে। বল্‌লাম না, তারা মানুষের মত মানুষ।"

সন্ন্যাসী মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "পাহাড়ের নিম্নে উক্ত স্থান ও ঘাস পুনরায় দেখে ঠিক করে আয় দেখি, বিপক্ষ পক্ষের নেতা এককালে হত, না সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে।"

খেয়াওয়ালা অবনতমস্তকে তীব্রনয়নে পাহাড় ও ভূমিস্থ সকল বস্তুই দেখিতে দেখিতে উক্ত স্থানে যাইল এবং তথায় ক্ষণকাল চিন্তান্বিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনরায় সত্বরপদে

সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বলিল, "প্রভু ঠিক ঠাউরেছেন। লোকটা দুই দিন এক দিন কুঁতিয়ে শিঙে ফুঁকবে। লোকে তারে কাঁদের উপর লে গেছে। ২।৩ হাত উপরে গাছের পাতায় ২।৪ ফোঁটা রক্ত লেগেছে। আর 'পড়ো' 'পড়ো' হ'লে যেমন পায়ের দাগ হয়, ও ভূঁইটাতে দু-মদ্দের পায়ের সে মত দাগ ত রয়েছে। যে লোকটাকে বাসায় দেখ্‌লাম, মালুম হয়, ঐ লোকটাই এদের সদ্দারকে শুইয়ে রেখে অনেকটা হিঁচ্‌ড়ে টেনে গিয়েলো। বাঁধবার লোক ছিল না বলেই, অনেকটা খুন নিকৃলেছে, তাতেই সে বেহুঁস হয়ে পড়েছে।"

এই সময়ে বাদল সম্মুখ দিক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে একগাছি লম্বা কেশ ও একখানি বড় ছোরা দিয়া কিয়ৎ পরিমাণ প্রফুল্লবদনে বলিল, "কাঁধের উপর বয়ে নিয়ে গিয়েছে। কিছুদুর পাহাড়ের ওপরে গিয়ে নিচের জঙ্গলে নেবে ছিল, একটা গাছের ছোট ডালে আমি এই চুলগাছি আর তাদের পথ হ'তে কিছুদূরে এই ছোরাখানি পেয়েছি। মাটিতে কি গাছের পাতায় রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। তারপর আবার ঘাসের মাথা অল্প বসা দেখে বুঝেছি, পাহাড়ের ওপর উঠেছে। সে স্থান পাথরচটী বলে দাগ বসেনি। একটু হাতড়াতে হবে, তা নৈলে শালারা কোথায় ওত্ কর্‌লে ঠিক জান্‌তে পারা যাবে না। আপনি পাছে ভেবে আকুল হন, এ জন্তে আমি ফিরে এলেম।

খোঁড়াওয়ালা বাদলের কথা শুনিয়া বলিল, "বোঝ্‌লাম, নগদ না। মেয়ে লোককে আটকে মালের ভরসা করে। তা হলে ত সে শালারাই মশায়ের কাছে আগিয়ে আস্‌বে। মোরা এখন

গট্ হয়ে বসে থাকি।” ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সন্ন্যাসী খেয়াওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মুঙ্গেরে ভাল অস্ত্রচিকিৎসক আছে ত ?”

খেয়াওয়ালা যথাসম্ভব বিনীতভাবে বলিল, “আজ্ঞে মহম্মদ ছফিউল্লা মিয়া কেটে যোড়া দিতে পারে।”

সন্ন্যাসী খেয়াওয়ালাকে সত্বর বাদলের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার সহিত দুইজন সুচতুর লোক দিতে বলিলেন এবং স্বয়ং বস্ত্রমধ্যে উক্ত কেশগাছি সযত্নে রাখিয়া দ্রুতপদে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাসার একটী নিম্নস্থ ঘরে টেবিলের উপর ভিখারীর প্রায় উলঙ্গদেহ শয়ান রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জনৈক প্রৌঢ় যবন ভিখারীর উরুসংলগ্ন বল্লম ফলাকার চতুর্দ্দিকস্থ মাংস উভয় হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতেছেন—ফলাকা কতদূর বিদ্ধ হইয়াছে। বামপার্শ্বে বেচুয়া তাঁহার সেই পরীক্ষা নিরীক্ষণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা বলিতেছে। যবন তৎশ্রবণে সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিতেছেন। সন্ন্যাসী সে গৃহের একপার্শ্বে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, ভিখারীর বাহুমূলের ক্ষত সুন্দররূপে বন্ধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি স্থির বুঝিলেন যে, সে বন্ধনের ভিতরে কোনরূপ ঔষধ আছে ; কারণ তাহা না হইলে সে বন্ধনের চীরখণ্ডে শোণিতচিহ্ন দেখা যাইত। ভিখারীর মুণ্ডিত মস্তকের উপর মূল বা পত্ররস-সিক্ত একখানি চীরখণ্ড রহিয়াছে দেখিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে বেচুয়ার চিকিৎসা-শক্তি ও রোগীর প্রতি স্নেহের কতরূপ ব্যাখ্যাই করিতেছিলেন। বিপদে তিনি সর্ব্বদাই ধীর। কিন্তু এক্ষণে অস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে চক্‌চকে অস্ত্র

দেখিয়া তাঁহার ভুজঙ্গজিহ্বা স্মরণ হইল। তাহাতেই তিনি তাঁহার বক্ষস্থলের ভিতর কেমন একরূপ যাতনা হইতেছে বুঝিতে পারিতেছিলেন। হা স্নেহ! হা মমতা! তোমরা ঋষি হইতে অসভ্য ভীল কোল পর্য্যন্ত সকলকেই উন্মত্তের ন্যায় হাসাইতে ও কাঁদাইতে পার।

এই সময়ে তিনজন পশ্চিমাঞ্চলবাসী ভৃত্য সেই গৃহে প্রবেশ করিল। একজনের হস্তে একটী বাক্স, অপর লোকটীর মস্তকে কম্বলাবদ্ধ বরফ ও তৃতীয় ভৃত্যের হস্তে লিণ্ট ও ব্যাণ্ডেজের কাপড়। তাহারা নিজ নিজ ভার গৃহতলে রক্ষা করিয়া সত্বর বহিষ্কৃত হইল এবং নিমেষ মধ্যেই জলপূর্ণ তিনটী কলস লইয়া সেই গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিল। তৎপরেই উহাদিগের মধ্যে একজন ভৃত্য উক্ত বাক্সটী মুক্ত করাতে, সন্ন্যাসী তাহার ভিতর কতরূপ অস্ত্র দেখিলেন। যখন অস্ত্রচিকিৎসক ভিখারীর অঙ্গে প্রথম অস্ত্র প্রবেশ করাইলেন, আমাদিগের দুর্দ্দমনীয় সন্ন্যাসীর মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল। তাঁহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা যাইতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে, ধীরে ধীরে, নিমীলিত নেত্রে তিনি সেই গৃহতলে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলেন, বুঝি তাঁহার শ্বাসরোধ হয়। অপর দুই ভৃত্য ভিখারীর হস্ত ও পদ সবলে ধরিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞানাবস্থাতেও সে কঠিন দেহীর বিকৃত বদন হইতে একরূপ অব্যক্ত ভয়াবহ শব্দ বিনির্গত হইতেছিল। বিনা ইচ্ছা ও চেষ্টায় তাহার হস্ত ও পদ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু বেচুয়া তীব্রনয়নে চিকিৎসকের অস্ত্রসঞ্চালননৈপুণ্য দেখিয়া, মনে মনে তাঁহার শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে ছিন্ন বসনখণ্ডে প্রভৃত রক্তস্রাব মুছাইতে ছিল—চৈতন্য হইলে ভিখারী পাছে নিজ শোণিত দেখিতে পায়।

অবিলম্বেই যবনচিকিৎসক উক্ত ফলাকা ভিখারীর উরু হইতে উন্মুক্ত করিয়া টেবিলের উপর রক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভৃত্যপ্রদত্ত বরফখণ্ড ক্ষতস্থানে রক্ষা করতঃ রক্তস্রাব নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া তিনি দেখেন, তাঁহারই স্বজাতীয়া করুণাময়ী সুন্দরী যুবতী এক হস্তের অঙ্গুলী ভিখারীর দন্তপার্শ্বে প্রবেশ করিয়া দিয়াছেন, অপর হস্তে তাহার বদনে ও কপোলদেশে বরফ ঘর্ষণ করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে বেচুয়াপ্রদত্ত রসময় ঔষধ ক্ষতস্থানে দিয়া চিকিৎসক তাহার উপর সুন্দর ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করিয়া দিলেন। এই সময়ে বেচুয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে উষ্ণ দুগ্ধ আনিতে বলিয়া ভিখারীর নাসারন্ধ্রে দলিত পত্র ধরিল। ভিখারী নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র চিকিৎসকের সাহায্যে তাহার বদনে উক্ত উষ্ণ দুগ্ধ দেওয়াতে, সে সেরূপ অবস্থাতেও প্রায় দেড় সের দুগ্ধ উদরস্থ করিল। চিকিৎসক হাসিয়া বলিলেন, "কষ্টহারিণীর ঘাটের পাথরের উপর শতবার সবলে আছড়াইলেও, এ রোগী আবার হাসিয়া দৌড়াইবে।"

অতঃপর বেচুয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া তদবস্থ সন্ন্যাসীকে দেখিল এবং তৎক্ষণাৎ একখণ্ড বরফ তাঁহার ললাট ও বদনমণ্ডলে বুলাইতে লাগিল। ক্ষণপরেই তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং বেচুয়াকে দেখিয়া তাহাকে প্রেমের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সুধীর বীরপত্নী হও।"

সে অবস্থাতেও বেচুয়া অল্প হাসিয়া বলিল, "যিনি সুধার্ম্মিক বীরপত্নী হয়েছেন, ভগবান করুন তিনি অগ্রে তাঁহার অঙ্কশায়িনী হউন। সহচরীর সংবাদ কি?"

বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে উক্ত কেশ ও ছোরা বেচুয়ার হস্তে দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার প্রাণসখীর জীবনসম্বন্ধে চিন্তার লেশমাত্রও নাই। আমি পূর্ব্বে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। ধন উপার্জ্জনের আশায় দস্যুগণ তাঁহাকে কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়াছে। আমার আশা ও বিশ্বাস সত্বরেই তাঁহাকে তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিব। এই কেশ যে তাঁহারই তাহাতে সন্দেহের লেশও নাই। ছোরা-খানিও বোধ করি তিনিই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি তাঁহার নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই বোধ হয় সে প্রবৃত্তির উত্তেজক ছোরা তিনি হস্তচ্যুত করিয়াছেন। কোমলহৃদয়া প্রাণেশ্বরী আমার শত্রু হনন বা দমনের জন্য কখনই এরূপ ছুরিকা সঙ্গে রাখিতেন না। ঘোর বিপদে নিরুপায় হইলে আত্মনাশার্থেই বোধ হয় তিনি ইহা সতত বহন করিতেন; সে ভয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে দূরীভূত হইয়াছে, ইহা সম্যক্‌রূপে না বুঝিয়া তিনি কখনই উহা পরিত্যাগ করেন নাই। তত্রাচ সখি! আমি আজি ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য হারাইয়াছি। আমার হৃদয় এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, মধ্যে মধ্যে তোমার বীণানিন্দিত স্বরে উৎ-সাহিত না হইতে পারিলে আমি তোমার সখীর নিমিত্ত কৃতসাধ্য করিতে পারিব না।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেচুয়ার নয়নে ধারা দেখা দিল। জীবনদাতা সখার অমৃতময় বচনে সখীর বিরহ তাহার অসহ্য হইয়াছিল; কিন্তু তখনও অপর দুই রোগীর চিকিৎসা করিতে হইবে। ছফিউল্লা মিয়াও অধিকক্ষণ থাকিবেন না। বেচুয়ার ইচ্ছা উক্ত অস্ত্রচিকিৎসক একবার ভিখারীর সঙ্গীকে দেখেন ও তাহার

অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে পরামর্শ দেন। এদিকে আবার সখী-প্রসঙ্গে হৃদয়ের ফোয়ারা উন্মুক্ত হইলে স্বয়ং উত্থানশক্তিবিহীনা ও সখাকে অকর্ম্মণ্য না হউক অতিশয় কাতর করিয়া ফেলিবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যে ঘরে ভিখারীর সঙ্গী ছিল, সন্ন্যাসী ও ছফিউল্লাকে লইয়া সে সত্বর সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

তাহার মস্তকে একটী ১ ইঞ্চি মাত্র গভীর আঘাত দেখা যাইতেছিল। তাহার নিজের লাঠি হস্তচ্যুত হওয়াতেই বোধ হয়, সে দক্ষিণ হস্তে শত্রুপ্রক্ষিপ্ত লাঠি ধরিয়াছিল এবং সেই জন্যই তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থ চর্ম্ম একরূপ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। স্কন্ধদেশ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত সমস্ত পৃষ্ঠের উপর অতিশয় বলে প্রক্ষিপ্ত লাঠির আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে।

ছফিউল্লা ও বেচুয়া উভয়ের মতেই তাহার কোন আঘাতই সাংঘাতিক নহে স্থির হইলে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ইহার চৈতন্য হইবে কি? কথা বলিবার শক্তি হইলেই ইহাদিগের বিপদের কারণ বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়াই অব্যবসায়ী হইয়াও আমি আপনাকে এরূপ প্রশ্ন করিতেছি।"

ছফিউল্লা বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মহাশয়! সৌভাগ্যক্রমে আমার এই স্বজাতীয়া রমণীরত্নকে আপনার বিশেষ আত্মীয়া দেখিতেছি। তাঁহার কথায় আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি যে, চিকিৎসা-সম্বন্ধে তিনি আমা অপেক্ষা সমধিক সুপণ্ডিতা। কৃষিকার্য্যে অতি সুপণ্ডিত লোক যেমন বলবান ইতর লোকদ্বারা ভূমি খনন করিয়া লয়েন, এ রমণীপ্রধানাও তেমনই আমার দ্বারা

আবশ্যকমত চর্ম্ম ও মাংস চিরিয়া লইয়াছেন। আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাঁহারই সদুত্তর শ্রবণে পরিতুষ্ট ও পুলকিত হইতে পারিবেন।”

যথাসম্ভব আহ্লাদে সন্ন্যাসী বেচুয়ার দিকে নেত্রপাত করিলে বেচুয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল, “সুবিদ্বান লোকের বিনয়ই ভূষণ। আপনার মত বুদ্ধিমান নরশ্রেষ্ঠকে আমার পক্ষে এ কথা বলা একরূপ ধৃষ্টতা মাত্র। তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়াই আমি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার নিপুণতা দেখিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, হাফেজ ছফিউল্লা মিয়া'র ন্যায় সুচিকিৎসক আমি অদ্যাবধি দর্শন করি নাই। সমুদ্র হইতে নানা রত্ন উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্ররূপ রত্নটী বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত সেই সমুদ্রতলেই রহিয়াছে। সেই জন্যই সে শাস্ত্র এরূপ তমসাচ্ছন্ন। আমি ত স্ত্রীলোক, বোধ করি অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী সুচিকিৎসকগণও রোগ-আরোগ্য বা ভোগ-সম্বন্ধে কালাকাল স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। আপনাদিগের চরকসংহিতাকথিত চিকিৎসকগণকে আমার যোগী পুরুষ বলিয়া মনে হয়। আমার বোধ হয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে এ লোকটী চৈতন্যলাভ করিবে। তবে আপনি স্ত্রীবুদ্ধিতে কখন বিশ্বাস করিবেন না, তাহা আমি জানি।”

যে ব্রাহ্মণ জলমগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার চৈতন্যলাভ হইয়াছে শুনিয়া সন্ন্যাসী ও বেচুয়া দর্শনী প্রদানপূর্ব্বক সমাদরে হাফেজ সাহেবকে বিদায় দিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন।

পত্নীর নিকট ব্রাহ্মণ পূর্ব্বেই বেচুয়া ও সন্ন্যাসীর পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেইজন্য দর্শনমাত্র তিনি সজলনেত্রে সন্ন্যাসীকে

প্রণাম করিবার মানসে গাত্রোত্থানের প্রয়াসী হইলে, বেচুয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া শয়ান অবস্থাতেই প্রণাম করিতে বলিল। সন্ন্যাসীও তাঁহাকে গাত্র সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার জননী ও ভগ্নীর অনুসন্ধানার্থে লোক নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। দেখা পাইলেই আমার লোকেরা তাঁহাদিগকেও এ স্থানে আনিবে।"

পরিত্যক্ত ছিপ-বাহকদিগকে অর্থ প্রদানে সন্ন্যাসী স্বীকৃত করাইয়াছিলেন যে, তাহারা উক্ত স্ত্রীলোকদিগের সজীব বা নির্জীবদেহ পাইলেই নৌকাযোগে মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাটে আসিবে।

ব্রাহ্মণ সাধুর সহৃদয়তার কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "আপনাদিগের দয়ায় ও যত্নে আমি জীবন পাইয়াছি এবং তজ্জন্য আমার পত্নী এক্ষণ পর্য্যন্ত সধবা রহিয়াছেন ও এই বালিকা পিতৃহীনা হয় নাই। আমার পক্ষে সহস্র জন্মেও এ ঋণ পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই—আমিও অঋণী হইবার ইচ্ছা করি না। আপনাদিগের সামান্য কার্য্য সাধনেও যদি আমার এ রক্ষিত জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া মনেও করিবেন না, আমি তাহা হাসিতে হাসিতে করিব না। আমার পত্নী আপনাদিগের দাসী হইতে যদি পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহকালে যমযাতনা সহ্য ও পরকালে ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। বালিকা সুজাতা হইলে, সেও আপনাকে যাবজ্জীবন আপনাদিগের দাসী মনে করিবে। ইহার উপর আবার যদি জননী ও ভগ্নীকে সজীব অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরা আর

অধিক কিছু বলিতে কি করিতে পারিব না। কারণ তাহার পূর্ব্বেই ত আমাদিগের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা সমস্তই আপনাদিগের নিকট বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। যদি মা ও ভগ্নীর গঙ্গালাভই হইয়া থাকে, তাহাতেও আমার হৃদয়ে একটীমাত্র শেলবিদ্ধ থাকিবে। অন্তকালেও তাঁহাদিগের বিশেষতঃ আমার পুত্রবৎসলা সাধ্বী জননীর কর্ণে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' নাম শুনাইতে ও সেই শুষ্ককণ্ঠে গঙ্গাজল দিতে পারিলাম না।"

ব্রাহ্মণ শেষোক্ত কথা বলিতে বলিতে অশ্রুবেগবশতঃ কম্পান্বিত কলেবরে নীরব হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে বেচুয়ার নয়নে জল আসিল। অবগুণ্ঠনবতী ব্রাহ্মণপত্নী হৃদয়ের বেগে আর দণ্ডায়মানা থাকিতে পারিলেন না। তিনি সন্ন্যাসীচরণে লুণ্ঠিতা হইয়া বেচুয়ার চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যতা হওয়ায়, বেচুয়া 'কি কর বোন্' বলিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইল। সন্ন্যাসী নিজের মনের কথা স্মরণ করিতে করিতে কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, 'গতানুশোচনা' 'ও ভবিষ্যৎকল্পনা' কেবল আমাদিগের অবিবেকতারই পরিচয় দিয়া থাকে। অতএব বর্ত্তমান অবস্থার জন্যই যেন আমাদিগের হৃদয় শ্রীভগবানকে নিয়ত ধন্যবাদ করে।

চির অভ্যাস প্রাতঃস্নান আজি সন্ন্যাসীর ভাগ্যে হয় নাই মাধ্যাহ্নিক স্নানের সময়ও অতিবাহিত হয়, এইজন্য তিনি দ্রুতপদে কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া তৎসান্নিকটে একখানি ছিপ দেখিতে পাইলেন এবং ছিপাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, সন্ন্যাসিনী পীরপাহাড়ের পূর্ব্বদিকের বাঁকের নিকট আসিয়াই সহসা ছিপ তীরসংলগ্ন করিতে বলেন এবং নক্ষত্রগতিতে তীরস্থা হইয়া বাহকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে ছিপ

বাহিয়া গিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত কষ্টহারিণীর ঘাটে অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু অপর দুই ছিপ পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া সন্ন্যাসিনীর ছিপের গতি রোধ করিয়াছিল। সন্ন্যাসিনীর সংবাদের জন্য অপর ছিপের আরোহীরা তাঁহার ছিপের লোকদিগকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিল—পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইতেও ত্রুটি করে নাই।

অদ্যাবধি সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীকে দেখেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বেচুয়ার নিষ্কৃতিসাধনে এবং অন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী দস্যুগণের অলক্ষিত হইয়া পলায়নে, তাঁহার যে বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নে জল আইসে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দূর হইতে বহু ব'টে প্রক্ষেপের শব্দ শুনিয়াই তাঁহার সরযূ শক্রর অদৃষ্টভাবে পলায়নের সংকল্প করিয়াছিলেন বলিয়াই, উক্ত বাঁকের পরই ভূমিস্পর্শ করিয়াই নিজ ছিপ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে বাহিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বাহকেরা অল্প সময়েই মুঙ্গেরে উপস্থিত হইতে পারিবে ভাবিয়া সেরূপ পরিশ্রম করে নাই।

"বামন গেল ঘর,
তবে লাঙ্গল তুলে ধর।"

অধীনস্থ শ্রমজীবী লোক এই সুব্যবস্থা কখনও বিস্মৃত হয় না।

সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, "কাহার সাধ্য নিয়তির গতিরোধ করে। যাহা হইবার তাহা হইবেই হইবে। সূক্ষ্ম বা স্থূলবুদ্ধিতে তাহার একবিন্দু হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে না। এইজন্য বহুদর্শী সুবিজ্ঞ নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা বলিয়াছেন—

আপদামাপতন্তীনাম্ হিতোহপ্যায়াতি হেতুতাং।
মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে।

গাভীর সম্মুখপদে তাহার বৎস আবদ্ধ করিয়া গোপ তাহাকে দোহন করে। গাভী বৎসের জন্য ব্যস্ত হয় না। কিন্তু বৎস সকাতরে বলে, 'বিপদ পতনোন্মুখ হইলে হিতও আপদের হেতু হইয়া উঠে। দেখ না যে জননীচরণ বৎসের অতিশয় সুখের স্থান, তাহাই আপদকালে আমার বন্ধনের স্তম্ভ হইয়াছে।

''পদে পদে তাঁহাদের উক্ত কথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। তবে কেন আমার মন নীতি শাস্ত্রের 'বিপদি ধৈর্য্যং' কথাটী স্মরণ থাকাতেও এরূপ চঞ্চল হইতেছে। হে মন! বুদ্ধির নিয়োগ ভগবানের আজ্ঞা বুঝিয়া তুমি স্থিরভাবে প্রণয়িণীর উদ্ধার সাধনে যত্নবান হও, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে—ভগবানের বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন নামটী ত অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয় নাই।

তিনি ছিপ অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ও ছিপ-বাহকেরা সে দস্যুদিগের সকলকে না হোক, কাহাকেও কাহাকেও চিনিতে পারিবে ত?"

ছিপাধিকারী মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, "সাক্ষী মান্‌লেই ত আদালতের জালে পড়্‌বো। তাহলে কোথায় বা রোজগার, আর কোথায় বা ছেলে পিলে দেখা! সে প্রকাশ্যে বলিল, "আজ্ঞে, সে আঁধারে ভয়ের সময় আমরা তাদের ভাল করে দেখতেও পাইনি, আর এখন কাকেও চিন্‌তে পার্‌বো না।"

মনোমত পুরস্কার পাইয়া নিজ বিপদনিবারণার্থে ছিপাধিকারী যে সন্ন্যাসিনীর অবতরণস্থান দস্যুদিগকে বলিয়া দিয়াছিল,

তাহাতে সন্ন্যাসী মহাশয়ের সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না। কিন্তু তিনি তাহাদিগের উপর রোষ বা ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া স্নান আহ্নিক অন্তে স্তবপাঠ করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

বেচুয়ার উপদেশ মত ব্রাহ্মণ পত্নী তাঁহার আহারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। মন অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপৃত না থাকিলে, তিনি রমণীদিগের সে যত্নে তাঁহাদিগকে কত কথাই বলিতেন। কিন্তু অদ্য তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার উদর পূর্ণ হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, ভিখারী ও তাহার সঙ্গীকে দেখিয়া এবং বেচুয়াকে স্নান আহার করিতে বলিয়া, তিনি অশ্বপৃষ্ঠে গিরিসন্নিকটে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

'খাঁড়া ফেলে ছোরা ধরেছে।'

পথিমধ্যে খেয়াওয়ালার দুই তিনটী লোকের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। যে দিকে তাহাদিগের সর্দ্দার ও বাদল গমন করিয়াছিল, সঙ্কেতের দ্বারায় তাহারা তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সরযূর সন্ধান হয় নাই।

অপরাহ্নে অশ্ব পদ শ্লথ করিয়াছে। তাহার নাসিকারন্ধ্রের আকুঞ্চন বিস্ফারণে ও সমস্ত গাত্রে ফেনপুঞ্জ দর্শনে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সে সন্ন্যাসীর মনের বেগের সহিত দৌড়াইয়া এক্ষণে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ত আর সরযূবিরহ উপস্থিত হয় নাই। যাঁহার হইয়াছে, ঐ দেখ, তাঁহার ভ্রূকুঞ্চন ও আবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয় দেখিতে পাইবে। তাঁহার অঙ্গের কোন স্থানে শ্রান্তির লেশমাত্রও লক্ষিত হইবে না।

সন্ন্যাসী আমাদিগের পশুর ক্লেশেও কাতর। সেইজন্য তিনি

অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা গিরিনিম্নস্থ বহুপত্রবিশিষ্ট একটী সুদীর্ঘ বৃক্ষের শিখরদেশে বাদলকে দেখিয়া তিনি সেই স্থানেই দণ্ডায়মান হইলেন। বাদলের গৃধিনী নয়নে তাহা অলক্ষিত রহিল না। কিন্তু সে অবতরণপ্রয়াস পাইতেছে না দেখিয়া, সন্ন্যাসীর বদনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, বুঝা যাইতেছে।

ও ঠাকুর! আশা যে মরীচিকা, ইহা কি সন্ন্যাসীরাও বিস্মৃত হন! মূর্খ কর্ম্মকারেরাও মুড়িটি রাখিয়া কোপটী মারে, আর বুদ্ধিমান সাধুরা প্রাপ্য বস্তুর বিশেষ সন্ধান না পাইয়াই কথন কথন মনে আশাকে স্থান দেন।

ক্ষণকাল পরে খেয়াওয়ালা বন হইতে বহির্গত হইল। বাদলও পক্ষীরব করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল।

বিষণ্ণবদনে খেয়াওয়ালা বলিল, "এই বেলাই পাখী উড়েছে—কিন্তু পাহাড় ও বন তারা ছাড়্‌চে না। সুমুখে আঁধার না হলে আজই আমরা কেমন ব্যাধ তারা তা বুঝ্‌তো।"

খেয়াওয়ালার কথা শেষ হইতে না হইতে বাদল সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার হস্তে কতকগুলি ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরুয়া বসনখণ্ড দিয়া বলিল, "মা আমাদের ডাকাতদের চক্ষে ধূল দিয়ে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। পা না দিয়ে ভগবান যদি পাখ্‌না দিতেন, তা হলে এতক্ষণ ছুঁচো ধরে হাতগন্ধ কর্‌তে পার্‌তাম, আর হাস্‌তে হাস্‌তে মাকে নিয়ে ডেরায় তুল্‌তাম।"

বাদলের কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর পঞ্চবটী বন, জনক-নন্দিনী সীতা, জটায়ু পক্ষীরাজ, সম্পাতি ও বীর হনুমানকে স্মরণ হইল। ভিখারী দস্যুহস্ত হইতে সরযুনীতা উদ্ধার করিবার

জন্ত জটায়ুর অভিনয় করিয়াছে— সরযুর বস্ত্রখণ্ড ত্যাগ ও সীতার অলঙ্কার নিক্ষেপ, তাঁহার মনে একই প্রকার বলিয়া বোধ হইতেছে, আর সীতাবিরহে রামমনোভাব স্মরণ হওয়াতে তাঁহার নয়নে দরদর ধারা আসিতেছে। শিষ্যদিগের নিকট আর দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইয়া তিনি সে অবস্থাতেও সন্ন্যাসী-দশনের শোভা দেখাইয়া বাদলকে বলিলেন, "নল, নীল, গয়, গবাক্ষ সকলেই ব্যাকুল, কিন্তু বিনা অঞ্জনানন্দন সাগর পার হইবার ত লোক দেখিতেছি না।"

ব্রাহ্মণ-সন্তান বাদল দস্যু হইলেও রসিকতা ভালবাসে। সেইজন্য সে বলিল, "আমাদের মা সীতাও তবে অশোকবনে সুখে আছেন। তবুও রাম কেন সখা সুগ্রীবের সঙ্গে ঋষ্যমুখ পাহাড় ছেড়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন?"

সন্ন্যাসী বাদলের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এবং তাহা-দিগের সমস্ত কথা শ্রবণান্তে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পুনরারোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে খেয়াওয়ালা কর-যোড়ে নিবেদন করিল, "হুবেলা খবর দেবার বন্দোবস্ত করিছি। মোরা কোথায় থাকি কোথায় যাই। এমন করে আপনি একা মোদের ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হাল্লাক হয়ে পড়্‌বেন। বিশেষ চোরা-ঙ্গারও ত আছে।"

সহাস্যে খেয়াওয়ালাকে কার্য্য করিতে বলিয়া সন্ন্যাসী অশ্ব-পৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, "খেয়াওয়ালারে! তুই আমার প্রাণের অবস্থা জানিস্ না— বুঝিস্ না বলিয়াই আমার জন্য কাতর হইয়া উক্তরূপ উপদেশ দিতেছিস্।"

দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন দেখিতে দেখিতে

সন্ন্যাসী পুনরায় মুঙ্গের নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বাসার নিকটবর্ত্তী হইয়া চিন্তাজ্বরজীর্ণা বেচুয়াকে ছাদের উপর হইতে একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিলেন, "আমি ধর্ম্মপত্নীর জন্য কাতর। বেচুয়া নিঃসম্পর্কীয়া ব্রাহ্মণকন্যা ও ব্রাহ্মণপত্নীর জন্য প্রাণ ফাটাইতেছে। অধিক ক্লেশ কাহার? আমার? কখনই না—বেচুয়ার। সর্ব্বনিয়ন্তা! আমি বা আমার সরযূপ্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য যে যাতনাই পাই না কেন, তাহার জন্য তোমাকে বলি না,—বেচুয়ার ক্লেশ আর দেখিতে পারি না। অমার না হয় না হইবে, সত্বর বেচুয়ার সহিত সরযূর মিলন করিয়া দাও।

গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বেই বেচুয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার বদন দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কোন সন্ধানই কি পাওয়া যায় নাই"।

সন্ন্যাসী তদুত্তরে বেচুয়ার হস্তে পূর্ব্বোক্ত গেরুয়া বস্ত্রখণ্ডগুলি দিলেন। কিন্তু সে তাঁহার ন্যায় সীতার অলঙ্কার নিক্ষেপ না মনে করিয়া ভাবিল দস্যু কর্ত্তৃকই তাহার প্রাণসখীর বসন ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার সে মনোহর দেহ কি অক্ষত আছে? এই পর্য্যন্ত ভাবিয়াই তাহার দেহ কাষ্টপুত্তলিকাবৎ ও নয়ন স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাহার কর্ণের নিকট বদন রাখিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কোন ভয় নাই। তোমার প্রাণসখী পথনির্দ্দেশের নিমিত্ত অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত দস্যুদিগের অলক্ষিতভাবে এই সকল বসনখণ্ড ত্যাগ করিতে করিতে গিয়াছেন। এ স্থানের দস্যুরা শার্দ্দূলের ন্যায় সতর্ক; তাহা না

হইলে অদ্যই সখীকে দেখিতে পাইতে। তাহারা নিয়তই এক-স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে। কিন্তু যতই কেন সতর্ক হউক না, সত্বরই যে তাহারা সমুচিত দণ্ড পাইবে ও তোমার সহচরী তাঁহার ভিন্ন কলেবরা মাত্র সখীর গলদেশ ধারণ করিয়া বসিবেন, তাহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ বেচুয়া বলিল, "ভিখারীর সঙ্গীর চেতনালাভ হইয়াছে, কিন্তু সে এক্ষণে নিদ্রিত। ভিখারীর এখনও পর্য্যন্ত জ্বর প্রবলই রহিয়াছে। অদ্য রাত্রে জ্বরমগ্নের পর আর জ্বর না হইলে, সেও সুস্থ হইয়া আপনাকে সমস্ত কথা বলিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসীর বদন প্রফুল্ল হইল। তাঁহার ইচ্ছা, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উক্ত লোকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। কিন্তু বেচুয়ার আগ্রহে তাঁহাকে আপাততঃ সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সান্ধ্যস্নানে গমন করিতে হইল। যাইতে যাইতে তিনি মনে করিতে লাগিলেন, "যবনীর হৃদয়ে এরূপ প্রেম না থাকিলে কি পতিসঙ্গকাঙ্গালিনী সন্ন্যাসিনী আমার জীবনসঙ্গিনী তাহাকে সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন!"

স্নানাহ্নিক অন্তে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সন্ন্যাসীকে সর্ব্বাগ্রে নৈশ জলযোগ করিতে হইল। সে সময়ে কেবল যে উক্ত ব্রাহ্মণী অবগুণ্ঠনাবস্থায় পরিবেশন করিতেছিলেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্যজন করিতে করিতে স্পষ্টতঃই ভাবিতেছিলেন, "আমরা আপনার দাসানুদাস।" যবনীর সন্ন্যাসীভোজন দেখিতে নাই ভাবিয়া বেচুয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিল। "যবনগৃহে জন্ম হইলেও, সঙ্গগুণে তুমি হিন্দুরমণীর অগ্রগণ্যা হইয়াছ। অতএব

তোমার বদন দর্শনে আহারের ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাক, আমি তাহাতে অধিক তৃপ্তি লাভই করিব।” সন্ন্যাসী এই কথা বলায়, সে কুণ্ঠিত ও কাতরভাবে বলিল, “যাঁহার সম্পর্কে যবনী বলিয়া আপনাকে ঘৃণা করিতে দিব না, আমার সে প্রাণের সখী কোথায়? আমার জন্য শৃগাল অপেক্ষা ধূর্ত্ত ও শার্দ্দূল অপেক্ষা হিংস্র দস্যুদিগের নিকটস্থা হইতে সখী আমার ভীতা হন নাই। বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিপ্রকাশ ও নিজ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াও তিনি তাঁহার বড় ভালবাসার বেচুয়াকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বেচুয়া খাঁটী যবনী না হইলে, সে কখন কি সেই সখী দস্যুহস্তে পতিতা জানিয়াও গৃহসুখ ভোগ করিতে পারিত! ধিক্ থাক্ বেচুয়ার প্রাণে—ধিক্ থাক্ তাহার নারী জনমে—ধিক্ থাক্ তাহার যবনকুলে।”

বেচুয়ার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না,—তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছে—নয়নধারায় তাহার বক্ষস্থল সম্পূর্ণ সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

একে পত্নীচিন্তায় কাতর, তাহার উপর এ দৃশ্য: কি সন্ন্যাসীর প্রাণে সহ্য হয়? স্বাভাবিক ধীর ও গম্ভীর বলিয়াই স্ত্রীলোকের ন্যায় তিনি রোরুদ্যমান হইলেন না। বেচুয়াকে অন্যমনস্কা করিবার নিমিত্ত সাধু আজি আহার করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও বশিষ্ঠকথিত সংসঙ্গশক্তিসম্বন্ধে একটী মনোহর গল্প বলিলেন।

কিরূপে বৃদ্ধি করিয়া হীনতেজ জ্বর দূরীভূত করিতে হয়, তাহা বহুদর্শী চিকিৎসকগণই বুঝিতে পারেন। বাক্যাহুতির দ্বারায় অভিমান বৃদ্ধি করিয়া কি প্রকারে অহঙ্কার দূর করিতে হয়,

তাহা বশিষ্ঠের ন্যায় দেবোপম যোগীপুরুষগণই স্থির করিতে পারেন।

গল্প শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মুগ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, 'ভগবন্! আমরা যেন কখন আমাদের জীবনরক্ষক এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে না ভুলি—যেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিয়তই আমাদের মতি থাকে, আর তাঁহার শ্রীমুখবিনিঃসৃত সুন্দর গল্পটী কখন যেন বিস্মৃত না হই। সেই ফলে কস্মিন্‌কালেও যদি আমরা অভিমানশূন্য হইয়া, বিশ্বামিত্র যেরূপে বশিষ্ঠদেবের পদানত হইয়াছিলেন, সেইরূপে আমরাও আমাদিগের এই গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসিতে পারি!

বেচুয়া কিছু বলিতেছে না দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে বলিলেন, "মুসলমানীরা প্রায়ই বিলাসিনী হয়। মৎকথিত বিশ্বামিত্র উপাখ্যান শ্রবণে বিলাসী-বিলাসিনীরা তৃপ্তিলাভ করেন না। এ গল্প শ্রবণে বোধ করি তোমারও সুখোদয় হয় নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বেচুয়া বলিল, "সহচরীর বিহনে আমার পক্ষাঘাত হইয়াছে। পক্ষাঘাতের রোগী সকল কথা শুনিতেই পায় না। সে আবার এরূপ দীর্ঘ গল্পের মর্ম্ম বিগত কিরূপে হইবে! গল্পের যে অংশটী কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না। আনন্দময়ী সখী আমার হাস্য হরণ করিয়াছেন বলিয়াই ভাবিতেছিলাম, 'যদ্যপি বিশ্বামিত্রের ন্যায় মহারাজ সম্পূর্ণ পরাজয়ান্তে ষাট হাজার বৎসর তপস্যা ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াও অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে কুক্কুটভোজী যবনীর কথা দূরে থাক, মনোহর কান্তি নবীন সন্ন্যাসীও তদ্বিষয়ে

সচেষ্টিত হইলে তাঁহাকে, 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব-বামনঃ' হইতে হইবে। গৃহস্থাবস্থায় যদি কেহ অভিমান ত্যাগের আশা করেন, বুদ্ধিহীনা যবনী তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করিয়া লয়। একে সহচরীর জন্য আপনি অতিশয় কাতর, তাহাতে আবার কথায় কথায় অভিমান ত্যাগের কথা বলিলে আমাকে উন্মাদ রোগ নিবারণের ঔষধ সংগ্রহের প্রয়াস পাইতে হইবে।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় যখন শোকার্ত্তের শোক ও উন্মাদগ্রস্তের উন্মত্ততা নিবারণ হয়, তখন আর ঔষধ সংগ্রহের প্রয়াসের প্রয়োজন কি? আমি আজ হইতে তোমাকে হয় কবিরাজ, না হয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া ডাকিব। এক্ষণে সত্বর জলযোগান্তে দেখ ভিখারীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল কিনা?"

বেচুয়া কহিল, আপনার জন্যও আমাকে ব্যাকুল হইতে হইল দেখিতেছি। কথায় কথায় আপনার এরূপ 'ঠিকে' ভুল দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকি কিরূপে? আমি যবনী! পাঁচ ওক্ত নমাজ করিয়া থাকি। তত্রাচ আমাকে হাকিম বা মৌলবী সাহেব না বলিয়া, কেন যে কবিরাজ বা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে আপনার এত ইচ্ছা হইতেছে, তাহা না বুঝিতে পারিয়াই আমি আপনার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। রক্ষিত জীবন-দাতার আহারান্তেই প্রসাদ পাইয়া থাকে। সে তৎপূর্ব্বে ভোজনাবশিষ্টের প্রত্যাশা করে না। এক্ষণে উক্ত লোকের নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে আপনার সখী অন্ন জল করিয়া থাকিতে পারিত না।"

সন্ন্যাসী স্মিতবদনে কহিলেন, "যখন স্বয়ং সংহারকর্ত্তা

মহাদেবও আদ্যাশক্তির পদতলশায়ী হইয়া আছেন,—তখন আমি যে প্রেয়সীর প্রাণসমা সহচরীর নিকট পরাস্ত হইব, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ক্ষুধিত বিড়ালও আসনপার্শ্বে বসিয়া পাত্র হইতে বদন ও বদন হইতে পাত্রের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলে, নির্দ্দয় লোকও অধিকক্ষণ আহার করিতে পারে না। আমিও তোমার নয়নভঙ্গী দেখিয়া কোন প্রাণে আর অধিকক্ষণ আহার করিব! অতএব আমি উঠিলাম, তুমি সত্বর দক্ষিণ হস্তের কার্য্যটী শেষ করিয়া লও।"

বেচুয়া বলিল, "পুরুষ কোন কার্য্যে অশক্ত হইলেও ছলে, বলে বা কৌশলে নারীর দোষ দর্শাইয়া নিজ মান রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বভাবই এই। তিনি স্বদেশী প্রদেশী বা সন্ন্যাসীর বেশই করুণ, আর গৃহবাসে থাকুন বা বনবাসীই হউন, তাঁহার স্বভাব তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করেন না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন বিড়াল কুক্কুর হইয়াও আপনার ও প্রাণসখীর চারিখানি রাঙ্গাচরণ দেখিতে দেখিতে জীবন শেষ করিতে পারি। এ সময়ে সকলেরই আহারে অরুচি হয়, তথাচ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া উঠুন, আহারে যথাসম্ভব তৃপ্তি হইয়াছে ত?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমি এরূপ নির্ব্বোধ নহি যে, জাতে ব্রাহ্মণ হইয়া বিনা উদর পূরণে ভোজন আসন ত্যাগ করিব।" বেচুয়া পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণজাতি যে আহারে বিলক্ষণ মজপুত, তাহা আমি জানি। কিন্তু তিনি কি বিড়ালের শাণিত নখাঘাতের আশঙ্কায় আহার ত্যাগ করিয়া পলায়নতৎপর হইতে পারেন না!"

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে আচমনার্থে প্রস্থান করিলেন।

বেচুয়াও ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ চাহিয়া লইয়া আহারের জন্য প্রস্থান করিল। কিন্তু আহার করিতে বসিয়া চক্ষের জলে সে উদর পূরণ করিতে পারিল না। মুসলমানেরা 'সকড়ীর' বিচার করেন না বটে, কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর সম্মুখে অনর্থক বসিয়া থাকা বেচুয়ার রুচিবিরুদ্ধ বলিয়াই, সে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহার সহচরীর ন্যায় হস্ত ও বদন প্রক্ষালন করিয়া হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীর নিকট আগমন করিতেছে, এমন সময় তিনি বলিলেন, "এরূপ অনাহারে ক্রমাগত চক্ষের জল ফেলিয়া কিরূপে সুস্থ থাকিবে! তোমার আবার কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে, আমি যে এককালে জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িব!"

বেচুয়া বলিল, "আমি সে সম্বন্ধে আপনার অপেক্ষা অধিক চিন্তিতই আছি; কারণ সকলেই জানে যে, মুসলমানী বিলাসিনী হয়। আমি আবার দেশাচারের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া, দিবসে ও রজনীতে নির্জ্জনে একাকিনী হাসিতে হাসিতে বহুক্ষণ আপনার সহিত আলাপ করিয়া থাকি। তাহার উপর যদি কেহ আমার অরুচির বিষয় জানিতে পারে—আমি নির্জ্জনে বসিয়া লোকলজ্জাভয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করি,—যদি কেহ ইহা লক্ষ্য করে, তাহা হইলে আমি কি আর জগতে এ মুখ দেখাইতে পারিব! আপনিও সন্ন্যাসীর আলখেল্লা কাটিয়া যে ফকিরের বেশ বানাইবেন, বোধ করি তাহাও পারিবেন না, কারণ ভণ্ড যোগীকে লোকে তস্কর অপেক্ষাও ঘৃণা করিয়া থাকে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এবার হইতে তুমি আমার নিকটস্থা হইলে আমি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া চঞ্চলা ও বাক্‌দেবীর ধ্যানে মগ্ন

থাকিব। তাহা হইলেই তোমার রূপ ও গুণের চিন্তা করা হইবে, অথচ বাক্য নিঃসরণ করিয়া মুসলমানীর নিকট বঙ্গ-ভাষাতেও এরূপে পরাজিত হইতে হইবে না।"

অতঃপর উভয়েই ভিখারীকে দেখিতে যাইলেন। স্থিরমনে তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বেচুয়া বলিল, "অন্যান্য রজনীতে এই সময় জ্বর প্রবল হইতে থাকে। অদ্য এক্ষণ পর্য্যন্তও তাহার হ্রাস হইতেছে। এই অভিপ্রায়েই ঔষধ দিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় রজনীতে যদি জ্বরবৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলেই আগামী প্রত্যূষেই ভিখারীর জ্বরবিচ্ছেদ ও বিকার দূরীভূত হইবে। কিন্তু যদ্যপি আর একটা জ্বর আইসে, তাহা হইলে পরশ্ব প্রত্যূষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভগবানের লীলাখেলা বুঝা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বেই এ নিষ্ঠুর চণ্ডাল সামান্য ধনলোভে শত শত নরনারী বধ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইত না, আর অদ্য কপর্দ্দকও প্রত্যাশা না করিয়া সম্পূর্ণ নিসম্পর্কীয়া রমণীর প্রাণরক্ষার্থে সে স্বেচ্ছায় নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছে। আমার উপদেশে সে পাপপথ পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া আমার নিকট সে ঋণী ছিল। আজ তাহার এ সদাচরণে আমি চিরজীবনের নিমিত্ত তাহার নিকট ঋণী হইয়াছি।"

"এরূপে সকলের নিকট ঋণ স্বীকার করিলে, আপনি যে একবারে 'দেউলে' হইয়া পড়িবেন," এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বেচুয়া তাঁহার সহিত ভিখারীর লোকের নিকট গমন করিল এবং তাহার অবস্থা দর্শন করিয়াই নিকটস্থা পরিচারিকাকে

কিঞ্চিদুষ্ণ দুগ্ধ আনিতে বলিল। সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে তাহাকে বলিলেন, "নিদ্রা কি সত্বরই ভঙ্গ হইবে!" সেও হাসিয়া বলিল, "চিকিৎসকের ত এমনই মনে হয়।"

ক্ষণকাল পরে পরিচারিকা দুগ্ধ লইয়া প্রবেশ করিল এবং বেচুয়ার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে উক্ত লোকের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইল। রোগী দুই একবার এপাশ ওপাশ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলে, পরিচারিকা ঝিনুকে করিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে তাহা পান না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'মা কোথায়'! বেচুয়া তৎপরেই তাহার সম্মুখান হইয়া বলিল, "দুধ খাও!" সে বলিল, "তুমি মোরে কোলে করে খাওয়াও ত ঝিনুকে দুধ খাব। নইলে কোন বেটা ও মাগীর হাতে দুধ খাবে। মোকে উঠে বস্‌তি বল, মুই ও বাটীর দুধ এক চুমুকেই মেরে দিচ্ছি।"

হাসিতে হাসিতে বেচুয়া তাহার সমস্ত বেদনা স্থানেই সবলে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। তাহার গাত্র চমকিত হইতেছে না দেখিয়া তিনি পরিচারিকার সাহায্যে তাহাকে ধরিলেন। সে শয্যার উপর উপবেশন করিয়াই বলিল, "বাঁচলাম্। এখন ঝ্যাত পার দুধ দেও, আমি হাস্‌তি হাস্‌তি চক্ চক্ করে গিলী। পিছন হতে দুশালার লাঠিতি শরীলটে পড়ে গিয়েল। ভাগ্যি মা পেয়েলুম, তাই এবারে বেঁচে গেলুম।" এই সময় বেচুয়ার ধমকে সে পরিচারিকার হস্ত হইতে বাটিটী লইয়া সমস্ত দুগ্ধই চোঁ চোঁ করিয়া গলাধঃকরণ করিল।

তৎপর বেচুয়ার ইঙ্গিতে সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখস্থ হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সে শশব্যস্তে উঠিতে উদ্যত হইলে বেচুয়া তাহাকে নিষেধ করিল। কিন্তু সে বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহাকে-

বলিল, "কি বল মা! ঠাকুরকে দেখে বসে থাক্‌লি ভিখারীর ফাটা পায়ের লাথিতে আবার মোরে শোয়াবে।"

বেচুয়া হাসিয়া বলিল, "তুই যে আমাকে মা বলিস্, আমাকে দেখে কতবার দাঁড়াতে চাস্।"

সে দীর্ঘায়তন দন্তগুলি বাহির করিয়া বলিল, "তুমি যে মা, তোমাকে হারামজাদী বেটী বল্‌ব আর খাবার লোব। উনি যে মুনীব—বাবা। ওঁর সাম্‌নে এম্‌নি করে হাস্‌লি আর কথা কইলি, ওস্তাদ 'লুটিয়ে' দেবে না?"

বেচুয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোকদিগের নিকট লঘুভার হইতে না পারিয়াই কষ্টেস্‌ষ্টে হাস্য সম্বরণ করতঃ বলি-লেন, "সন্ন্যাসিনীর ছিপ দেখা অবধি শেষ পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া আমাকে সমস্ত বিষয় বল্।"

উক্ত লোক বলিতে লাগিল, "মাঝে মাঝে সে রাতে ওস্তাদের লাঠির প্যাঁচ আর 'কুক' রবে মোদেরও গাটা কাঁটা দিয়ে উঠেলো। খোট্টা শালো খুব খেলোয়াড় বটে, কিন্তু সে মোদের ওস্তাদের লাগ্ পাবে কেম্‌নে! সে ভুঁই নেলো দেকে এক শালা পিছন থেকে ওস্তাদের কাঁধে হেতিয়ারের একটা চোট দেলো। তাই দেখে মুই যার সাতে লড়্‌ছিনু তাকে ছেড়ে ওকে খাল কল্লুম। ছুই এক ঘা মোরে খাতি হয়েলো। ওস্তাদকে লে মোরা সট্‌কে পড়্‌ছি, তাই না মালুম করে সে কুঁতিয়ে বল্লে, 'মা সন্ন্যিসিনীরে দ্যাখ্।' ওস্তাদের বাক্যি, মান্‌তিই হবে। মোরা তারে ভুঁইদে ছুই চার কদম আগিইছি হেনকালে আর এক শালো ওস্তাদের উরুতি একটা বল্লম বেঁদ্‌লে। ফেলো আর

থাক্‌তি পাল্লে না! ওস্তাদের বাক্যি ছাড়ান দে সে তাকে ঝাল ক'রে আস্‌তি আস্‌তি বল্‌তি নেগ্‌লো, 'ওস্তাদ আট দশটা 'কাত্‌লা' পেড়েছে, মোরাও এই দুট পাড়লাম। তেমু শালা-দের ঝ্যান 'গাঁদি' লেগেছে। সন্নিাসিনী ঠাকুরুন্‌ এখনও সেই ছোরা হাতে তেম্‌নি ভাবে দেঁড়িয়ে আছে। ওস্তাদ থাক্‌লি ডরতাম্‌ না।"

"মুই বল্লাম, 'ওস্তাদ ঝা বলেছে, তা ভুল্লি নাকি? এখন তোর ব্যাড়্‌ ব্যাড়ানি রাখ্‌, কাম্‌ দ্যাখ্‌'। তারপর লাঠি মার্‌তি আর খাতি আর চোক্‌ পাল্‌টাবার যো ছেলো না। কখন যে সে আর মুই ভুঁই লেছে আর লিছি তা মালুম ছেলো না।"

সন্ন্যাসী একরূপ স্থিরমনে ও রুদ্ধশ্বাসে উক্ত লোকের কথা শুনিতেছিলেন। সে নীরব হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসিনীর উপর আর তোদের নজর ছিল না?" সে অল্প হাসিয়া বলিল, "দ্যাখদিনি! তখন মোরা লাঠি রুখ্‌ব, লাঠি মার্‌ব, না সন্নিাসিনী দেখ্‌ব। তবে ঝে ভাবে ছোরা হাতে করে তিনি দেঁড়িয়ে ছেলো, তাঁর কাছ ঘেঁস্‌তি সব শালোর বুক কেঁপে উঠেলো। মোরে দিয়েই মুই সমজাতি পার্‌ছি। মোর মালুম হয়, সে ঝে মেয়ে, সে সট্‌কে পড়েছে।"

সন্ন্যাসী তাহাকে বলিলেন, "তুই সুরু হইতে সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া বল্‌।"

উক্ত লোক পুনরায় বলিতে লাগিল, "বোটের থ্যাপের শব্দ ঝ্যামন কানে ঢুকলো অম্‌নি খোট্টা সরদার ডাক দিয়ে বলেলো 'ঝুঁকে টান্‌ বাবা, ঝুঁকে টান্‌'। মোদের ওস্তাদ বল্লে, 'পিছনে কুকুর-ডাক শুন্‌লি, রোগা শেয়ালও প্রাণের দায়ে পিট্টান দেয়

আর ঝোপ ঝাপ খাল বিলির মদ্দি এমন ওত্ করে ঝে, মোটা কুকুর ফেল্ ফেল্ করে চারি দিকি চায় আর আপ্নার মুখ আপনি এঁচ্ড়ে মরে। তাই বলি লগী লে, বোটে ফেল্'।

"খোট্টা সরদার হাস্তি হাসতি বল্লে, 'নিশেন কত্তি শীকের পালায়। কিনারায় কিনারায় বাঁকে বাঁকে যাতি যাতি সুমুকের পাখী বাসায় বস্বে। মিন্ষের ঠ্যাংএ জোর থাকে ত মাগী পাখনায় কত ওড়বে।

"খানিক পর শীকের সাম্নে পেয়ে খোট্টা বল্লে, 'রাখ্না ছিপ'। ছিপের নোক জবাব দেলে, 'রাখ্ব ক্যান, মুজের যাবনা? মোদের ওস্তাদ বল্লে, 'বলি ও সদ্দার! মালুম হয়, ছিপের পাকী পানকৌড়ী হয়ে জলের মদ্দি ডুব মেরেছে, তাই ও ছিপের লোক ঠাণ্ডায় বাইছে'। খোট্টার ছিপ সুম্খে গিয়ে আঁড়্ হলো। খোট্টা সদ্দার ভেবেলো সন্নিসিনী খোলের মদ্দি সটান্ দিয়েছে। মোদের ছিপ্ পিছন্ নিল। খোট্টা বল্লে, 'সে মেয়েটাকে কোতায় ছাড়্লি'! সে ছিপের লোক বল্লে, 'ঝে ঝেখানে ভিড়্তি বলে, সেখানে ভিড়ি, সে ভাড়া দেয় আর চলে যায়'। খোট্টার হাঁকে গঙ্গা কাঁপলো, ছিপির লোক হাস্তি নেগ্লো। মোদের সদ্দার আর সইতি পাল্লে না,—হাঁক্ দে গিয়ে সে ছিপি পড়্ল। মোরা দুজনা সব সম্জে নে ঝুঁকে তার ওপর পল্লাম। দুট চাপড়, তিনটে নাথী, সব নোক ডুবল্ সেই ছিপের সাতি। খোট্টা সদ্দার রেগে মরে, মোদের ওস্তাদ ঝে জোন ওপরে ওটে, তারে মারে। খোট্টা সদ্দার তাদের উল্টে ছিপ সোজা কল্লে, মোদের ওস্তাদকে অনেক বলে তাদের লোকদের টেনে তোল্লে, তার পর তাদের টাকা দেলে, আর

তারা বাঁক্ দেখালে—তখন তাদের ছেড়ে দেলে’।

মোরা দেকৃতি দেকৃতি সে বাঁকে আলুম। খোট্টার কথায় ত্যাল দে সব মশাল জাল্‌তি নেগ্‌ল। আলোয় বালির ওপর মান্‌ষির পার দাগ না দেখে, খোট্টা সদ্দার হাস্‌তি নেগ্‌ল। মোদের ওস্তাদ দাঁত বের কল্লে, কিন্তু তা দেখে মোদের পরাণ ছ্যাঁত্ করে উঠ্‌লো। ঝেখানে ঘাস কি পাতা পেয়েছে, সন্নিসিনী সেখানে আর মাটিতি পা দেয়নি। কিন্তু মান্‌ষির চকি কি তা এড়ায়? লাটীর ভরে, সেই দাগ ধরে, মোরা সে পাহাড়ের তলায় গিয়ে ওট্‌লাম। খোট্টার সাতের তিনটে মানুষ। দুটোকে মোদের দু’জনের সাত দিয়েলো। একটাকে আর মানুষ ডাকৃতি পেটিয়ে ছেলো। সে দাগ দেকে খোট্টা সরদার মোদের ওস্তাদের সাত পাহাড়ের ওপর উটতি নেগ্‌ল, আর মোদের দুজন দুজন করে দু দিকি মোড়্ দিতি বল্লে। মুই আর তাদের একজন নোক উত্তর বায় গেছ্‌লাম। সেই দিকি পাহাড়ের ওপর ছোট গাছে ঢাকা একটা গাড়া ছেল। তাই না দেখে ওদের লোকটা বুক নেলে। মুই তাইতি গোল কল্লাম। মোদের ওস্তাদ তাই না দেকে হেঁকে বল্লে. ‘মোরা ওপর দেকৃছি, তোরা নীচে মোড়্ দে।” ওদের নোকের ডাকে খোট্টা সদ্দার নীচু এলো—আর সে গাড়া দেকে ডাইনি ঝারা মোড়্ দিয়েলো, তাদের বল্লে, ‘পাহাড়ের ওপার, গাড়ার ওদিক্, শীগ্‌গির যা।’

“মোদের ওস্তাদ বল্লে, শীকের সাম্‌নে, আর তোরা শালোরা খামখা এই খানে জমিয়ত্‌বস্ত হতি নেগ্‌লি। ওপরের গাড়া মুই দেকে লিচ্ছি, তোরা সাম্‌নে দৌড়্ দে। এট্টু বেলা মোরা ঝে পথে এয়েলুম, সেখান হতি একটা কোকিল্ ডাক্ দেলে।

তাইতি খোট্টা সদ্দার লেপিয়ে উঠে মোদের ওস্তাদেরে বল্লে, "দ্যাখ্, পরান্ নে ভাগ্ দি চাস, ভাগ্। তোরে মুই সুরু থেকে চিন্‌ছি। কাম নট হবে বলে, কিছু বলিনি।"

"মুই হিন্দী বল্‌তি পারিনে, কিন্তু সম্‌ঝাতি পারি। খোট্টা সদ্দার মোদের ওস্তাদকে ওকথা বলে, সেই গাড়ার দিকি পা বেড়িয়েছে, হেন কালে—আর কি বল্‌বো কত্তা—এখনও মনে হচ্ছে, আর গায় কাঁটা দেচ্ছে।"

উক্ত লোক হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক, তাহার গাত্র যে রোমাঞ্চিত হইতেছিল, তাহা সন্ন্যাসী ঠাকুর ও বেচুয়াকে দেখাইয়া মস্তক অবনত পূর্ব্বক সচিন্তিত ভাবে নীরব হইয়া রহিল। বেচুয়া সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব কথা আপাততঃ বিস্মৃত হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে ভাবিতেছিল, 'দস্যুরা কি আমার সেই কুসুমসম সুকোমল প্রাণসখীর গাত্রে আঘাত করিয়াছে? এ লোক কি তাহাই স্মরণ করিয়া ব্যথিতান্তঃকরণে নীরব হইয়া রহিল। সন্ন্যাসীও কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় নীরব থাকিয়া কহিলেন, "তারপর"। বেচুয়া রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উক্ত লোক পুনরায় বলিতে লাগিল, ঠাকুর গো! মুইত ছোট নোক—মোর কথা ছাড়ান দাও। তুমি যে তুমি—তুমিও সে মেয়ে মানুষির তেমন ছব্বি তোমার বাপের কালেও কখন দেখনি। মুখখানা এম্‌নি নাল, যেন হিঙ্গুল মেখিয়ে দেছে। নাকের দুট ফুটই একবার পড়্‌ছে, একবার ওঠ্‌ছে। দুর্গী ঠাকরুনের মত চোক্ দুট একবারে কান অব্‌দি টাণা। সেই চোকি এমন চাউনি চেয়েল, যে তা দেখে খোট্টা সদ্দার থম্‌কে দেঁড়িয়ে গিয়েল—আর সকল মিয়ার বুকির ভেতর

ধড়াস্ ধড়াস্ করেল। তার ওপর আবার সেই রাঙ্গাপাণা কাপড়। মাতার চুলগুল এলো হয়ে একবারে হেঁটর নীচে অব্দি পড়্ছে। সে ঝে কোঁকৃড়া কোঁকৃড়া চুল, ধরে টান দিলি, মালুম করি, পায় তলা অব্দি যায়। হাতের তলা ঝেন রক্ত মাকান। ডান হাতে একখানা চক্‌চকে ছোরা না ধরে, সে হাত উঁচু করে, আর দুট পা একটু ফাঁক করে দেঁড়িয়ে চেঁচিয়ে হিন্দীতে বল্‌তি নেগ্‌ল—তার গলার আওয়াজ বড় মিটে, কিন্তু তা শুন্‌লি মান্‌ষির মত মান্‌ষিরও পরাণ ছট্‌ফট্ করে। সে ঝেন ডাক্তারী দাওয়াই—দেখ্‌তি ফটীকজল, আর খাতি গলা কিটীয়ে ওটে। বল্‌তি নেগ্‌ল, 'বাছা সব! মুই সন্নিসিনী, ভিখিরিনী, মোর ত এক পয়সাও নেই—ছিপির ভাড়া ভাল মান্‌ষি মোরে দিয়েছে—তার তিন শ ট্যাকা মোর কাছে আছে—লিতি চাও, মুই দিচ্ছি। কিন্তু মোর দিকি আর এক পা আগ্ বাড়ান্ দেবে, আর এই ছোরা মোর গলায় বস্‌বে'। এই কথা না বলে, ঝেমন 'খবরদার' বলে হাঁক দিল, মোরা সব ত কাঁপ্‌তি কাঁপ্‌তি বসে পড়্‌লুন্—সদ্দাররা দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে কাঁপ্‌তি নেগ্‌ল। খানিক পর মোদের ওস্তাদ শুয়ে পড়ে গড় কল্লে—তারপর দেঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'শোন্ শালোরা! এ মা কালী খাঁড়া ফেলে ছোরা নে দেঁড়িয়েছে। ভাল চাস্‌ত, শুয়ে পড়ে গড় কর্, আর মা ঝা হুকুম করে তাই তামিল্ করে ঘর যা। মোর কথায় কান না দে ঝে শালো আর পা বাড়াবে, মোর সাতে তার বোঝা পড়া'। আর মার দিকি চেয়ে হাত জড় করে বল্লে, 'মা! মুই তোমার পায়ের নকর। মোর নাম ভিকিরী। মুই সন্নিসী ঠাকুরের কেনা গোলাম। বেচুয়া মা

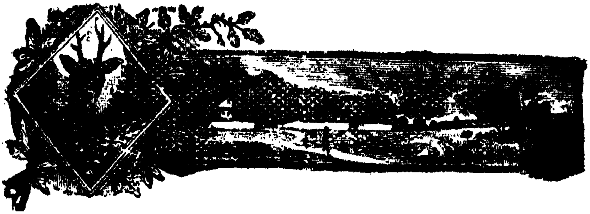
মোরে ছাওয়ালের মত ভাল বাসে। মোর ধড়ে পরাণ থাক্‌তি মা! তোমার এক গাছ চুল্‌ও কোন শালো ছুঁতি পারবে না। তুমি ঝেন ও ছোরা তোমার সোণার গায়ে মেরো না'।

ঠাকৃরূণ হেঁপিয়ে উটে বল্লে, 'কি? ছেরজিবি হও বাবা'! আরও কত কি ভাল কথা বল্লে, মুই সব বল্‌তি পারছিনে। তারপর আবার বল্লে, 'ছিরি মদুস্দন'।

পিছনে মান্‌ষির হাঁক কাণে করে খোট্টা সদ্দার পাহাড়ের নীচে দেঁড়িয়ে মোদের ওস্তাদকে বল্লে, 'তবে আয় শালো, তোরে যোমের বাড়ী পেটিয়ে দে মোরা শীকের ধর্‌ব'। ওস্তাদও 'দেকিস্ সেদো, দেকিস্ কেলো', মুই শালোরে যমের বাড়ী পাটাই, না শালো মোরে যমের বাড়ী পাটায়, একবার দেখে লেই', এই না বলে তিন লাফে নীচে এল। কত্তা বল্‌ব কি, সে ঝে লাঠীর প্যাঁচ, সে ঝে লাটীতি লাটীতি ঠেকা ঠেকীর মিঠে আওয়াজ, সে ঝে কাণ কালা করা কুকির রব—সে ঝে না শোন্‌লে, না দ্যাখ্‌লে, তার কান্ চোকই মিছে। খানিক ত মোরা আর খোট্টার নোক সব হাঁ করে দেখ্‌তি নেগ্‌নুম, আর বুজ্‌তি পারলুন, মদ্দে মদ্দে একা একা। তারপর খোট্টার একটা নোক মোকে, আর একটা নোক কেলোকে, ঘাল্ কর্‌তি এল। তারাও বোঝ্‌লে, মোরা কেমন ওস্তাদের সাক্‌রেদ। মোর সাতে ঝে লোড়্‌ছেল, সে আগে ভুঁই নেলো। মুই চেঁচিয়ে বল্লাম, 'মা এই পয়লা বলি লাও'। তারপর দেকি খোট্টা সদ্দার হেঁপিয়ে পড়্‌ছে। মোদের ওস্তাদের তখনও দম ভরা। তাই না দেখে মুই ফুর্ত্তি করে লেপিয়ে ওঠলাম্ আর কালী বলে এক কুক্ দেলাম। তারপর দেকি খোট্টা সদ্দার ভুঁই লেছে, কিন্তু কোঁড়্

মার্‌ছে। কেলোও হেনকালে জয় মা কালী বল্লে, তার খোট্টাও মাটী নেলে। এই কালে মেলাই নোক এসে পড়্‌ল। ওস্তাদ মোদের 'এলবিলি' লাটী চালাতি নেগ্‌ল। মোরা তার পিটির দিকি নোক রুখ্‌তি নাগ্‌লুন্‌। তাতেও মোরা দুট পাঁচটার নাক কাণ ছিঁড়তি ও হাত পা ভাঙ্‌তি কসুর কল্লাম না। কিন্তু ওস্তাদের লাটীর চোটে কোন কোন শালোর হাত থেকে লাটী ছুটে ঝেমন শোঁ শোঁ আওয়াজ করেলো, তার কতা আর মুই কি বল্‌ব! লাটী গুল বিশ পঁচিশ হাত ওপরে উটে পড়্‌তি নেগ্‌ল। একটা মোর পিটি পড়েল। নোক পাতলা হয়েছে— মুই কপালের অক্ত মুচ্ছি, আর দেকি না পিছন থেকে ওস্তাদের কাঁদের নীচে এক শালো তরোয়ালের চোট দেলে, আর এক লাটীতিই তার মাতা দোফাঁক করে মুই তারে ভুঁই দেলাম। তারপর কেলো আর মুই ওস্তাদেরে লে পিটটান দিচ্ছিলুন্‌। তারপর ত কত্তা সব বল্‌ছি"।

অনন্তর বেচুয়া সন্ন্যাসীকে শয়ন করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করায়, তিনি সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

'আজ কিনা আমি ঘরে!'

"আর কিছু খেতে ইচ্ছা হয় কি"? এই কথা বেচুয়া উক্ত লোককে জিজ্ঞাসা করায়, সে লোকটী উত্তর করিল, "ওমা! এখন ত মুই আর খোকা নই। মোর ঝে এত বড় বড় দাঁত রয়েছে। মুই আর দুদ খাতি পারিনে। ভাত দাও, মুই এক কাটা চালির ভাত খেয়ে ফ্যাল্‌ব। হ্যাঁমা! একটা কতা বল্‌ব"? মস্তক সঞ্চালন দ্বারা বেচুয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে, সে কাতর ভাবে বলিল, "মা! ওস্তাদ আর কেলোর জন্যি মোর পরাণটা কেমন কচ্চে। মনে হচ্ছে, ঝে ঝত কেন করুক না, মোদের ওস্তাদ মর্‌বে না। কেলোর কতা ভাব্‌তি গেলি মোর ঝেন আর নিশ্বেস পড়ে না। সে মোর সাক্ষাৎ মাসাত ভাই"।

যে বড়্শী-বিদ্ধ মীনের যন্ত্রণা দেখিয়া সাতিশয় আনন্দানুভব করে—স্বহস্তে হুইলের ছিপ্ ধারণ পূর্ব্বক প্রাণের জন্ত কাতর

সেই মীনকে ‘খেলাইয়া’ অর্থাৎ তাহার প্রাণের ‘ছটফটানী’ দেখিয়া ও দেখাইয়া আপনাকে ‘বাহাদুর’ জ্ঞান করে—সে কি নিজ পুত্রের অঙ্গে অতি ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া কাতর হয় না? বেচুয়া এতদ্রূপ চিন্তা করিতে করিতে বিষণ্ণ হইয়াছে—তাহার নয়ন কোণে জলও আসিয়াছিল। কিন্তু সযতনে সে ভাব গোপন করিয়া, সে সেদোকে বলিল, “তুই কত লোককে ‘ভুঁইদিয়ে’ হেসেছিস্, আজ কিনা কেলোর জন্যে তোর নিশ্বাস পড়ে না? দেখ্ একেই বলে আপন আর পর। তুই যাদের মেরেছিস, তারা কত লোকের মাসতুত ভাই ভগ্নী। তাদের জন্যে তারা কত কেঁদেছে, আর তুই তখন আহ্লাদে আটখানা হয়েছিস্। তুই আর কেলোর জন্যে ভাবিস না। তোর বরং যন্ত্রণা হয়েছে। তার কোন যাতনাই নাই। তোর ওস্তাদও এবার বেঁচে গেছে”।

চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সেদো বলিল, “আর ত রোজ-গারের জন্যি নোক মারিনে। ঐ ঠাকুরের এজ্ঞে আর ওস্তাদের হুকুমে যারা নোক মারে, তাদের মারি, কিন্তু প্যাঁচে না পড়লি আর ঘাল করিনে। কেলো ‘পরের খেয়ে এমন করে বনের মোষ্ তাড়াতি’ চায় নি। আমি এবারে তারে জোর করে এনেলুম্। সন্নিসিনী ঠাকরুন যখন বলেলো, তাঁনার কাছে তিন শ টাকা আছে, তখনও সে বলেলো, খোট্টা শালোদের ঘাল্ করতি পাল্লি, সে ঝ্যামন করে হোক্, ও তিন শ টাকা লেবেই লেবে। ঠাকুর বলে পরের ঝন্যি কাম কল্লি, পরান্ নে টানাটানি হয় না। তাই ভাব্চি মা! কেলো কি পরাণে বেঁচে আছে”।

“তুই আর মিছে ভাবিস্ নে। এত রাত্রে তোকে ভাত

দেব না। কাল সকালে ভাত খাবি। আজ আর খানিক দুধ খেয়ে ঘুমো'', সেদোকে এইরূপ কথা বলিয়া বেচুয়া, সন্ন্যাসী শয়ন করিয়াছেন কি না, দেখিতে গেল এবং তাঁহার গাঢ় নিদ্রা সূচক নাসিকাধ্বনি শ্রবণ করতঃ ভাবিল, 'শাসিতেন্দ্রিয় ও বশীকৃত-মন লোকদিগের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের উপর মনের আধিপত্য থাকে না। যাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাও ইচ্ছামত মনোবেগ সম্বরণ করতঃ আমার সখার ন্যায় গাঢ় নিদ্রার সুখানুভব করিতে পারেন"। তৎপরে বেচুয়া শয়ন করিতে যাইয়া বুঝিল যে, ইচ্ছা করিলে যবনী সেরূপে নিদ্রা যাইতে পারে না। সহচরীর চিন্তায় তাহার কখন শয্যাকণ্টকী হইতেছিল, কখন বা অল্পক্ষণের জন্য নিদ্রা আসিতেছিল—কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্ন পরিপূর্ণ। এইরূপে প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে সে স্বপ্ন দেখিল, যেন সে কোন শোণিত-সাগরে সন্তরণ দিতে দিতে অপর তীরের অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখরস্থ গহ্বরে তাহার কাতরপ্রাণা প্রাণসখীকে দেখিতেছে। আবার সে পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একটী শুষ্ক নদীর অপর তীরে দণ্ডায়মানা হইয়া একটী স্ত্রীলোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা তাহাকে উক্ত পর্ব্বতের পথ দেখাইতে দেখাইতে বলিতেছে, "আমার নাম বিজলী''। তদ্দর্শনে সে প্রাণ ফাটাইয়া ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কে যেন জলদ-গম্ভীর-স্বরে তাহাকে সেই পর্ব্বতের নাম ও তৎসম্বন্ধে দুই একটী অন্ত পরিচয় দিল। চমকিত হইয়া সে যেমন প্রণত হওতঃ তাঁহাকে স্বকীয় স্বপ্ন দৃষ্ট পর্ব্বত সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যতা হইল, অমনি চড়াৎ করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। কিয়ৎ-

কাল শয্যার উপর উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বসিয়া থাকিবার পর সে কাক কোকিলাদির স্বরে বুঝিল রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সত্বর মুখ-প্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে সন্ন্যাসীর শয়ন-কক্ষের নিকটে আসিয়া সে দেখিল, তাহার দ্বার মুক্ত এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসীর শয্যার উপর একখানি কাগজ দেখিয়া শশব্যস্তে তাহা তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী তাহাকেই লিখিয়া গিয়াছেন, "তোমার সহচরী কিঞ্চিৎ দূরে নীতা হইয়াছেন। ৭।৮ দিবসের মধ্যে আমি তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই তোমার নিকট আসিব। কোন আশঙ্কারই কারণ নাই। তুমি সুস্থ মনে আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইবে ও তোমার রোগীদিগের চিকিৎসা করিবে। সন্ন্যাসী সখার কথায় অবজ্ঞা বা অবহেলা করিতে নাই"।

রাত্রি চারিটার পর খেয়াওয়ালার লোক উক্ত বাসার দ্বারে উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসী প্রাতকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানে যাইবার সময় তাহার নিকট শুনিলেন যে, তাঁহার ভ্রান্তি জন্মাইবার নিমিত্ত দস্যুরাই উক্ত গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড সকল স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিল। ছোরাখানিও তাহাদিগেরই—তাহা কেবল সন্ন্যাসিনীর ছোরার অনুরূপ মাত্র। চারি পাঁচ জন লোকের সহিত একটী স্ত্রীলোককে তাহারা সেই পাহাড়ের বন মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিল। তাহারাই আহারাদি বা শয়নের চিহ্ন রাখিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করতঃ বাদল ও খেয়াওয়ালাকে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, বেহারী তস্কর ও দস্যু দিগের ধূর্ত্ত বুদ্ধি সন্ন্যাসীর সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে কত অধিক অতিক্রম করিয়া থাকে। তৎশ্রবণে সন্ন্যাসীর মস্তকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

তাঁহার নয়ন হইতে বৈরনির্য্যাতনাগ্নির স্ফুলিঙ্গ নিয়ত বহির্গত হইতে লাগিল। কম্পান্বিত কলেবরে ও স্ফুরিতাধরে তিনি শয়ন গৃহে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়াই বেচুয়াকে উক্তরূপ পত্র লিখিয়া, অশ্বারোহীর বেশ কুক্ষিস্থ করতঃ পুনরায় স্নানে বহির্গত হইলেন এবং খেয়াওয়ালার লোককে, একটী ঘোড়া তাঁহার জন্য কষ্ট হারিণীর ঘাটের নিকট রাখিয়া, অপর তিনটী ঘোড়া সত্বরই খেয়াওয়ালার নিকট প্রেরণ করিতে বলিলেন। তৎপরে অবগাহনান্তে কোন-রূপে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করতঃ তিনি ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বেলা ৯ ঘটিকার মধ্যে বাদল ও খেয়াওয়ালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা উক্ত স্ত্রীলোককে ধরিয়া রাখিয়াছে। তদ্দর্শনে তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তিনি ঐ স্ত্রীলোককে নির্জ্জনে ডাকিলেন। অর্থদানে, সুমিষ্ট কথায় ও ভয় প্রদর্শনে তাহাকে একরূপ বশীভূত করিয়া তিনি জানি-লেন যে দস্যুরা সন্ন্যাসিনীকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সে পাহাড়ে বা তৎসংলগ্ন বনে রাখে নাই। ভিখারীর পতন ও মনুষ্য-শোণিত দর্শনে তিনি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তধৃত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা উন্মুক্ত করিবার চেষ্টায় যে মুহূর্ত্তে জনৈক দস্যু তাঁহার হস্তস্পর্শ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থায় তিনি বেগে হস্ত সঞ্চালন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই উক্ত দস্যু হস্তে ও বক্ষস্থলে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহার মর্ম্মভেদী চীৎকারে তাঁহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারই কর-ধৃত ছুরিকাঘাতেই উক্ত দস্যু তদ্রূপ চীৎকার করিতেছিল। তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই মঙ্গল, কারণ তাহা জানিতে

পারিলে তাঁহার পক্ষে সে মনের অবস্থায় আত্মঘাতিনী হওয়া অসম্ভব ছিল না।

আহত দস্যু সত্বরই দূরীকৃত হইলে, দস্যু-সঙ্গিনী জনৈক হিন্দু ডাকাইতিনী ছিন্ন বসন খণ্ডে সন্ন্যাসিনীর অলক্ষিত ভাবে তাঁহার ছুরিকার শোণিত মুছাইয়া তাঁহার নিকটে বসিল এবং বলিল, "মাই! এ দস্যুরা, তোমাকে যন্ত্রণা দেওয়া দূরে থাক্, অঙ্গুলী দ্বারায়ও তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না। কাশী অঞ্চলের কোন ধনী লোকের স্ত্রী আত্মীয় কর্ত্তৃক সতীত্ব-নাশের ভয়ে ভীতা হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। বহু অনুসন্ধানেও অদ্যাবধি তাঁহার কোন সম্বাদই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পরিচারিকা বা জানিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহই দস্যু-সঙ্গিনী হইতে সম্মতা হয় নাই বলিয়াই, তাঁহার সুধার্ম্মিক স্বামী সহস্র মুদ্রাদানে সম্মতা করিয়া আমাকে এই দস্যু দিগের সহিত পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার পত্নীকে কখনও দেখি নাই; সুতরাং আমি তাঁহাকে চিনি না। তাঁহার স্বামীর নাম লালা মঙ্গীলাল। তিনি অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতুল তাঁহাকে প্রতিপালন করেন ও তাঁহার বিবাহ দেন। কর্ম্মব্যাপদেশে তাঁহাকে দূরদেশে পাঠাইয়া দুলীচাঁদ ভাগীনা বধূর রূপ দর্শনে কামান্ধ হইয়া তাঁহার সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল। সাধ্বী ভাগীনা বধূ কৌশলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ঘোর রজনীতেই পলায়ন করিয়াছিলেন। দুলীচাঁদ মদ্যপ ছিলেন। এই ঘটনার দুই দিবস পরেই, জ্যোৎস্নালোককে দুগ্ধফেননিভশয্যা মনে করিয়া তেতালার ছাদের উপর হইতে নেশার অবস্থায় তিনি ঐ শয্যায় শয়ান হন এবং, বুঝিতেই পারিতেছেন, তৎক্ষণাৎ নিম্নস্থ প্রস্তরের

উপর পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। পূর্ব্বকৃত উইল অনুসারে মঙ্গীলালই তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া সুখ ভোগ করা দূরে থাক্, সাধ্বী রমণীর বিরহ যাতনায় সতত: আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াই আছেন। যদ্যপি আপনি তাঁহার সেই সাধ্বী এবং এক্ষণে ভাগ্যবতী রমণী হন্, আজ্ঞা করুন আমি আপনার সমভিব্যাহারে সেই বিরহ-কাতর কন্দর্প সদৃশ যুবকরত্নের নিকটে আপনাকে লইয়া গিয়া কৃতার্থ হই"।

সন্ন্যাসিনী এ অবস্থাতেও সে মায়াবিণীর কথায় ব্যথিতা হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ বলিয়াছিলেন, "মাই! আমি বঙ্গবাসিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা ও ব্রাহ্মণ-পত্নী। ভগবান করুন লালাজী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী সমাগমে পরম সুখী হইয়া দীর্ঘ-জীবী হউন। দেখিতেছ ত মা! আমি সন্ন্যাসিনী। অতএব বাধা না দিয়া আমাকে গন্তব্য স্থানে যাইতে দিলে আমি তোমা-দিগের সকলকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিব"।

মায়াবিনী বলিয়াছিল "মা! আমি তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করিতেছি। কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত দস্যুরা পুরস্কার-লোভে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তোমার কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব আমার পরামর্শ এই যে এস্থান হইতে কিছু দূরে আপনি ২।৪ দিন বাস করুন। এই সময়ের মধ্যেই তাহারা মঙ্গীলালকে সেইস্থানে আনাইবে। দর্শন মাত্রেই তিনি জানিবেন আপনি তাঁহার স্ত্রী নহেন এবং আপনাকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিরাপদে আপনার গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দিবেন। অন্যথা করিলে নিষ্ঠুর দস্যুরা আপনার প্রতি অত্যাচার

করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। সেইজন্য দাসী আপনার পায়ে ধরিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছে, তাহার কথা শুনুন"।

অগত্যা সন্ন্যাসিনী মায়াবিনীর প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বাছা? যদ্যপি তুমি বা অন্য কোন সুশীলা স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ আমার নিকটস্থ হইতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে দুষ্ট লোক অপেক্ষা করুণারসপূর্ণ আমার এই তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা আমার সকল যন্ত্রণা দূর করিবে"।

মায়াবিনী বলিয়াছিল, "মা! আমাদিগের নিকট আপনার সেরূপ আশঙ্কার লেশ মাত্রও নাই। আপনি দেখিবেন, সুধার্ম্মিক মঙ্গীলাল আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া কত সম্মানের সহিত আপনার মত সাধ্বীকে গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করিবেন"।

সন্ন্যাসী উক্ত স্ত্রীলোকের সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুরা সন্ন্যাসিনীকে লইয়া কোথায় গিয়াছে"?

সে বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "আমাকে ত তাহারা বিশ্বাস করিত না। তাহাদিগের গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে তাহারা আমাকে কিছু বলে নাই। তবে আপনি সাধু, আপনার নিকট আমি কিছু গোপন করিব না। তাহারা পরস্পর কথা কহিবার সময় অনেক বার "পাহাড়" শব্দটী বলিয়াছিল"।

সন্ন্যাসী তৎশ্রবণে গয়ার ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ ক্রোশ উত্তর ও মুঙ্গের হইতে প্রায় শত ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পাহাড় সহরে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং অনতি বিলম্বেই বাদল, খেয়াওয়ালা ও তাহার অপর একটী সুচতুর লোক সমভিব্যাহারে অশ্ব পৃষ্ঠে উক্ত সহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ত্রিশ ক্রোশের ন্যূন

কোন দিন গমন করিবেন না স্থির হইয়াছিল।

এদিকে সন্ন্যাসীর লিপিপাঠে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বেচুয়ার স্মৃতিপথে সবেগে উদিত হইল। গোপীগণ দুর্ল্লভ শ্রীরাধাসঙ্গলাভে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ উভয়েরই অদর্শনে আমাদিগের বেচুয়ার এক্ষণে দারুণ বিরহ উপস্থিত হইয়াছে। সে থাকিতে পারিবে কেন।

অভিলষিত দুই একটী বেশ সত্বর সংগ্রহ করিয়া সে ভিখারীর নিকট গমন করিল এবং দেখিল তাহার চৈতন্য হইয়াছে। পরিচারিকার সাহায্যে সে মুখ প্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়াছিল। এক্ষণে বেচুয়াকে দেখিবা মাত্র তাহার সেই সুকঠিন দস্যু হৃদয় গলিল ও তাহার নয়ন হইতে বারি বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। মধুর ভাষে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বেচুয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিল এবং সে বিজ্বর হইয়াছে বুঝিয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহার ক্ষতস্থান দেখিতে লাগিল। স্কন্ধ দেশের ক্ষত লোহিতবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু উরু-দেশের ক্ষত এক্ষণ পর্য্যন্ত গভীর ও ক্লেদ পূর্ণই রহিয়াছে। তাহার ঔষধ ও আহারাদির ব্যবস্থা পরিষ্কাররূপে পরিচারক পরিচারিকাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া বেচুয়া তাহাকে বলিল, "দস্যুরা সহচরীকে দূরে লইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার অন্বেষণে প্রস্থান করিয়াছেন। আমিও সেই উদ্দেশে বহির্গত হইব। তুমি ব্যবস্থামত ঔষধ সেবন ও প্রয়োগ এবং আহারাদি করিও। গত রাত্রিতেও তোমার অবস্থা দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর চক্ষের জল ফেলিয়াছেন। অতএব যদি তাঁহাকে ভক্তি কর, তাহা হইলে আমার কথামত চলিও"।

বেচুয়ার কথা শুনিয়া ভিখারী রুদ্ধকণ্ঠে ও বদ্ধমুষ্টিতে ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। শান্ত থাকিতে না পারিলে আরোগ্য লাভ করিতে বিলম্ব হইবে, এইরূপ কথা বেচুয়া বার বার তাহাকে বলায়, সে কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে কাতর স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "আজ কিনা আমি ঘরে! জানিনা একা প্রভুর কত কষ্টই হবে। বলি বাদ্‌লা আছে ত? আর তুমি মা মেয়েলোক হয়ে পথে গিয়ে কি করবে? সেদো প্রাণে মরে নাই ত? আর কেলো যদি না পালিয়ে থাকে, তা হলে এদের কাছে সে এড়াতে পার্‌বে, আমি বুঝিনা।"

ভিখারীর ভাব ও তাহার সরল কথাগুলি শুনিয়া বেচুয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ক্ষণ পরে মৃদুভাবে সে তাহাকে বলিল, "সেদো সুস্থ হইয়া এই বাড়ীতেই আছে। তুমি তাহাকে এখনই দেখিতে পাইবে। সেও তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কেলো মারা গিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য সেদো কাতর। সেই জন্য আমি তাহাকে সেকথা বলি নাই, তুমিও বলিওনা। আমি সহচরীর উদ্দেশে পথে যাইতে না পারিলে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইব। তুমি আমাকে নিষেধ করিওনা। ঠাকুর বলিয়াছেন, তুমি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। যত ব্যাকুল হইবে, আরোগ্য লাভ করিতে ততই বিলম্ব হইবে। অতএব সুস্থ থাকিয়া আমার কথামত চলিও সত্বরই আবার প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া সুখী হইবে। মহম্মদ সফিউল্লা ডাক্তার সাহেব প্রত্যহ তোমাকে দুইবার করিয়া দেখিয়া যাইবেন"।

একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী বলিল, "আমার শরীল্‌টে এইখানে থাক্‌বে—পরাণটা তোমাদের সঙ্গেই

যাবে"।

বেচুয়া তৎপরে সেদোকে সত্বর অন্ন আহার করিতে বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদিগকে ভিখারী-সম্বন্ধে সমস্ত কথা কহিয়া বলিলেন, "যদ্যপি কলিকাতা হইতে চারুবাবু ও হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে মুঙ্গেরে আইসেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে এই বাটীতেই অবস্থিতি করিতে বলিবেন। তাঁহাদিগের প্রতি যত্নের যেন ত্রুটি না হয়। আমি ভৃত্যদিগকে তাঁহাদিগের নৌকার অনুসন্ধান রাখিতে বলিয়াছি। আমি এক সপ্তাহের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাইতেছি। সন্ন্যাসীঠাকুরও প্রস্থান করিয়াছেন। তিনিও আমারই সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

স্নেহ পরিপূর্ণ গুরুজন অথবা বিপদের বন্ধু পরম সুহৃদ সহসা স্থানান্তরিত হইতে চাহিলে সহৃদয় লোকের প্রাণের অবস্থা যেরূপ হয়, আজি বেচুয়ার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর প্রাণ বরঞ্চ তদপেক্ষা অধিক কাতরই হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রিয়দর্শন বালিকাটী জনক-জননীর নয়নে জল দেখিয়া বেচুয়ার বসন ধরিল এবং আধ আধ ভাষে তাহাকে বলিল, "এইত ধলিছি, এখন কেমন ক'লে যাবে"।

স্নেহে বেচুয়ারও নয়নে অশ্রু বিগলিত হইল। সে বালিকাটীকে বক্ষে তুলিয়া কত প্রকার প্রিয় সম্ভাষণে বলিল, "তোমার জন্যে কত খেল্না আন্‌ব"। বালিকা হাসিয়া বলিল, "তবে বিকেলে আস্‌বে"। "হাঁ মা, তাই আস্‌ব। তুমি আর কেঁদোনা"। এই কথা বলিয়া বেচুয়া তাহাকে জননীর বক্ষে রাখিয়া সে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সেদোর আহার সমাপন হইয়াছে দেখিয়া বেচুয়া তাহাকে বলিল, "সাধু, তুমি গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে কি? হয় ত গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে হইবে"।

সেদো মুগ্ধ হইয়া বিস্ফারিত নয়নে বলিল, "যাতি পার্ব কি না, আবার জিগ্যেস্ কল্লে কেন মা? মোর এ পরাণ ত গিয়েল, তুমি ত মোরে যোমের বাড়ী হতি ফিরে আন্ছ। তা আবার গাড়াতি যাতি হবে, তাতে আর সেদোর কি দুখ্। তবে ধেনুক্ আর বাণগুলো পালি ভাল হত। মোদের ছিপির জিনিসটিনিস গুলো কি তুলে লিয়েলো"?

বেচুয়া বলিল, "আমার সঙ্গে আইস। ধনুর্ব্বাণ, লাঠী, তরবাল বা ঢাল, যাহা ইচ্ছা হয়, সত্বর লও। তার পর একবার তোমার ওস্তাদ ভিখারীকে দেখিয়া আইস"।

তৎপরে বেচুয়া সত্বর আহারাদি সমাপন করিয়া সেদোর সহিত অতি দ্রুতগামী একখানি এক্কায় উঠিল। এক্কা গয়াভি-মুখে দৌড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

'পদাঙ্ক-দূতে পথ দেখায়।'

সে সময়ে পাহাড় সহরাভিমুখী রাজপথ তত প্রশস্ত ছিল না। দুইখানি মাত্র শকট তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যাইতে পারিত। পার্শ্ববর্ত্তী নিম্ব পিপ্পল অশ্বথাদি বৃক্ষশ্রেণী ছায়াপ্রদানে পথিকদিগের শ্রান্তি দূর করিত। উভয় পার্শ্বের প্রশস্ত জল-প্রণালী কোন কোন স্থানে অতি গভীর; কোন কোন স্থানে বা তত নহে। ঠাকুর প্রত্যহ দিবাভাগে ন্যূন পক্ষে ৩০ ক্রোশ অতিক্রম করিবেন বুঝিয়াই যেন অশ্বগণ বায়ুবেগে গমন করিতেছিল। মহাত্মা ডারউইন "গাদা পিটে ঘোড়া করিয়াছেন" বলিয়া তাহারা বোধ হয় গর্দ্দভ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছে ও এত-দ্রূপ অশ্বগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিছুদূর এইরূপে যাইতে যাইতে পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষান্তরাল বা বিল মধ্য হইতে আট দশ জন লোক লাঠি হস্তে তাঁহাদিগেরই দিকে আসিতেছিল দেখিতে

পাইয়া ঠাকুর ও তাঁহার দেখাদেখী অন্য সকলে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন ও করিল। সম্মুখ ও পশ্চাতের পদ সম্পূর্ণ বিস্তার করতঃ পুচ্ছ ও কর্ণ রাজপথের সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া অশ্ব চতুষ্টয় যেন উড্ডীন হইল। আরোহীরাও তদুপরে এরূপ দৃঢ় ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন যে, দূর হইতে অশ্ব ও আরোহী একটী সংলগ্ন-জীব বলিয়া মনে হইতেছিল। এরূপ সময়ে দুই খানি মহিষ-শকট সহসা অশ্বারোহীদিগের গতিরোধ করিবার মানসেই যেন স্থির হইল। পার্শ্বস্থ লোক ও শকটবাহীদিগের অভিপ্রায় সন্ন্যাসীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিকট অব্যক্ত ছিল না। উপস্থিত ষড়যন্ত্রে তাঁহার মনে হইয়াছিল সন্ন্যাসিনী অদূরবর্ত্তিনী। পাছে বিলম্বে কার্য্যহানি হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার বিদ্যুৎগতিবৎ অশ্বের বল্‌গা সবলে আকর্ষণ ও তাহার পশ্চাতে কষার্পণরূপ সঙ্কেত করিলেন। বুদ্ধিমান অশ্ব বজ্রপতনবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই মহিষের গাড়ীর উপর উঠিল এবং তাহাতে ক্ষুরস্পর্শ হইতে না হইতেই গাড়োয়ানদিগের মস্তকের উপর দিয়া আবার লাফাইল। অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসী বাদল খেয়াওয়ালা ও তৎসঙ্গী উক্তরূপ অভিনয় করিতে ক্ষণবিলম্ব করে নাই। পার্শ্ববর্ত্তী শকটবাহীও নিশ্চিতান্তঃকরণে অশ্বগণের উল্লম্ফন-শোভা দেখিতে পারে নাই। ভাগ্যে মহিষের গাড়ীতে তক্তা আঁটাছিল—বংশ হইলে সে উচ্চৈঃশ্রবার বংশপরম্পরার সেরূপ গুরুভারে নিশ্চয়ই ভগ্ন হইয়া যাইত। আহা! শকট-বাহীদিগের হস্তস্থিত কাষ্ঠখণ্ড দুইটী অশ্বচরণ স্মরণ করিয়াই যেন তক্তার উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার নিমিত্ত গড়াগড়ি দিতেছে। শকট-বাহীদিগের মস্তক তদুপরি ন্যস্ত এবং মস্তক রক্ষা করিবার

নিমিত্ত তাহাদিগের হস্ত চতুষ্টয় শিরোপরি বিস্তৃত। শকটের পশ্চাতে সহসা গুরুভার অশ্বের পতনে তাহার সম্মুখভাগ উচ্চ হইয়া যাওয়াতে মহিষ চতুষ্টয় প্রায় ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলনযাত্রা দেখিতে পাইয়াছিল। সেইজন্য তাহারাও ভয়চকিত নেত্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রান্তরস্থ লাঠী-হস্ত বীরপুরুষগণ দ্রুতপদে শকট-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া যখন শকটবাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাথায় দাগী হ'লি নাকি"? তখনই তাহাদিগের ঘোর কাটিল। মস্তক ও পৃষ্ঠদেশে হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক তাহারা শূন্য নয়নে ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে শুষ্ককণ্ঠে বলিল 'আমাদের একগাছ চুলও জায়গা ছাড়া হয় নি"। এক্ষণে 'চটকাভাঙ্গা' হইয়া এক জন গাড়োয়ান পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠখণ্ডটী হস্তে লইয়া সক্রোধে সম্মুখ-ভাগে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "পাপ্‌ড়া হাতে থাক্‌তি কি ঘোড়ার উপরি শিকের পালায়। ঘোড়ার ঠ্যাঙ্গ ভাঙ্‌ব না"? চক্ষু-রুন্মীলনে অশ্ব বা অশ্বারোহীর চিহ্নমাত্র না দেখিয়া দন্তে দন্তঘর্ষণ করিতে করিতে সে বলিল সে শালোদের ঘোড়া কি উড়ে গেল?" উৎকর্ণ হইয়াও কেহ আর অশ্বের পদশব্দ শ্রবণ করিতে পাইল না। তখন পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়ান বলিল, "আর এম্‌নি করে দেঁড়িয়ে থাক্‌লি মুরুখ্যু লোকে বল্‌বে মোদের ভয় লেগেছে"। ফুল্‌বেঞ্চের রায় অনুসারেই সে বীরপুরুষেরা অনুবর্ত্তনেচ্ছা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক বাসাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল।

পূর্ব্বাহ্নে ও সন্ধ্যাসমাগমে তাঁহারা যে যে চটীতে বিশ্রাম করিতেন তথায় ও তন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গ্রামে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধান করিতেন। ইতি মধ্যে অশ্বগণও আহার

জলপানও বিশ্রামে বিগত-ক্লান্তি হইত। চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা পাহাড় সহরে প্রবেশ করিলেন। সহরের রাস্তা সংকীর্ণ এবং তৎপার্শ্বস্থ ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী গুলির বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল না। দূর হইতে যবন-শাসন চিহ্ন স্বরূপ মস্‌জিদ চূড়া দেখা যাইতেছিল। কিন্তু নিকটস্থ হইলেই দেব-মন্দির দর্শনে সে সহরে হিন্দু বাস করেন, ইহা প্রতীয়মান হইল। উৎকৃষ্ট ঘাগ্‌রা কাঁচলী ও সুদর্শন ওড়না-শোভিতা অবগুণ্ঠনবতী ভদ্র মহিলাদিগকেও রাস্তায় দেখা যাইতেছিল। ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই। প্রবেশ করিবামাত্র সহর বাসী যুবা ও প্রৌঢ় লোক দলে দলে তাঁহাদিগের নিকট আসিল এবং নিজ নিজ আলয়ের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় বাসা লইতে অনুরোধ করিতে লাগিল।

"পূর্ব্ব দিবস আমাদিগের একজন বিশেষ আত্মীয়াকে লইয়া চারি পাঁচজন জানিত লোক এই সহরে আসিয়াছেন। তাহাদিগের ঠিকানা জানিনা। কিন্তু তাহাদিগের বাসাতেই হউক অথবা তাহার নিকটেই আমরা বাসা লইব," এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী মহাশয় তাঁহার সরযূর সন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র সহর; সুতরাং তিনি দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান প্রধান রাজপথ-পার্শ্বস্থ সমস্ত বটীর সন্ধানই একরূপ লইতে পারিয়াছিলেন। তৎপরেও বাসাস্থ লোক, রাস্তার বৃদ্ধা রমণী ও দোকানদার দিগের নিকট সংবাদ পাইবার চেষ্টায় বিরত ছিলেন না। ফলকথা অতিশয় বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রমের সহিত সমস্ত সহর ও তন্নিকটস্থ সকল পল্লিগ্রামে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে ঠাকুরের তিনটী দিবস গত হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

আমাদিগের ঠাকুর সহজে নিরাশ্বাস হইবার পাত্র নহেন। তিনি এক্ষণে ভাবিলেন পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক-কথিত 'পাহাড়' শব্দে গয়ার দক্ষিণ রাজমহল পর্ব্বত অনুমান করা তাঁহার উচিত ছিল। এই-রূপ ধারণা হইবামাত্রই তিনি তাঁহাদিগের অশ্ব গয়াভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং তৎপর দিবস প্রত্যুষেই অন্য ঘোড়া ভাড়া করিয়া সেই পথে সবেগে যাইতে লাগিলেন।

সেই দিবসই রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহারা বিষ্ণু পাদপদ্ম সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী ভক্তিভাবে প্রনত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হে দয়াল জগৎ-স্থিতি-কারণ লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণো! তুমি গয়াসুরের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ পূর্ব্বক এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছ। আমি যথাসাধ্য ভক্তিসহকারে তোমার পদপ্রান্তে ভিক্ষা চাহিতে আসি-য়াছি। এ দীনের প্রতি দয়া কি প্রকাশ করিবে না! দীন-বন্ধো! এ দীন শৈশবাবধিই নিরবলম্বনে জীবন যাপন করি-তেছে। সকলে ত তোমাকে নিরবলম্বনের অবলম্বন বলিয়া থাকে। হয় আমাকে দেখা দিয়া আমার অবলম্বন হও, নচেৎ আমার অবলম্বন মিলাইয়া দেও। মা লক্ষ্মী যে কত সুখের সঙ্গিনী তাহা বিলক্ষণ অবগত থাকিয়া তুমি আর আমাকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া রাখিও না। তোমার অর্দ্ধাঙ্গ হর সতী-বিয়োগে যে কত কাতর হইয়াছিলেন, তাহা ত তুমি বিশেষরূপে জান। তবে আমার সতীপ্রধানা প্রাণাধিকা সরযূকে কান্তছাড়া করিয়া তাহাকে যম যাতনার অপেক্ষাও অধিক যাতনা দিতেছ কেন? উপরে নীরস বালীরাশি দৃষ্ট হইলেও যেমন অন্তরে ফল্গু জলরাশি-পূর্ণ। তুমিও বাহিকে শিলাময় হইলেও তোমার অন্তর প্রেমরসপূর্ণ।

হে সুপ্রেমিকশ্রেষ্ঠ! প্রেমাকাঙ্ক্ষীর শুভ কামনা পূর্ণ কর”।

যে সকল লোক তাঁহাদিগের অশ্ব গয়ায় আনিয়াছিল, তাহাদিগকে পথশ্রান্ত অশ্বগুলির সেবা করিতে বলিয়া সন্ন্যাসী বাদল প্রভৃতির সহিত সে নিশীথ সময়ে পথপ্রান্তে বসিয়া উক্তরূপে শ্রীভগবানের স্তব করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে সাশ্রুনয়নে তন্দ্রাভিভূত হইতে ছিলেন। এইরূপে রাত্রি অবসান হইল। প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করতঃ তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের পূজা করিলেন। তৎপরে অবিলম্বেই আহারাদি সমাপনান্তে ঠাকুর ফল্গু পার হইয়া রাজমহল পর্ব্বত উদ্দেশে অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন। দিবাবসানে তিনি চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে স্থির অচলবৎ মেঘ দর্শন করিলেন এবং বাদল প্রভৃতিকে বলিলেন, “ঐ মেঘরূপই রাজমহলাচল”। সেই পর্ব্বতোপরিস্থ বৃহতাকার ও বহুপত্র বিশিষ্ট বৃক্ষগুলিকে সূর্য্য কিরণে সুবর্ণ মণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর গুল্ম-গুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে দেখিয়া, সন্ন্যাসী সঙ্গীদিগকে বলিলেন, “আর তিন চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা পর্ব্বত-পদতলে উপস্থিত হইব”। তাঁহারা ক্রমশঃ যত গমন করিতে লাগিলেন, ততই সে পর্ব্বতের ও তৎতলস্থ বনের কত শোভাই তাঁহাদিগের নয়ন-পথে পতিত হইতে লাগিল। নিশ্চিন্ত মনে পথ ভ্রমণে আগমন করিলে তাঁহারা কত আনন্দলাভই করিতেন। কিন্তু এই সময়ে আকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বায়ুর প্রবলতায় ধূলি ও শুষ্ক পত্রাদি উপরে উত্থিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে ঝটিকার উপর করকাপাত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, আশ্রয় প্রাপ্তির আশায়, আমাদিগের অশ্বারোহীগণ

সম্মুখস্থ গ্রামাভিমুখে বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। মেঘাড়ম্বর ও বজ্রপাত-শব্দ তৎকালে সে প্রান্তর ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুরের বিরহবেদনায় তাঁহার দূরে থাক্, তাঁহার ভক্ত সঙ্গী ও অশ্বগণের গতি বিন্দুমাত্রও মন্দীভূত হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে সন্ন্যাসী সদলে বন-সন্নিকটস্থ গ্রাম-দ্বারে উপস্থিত হন। ঐ পল্লীর চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট উচ্চ কঠিন কাষ্ঠের বেড়া আছে—প্রবেশের দুইটী মাত্র দ্বার। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বন্য স্ত্রী পুরুষ ও গৃহ-পালিত মহিষাদি পশুগণও গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইত। এ স্থানে হিংস্র জন্তুর এতই অত্যাচার। দ্বার অর্গলাবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রদেশী পথিকগণ কতই চীৎকার করিল—দ্বারে সবলে কত করাঘাত করা হইল। একে পর্ব্বত-তলবর্ত্তী বনের নিকট ঝটিকার ভয়ানক হুঁঙ্কার, তাহাতে মুষলধারে ধারাপাতের অবিরল শব্দ। কুটীরাভ্যন্তরস্থ বন্য স্ত্রীপুরুষদিগের কর্ণে সাধু ও তৎসঙ্গীদিগের ধ্বনি প্রবেশ করিবে কেন। সন্ন্যাসীর আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই বাদল সে বেড়ার উপর উঠিয়াছিল। সুতরাং সে কিছুক্ষণ পরে পল্লী মধ্যস্থ হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিল। আগন্তুকদিগের কোলাহলে পল্লীস্থ সকলের ভয় হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অসীম সাহসিক এক ব্যক্তি কুটীরাভ্যন্তর হইতে বলিতে পারিয়াছিল, "তোম্ লোগ্ কোন্ হায়"। সন্ন্যাসীর সরল ও মিষ্ট কথায় তাহার সন্দেহ দূর হইয়াছিল এবং সেইজন্যই এ অসামান্য অতিথীগণ সে অসময়ে ৩।৪ খানি কুটীরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সাধু-বাক্যে সাহস পাইয়া উক্ত পল্লীর প্রধান ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, সে সময়ে গিরিগুহায় কোন না কোন ভদ্র কামিনী বাস করিতেছিলেন। সেই জন্যই বেহারী জোয়ানেরা

'বিজ্‌লীকে' তাঁহার শুশ্রুষায় নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু বিজ্‌লী কিছু বলে নাই।

বিজ্‌লীকে ডাকিতে বলায়, প্রধান অনুসন্ধান দ্বারা জানিল, বিজ্‌লী পূর্ব্ব দিবস বৈকাল হইতে কুটীরে উপস্থিত নাই। মধ্যে মধ্যে সে ২।৪ দিবস অর্থ লালসায় স্থানান্তরে থাকে। গত পরশ্ব মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে যখন সে গয়া হইতে প্রত্যাগমন করে, তখন তাহার সহিত জনৈক অতি সুন্দরী মুসলমানী ও একজন উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারী 'জোয়ান' আসিয়াছিল। রাত্রি শেষে পল্লী মধ্যে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়াছিল। পল্লীবাসী সকলে নরঘাতকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, আর ব্যাঘ্র যাহার উপর লম্ফ প্রদান করিতেছে, সে 'শেয়াল' ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতে তাহার বদনে হস্তস্থিত ৪।৫ হাত লম্বা বংশ খণ্ডটী প্রবেশ করিয়া দিতেছে। আঘাত পাইয়া রক্তাক্ত ব্যাঘ্র বিপরীতদিকে লম্ফ প্রদান করিতেছে। সে স্থানেও সে পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থনা পাইতেছে। আমাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী স্ত্রী শিশুগণ তদ্দর্শনে উচ্চ হাস্য করিতেছিল। সকলে ভাবিয়াছিল বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সে আনন্দ চলিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। সহসা ব্যাঘ্র নির্জ্জীব হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। যখন দেখা গেল তাহার ভ্রূযুগ মধ্যে সবলে নিক্ষিপ্ত একটী তীর বিদ্ধ রহিয়াছে, তখন উক্ত মুসলমানীর সঙ্গী ধনুর্দ্ধারী যে তাহার হন্তা সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না। সকলে তাহাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছিল। প্রধানের বিশ্বাস বিজ্‌লী সে ধনুর্দ্ধারীর সুন্দর শর-নিক্ষেপ-কৌশল দস্যুদিগকে দেখাইতেছে—সে বীরত্ব শিকারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। সে দস্যুগণকে তাহারা

জানে বা চিনে কি না, সাধু প্রধানকে একথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিয়াছিল, তাহারা "বিহারকা হুঁসিয়ার আদমী"। তাহার উত্তরে সন্ন্যাসী বুঝিয়া ছিলেন, হয় সে তাহাদিগের নাম ধাম কিছুই জানে না, আর না হয়, জানিলেও তাহা কিছুতেই প্রকাশ করিবে না। কিন্তু মুসলমানী ও তৎসঙ্গী যে, বেচুয়া ও 'সেদো' ইহা তাঁহার মনে হইয়াছিল।

বেচুয়া যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না, তাহা তিনি বিশেষ-রূপে জানিতেন। কিন্তু সে যে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সহচরীর চিন্তায় না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই, ইহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। যাহা হউক এক্ষণে মনোমুগ্ধকর চিন্তার সময় নহে, ইহা ভাবিয়া তিনি তৎপর দিবস প্রত্যুষে বন ও পাহাড় অনুসন্ধান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

বাদল ও খেয়াওয়ালা সাধুর বদন ও ভ্রূকুঞ্চন দর্শনে বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিল যে তিনি স্বয়ং এ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া একটী শুষ্ক পত্রের উপর আর একটী পত্র থাকিতে দিবেন না—একখানি প্রস্তরেরও তলদেশ দর্শন না করিয়া বিরত হইবেন না। প্রধান পথপ্রদর্শক হইতে অস্বীকার করায়, সন্ন্যাসী একটী সুচতুরা পল্লীবাসিনী ও চারিজন বলিষ্ঠ গ্রামবাসীকে লইয়া সূর্য্যোদয়ের পরই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে গুহায় উক্ত প্রধানকথিতা রমণী ও তাহার পরিচারিকা বাস করিয়াছিলেন সে গুহায় স্ত্রীলোকবাসের কত চিহ্নই রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে একটী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থ শিখরদেশেও অল্পকালের জন্য স্ত্রীবাসের প্রমাণ লক্ষিত হইতেছিল।

অদূরে বাদল ও শ্যামলাল মনোযোগের সহিত কি নিরীক্ষণ

করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে কত কি বলিতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহারাও সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে বলিল, "গেল রাত্রে এ পাহাড় থেকে একটি মেয়ে লোককে ও পাহাড়ে লেগেছে"। সূক্ষ্মদর্শীগণই শিশির-সিক্ত দূর্ব্বা ও ভূপতিত বৃক্ষপত্রের উপর সে চিহ্ন দেখিতে পান। সন্ন্যাসী তাহা দেখিতে পাইলেন।

বাদল ও শ্যামলাল এবং চাম্‌রে পদাঙ্ক দেখিতে দেখিতে অগ্র-গামী হইল। সন্ন্যাসী পদাঙ্কদূতের কবিত্ব ভাবিতে ভাবিতে ধীর-পদবিক্ষেপে যাইতেছেন অন্য সকলে নীরব ও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী। পরিশেষে পূর্ব্বকথিত উচ্চশিখরস্থ গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী সঙ্গীগ্রামবাসীদিগকে কোনরূপে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে বলিলেন। তাহাদগের মধ্যে একজন বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে শুষ্ক 'শোলা' বাহির করিয়া এরূপ ভাবে ধরিল যে, অপর ব্যক্তি লাঠীর শিরোভূষণ লৌহ একখণ্ড প্রস্তরের উপর পুনঃপুনঃ আঘাত করাতে যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল তাহা সেই দগ্ধমুখ শোলার উপর পতিত হইল। শোলাধারী তৎক্ষণাৎ সবলে ফুৎকার দেওয়াতে শোলা ধরিয়া উঠিল। এইরূপে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জনৈক গ্রামবাসী এমন একখানি অনায়াসলব্ধ কাষ্ঠ ধরাইল যে তাহা বহুক্ষণ তৈলাক্ত মশালের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।

উক্ত প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হস্তে সন্ন্যাসী গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে বাদল ও শ্যামলাল। গুহাভ্যন্তরস্থ স্ত্রীবাসচিহ্ন-স্বরূপ সমস্ত পদার্থ সংগ্রহ করিতে করিতে সহসা সন্ন্যাসী স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার দেহ নত ও নয়ন দ্বয় জলভরাক্রান্ত হইতে লাগিল। সৎপ্রকৃতি সাধু কি দেখিয়া

এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িলেন! যথেচ্ছায় অঙ্গারঘর্ষণে গিরিগাত্র কলঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় কিছু লিখিত আছে। ঠাকুর অশ্রু মোচন করিতে করিতে নীরবে পড়িলেন—

লছ্‌মনিয়া মঙ্গীলাল বসি একাসনে
হাসিবে, ভজিবে নাথ! তব শ্রীচরণে
প্রাণের অন্বেষা মম ভাসাবেনা আর
জগৎ চক্ষের জলে—মিলিবে তাহার
প্রেমের সুপাত্র। তবে ললিতা হাসিবে
প্রবোধ হৃদয়ে রাখি, তোমারে তুষিবে।
বেহারী দস্যুর করে, হইয়া বন্দিনী—
সাধু আর শিবদয়া সঙ্গে কঙ্গালিনী—।

তাঁহার ভাব দর্শনে বাদল ও শ্যামলাল উভয়েই অবাক হইয়া পরস্পর পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ মোহমুগ্ধ থাকিবার পর ভাবিলেন, "নিষ্ঠুর দস্যুগণ নিশ্চয়ই দস্যু-সঙ্গিনী কথিত মঙ্গীলালকে বিরহানলে দগ্ধ ও চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহার লছ্‌মনিয়ানাম্নী সাধ্বী রমণীকে হরণ করতঃ এই স্থানে রাখিয়াছিল। সখী অন্বেষা ও প্রাণেশ্বরীর লিখিত জগৎ শব্দের সহিত কি সম্বন্ধ,তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রেমাধার অপ্রাপ্তে সখী যে কাতরা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আপাততঃ দেখিতেছি প্রণয়িণী আমার একাকিনী নহেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণ সহচরী তাঁহার কাছেই আছে, লছ্‌মনিয়াও ব্যথার ব্যথিত। শম্ভো! এ অঘটন—ঘটন তোমারই দয়া। আমাকে বুদ্ধি ও শক্তি দাও—যেন আমার শক্তি আমি দেখিতে পাই"।

যাহা হউক আর কাল বিলম্ব অকর্ত্তব্য বিবেচনায় তিনি সকলের সহিত গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং বাদল শ্যামলাল ও চামরেকে পূর্ব্বোক্ত রূপে চিহ্ন দর্শনে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে যথা সম্ভব দ্রুতপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এক্কার গতি ও অন্যান্য নানারূপ চিহ্ন দর্শন ও সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা সকলে নিশীথ সময়ে বাকীপুরে উপস্থিত হন। সন্ন্যাসীর সুমিষ্ট বচন ও অকাতরে অর্থদানে উক্ত বলিষ্ঠ গ্রামবাসী চতুষ্টয় তাঁহাদিগের সঙ্গী হইয়াছিল।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

'কাপালিক।'

রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে। বাকিপুরে গৃহস্থের বাটী, বিপনি, সমস্তই অর্গলাবদ্ধ। রাজপথ লোকশূন্য। মধ্যে মধ্যে দূর হইতে পুলীস প্রহরীর গলাবাজী শুনা যাইতেছে, এমন সময়ে আমাদিগের সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেই সুপ্ত নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'রাজপথ যখন লোকাকীর্ণ ছিল, তখনই দস্যুগণ নগরের মধ্য বা প্রান্ত দিয়া গমন করিয়াছে। এ নিশীথ সময়ে যে সকল পুলীসের প্রহরী রাজপথে বিচরণ করিতেছে, তাহারা তৎকালে নিজ নিজ আবাস স্থান বা পুলীসে নিদ্রিত অথবা তাহারা সে সময়ে অন্য কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল; সুতরাং প্রাতঃকালের পূর্ব্বে আমাদিগের গন্তব্য পথ স্থির করা যাইবে না। অতএব এক্ষণে বিশ্রাম করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। সঙ্কট বা বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই মহাজন পন্থা।'

রাজপথ-পার্শ্বস্থ একটী পান্থশালায় তাঁহারা সকলেই বিশ্রাম করিলেন। অশ্বগণও ক্ষুধার দানা ও তৃষ্ণার জল পাইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বিগতক্লান্তি হইয়াছিল। পর দিবস বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত অনুসন্ধান করিয়া সন্ন্যাসী জানিলেন যে, পাঁচজন রমণী ও কতিপয় এ প্রদেশের লোক নৌযানে উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছে। সত্বর স্নানাহার সমাপন করিয়া তিনি অন্যান্য সকলের সহিত ভাগীরথীর অপর পারে গমন করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে দশ বার' ক্রোশ গমনের পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, দস্যুগণ রমণীদিগকে একায় আরোহণ করাইয়া হিমালয়াভিমুখে গিয়াছে এবং ক্ষুৎ পিপাসা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা অধিকতর বেগে নগাধিরাজোদ্দেশে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পথে ২।৩ খানি একার দাগ ধরিয়া তাঁহারা একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ইতর বা কৃষক জাতীয় কতিপয় লোক বাস করে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও সন্ন্যাসী প্রণয়িণী বা সহচরী প্রভৃতির কোন সন্ধান পাইলেন না—শুনিলেন সেই পল্লীর অদূরবর্ত্তী বনমধ্যে দুইজন সাধু কালাতিপাত করিতেছেন। পল্লীর পশ্চিমদিকের বনে একটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মধ্যে একজন সাধু বাস করেন এবং পূর্ব্বদিকের বনে পর্ণকুটীর মধ্যে অপর সাধু কিয়ৎকাল অতিবাহন করিতেছেন।

তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বহুদূর হইতে নানাবিধ ভদ্রাভদ্র লোক আগমন করিয়া থাকে। ভদ্রলোক বা তাঁহাদিগের অঙ্গনাগণ অশ্ব, পালকী, একা বা গো শকটে আসিয়া থাকেন। সেই জন্যই পথে একার চাকার দাগ ছিল। চক্রচিহ্নের কারণ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ হইলেও, ঠাকুরের অন্তঃকরণ

অধিকতর অস্থির ও বদন অতিশয় বিষণ্ণ হইল। আশার ক্ষীণালোকের পরই নিরাশ্বাসের অন্ধকার গাঢ়তরই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের সন্ন্যাসী আশাভঙ্গে নিশ্চেষ্ট হইবার লোক নহেন। তিনি জানিলেন পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকসকলেই মন্দিরবাসী সাধুকে বিশেষ ভয় ও তন্নিবন্ধন ভক্তি করে ও অভাব বোধ করিলেই তাঁহার আহার যোগায়। দু'একটী নিরীহ বৃদ্ধ উপদেশ পাইবার আশায় কুটীরবাসী সাধুর নিকট গমন করিয়া থাকে। উভয় সাধুর বাসস্থানে যাইবার পথ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ঠাকুর সন্ধ্যাবন্দনাদির পর যৎকিঞ্চিৎ জলযোগান্তে সঙ্গীদিগকে প্রসাদ দিলেন। হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যাঘ্রের ভয় থাকিলেও অনুরাগীর গতিরোধ হয় না। চামরেকে অশ্বরক্ষার নিমিত্ত সেই পল্লীতে রাখিয়া সন্ন্যাসী বাদল ও শ্যামলালের সহিত লাঠিহস্তে বহির্গত হইবেন, এইরূপ উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক জীর্ণাশীর্ণা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সজলনয়ন ও কাতরবচনে তাঁহাকে গ্রাম্যভাষায় বলিল, "বাবা, এ সময়ে সে ভয়ানক মন্দিরবাসী সাধুদর্শনে বাহির হইও না। পথে ত ভয় আছেই আছে—উপরন্তু ক্রুদ্ধ হইলে সে সাধু মনুষ্যকে গো, মহিষ বা মেষ করিয়া দেয়। অথবা যে দুর্ভাগা তাহার বিষনয়নে পড়ে, সে লোপ পাইয়া যায়।"

এ পর্ণকুটীরে—বৃদ্ধার সে জীর্ণ শরীরে—মহামায়ার মন্দির আছে বুঝিয়া সন্ন্যাসী মুগ্ধ। তাহার সে পবিত্র শরীরে মলিন ও জীর্ণ বসন দেখিতে অশক্ত হইয়া তিনি তাহার হস্তে পাঁচটী টাকা দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি নূতন বস্ত্র ক্রয় করিও। আমাদিগের জন্য ভাবিও না, আমিও সাধু, তিনিও সাধু। জোঁকের গায়ে

জোঁক বসে না—তিনিও আমার কোন অপকার করিতে পারিবেন না।”

বৃদ্ধার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছে ও নয়ন হইতে দর দর ধারা বহিতেছে,—এমন সময়ে একজন বলবতী যুবতী কম্পান্বিত কলেবরে আগমন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর পদতলে পতিতা হইল। তাহার নয়নে জল ও বদনে বিলক্ষণ ক্রোধের আবির্ভাব দেখা যাইতেছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তাহার স্বামী—উক্তা বৃদ্ধার পুত্রকে—ঐ সাধু যে কি করিয়াছে তাহা তাহারা জানেনা। মাসাবধি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চক্ষের জলে ভাসিয়া, তাহারা, অর্থাৎ শাশুড়ী বৌ উভয়েই, সে বনবাসী সাধুর চরণপ্রান্তে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে তিনি বলিয়াছেন, যদি তাহারা কাহারও নিকট তাহার অর্থাৎ বৃদ্ধার পুত্রের নামোল্লেখও না করে ও তাঁহার নিকট আর না যায়, তাহা হইলে কালে তিনি তাহাকে আবার মনুষ্য করিয়া বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। যুবতী করযোড়ে আমাদিগের ঠাকুরকে সকাতরে নিজ ভাষায় বলিল, “মহাশয়! যদি দয়া করিয়া আমার স্বামীর অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হই।” বৃদ্ধা কোঠরস্থ নয়ন কপালে তুলিয়া ভয়-কম্পিত স্বরে সবেগে বলিল “কম্‌বক্তির বেটী! কি করিলি!”

সে বধুর কথা কাহারও নিকট প্রকারান্তরেও প্রকাশ করিবেন না বলিয়া এবং অসম্ভব না হইলে তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন স্বীকার করতঃ সন্ন্যাসী নিঃশব্দে শিবনাম করিতে করিতে বহির্গত হইলেন।

তখন রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। অমাবস্যা হইলেও আকাশে

মেঘ না থাকাতে, তাঁহারা যথাশ্রুত পথে যাইতে ক্লেশানুভব করিতে ছিলেন না। সকলেই নিঃশব্দে অথচ যথাসম্ভব দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রান্তর পার হইয়া বনমধ্যে প্রবেশের সময় হইতেই সন্ন্যাসী সম্মুখে, শ্যামলাল পশ্চাদ্ভাগে ও বাদল উভয়-পার্শ্বে অতি সতর্কতার সহিত দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন ও লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অনতিদূরে আলোক দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কিয়ৎকাল চিন্তার পর বাদল ও শ্যামলালের কর্ণে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভূমি-তলে শয়ন করিলেন। গুরুর অনুকরণ করিতে শিষ্যদ্বয় ক্ষণ-বিলম্ব করিল না। তদবস্থায় কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তাঁহারা দেখিলেন একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় ও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ পুরুষ দক্ষিণমুখে ও অপর দুইটী অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় লোক উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে কথোপকথন করিতেছে। নিকটে অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সন্ন্যাসীর সঙ্কেতানুসারে বাদল ও শ্যামলাল উক্ত অপর দুইটী লোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃক্ষান্তরালে সরীসৃপের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠাকুরও তদ্রূপে অগ্রসর হইয়া সেই দক্ষিণাভিমুখী বলিষ্ঠ লোকের পশ্চাদ্ভাগস্থ ইষ্টকস্তূপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপের মধ্যে থাকিয়া উৎকর্ণভাবে তাহাদিগের কথা শুনিতে ও বিস্ফারিত নয়নে তাহাদিগের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। অল্প-ক্ষণ মধ্যেই তিনি বুঝিলেন বলিষ্ঠ লোকটী একজন ভ্রষ্ট কাপা-লিক। ধনোপার্জ্জন ও ইন্দ্রিয়-সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। তাহারা সিদ্ধ হইবার আড়ম্বর ছলনা মাত্র। অষ্টমী চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যার রাত্রে সে সিদ্ধ হইবার প্রয়াস পায় এবং দুরূহ বা দীর্ঘকালব্যাপী

রোগের ঔষধ দিয়া ও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল বলিয়া লোকের নিকট দেবপূজারভানে অর্থোপার্জ্জনে রত থাকে। লভ্যের সম্ভাবনা থাকিলে কাপালিক দস্যু, তস্কর বা অপর দুষ্টলোকদিগের সহায়তা করিতেও ক্রটী করে না। মধ্যে মধ্যে সে মন্ত্রঃপূত বা শোধন করিয়া পাত্রে অর্থাৎ শুষ্ক নরকপালে সুরা ঢালিতেছে এবং আপনি পান করিয়া চেলাদিগকে প্রসাদ দিতেছে। নেশা-বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ তাহার কর্কশ-স্বর—তাহার দম্ভ ও গূঢ়কথা প্রকাশ হইতে লাগিল। সে একবার কটূক্তি করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্, বেটা বালগোবিন্দ, তুই নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়্ছিস্। এতদিনেও তুই একটা চণ্ডালের দেহ সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লি না।" বালগোবিন্দ নেশার ঝোঁকে কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে বলিল, "যা হবার নয়, তা বালগোবিন্দ কি ক'রে করে? চাঁড়া-লের গাঁয়ের কাছে আড্ডা কর, দেখ একটার বদলে কটা চাঁড়ালের মড়া এনে দেই। বাঘের মুখ আর পুলীসের চোখে ধূলো দিয়ে দশকোশ তফাৎ হ'তে মড়া করে, তা বয়ে আনা সোজা কথা নয়। মুকুন্দের মত মাগী আনা কায্ আমাকে দিতে, তা হলে একটার বদলে রোজ রাত্রিতে দশটা জুটিয়ে দিতুম।" মুকুন্দ চটিয়া বলিল, "আর তুই দুটো চোখ্ থাক্‌তে অন্ধের মতন ফিরে আসিস্, আর মুকুন্দ কত কাযের সন্ধান এনে দেয়।' সদর্পে 'চুপ্' বলিয়া কাপালিক জিজ্ঞাসা করিল, 'আজকের খবর কি বল্।' মুকুন্দ হাসিয়া বালগোবিন্দকে বলিল, "বল্ না, কি সন্ধান নিয়ে এসেছিস্।" বালগোবিন্দ বলিল, "বজ্‌রঙের মা বেটী টনা হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার রাগ্‌টা বড় মস্তে উঠেছে—সে দেবতার কাযে না লাগে, তাহ'লে বালগোবিন্দায় নমঃ করে দেব।"

এই কথা বলিয়া বালগোবিন্দ হাসিয়া উঠিল, কিন্তু কাপালিক অতি ভয়ানক রবে একবার মা বলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "লে আয় সে বজরঙে বেটাকে। আজ তারই দেহের উপর আসন কর্‌বো—দেখি বেটী দেখা দেয় কি না।

মুকুন্দ বলিল, 'আমার কথাটা শুনে আসন কর।' 'পেলারাম যে মাগীদের নিয়ে জয়পুর ফয়পুরের দিকে গিয়েছে, তাদের লোক খুব বুদ্ধি ক'রে সন্ধান কর্‌ছি ভেবে এই গাঁয়ে এসে পড়েছে। কাল যদি গোণাতে আসে, ত ভালই। নইলে কি কর্ত্তে হবে বলে দাও। তাদের মধ্যে একবেটা আবার সন্নিসী সেজেছে। তারা কিন্তু ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যাবার ছেলে নয়'। কাপালিক বলিল, "যদি গোণাতে না আসে, তা হলে আমি একটা সাদা জড়ী দেব। যেমন ক'রে হ'ক, সেইটে তাদের গায়ে একবার ঠেকিয়ে দিবি—তা হলেই দেখ্‌বি, তারা ভেড়ার মত তোদের পিছু পিছু ঘুরবে। থাক্ ও কথা থাক্। শনিবারে অমাবস্যার যোগ রোজ রোজ হয় না। মুকুন্দে, যে পাটগুলর ওপর আমি শুই, তা হতে কিছু পাট নিয়ে তুই হাত দশেক দড়ি পাকিয়ে নিয়ে আয়। ঐ গাছের ডালে তার এক মুড় বেঁধে, শেষে একটা ফাঁস তৈয়ার ক'রে ফ্যাল্। আর বাল্‌গোবিন্দ, তুই বজরঙ্গী বেটাকে বেশ করে শোধন করবি—মদ খাওয়াবি। আজ আমাকে মা দেখ্‌তেই হবে

মুকুন্দ যাইতে যাইতে বলিল, আমি দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁস করে দেব, কিন্তু গোবে তারে লটকে দেবে।

বালগোবিন্দ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁরে শালা, তাই হবে। মরদের কায কবে তুই করেছিস্"।

তাহারা উভয়েই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেই, সন্ন্যাসী দত্তায়-

মান হওতঃ যথাসম্ভব নিঃশব্দে অথচ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া বাদল শ্যামলালও নিঃশব্দে সেই অন্ধকারে উঠিয়া বসিল। কাপালিক মদ্য পান করিতে করিতেও সন্ন্যাসীর পদশব্দ শুনিতে পায় নাই এমন নহে—তবে সে শব্দ মুকুন্দেরই পদশব্দ বিবেচনা করিয়া বলিল, "কাযের সময় বেটার যত দেরী। শীগ্‌গির দাঁড়া‌ পাকা। আমার দুইপ্রহরের মধ্যেই আসন কর্‌তে হবে।

ইত্যবসরে ঠাকুর তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াই দুই হস্তে তাহার গলদেশ এরূপে ধরিলেন যে, তাহাকে আর অধিক নড়িতে চড়িতে হইল না। কিন্তু জ্ঞান হারাইবার পূর্ব্বে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, মনুষ্যের গলদেশে এমন শিরা আছে যে, তাহা একবার মাত্র সবলে ধরিলেই তাহার চৈতন্য লোপ হয়, এবং কিঞ্চিদধিক কাল সেরূপ ধারনে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইতিমধ্যে শ্যামলাল বাদল উভয়েই তথায় উপস্থিত। সন্ন্যাসী সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে কাপালিকের হস্ত পদ বাঁধিতে বলিলেন। তাহারা উভয়েই নিজ নিজ কটীদেশ হইতে দড়ী বাহির করিল। চক্ষের নিমেষে একজন সে ভয়ানক মূর্ত্তির পদ ও অপর জন তাহার হস্তদ্বয় এরূপে বন্ধন করিল, যে চৈতন্য লাভ হইলেও কাপালিক আর কিছুতেই স্বয়ং সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারে। তৎপরেই বাদল ও শ্যামলাল, যে ভগ্ন মন্দিরে মুকুন্দ দড়ী প্রস্তুত করিতেছিল, সেই দিকে নিঃশব্দে গমন করিল। যে স্থানে বালগোবিন্দ বজ্‌রঙ্গীকে সুধা পান করাইতেছিল, সন্ন্যাসী নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার নিকটে গমন করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। যে মাত্র মুকুন্দ ও বালগোবিন্দ বাহিরে পদক্ষেপ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই কাপালিকের ন্যায় বাদল ও সন্ন্যাসীর

হস্তে তাহাদিগের গলদেশ ধৃত হইল। পর মুহূর্ত্তেই তাহাদিগেরও চৈতন্য লোপ। শ্যামলাল মুকুন্দের হস্তপদ বন্ধন করিয়া বালগোবিন্দকে বন্ধন করিবার জন্য ঠাকুরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সে আবদ্ধ হইলেই, সন্ন্যাসী দ্রুতপদে মুকুন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'গোঁয়ার কি করিয়াছে' বলিয়া মুকুন্দের উভয় পার্শ্বের পঞ্জরে আঘাত করিতে করিতে তাহার দেহ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তাহাতেও শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া তিনি শশব্যস্তে তাহার জিহ্বা টানিয়া বাহির করিলেন—হরি হরি বল—এইবার একরূপ বিকৃত গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া মুকুন্দ শ্বাস গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসী কর্তৃক ভৎসিত হইয়াও বাদল মনে মনে ভাবিতেছিল, "গুরু কি কৌশলই শিখাইয়াছেন। লাঠীটি ঝাঁকৃতে হয় না, চড় চাপড়টীও মার্‌তে হয় না। একটু জোরে শিরটী টেপ, আর চোখ পালটে দেখ—বাছা ঠিকানায় গিয়েছে"।

নিকটস্থ বৃক্ষমূলে সশিষ্য কাপালিক উত্তমরূপে আবদ্ধ হইলে, প্রথমে তাহার ও পরে শিষ্যদ্বয়ের চৈতন্য লাভ হইল। এবং তাহারা শুষ্ককণ্ঠে মদ মদ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

বাদলের ইচ্ছা তাহাদিগের বদনে মদের পরিবর্ত্তে অন্য কোনরূপ পানীয় দেয়। কিন্তু গুরুর আজ্ঞায় তাহাকে নিকটস্থ পূর্ণকুম্ভ হইতেই বন্দীদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

সর্পাদি হিংস্র জন্তু সহসা আবদ্ধ বা ধৃত হইলে যেরূপ ক্রোধে অধীর হইয়া ভয়াবহ শব্দে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, বলবান কাপালিকও তদ্রূপ বিকটরবে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে ও অভিশাপ দিতে লাগিল। বালগোবিন্দ কাযের লোক; আরক্তনেত্রে শত্রুবদন দর্শন করা অপেক্ষা সে এই অবসরে নিদ্রার সুখ

ভোগ করিতে লাগিল। মুকুন্দ গলদেশে বেদনা অনুভব করিতেছে এবং কাতর নয়ন ও করুণবচনে সন্ন্যাসীর দয়ার প্রার্থী হইয়া সানপক্ষে তাহার পদদ্বয় মুক্ত করিতে বলিতেছে—ভাবিতেছে, সে যখন এ সবল শত্রুদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবেনা, তখন হস্ত আবদ্ধ থাকিলে তাহার ক্ষতি কি। মুক্ত-পদ হইলে সে চটপট চম্পট দেয়।

বজ্‌রঙ্গী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে ও সন্ন্যাসীর পদ সন্নিকটে বারম্বার মস্তক লুটাইতে লুটাইতে মূর্খ ভালমানুষের ন্যায় 'উ উঁ' করিয়া কাঁদিতেছে। করুণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে স্থান হইতে থানা কতদূর।

বজ্‌রঙ্গী উত্তর করিল, "থানা ৭।৮ কোশ দূরে। ফাঁড়ী নিকটে। কিন্তু আমি এ কয়েক দিনে বুঝেছি যে, ফাঁড়ীদার এদের দল-ভুক্ত।

সন্ন্যাসী। তুমি কিরূপে জানিলে যে ফাঁড়ীদার ইহাদের সহায়তা করে?

বজ্‌রঙ্গী। ফাঁড়ীদারই আমাকে বলেছিল, যদি কেউ শনি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর গাঁজা মদ ও চাট্ দিয়ে সমস্ত রাত বড় সাধুর খেজ্‌মৎ করতে পারে, তাহ'লে সে যত টাকা চায়, তত টাকাই পায়। আমি যে শনিবার গাঁজা মদ আর ভিজে মটরভাজা নিয়ে সাঁঝের পর এখানে আসি, সেই রাতেই বুঝি যে, এরা ভয়ানক লোক, আর সেই জন্মি আমাকে এরা এম্‌নি করে বেঁধে রেখেছে।

সন্ন্যাসী। তুমি কিরূপে বুঝিয়াছিলে যে এরা ভয়ানক লোক!

বজ্। আমি ঐ গাছটার গোড়ায় এসেই শুনি একটা মেয়ে-লোক প্রাণ ফাটিয়ে কাঁদ্‌ছে, আর এদের হাতে পায়ে পড়্‌ছে।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। যদি ফিরে যেতুম, ত 'করতুম ভাল। কিন্তু তা আমি পারি নাই। আমি আস্তে আস্তে এই ভাঙ্গা মন্দিরের পূবদিকের দেওয়ালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা ফুটার মধ্যে দিয়ে দেখি আমাদের গ্রামের ফুকোর পরিবার হাঁপাচ্ছে আর কাঁদ্‌ছে। ছোট গোঁসাই তারে রাজি করবার জন্যে মিষ্টি কথা বলছিল। কিন্তু ঐ কালান্তক যম তাকে একটা লাথি মেরে বের করে দিয়ে বৌকে চেপে ধর্‌লে, আর ঐ মেজ গোঁসাই জোর করে তার মুখ খুলে মদ ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। তারপর যা কর্‌তে গেল তা আর মহাশয়কে কি বল্‌ব? থাক্‌তে না পেরে, আমি যেমন বলেছি, "তোমরা সাধু, এ কি কর"—আর, ঐ বড় ডাকাতের হুকুমে মেজটা এসে আমাকে ধর্‌লে। ওর গায়ে এত জোর যে, খানিক ছটফট্‌ করে আমি কেঁচো হয়ে পড়্‌লাম। আমাকে বেঁধে ঐ ভাঁড়ার ঘরটার ভেতরে রেখেছিল। দিনরাতের মধ্যে একবার একটু জল ও কিছু খেতে দিয়ে আবার আমার মুখ বেঁধে রাখ্‌ত। সেই শনিবার শেষ রাত্তেই দেখি ফুকোর বৌ মরেছে—আর তার পায়ে একটা দড়ি বেঁধে ছোট আর মেজ গোঁসাই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এই এক মাসের মধ্যে ওদের কত বদ মতলব যে শুনেছি—কত ভয়ানক কায্ যে দেখেছি, তা আর কি বল্‌ব!

সন্ন্যাসী। কিরূপ বদ মতলব একটা বল দেখি শুনি।

বজ্‌। কত শুনেছি—তবে মশায়কে দেখে মনে পড়্‌ছে, এক-জন সন্তর পরিবারকে নিয়ে একদল ডাকাত পশ্চিম দিকে ভেগেছে। সঙ্গে আর দুইজন মেয়ে লোক আছে। তার মধ্যে একজন মুসলমানী। ডাকাতরা এমন লোক রেখেছে যে, তারা সন্তকে বলবে

ডাকাতরা বড় পাহাড়ের দিকে এসেছিল। এদিকে এলেই লোক এদের এইখানে গোণাতে আসে। সন্ত জানাতে এলে, যাতে তিনি এই হিমালয় পাহাড় আর জঙ্গলে ঘুরে মরে, তাই বল্‌বে। আর যদি সন্ত মাথাঝাঁকি দেয়, তা হলে হয় এরা তাঁকে ঠিক করে দে মাটীর ভেতর রাখ্‌বে, আর না হয় মন্তর পড়ে গরু মোষ, কি ভেড়া ছাগল করে দেবে। আর না হয় জড়ি ছুঁইয়ে তাঁরে পাগলপানা কর্‌বে। এর মধ্যে ডাকাতরা লক্ষ্ণৌ দিল্লী কানপুর জয়পুর কি অন্য কোন জায়গায় তাদের বেচে টাকা কর্‌বে। এদের দলের লোক সব জায়গায় আছে। এরা জড়ি পাতা কি আর চিজ দেখে সব খবর জানে। এরা শেষে বল্‌ছিল, তারা আজ্‌মীর গাঁয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। তারা কি সেই দিন মীরগাঁয়ে যাবে, ঠিক এই কথা-গুলি বলিয়াছিল?

বজ্‌রঙ্গী। না—বলেছিল 'আজ্‌মীর যাবে'।

এই সময়ে কাপালিক অতিশয় বিকট স্বরে বজ্‌রঙ্গীকে গালি দিয়া বলিল, সে তাহাকে চিরকালের জন্য শূকর করিয়া দিবে। সে কথায় সে সময়েও বজ্‌রঙ্গীর বদন ও নেত্রে বিশেষ ভয়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। সে ভয় ভাঙ্গিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে বাদল কাপালিকের দুইটী কর্ণই লম্বা করিতে বসিল এবং শ্যামলালের চপেটাঘাতে তাহার কৃষ্টবর্ণ বদন আরক্ত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন তাঁহার প্রাণেশ্বরীর সহিত সহচরী ও মঙ্গীলালপত্নী বন্দিনী হইয়াছে এবং সাধুয়া সঙ্গে বা নিকটে আছেই আছে। বলা বাহুল্য যে, এ সংবাদে সন্ন্যাসীর দুশ্চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল।

অতি তীব্রস্বরে শত শত কীট পতঙ্গ ডাকিতেছে। মধ্যে

মধ্যে অন্ধকারস্তূপসদৃশ বৃহদাকার পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনের শব্দ হইতেছে। অনতি দূরে 'ফেউ ফেউ ফ্যাক্' শব্দে ব্যাঘ্রের গমনাগমন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।' এরূপ স্থান ও এমন সময়ে শুষ্ক পত্রের উপরি পশুপদক্ষেপজনিত শব্দে মনুষ্যের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ভয়ানক স্থানে সেরূপ ভয়ানক লোক-দিগের নিকটে, সে ঘোর অমাবস্যার নিশীথকালে, সে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ তমসাচ্ছন্ন অরণ্যেও বজরঙ্গী সুখী। সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বাসিত। আর সেই যমদূত-সদৃশ কাপালিক নিজস্থানেও বাহিরে ক্রুদ্ধ, অন্তরে ভীত ও দুর্ভাবনাগ্রস্থ। মনুষ্যের সুখদুঃখের উপাদান বুঝা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার।

কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সে নিবিড় অরণ্যেও ঘোর অমাবস্যা নিশি প্রভাত হইল। হিংস্রক জন্তু সকল গিরিগুহা বা কণ্টকাকীর্ণ বনে প্রবেশ করিল। নিরীহ খেচরগণ তিমিরারির আগমনবার্ত্তা প্রকাশ করিয়া অপূর্ব্ব রবে বনান্তরাল পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীর সহিত বজরঙ্গী আবার নিজ পরিবার ও কাঙ্গালিনী জননীকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। পুলীসে সংবাদ দিবার জন্য সন্ন্যাসীর পত্র লইয়া দুইজন লোক ছুটিল। ফুকোর জন্য কাতর গ্রামবাসীগণ দ্রুতপদে মন্দিরবাসী সাধুর দুরবস্থা দর্শনে গমন করিল। বাদল শ্যামলালের অতীব অন্যায়, কারণ তাহারা বন্দীরক্ষী হইয়াও বন্দীর অঙ্গে মুষ্টিপ্রহার চপেটাঘাত ও পদাঘাত নিবারণ করিল না। সন্ন্যাসীর ইংরাজী ভাষায় কথোপ-কথন ও পুলীস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ইংরা-জীতে খোসখত পত্রলিখনে কাপালিকের উপর পুঃ ইন্‌স্পেক্টারের

যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ হইতে লাগিল। একরূপ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাহাদিগের হস্তপদে বেড়ী দেওয়া হইল। ফুকোর পরিবারের পূতিগন্ধময় শবদেহ ও আরও কতিপয় মনুষ্যকঙ্কাল ভূমধ্য হইতে সূর্য্যালোকে নীত হইল। ভগ্নমন্দির হইতে নানাবিধ অলঙ্কার ও নগদ অর্থ বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু সূর্য্যের আলোক তাহাদিগের সহ্য হয় নাই বলিয়াই, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইন্‌স্পেক্টার বা জমাদারদিগের অন্ধকারময় সিন্দুকে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

সন্ন্যাসী সঙ্গীগণ সহিত অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে আজমীরাভিমুখে উড্ডীয়মান হইলেন।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শিকার।

পথে সঠিক কোন সংবাদ পাইতে না পাওয়ায় মন উদ্বিগ্নই ছিল। কিছুমাত্র সন্দেহ হইলেই ঠাকুর সহর বা 'দেহাতে' (অর্থাৎ পল্লীগ্রামে) বিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। বাদল, শ্যামলাল চাপরে ও ঠাকুর পথে কিছু কিছু অন্তর থাকিয়াই চলিতেন। এই জন্যই দস্যুদিগের সংসৃষ্ট লোক অনুমান করিতে পারে নাই যে, তাঁহারাই উক্ত স্ত্রীলোকদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক দিবস সন্ধ্যার সময় কানপুরের নিকটস্থ একখানি পল্লীগ্রামে প্রবেশকালে সন্ন্যাসী দূর হইতে দেখিলেন একজন কাপালিকসদৃশ লোকের সহিত একটী সবল ইতরলোক একখানি মৃণ্ময়বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সেই গ্রামবাসী অপর একটী নিরীহ লোকের প্রমুখাৎ তিনি শুনিলেন, উক্ত লোকটীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কোন সাধুর কৃপায় তাহার এ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে।

তাহার মাতা অহঙ্কারী ও কলহপ্রিয়া, কিন্তু তাহার বধূ পরিবার ভাল মানুষ। সন্ধ্যার পর ঠাকুর সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার কলহপ্রিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেয়া! সাধুকা কৃপাসে তোমারি বহুকা লেড়্‌কা নেহি হুয়া" ?

বৃদ্ধা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দন্তবিহীন বদনে কাতরতা প্রকাশ করতঃ বলিল, "নেহি বাবা সাধু তো সাল ভর্‌সে কহতেথে হোবেগা হোবেগা। মগর্‌ আভিতক্‌ কুছ নহি হুয়া"।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমারি বহু কাঁহা হায়" ?

বৃদ্ধা সন্ন্যাসীকে বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া বধূকে তাঁহার নিকট ডাকিল। তিনি বধূকে কিঞ্চিৎ দূরে বসিতে বলিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, 'তুমি দেখিও, অন্য লোক ভিতরে না আইসে"।

সে, বাটীর সম্মুখদ্বারে বসিয়া কখন বহির্ভাগে কভু বা সন্ন্যাসী ও পুত্রবধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী সংস্কৃত ভাষায় দু' একটী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বধূর হস্তে একখানি শুভ্র কিন্তু ক্ষুদ্র লতামূল দিলেন ও বলিলেন, তাহা তামার মাদুলির ভিতর পুরিয়া শনি বা মঙ্গলবারে শুচি অবস্থায় কটিদেশে ধারণ করিতে হইবে। ভাল মানুষ বধূ পুত্র জন্মাইবার ঔষধ পাইয়া পুলকিত ও কৃতজ্ঞ। সন্ন্যাসী সুসময় বুঝিয়া তাহাকে বলিলেন, "কতিপয় দিবস পূর্ব্বে একজন মুসলমানী ও একজন হিন্দুরমণীর সহিত যে 'মায়ী' তাহাদিগের বাটীতে আসিয়াছিলেন, তিনি যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন বা বসিয়াছিলেন, সেইস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক ঐ ঔষধ ধারণ করিতে হইবে'।

করপুটে বধূ নিজ ভাষায় বলিল, "বাবা! ও মায়ী কোন্‌ কোন

স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহা ত' আমার ঠিক নাই। তবে ঐ ঘরে ঐ তিনজন স্ত্রীলোকই নিদ্রা গিয়াছিলেন। মাম়ী মধ্যে ছিলেন আর মুসলমানী ও হিন্দু আওরৎ তাঁহার উভয়পার্শ্বে ছিল। তাঁহার সঙ্গের জোয়ান সব বাহিরের ঘরে শয়ন করিয়াছিল অথবা বাহির হইতে বাটী চৌকি দিয়াছিল"।

অন্তরে শিবনাম করিতে করিতে সন্ন্যাসী বলিলেন, "যে ঘরে 'মায়ী" নিদ্রা গিয়াছিলেন, তুমি সেই ঘরেই ঔষধ ধারণ করিবে"।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সঙ্গীগণ সহিত তিনি সেই রাত্রেই কাণপুরে আগমন করেন।

কখন আশায় কিঞ্চিৎ উল্লসিত, কখন বা নানারূপ বিপদাশঙ্কায় ও তন্নিবন্ধন চিন্তায় কুঞ্চিত ভ্রূ ও গম্ভীর বদনে ঠাকুর দিনের পর দিন প্রত্যূষ হইতে প্রদোষ পর্য্যন্ত অশ্বে, শকটে, বা পদব্রজে আজ্‌-মীরাভিমুখে কভু গ্রামে কভু বা নগরে প্রণয়িনীর গমনবার্ত্তা জানিতে চেষ্টা করিতেন—আর কেহই কিছু স্থির বলিতে পারিত না। এক দিবস প্রাতঃকালে দিল্লীতলবাহিনী যমুনার পূর্ব্বকূলবর্ত্তী প্রান্তরে কতকগুলি লোক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতেছে, "আগর্ উওঃ ধামুকী এহাঁপর রহেতা, ত' ইয়ে শিয়া (সজারু) কভি ভাগ নেহি সাক্‌তা"।

সন্ন্যাসী তাহাদিগের নিকট 'ধামুকী' সম্বন্ধে যাহা জানিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিলেন যে, সাধুয়া সন্ন্যাসিনী আয়েষার সঙ্গে না থাকুক, সে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার পরিচিত ও শিষ্যসদৃশ সবল লোকদিগের সহিত দেখা হইত। তিনি প্রকারান্তরে তাহাদিগের নিকট সন্ন্যাসিনী সম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহই কিছু বলিতে না পারায় তিনি বুঝিয়া-

ছিলেন, বেহারী দস্যুগণ অতিশয় ধূর্ত্ত ও সতর্ক। যাহা হউক দিল্লী, বন্দীকুই ও জয়পুর প্রভৃতি স্থানের শোভা দর্শনার্থে ঠাকুর একদিনের জন্যও অপেক্ষা করেন নাই। আজ্‌মীরই তাঁহার লক্ষ্যস্থল। আজ্‌মীরেই প্রণয়িনীদর্শন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ বা তর্ক করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই হইত না। এক দিবস আজ্‌মীরের ৩।৪ ক্রোশ দূরে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়াও ঠাকুর আশ্রয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাদলাদিও প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত চতুর্দ্দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া কেহ তাঁহার অগ্রে কেহ বা পশ্চাতে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর সে পর্ব্বততলবর্ত্তী নগরে উপস্থিত হইয়া বিপনিতে, পান্থবাসে বা রাজপথে ঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীগণ অন্যের সন্দেহ উৎপাদন না করিয়া সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই; কারণ প্রায় সকলেরই মন ভবিষ্যৎ কোন উৎসবের উৎসাহে আন্দোলিত ছিল। সন্ন্যাসী লোকের এইরূপ মনোভাব সম্যক্‌ বুঝিয়া তদ্দেশবাসী জনৈক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আগামী কল্য বা পরশ্ব এ স্থানে কি কোন উৎসব হইবে"?

তিনি ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন, "অন্য কোন উৎসব নহে, তবে কুমার জগৎ সিংহ আগামী কল্য শিকারে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই জন্যই অনেকেই উৎসাহান্বিত হইয়াছে"।

সন্ন্যাসী পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে স্থানে শিকারের উপযুক্ত ঘোড়া পাওয়া যায় কি না।

উক্ত লোকটি উত্তর করিল, সেরূপ ঘোড়া সেঠ্‌জী ইচ্ছা করিলেই দিতে পারেন। তিনি স্বয়ং শিকার করিতে পারেন না বটে, কিন্তু স্বদেশী বা বিদেশী ভদ্রলোকশিকারী পাইলে তিনি

তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রকাশ করিয়াই থাকেন। তাঁহার বাটীতে অস্ত্র শস্ত্রাদিরও অভাব নাই। যদি আপনার শিকারে আনন্দ থাকে, তাহা হইলে, আগামী কল্য প্রাতঃকালে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেই আপনি অশ্বাদি সমস্তই পাইবেন। ইচ্ছা করিলে অন্ত রজনীতে আপনারা তাঁহার অতিথিও হইতে পারেন।”

সে রাত্রে ঠাকুর একটী পান্থনিবাসের দুইটী পৃথক ঘর ভাড়া করিয়া তথায় সন্ধ্যাবন্দনা ও জলযোগান্তে সুনিদ্রায় ক্লান্তি দূর করিলেন। পরদিন প্রত্যুষেই স্নানাদি কার্য্য পরিশেষ করিয়া তিনি সিপাহীবেশে সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে সেঠজীর ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দর্শনমাত্র দ্বারবানগণ সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিল এবং তাঁহার আগমনবার্ত্তা সেঠজীর জ্ঞাপনার্থে দ্বিতলস্থ দ্বারবানকে চীৎকার করিয়া বলিল। শ্রবণমাত্র পূর্ব্বরাত্রে পরিচিত ভদ্রলোকটী তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার বেশের পরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে সেঠজীভবনে পদধূলি দিতে অনুরোধ করিলেন। “হিংসার আধার ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির হনন দেখিতে আমার আনন্দ আছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশে হিংস্রপশুহিংসাও দেখিতে নাই বলিয়া আমি এই বেশে শিকার দেখিয়া থাকি।”

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সেঠজীর সম্মুখে নীত হইলেন। উক্ত ভদ্রলোকটী তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া তাঁহার ধার্ম্মিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। সেঠজীও যথোচিত সম্মান করতঃ তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রের

বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে তাঁহার বাগান-বাটীতে বাস করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

"বাঘের মুখ হইতে ফিরিয়া ত আসি, তাহার পর কুবেরের অতিথি হইতে কাহার অসাধ হইতে পারে?"—সন্ন্যাসী এই কথা বলিলেন

বিনীতভাবে সেঠজী বলিলেন, ইস্ তাঁবেদারকো আমীর বোল্‌না সাধুকা কাম্ হায়।" এই কথা বলিয়া সেঠজী কুমার জগৎ সিংহের নিকট গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সে সময় কুমারের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি দূরে থাকিয়াই মাড়োয়ারবীর মান-সিংহজীর একমাত্র বংশধরের শিকারকৌশল দেখিব এবং শিকারান্তে সানন্দে তাঁহাকে আশীস্ করিব।

সেঠজী বাটীর বাহিরে গমন করিলে, সন্ন্যাসী শুনিলেন রেসিডেণ্ট সাহেবের কতিপয় মাননীয় বন্ধু সম্প্রতি বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহারা অতিশয় শিকারপ্রিয়। কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদিগের অনুরোধেই শিকারে আসিয়াছেন। তাঁহারা ছোট হাজ্‌রীর পর শিকারে বহির্গত হইবেন। ইতিমধ্যে সাহেবদিগের কুকুররক্ষীগণ নানাবিধ কুকুর লইয়া আজ্‌মীর পাহাড়ের উত্তরদিকস্থ ক্ষুদ্র হ্রদসদৃশ জলাশয়ের পূর্ব্বদিকে যাইতেছে। সেই জন্য অনেক ইতর ও ভদ্রলোক ভিড় করিয়া কেহ কেহ পাহাড়ের উপর, কেহ কেহ বা তলস্থ পথে সেই সকল শিকারলোলুপ কুকুর দেখিতে দৌড়িতেছে। কোন কোন রক্ষী দুইটী, কেহ কেহ বা তিনটি কুকুরের গললগ্নশৃঙ্খল ধরিয়া যাইতে

যাইতে নানাবিধ কটূক্তি করতঃ কুক্কুরগণের অস্থিরতা নিবারণ করিতেছে। ঠাকুর দূর হইতে সেই সকল গ্রে হাউণ্ড বুল ডগাদি কুক্কুর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নিজসঙ্গী বাদল ও শ্যামলালকে বলিলেন, "সাহেবরা, না এ কুক্কুরেরা শিকার করিবে? কুমার জগৎসিংহের কোন লোকের সহিত দেখা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও কুমার জগৎসিংহ কি কুক্কুর লইয়া শিকারে যাইতেছেন। আমার ত তাহা বোধ হয় না।" কুক্কুররক্ষীগণ যখন পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের পূর্ব্বোত্তরদিকস্থ হইল, তখন আর তাহাদিগের নিকট ভিড় রহিল না। বহুলোক বৃক্ষ বা পাহাড়ের উপর হইতেই শিকার দেখিতে মনস্থ করিয়াছিল। সন্ন্যাসী সঙ্গীগণ সহিত বনসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কুক্কুররক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিকার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ইতিমধ্যে বনে লোক প্রেরিত হইয়াছে কি না?" তিনি তাহাদিগের উত্তরে জানিলেন, "এ কার্য্যে সুপটু লোক গতকল্য হইতে বনমধ্যে অনুসন্ধান করিতেছে। এ স্থান হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে লোক আছে। সাহেবদিগের মধ্যে কেহ এদিক কেহ ওদিক এবং কেহ বা মধ্যস্থল হইতে শিকার আরম্ভ করিবেন! যে সকল রক্ষী কুক্কুর লইয়া অগ্রসর হইতেছে, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যস্থলে কেহ কেহ অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করিবে। শিকারী সাহেবরা সেই সেই স্থলে উপস্থিত হইলে, কুক্কুর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অনেকে বলিতেছে 'শিকারের গন্ধ পাইলেই কুক্কুরের দৌড় ও অশ্বারোহীশিকারীদিগের গতি দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইবে। কেহ কেহ সন্ন্যাসীকে বলিল, আপনারা এ কার্য্যে মজবুত হন, তা হ'লে নিকটে থাকুন—আর সেরূপ না বুঝেন, তফাৎ

হইতে আমোদ দেখুন।"

তাহাদিগের বিস্ফারিত নয়ন, প্রফুল্ল বদন ও উৎসাহপূর্ণ বচনে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া কুক্কুররক্ষীগণ নিজ নিজ কার্য্যদক্ষতা ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতেছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গীদিগের অশ্ব দ্রুতকদমে অগ্রসর হইয়া গেল। কুক্কুররক্ষীগণের মধ্যে কেহ কেহ কুত্ কবিল, তাঁহারা দক্ষ শিকারী— কেহ কেহ বলিল, "হয় বাঘের নখে, অথবা ঘোড়ার চা'টে, তাঁহাদিগের দক্ষতা বাহির হইয়া যাইবে। দু'বেটা পাঁচ হাত করিয়া লাঠী ও এক এক খানা ছোরা সঙ্গে ঘোড়ার উপর চড়েছে। আর ভদ্রলোকের ভরসা ছোরা ও তরবার—সাহেবদের সঙ্গে পিস্তলাদি কত রকম অস্ত্র। তবে রাজা মহারাজারা কেবল তরবার হাতেই শিকারে যায়—তা তাঁদের কব্জীর জোর কত?"

দেখিতে দেখিতে অস্ত্রে শস্ত্রে সুশোভিত, ফুল বুট ও ট্রাউআরসার্ট পরিহিত সাহেব শিকারীদিগের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে কেহ কেহ অগ্রসর হইলেন, কেহ কেহ সেইস্থানে অস্থির অশ্বের উপর উপবেশন পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিসের অপেক্ষা? শিকার প্রারম্ভের শুভক্ষণের অপেক্ষা। মহাষ্টমীর সন্ধিপূজার কোপের পূর্ব্বে ভক্তগণ যে ভাবে সে শুভক্ষণের অপেক্ষা করে, শিকারী ও দর্শকগণ এ সময়ে সেইভাবাপন্ন। কেবল কুক্কুরগণ উৎসাহে অস্থির। রক্ষীগণ আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। জগৎসিংহজী উপস্থিত হইলেই শিকার আরম্ভ হইবে। এই জন্যই অনেকেই উদ্গ্রীব হইয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। সহসা রাণামহাশয় সঙ্গীচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে মাড়োয়ারবীরবেশে অশ্বপৃষ্ঠে তথায় উপস্থিত হইলেন।

তৎপরেই ভেঁপু বাজিল। রক্ষীগণের হস্তমুক্ত হইয়া কুকুরগণ ভূমির সহিত মিশিয়াই যেন সবেগে দৌড়িল। শিকারীদিগের অশ্বের পুচ্ছ ও কর্ণ ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত হইল। নক্ষত্র গতিতে তাহারা খানা খন্দ ও লতা গুল্মাদির স্তূপ উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিল। বনস্থলী বাদ্যধ্বনি ও বিকৃত মনুষ্য-কণ্ঠ-নিনাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন স্থানে শৃগালরববৎ 'হুক্যা হুক্যা' শব্দ উত্থিত হইতেছে। কোন স্থানে বা 'উলু উলু উ' শব্দে কুকুর ও শিকারীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছে। দর্শকগণ স্থির থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ দুরবর্ত্তী পথে বনের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া সভয়ে দৌড়িতেছে। এক একটী সমুচ্চ বৃক্ষ-শাখায় শত শত লোক সাবধানে উপবিষ্ট হইয়া বনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। আবার কিছুক্ষণ সে দিকে কুকুর ও শিকারী না দেখিতে পাইলে, তাহা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক হয় অগ্রে, না হয়, পশ্চাতে ছুটিতেছে। মধ্যস্থলে সহসা একটী ব্যাঘ্র দেখাদিল। তাহার উভয়পার্শ্বে সবেগে ধাবিত কুকুর ও পশ্চাতে সাহেব শিকারীদ্বয়ের উড্ডীয়মান অশ্ব। তাহার উপর আবার মনুষ্য-কণ্ঠনিঃসৃত 'হুক্যা হুক্যা' শব্দ। বাঘ করে কি? কিঞ্চিৎ দূরে বাদল ও শ্যামলাল অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক লাঠী হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। বাঘ শ্যামলালকে ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিল। শিকারী সাহেবদ্বয় ও কিঞ্চিৎ দূরস্থ দর্শকবৃন্দের গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু শ্যামলাল সুস্থির চিত্তে ও হাস্য বদনে মস্তকোপরি পতনোন্মুখ করাল ব্যাঘ্রবদনে নিজ হস্তস্থিত লাঠী সবেগে প্রবেশ করিয়া দিল। একপদ অগ্রে ও একপদ পশ্চাতে রাখিয়া সে এরূপ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল যে, ব্যাঘ্রের ভারে

তাহার সবলদেহ বিশেষ আন্দোলিতও হইল না। কিন্তু ব্যাঘ্রের স্কন্ধদ্বয় বাহিয়া রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। নিজ স্বভাবের পরিচয় দিয়া ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ তাহার বিপরীত দিকস্থ বাদলের শিরঃ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সশব্দে লম্ফ প্রদান করিল। সেই শব্দে পূর্ব্বোক্ত একজন শিকারী সাহেবের অশ্ব সবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক একটী বিল মধ্যে পতিত হওয়াতে, সাহেব আসন-চ্যুত হইয়া সহসা ভূপৃষ্ঠ চুম্বন করিলেন। কিন্তু উপহাসাস্পদ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল বিবেচনায় তিনি অনিচ্ছা স্বত্বেও কোঁৎ পাড়িতে পাড়িতে পঞ্জরের 'ফিক্' বেদনা বিস্মৃত হওতঃ ঈষৎ বক্রভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সরিষার 'ফুল' দেখিতে দেখিতে নিজ নাসিকার উপর শুভ্র ক্যাম্‌ব্রিকের রুমাল ধরিলেন। কিন্তু ক্ষণমধ্যে তাহা রক্তবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সুউন্নত নাসি-কার বর্ত্তমান অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিল। এ দিকে বাদলের নিকট ব্যাঘ্র পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শ্যামলালের উপর ঝাঁকিল। সন্ন্যাসীসঙ্গীদ্বয়ের নিকট বারম্বার এরূপ সমাদর প্রাপ্তেও হিংস্রক নরঘাতী প্রীত না হইয়া নরশোণিতাক্ত সাহেবের উপর সবেগে পতিত হইল। সাহেব শক্ত মাংসপেশীর পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শার্দ্দুলের গলদেশ ধারণ করিলেন। দুই হস্ত আবদ্ধ থাকাতে পিস্তল বাহির করিতে অশক্ত হওয়াতেই সাহেব ভূপতিত—ব্যাঘ্র তাঁহার পৃষ্ঠের উপরে। 'ব্রিটিস্‌বরন্' 'সবজে-ক্টের' উপর অত্যাচারে যে কি শাস্তি আইনে লেখে, তাহা ব্যাঘ্র জানিত না বলিয়াই, সে এরূপ কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু ক্ষণেকে প্রলয় হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া অথবা 'উইলফুল্ মার্ডারের' 'এবেটমেণ্ট' অর্থাৎ সহায়তা দোষে দুষিত হইবার আশঙ্কায়

সন্ন্যাসী চক্ষের নিমেষে অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের গলদেশে এরূপ সবলে ছুরিকাঘাত করিলেন যে, সে নরশোণিতলোলুপ শার্দ্দূল তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত শিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার নখর দ্বারায় ভূপৃষ্ঠ ছিন্ন করিতে করিতে কোঁতাইতে লাগিল। দয়াল সাধুর দ্বিতীয় ছুরিকাঘাতে তাহার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। চৈতন্যলুপ্ত ছিন্নবিছিন্নবাহু সাহেবের দেহ ঝুলনযাত্রা দেখিল অর্থাৎ ঝোলনায় স্থাপিত হইল। বাহকগণ তাঁহাকে লইয়া আজ্‌মী-রাভিমুখে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া জগৎসিংহ ফেনপুঞ্জসুশো-ভিত নক্ষত্রগতি অশ্বে আগমন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সে অবস্থাতেও হাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন, "ধন্য মহারাজ!" এই সময়ে সশব্দে ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। সকলেই আবার তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে। অশ্বগণ বায়ুবেগে আবার ধাবিত। পূর্ব্বোক্ত হ্রদসদৃশ জলাশয়ের নিকট-বর্ত্তী স্থানে একটি বৃহদাকার নেকৃড়েবাঘ বাহির হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্ধাবিত কুক্কুরের মধ্য হইতে একটী বৃহদা-কার (Blood-Hound) (ভয়ানক কুক্কুর) নেকৃড়ের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাহার গলদেশে তীক্ষ্ণধার দন্ত বসাইয়াছে। জনৈক শিকারী সাহেব (Dagger) (বড় ছোরা) হস্তে ব্যাঘ্রের নিকট বর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে বায়ুবেগে চালিত অশ্ব হইতে জগৎ-সিংহ তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। সাহেব জগতের উদ্দেশ্য বুঝিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার অনুরোধ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দু' এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই অশ্ব হইতেই উল্লম্ফন পূর্ব্বক মাড়ো-য়ারবীর পশ্চাদ্দিক হইতে ব্যাঘ্রের সম্মুখের পদদ্বয় বজ্রমুষ্টিতে

ধরিয়া সবলে সে পদ তাহার পৃষ্ঠের উপর আনিলেন এবং চীৎকার স্বরে 'বাঁধ' বলাতে তাঁহার সঙ্গীচতুষ্টয়ের মধ্যে দুইজন তাহার সেই দুই পদ দৃঢ়রূপে তাহার পৃষ্ঠেরদিকে বন্ধন করিল—অপর দুই সঙ্গী নেকড়ের পশ্চাৎ দিকের দুই পদ সবলে বাঁধিল।

বলা বাহুল্য যে, জগৎসিংহসমাগমে কুকুর ব্যাঘ্রপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়াছিল। ব্যাঘ্রের পশ্চাৎপদোত্থিত মৃত্তিকা ও ধূলিরাশিতে শিকারী সাহেবের আপাদ মস্তক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ছয় জন বাহকে স্থূল যষ্টীগুচ্ছে ব্যাঘ্রের দেহ ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। সাহেবরা দ্রুতগামী অথচ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় কুকুরের সহায়তায় অপরাহ্ণকাল শৃগালশিকারে রত ছিলেন—কিন্তু কুমার জগৎসিংহ সিপাহীবেশধারী সন্ন্যাসীর পরিচয় প্রাপ্তির জন্য চঞ্চলচিত্ত হইয়া তাঁহার সহিত আজ্‌মীরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

ব্যাঘ্র আবদ্ধ হইলেই কুমার জগৎ সিংহ অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়াই সন্ন্যাসীকে স্পষ্টতঃ বা ইঙ্গিতে বলিলেন, "মহারাজের ছোরা সেরূপ সবলে শার্দ্দূলের গলদেশে না বসিলে সাহেবকে আর এতক্ষণ জীবনধারণ করিতে হইত না। ক্ষণকাল বিলম্ব হইলেও ব্যাঘ্রের ছিন্ন মস্তকে শিকারী সাহেবের কোন উপকারই হইত না। ধন্য আপনার ক্ষিপ্রতা—ধন্য আপনার বাহু-বল—ধন্য আপনার শিক্ষানৈপুণ্য! ধিক্ থাক আমার অজ্ঞতায় যে, এখন পর্য্যন্তও কোন মহাত্মার সহিত কথোপকথন করিতেছি, তাহা আমি জানি না"।

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যে সকল গুণের উল্লেখ করিলেন, সে সকলই ক্ষত্রিয়ের ভূষণ। ব্রাহ্মণের পক্ষে সত্ত্বগুণ অপেক্ষা অন্য কোন নৈপুণ্য বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। স্বধর্ম্ম-

ত্যাগেও কলির ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার হইতে পারে না, ইহা ক্ষমাশীল ক্ষত্রিয়গণই মনে করিতে পারেন। মহামান্য মাড়োয়ারকুল-ভূষণ! আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার যে গুণ-বাখ্যা করিতেছেন, নিঃসন্দেহই ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয়। স্ত্রীলোকও অস্ত্রের সাহায্যে হিংস্র জন্তুর জীবননাশ করিতে পারে, কিন্তু অসীমসাহস মহাবল ক্ষত্রিয়সন্তান ভিন্ন অন্য কেহ শার্দ্দূলের সম্মুখের পদ বন্ধন করিয়া তাহাকে সম্যক্ শাসন করিতে কখন সক্ষম হয় না"।

সপরে সরল হাস্য করিয়া জগৎ সিংহ বলিলেন, "কিন্তু আপনার মত কলির ব্রাহ্মণের দাসত্ব-বলে বলীয়ান্ ইতরলোকও সামান্য বংশযষ্টির সাহায্যে পূর্ণ বয়স্ক শার্দ্দূলকেও সরিষার ফুল দেখাইয়া থাকে। আপনাতেই এতদ্রূপ বিনয় শোভা পায়, কারণ স্বমুখে নিজ গুণ বাখ্যা করা দূরে থাক, মহাত্মারা তাহা শ্রবণ করিতেও বিশেষ ক্লেশানুভব করিয়াই থাকেন"।

সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ ভাবেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার বিশ্বাস হইবে কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি, কোন সীমন্তিনী সন্ন্যাসিনী ব্যাঘ্র অপেক্ষাও সমধিক ভয়ঙ্কর ক্রূরমতি দস্যুর গলদেশ সামান্য রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া রমণীকুলভূষণ আয়েষানাম্নী অতীব সচ্চরিত্রা সহচরীকে অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছাদ হইতে উদ্ধার করতঃ নিরুপদ্রবে ও অক্ষত শরীরে নিরাপদ স্থানে সখীর বীণানিন্দিত ও হাস্যোদ্দীপন স্বর শ্রবণে পরম সুখী হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত কথা বলিবার সময় সন্ন্যাসী ঔৎসুক্যপূর্ণ নয়নে জগৎসিংহ-বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। সে কথা শ্রবণ

করিয়া জগৎ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় ক্ষণকাল সিপাহীবেশধারীর বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অশ্রুমোচন করিতে করিতে কণ্টকিত দেহে অশ্বে কষাঘাত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! জগতের বিষাদে সন্ন্যাসীর আনন্দ! তিনিও সে বীরের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে অশক্ত হইয়াই যেন সবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। বাদল কুমারের সে ভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া শ্যামলাঙ্গকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ঠাকুরের কথা বেদ না পুরাণ পাঠ যে মুখ থেকে তা বেরুতে না বেরুতে এমন মজবুত লোকটার চোক দুটো জলে ভরে গেল"?

দেখিতে দেখিতে জগৎ সিংহের অশ্ব স্বতঃপ্রেরিত হইয়াই যেন দ্রুতপদবিক্ষেপে গমন করিয়া তাঁহার বাসার সম্মুখে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী জগতের পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়াই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে জগৎ তাঁহাকে উপরিস্থ একটী নির্জ্জন কিন্তু সুসজ্জিত ও বিস্তৃত কক্ষে লইয়া গিয়া সজল নয়নে তাঁহার নয়নের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতঃ বুঝিলেন, সে প্রীতিপূর্ণ নয়নে পবিত্র প্রেম ঝরিতেছে—সমবেদনায় যেন তাহারা লোল হইয়া রহিয়াছে।

প্রথমে সন্ন্যাসীর বাক্যস্ফূরণ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখনও আমেদাবাদ, আজমীর বা অন্য কোন স্থানে আয়েষা নাম্নী সতী সাধ্বী ভগবৎপ্রেমে ভাসমানা অতীব রমণীয়া কোন যবনী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন কি? সে মূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ ভাবে আকৃষ্ট হয় না, এমন মনুষ্য যদি জগতে কেহ থাকে, তবে তাহাকে নরাকারে নিকৃষ্ট পশু বলিতে হইবে। সেইজন্য যদি আপনি তাহাকে বারেকমাত্রও দেখিয়া

থাকেন, তাহা হইলে তাহার জন্য যে নয়নজলে আপনার বক্ষস্থল ভাসিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে"।

জগৎ সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া গদ গদ স্বরে বলিলেন, "মহারাজ! সাধো! আমি যে এই দগ্ধ নয়নে সেই স্বর্গীয়া মূর্ত্তি কেবল দেখিয়াছি, তাহা নহে। এ নরাধম অজ্ঞাতসারে সে সাক্ষাৎ সরস্বতীসমা রমণীর পার্থিব সমস্ত সুখ হরণ করিয়াছে। যে দিন হইতে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমি শূন্যদেহে ধরিত্রীর ভার হইয়া 'দিশাহারার' ন্যায় কাতর প্রাণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তাঁহারই দর্শনলালসায় এ দাস এ তুচ্ছ জীবন রক্ষা করিতেছে। আমার আর কিছুতেই স্পৃহা নাই। যদি আয়েষার পুনদর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া হনুমানজী ও রামচন্দ্রকে না ডাকাইত, তাহা হইলে হয় ত এ মূঢ় এত দিনে তাঁহাদিগেরও নাম বিস্মৃত হইত।

জগৎ আর বাক্যনিঃসরণে অশক্ত হইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী সমবেদনার পাত্র পাইয়া একরূপ পুলকিত হইলেন। তিনি এক গুলিতেই ৩টী শান্তিনাশী বিরহের বীভৎস অলক্ষ্য যক্ষদেহ নাশ করিয়া তাহার সমরাঙ্গনে বিরহী বিরহিনীর হৃদয়ে পবিত্র প্রেমধারা আনয়ন করিতে পারিবেন এই আশায় প্রকারান্তরে উল্লসিত। এই জন্যই এতদিনের পর ব্যথার ব্যথী পাইয়াও তিনি জড়বৎ হইয়া পড়েন নাই।

মনের বেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে জগৎ সকাতর দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর বদন দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "মহারাজ! আয়েষা জীবিতা আছেন বলিয়া আপনি আমার শুষ্কপ্রায় জীবন-তরুর মূলে জল সিঞ্চন করিয়াছেন। এক্ষণে দয়া করিয়া বলুন,

আপনি কি স্বচক্ষে সে জগদ্দুর্ল্লভ রত্নকে দেখিয়াছেন” ?

জগতের কথায় সন্ন্যাসীর হৃদয়বেগ এরূপ উথলিয়া উঠিল যে, তাঁহার সাবধানতা বা বচনচাতুর্য্য অজ্ঞাতসারেই দূরীভূত হইয়া গেল। তিনি বলিয়া ফেলিলেন, “সখীকে যে কেবল দেখিয়াছি তাহা নহে, তাহার বীণানিন্দিত স্বরে, তাহার বচনচাতুর্য্যে, তাহার প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ের আভায়, তাহার দেবদুর্ল্লভ অমায়িকতায় আমার মগ্নপ্রায় প্রাণ কতদিন ভাসমান ছিল। সংকীর্ণ ছিপে—আমার পদপ্রান্তে—সে আদর্শসতী কাতর নয়নে আমার চিন্তাকুলিত বদন দেখিতে দেখিতে কত দিনযামিনী নিঃশঙ্ক চিত্তে অতিবাহিত করিয়াছে। অন্যের বিপদ দর্শনে জীবনাধিকা সহচরীকেও বিস্মৃতা হইয়া পূর্ণ হৃদয়ে যে সখী ভগবানকে ডাকিতে পারে, মনুষ্য হইয়া, কুমার! জীবন থাকিতে আমি সে সখীকে কিরূপে বিস্মৃত হইব! সখী আমার পরার্থে স্বার্থত্যাগে কেবল সন্ন্যাসিনী নহেন, চিকিৎসা শাস্ত্রেও তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। যদি কখন আপনার সহিত ভিখারী বা সাধুয়ার দেখা হয়, তাহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিবে”।

ও কি ঠাকুর! পাল-ভরে যাইতে যাইতে নৌকা কি চড়ায় ঠেকিল? না, ভাসিয়া যাইতে যাইতে কটীর বসন খসিয়া যাওয়াতে আপনি ওরূপ সলজ্জভাবে স্থির হইয়া পড়িলেন? এত লজ্জাই বা কি? কথায় ত স্পষ্টই বুঝা যায়, কুমার আপনারই প্রাণসখীর অনুরাগী। তাঁহারই কাছে এত লজ্জা কেন?

সন্ন্যাসীকে সলজ্জ দেখিয়া জগৎ কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল, কিন্তু চিন্তামগ্ন—তাঁহার এ চিন্তা কখনই আয়েষা সম্বন্ধে নহে। তাহা হইলে ত তিনি সে অপূর্ব্ব প্রেমাধারসম্বন্ধে ঠাকুরকে প্রশ্নের উপর

প্রশ্ন করিতেন। তা আমাদের এত মাথা ব্যথাই বা কেন? এরূপ স্থলে চিন্তা আপনিই ফুটিয়া বাহির হইয়া থাকে।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুঞ্চিতভ্রূ জগৎ সিংহ বলিলেন, "আয়েষার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা সহচরী জগতে এক রমণী—রমণীই বা বলি কেন—এক সাক্ষাৎ দেবী ছিলেন—ভগবান করুন আছেন। আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই—শুনিয়াছি তিনি সধবা, কিন্তু সজ্ঞানে তাঁহার কখনও স্বামী দর্শন হয় নাই। জানি না তাঁহার সে স্বামী দুর্ভাগা নিষ্ঠুর পশুবৎ লোক অথবা সর্ব্বত্যাগী মায়ামুক্ত পুরুষ—সৎ সন্ন্যাসী।

যদি তিনি সন্ন্যাসীই হন, তাহা হইলে আমার প্রাণ বলিতেছে, সে লক্ষীর নারায়ণ—সে সতীর শিব—আপনি। তাহা না হইলে, ললিতার প্রাণসখী আয়েষাকে আপনি সখী বলিবেন কেন? আয়েষাকে অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে ক্রয় করিয়াছেন। কনিষ্ঠসম এ দাসের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না"।

গলা ধরিয়া কাঁদিবার লোক পাইলেন ভাবিয়া, আমাদিগের সাধু মুগ্ধ। তাঁহার বদনে বচন নাই। কিন্তু তাঁহার নয়নে স্নেহনীর ঝরিতেছে দেখিয়া, ক্ষত্রিয়কুলোজ্জ্বল জগৎ তাঁহার পদতলে। আর কি সন্ন্যাসী উদাসীন থাকিতে পারেন! কনিষ্ঠবোধে জগৎকে শশব্যস্তে স্বক্রোড়দেশে বসাইয়া তিনি বলিলেন, "ভাইরে! যত্যাপ দস্যুহস্ত হইতে সে দেবীকে উদ্ধার করিতে পার, তবে আমাকে দেব বলিও—নচেৎ এ নরাধমকে পশু বা সাক্ষাৎ পিশাচ বলিয়া জানিবে। আমি শুনিয়াছি যে, ধূর্ত্ত বেহারী দস্যুগণ আমার প্রাণেশ্বরীকে এই অঞ্চলে আনিয়াছে। তাঁহার সহিত স্বেচ্ছায়

প্রাণসখা বন্দিনী। কিরূপে বা কোন কর্ম্মফলে লছ্‌মনীয়া নাম্না অপরা একজন সাধ্বী যে তাঁহাদিগের সঙ্গিনী হইয়াছেন, তাহা বিধাতাই জানেন"।

জগৎ বিস্ফারিত নয়নে অন্য মনস্কেই বলিয়া ফেলিলেন, "এতদিনের পর কি বিধাতা এ হতভাগ্যের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন! অথবা মৃত্যুর তমসাবৃত করাল কবলে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে আশার এই ক্ষীণালোকে ক্ষণকাল এ কৃতঘ্নকে উল্লসিত করিতেছেন"। পরক্ষণেই আবার বিষণ্ণ বদনে তিনি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল নিগূঢ় সংবাদ আপনি কিরূপে পাইলেন"। স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "সময়ান্তরে সুস্থির হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিব। আপাততঃ, যাহা বলিলে এ সংবাদ সত্য বলিয়া তোমার প্রতীতি হইবে, তাহাই বলিব।

"অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি রাজমহল পাহাড়ের একটী গুহার মধ্যে অঙ্গারে লিখিত এই কবিতাটী পাড়"। এই কথা বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারে লিখিত কবিতাটি পাঠ করিলেন এবং আরও কহিলেন, "তৎপরে নানারূপ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির বুঝিয়াছি যে, দস্যুগণ এই অঞ্চলের কোন না কোন স্থানে আমাদিগের জীবনসর্ব্বস্বাদিগকে লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছে"।

জগৎ সিংহ গদ গদ বচনে বলিয়া উঠিলেন, "লীলাময়! তোমার বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে! মঙ্গীলাল এখনও পর্য্যন্ত জানে না যে, তাহার প্রাণেশ্বরী লছ্‌মনীয়ার সংবাদ লইয়া একজন হস্তপদাবিশিষ্ট দেবতা এইস্থানেই উপস্থিত হইয়াছেন। সপ্তম দিবসের মধ্যে তাহার প্রাণেশ্বরীর সংবাদ না পাইলে সে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আজ পঞ্চম দিবসের

রাত্রি। আপনি অনুমতি করুণ একবার সে নিরীহ বিরহীকে আপনার চরণপ্রান্তে আহ্বান করি। তাঁহার অদৃষ্ট বলেই যদি আমরাও আমাদিগের হারানিধি আবার দেখিতে পাই"।

লীলার বৈচিত্রে সন্ন্যাসীও বিমোহিত হইয়া মঙ্গীলালকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জগৎ ডাকিলেন, "সেঠজী"।

মঙ্গীলাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী মুঙ্গেরের গিরিতলবর্ত্তী বিপিনস্থা দস্যুসঙ্গিনীর কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাকে নীরব ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া জগৎ সিংহ বলিলেন, "এই সুপ্রেমিক সেঠজীর পতিপ্রাণা রমণীর অনুসন্ধান ও দস্যুদলন-মানসে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'। আপনি মনুষ্যের মত কথা বার্ত্তা না কহিলে, আমি মনে করিতাম, আমাদের উপাস্য দেবতা নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগের মৃত্যু অপেক্ষা ঘোর যাতনা নিবারণ করিতে আসিয়াছেন"।

কুমারের কথায় মঙ্গীলাল বুঝিলেন, দস্যুগণ অর্থলালসায় তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে বন্দিনী করিয়াছে, আর উপস্থিত সচ্চরিত্র সিপাহীবেশধারী পুরুষ সে দস্যুদিগের সন্ধান নিতে জগৎ সিংহের নিকট আসিয়াছেন। ইহাতেই লছমনীয়ার কান্ত কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। যে মাত্র জগৎ সিংহ তাঁহাকে দেবোপম লোক বলিলেন, সেঠজী তৎক্ষণাৎ গলদশ্রু হওতঃ সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া বলিলেন, "বার্ত্তাবহনে যেরূপ যত্ন করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, দস্যুর হস্ত হইতে সতীকে উন্মোচন করিয়া তদ্রূপেই তাহার অকর্ম্মণ্য পতির জীবন রক্ষা করুন"।

মঙ্গীলালের কণ্ঠরুদ্ধ হইল। আর বাক্য নিঃসরণ হইল না।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি করিয়া বলিলেন, "সেঠজি! আপনার বাতুল মাতুলকে অকালে কালকবলিত করিয়া বিধাতা নিজ কার্য্যকৌশলে আপনার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আপনার বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে, আপনার সহধর্ম্মিণী সত্বরই স্বামী দর্শন করিবেন।"

যখন মঙ্গীলালের সহিত সন্ন্যাসী কথা কহিতে আরম্ভ করেন, তখন জগৎসিংহ বাদলাদি আশ্রিত লোকদিগের প্রতি যত্ন করা হয় নাই বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে বাহিরে গিয়াছিলেন এবং সাদর সম্ভাষণে বাদল ও শ্যামলালের প্রতি যত্নপ্রকাশ করতঃ বাসা হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তাহাদিগকে নিজালয়ে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন। এই রজনীতেই সকলেই বুঝিল, সন্ন্যাসী জগতের গুরুস্থানীয়।

সন্ন্যাসী ও জগৎ সতীদিগের অনুসন্ধানোপায় নির্দ্ধারণে গোপন পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এই অবসরে তীর্থযাত্রীদিগের সংবাদ লইয়া আসি।

ষোড়ষ পরিচ্ছেদ।

'জা'য়ে জা'য়ে।'

বিধুভূষণের পত্নী সরলা আবার নয়ন মেলিল—আবার কথা কহিল—আবার যাদু বলিয়া পুত্রের মুখ-চুম্বন করিল—আবার সকলের সম্মুখে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তাহার 'স্বর্গ মর্ত্তের রতন' পতির আনন্দোৎফুল্ল সজল নয়ন সলজ্জ ভাবে হেরিল। গোপালের সন্ন্যাসীরূপী তারকনাথের রক্ষিত রক্ষিতা ও উপাসক উপাসিকাদিগের স্নেহমাখা বাক্যে ও আন্তরিক যত্নে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। সে শুনিল, তাঁহারা ৺কাশীধামে যাইতেছেন ও পথে ঠাকুর ঠাকুরাণীরসহিত তাঁহাদিগকে দর্শন দিবেন। যে জাহ্নবীজলে ও যে সন্ন্যাসীর দৈববলে বা অসাধারণ কৃপায় সে পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে, সে মা গঙ্গা ত্যাগ করিতে ও সে ঠাকুরের যুগলমিলন-দর্শন হইতে বঞ্চিতা থাকিতে, তাহার ইচ্ছা

হইবে কেন? এদিকে আবার, সে পুলীস-হস্তে গদাধরের পীড়ন দেখিল। যে তাহাকে 'ডিডি' বলিয়া ডাকে, তাহার সম্বন্ধে পুলীসের নিকট তাহাকেও অনেক কথাই বলিতে হইল। সে শুনিল শ্যামা, বিধু, ও গোপাল সরোষে তাহার সম্বন্ধে কত কথাই বলিল—দেখিল, পুলীস আবার তৎসমস্তই লিখিয়া লইল। গদাধর দারগার নিকট বলিতেছে, "মা, ডিডি, আর রমেশ ডাডা টো ডাকের টাকা নিটে বলেছিল। পুলীসের লোক ব'লে, রমেশ ডাডা অর্ডে'ক ভাগও নিয়েছে। টা এ শালাই বুঝি একা ঢরা পোড়্ল"। একথাও সরলার সরল প্রাণে ব্যথা দিল। আপাততঃ বাটী গমন করিলেও জ্যেষ্ঠা সহোদরাতুল্যা ভাসুরপত্নীর অনিষ্টসাধনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে রত হইতে হইবে। সে কখন মিথ্যা কথা বলিতে পারিত না। এক্ষণে 'গঙ্গাজলে সত্য সত্যই ধোয়া' হইয়া ত আরও পারিবে না। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল যে, তাহার সাক্ষাৎ দেবতা বিধু-ভূষণ—বৈরনির্য্যাতনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন ও শ্যামা ইচ্ছা পূর্ব্বক এবং গোপাল বাল-স্বভাব বশতঃ পতির ক্রোধে আহুতিই দিতেছে ও দিবে। এই সকল কারণে সরলা দুই হস্তে রাজলক্ষ্মী ও সুখদার চরণ ধরিয়া এবং সজল নয়নে সুশীলার বদন প্রতি চাহিয়া অতিশয় কাতর স্বরে বলিল, "এ জন্মদুঃখিনীকে একটী ভিক্ষা দিতে হ'বে। আমি আপনাদের ছেড়ে থাক্তে পার্ব না। ঠাকুরকে দেখ্তে আমার প্রাণ যে কি কচ্ছে, তা আর আমি কি বলবো গো! আপনারা আমাদের এই চার্টি প্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমরা ভাল বামন। আমি রাঁধ্বো, উনি বড় ভাল মানুষ, ওঁকে যা বল্বেন, উনি তাই কর্বেন। আর

আমার শ্যামার মত গতর কারো নেই। ও আপনাদের দাসীর সকল কাযই ক'র্‌বে। সব না পারে, আমি কতক কর্‌বো। আপনারা এ কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীদের ছেড়ে যাবেন না।"

সরলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুশীলা অশ্রুবেগে কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া তাহাকে অতি সাবধানে বক্ষঃস্থলে ধরিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি সকল রমণীর নয়নই জলে ভারাক্রান্ত। একথা শুনিয়া চারু চক্ষের জল রক্ষা করিতে পারে নাই। ব্যথিতান্তঃকরণে হৃষীকেশ রাজলক্ষ্মীর কাতর দৃষ্টির উত্তরে সম্মতি সূচক মস্তক সঞ্চালন করায়, সরলা আনন্দে প্রণম্য প্রণম্যার চরণে প্রণাম ও সম বা অল্প বয়স্কা দিগকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বিধুভূষণ চারুর মুখে শুনিল, "সরলা গঙ্গাজলে বিষমুক্তা হইয়াছেন সত্য : কিন্তু কিছুদিন দিবারাত্রি গঙ্গাম্বুবাহী বায়ু সেবন ও জাহ্নবীজলপান না করিলে, বিষের ঝাঁজ দূরীভূত হইবে না। আর কি বিধু দ্বিরুক্তি করিতে পারে! সে শ্যামার সহিত গমন পূর্ব্বক বাটী রক্ষার বন্দবস্ত করিয়া ও আবশ্যকীয় অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিল। হরিশ্চন্দ্র অপেক্ষা করিতে পারেন না। নৌকা আবার ভাসিল।

অয়ি মুগ্ধে সরলে! তোমাদিগের অনুপস্থিতিতে তোমার গদাধর নিষ্কৃতি পাইবে না। পুলীসের হস্তে ও সুখের হাজত-বাসে তাহাকে আপাততঃ কালাতিপাত করিতে হইবে, তাহার জননী ও ভগ্নী পুলীস-জুলুমে 'গেলুম গেলুম' ডাক ছাড়্‌বে, পরে যাহা হয় তাহাই হইবে। সকল কথা বলিয়া এক্ষণে আর তোমাকে ক্লেশ দিব না।

রজনী শেষে বিষাদনাশিনী উষার ভালে সুখতারারূপিনী

নিরুপম রতন দর্শনে, নিদ্রাভঙ্গাবধি কত শত বিহঙ্গকুলের সুমধুর কূজন শ্রবণে ও পরিমলবাহী সুশীতল বায়ু সেবনে কাহারও মনে ভূত ভাবনা বা ভবিষ্যৎ চিন্তা স্থান পাইত না। প্রত্যূষের পূর্ব্বে তীরবর্ত্তী সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ বালিরাশিতে পদার্পণসুখভোগ করিতে করিতে সকলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনার্থে গমন করিতেন এবং সত্বর স্নানার্থে প্রত্যাগত হইয়া, যখন 'মাতৃগঙ্গা'-গর্ভে উষা-ভাল-শোভা প্রকাণ্ড সিন্দুরফোটা দেখিতেন, তখন তাঁহারা সকল জ্বালা বিস্মৃত হইতেন। পূর্ব্বসীমান্তে সকলের নয়ন সমাকৃষ্ট হইত—যুক্ত করে সকলে সুন্দররূপ ব্রহ্মমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী ও পরহিতব্রতধারিণী সুন্দরী যবনীর শুভ কামনা করিতেন। উভয়কূলে কত শত কুলবধূ ও অপরাপর আবালবৃদ্ধবনিতার গঙ্গাবগাহন ও শত শত জলযানের গমনাগমন দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের পূর্ব্বাহ্নকাল কাটিয়া যাইত। মধ্যাহ্নে নৌকা মধ্যে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঠাকুর ঠাকুরাণীদিগের কথা প্রসঙ্গে সকলে সুখে দুঃখে কালাতিপাত করিতেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা তীরসংলগ্ন হইত। কালবৈশাখীর ভয়ে কেহই সে সময়ে নৌকামধ্যে থাকিতেন না। কালমেঘ দেখিয়া দেবদুর্ল্লভা শৈলসুতা পূর্ব্বজন্মের জন্মস্থান জলদবরণের চরণতল দর্শনের নিমিত্ত অস্থিরা হইয়াছেন ভাবিয়া, পবনদেব প্রবলবেগে জীবনবিহীন মেঘ দূরীভূত করিতে ও মোক্ষদার বক্ষঃস্থলের ভার জলযান মগ্ন করিতে প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছেন বুঝিয়া, পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা পবননন্দনের নাম এবং বঙ্গবাসীরা বিপত্তিকালের পরমৌষধি মধুসূদন শ্রীহরির নামই স্মরণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের তীর্থযাত্রীরাও সেইজন্যই সে সময়ে জাহ্নবীর জল পরিত্যাগ

করিয়া জনার্দ্দনের নাম জপ করিতেন।

চারু সকল স্থানেই সন্ন্যাসীর ছিপের অনুসন্ধান করিত। কেহ বলিত ছিপ দেখিয়াছে, কেহ বলিত দেখে নাই। ফল কথা, কেহ ঠাকুরের সঠিক সংবাদ দিতে পারিত না। চন্দ্রকিরণে জহ্নুতনয়ার হাস্যবদন দর্শনে সকলে একরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন—তিনি তমসাবৃতা হইলে প্রবোধসম্বন্ধে দুর্ভাবনায় সকলের হৃদয়োদ্বেগ উথলিয়া উঠিত। তৎপরে সর্ব্বতাপনাশিনী নিদ্রাদেবীর শীতল ক্রোড়দেশে তাঁহারা নিশির অবশিষ্টাংশ অতিবাহন করিতেন।

এতদ্রূপ অবস্থায় বহরমপুর পার হইয়া এক দিবস অতি প্রত্যূষে আমাদিগের সিমন্তিনীগণ যে স্থানে গঙ্গাবগাহন করিতেছেন, সেইস্থানে জনৈক গৃহিণীর সহিত পরিচারিকা পরিবেষ্টিতা হইয়া দুইজন কুলবধূ ও একটী কুলবালা গঙ্গাস্নান করিতে আগমন করিলেন। অমনি রাজলক্ষ্মী গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ী বুঝি নিকটেই"?

গৃহিণী। "হাঁ বোন্, ঐ যে আমাদের বাগানের তাল ও নার্‌কেল গাছ দেখা যাচ্চে"।

রাজলক্ষ্মী। "এ দুটী বুঝি তোমার বৌ, আর উটি বুঝি তোমার মেয়ে"।

গৃহিণী। "যদি ওদের ভালয় ভালয় রেখে যেতে পারি—মা গঙ্গা স্থান দেন, তবেই ওরা আমার মেয়ে বৌ। তা নইলে ভাই, তুমিও যেমন, সকলেই মিছে। তোমরা সকলে গয়া কাশী যাচ্ছ বুঝি"?

রাজলক্ষ্মী। "হাঁ বোন্, তা আর পাপ মুখে ব'লব কেমন করে"?

গৃহিণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আহা বাবা তারকনাথ যদি মুখ তুলে চান—আমার বড় বৌমার পোড়া কাশিটি ভাল করে দেন, তা হলে আমার হরি বলে, আমাদের কাশী, গয়া, পেরাগ দেখিয়ে আনবে। তোমরা আপনারা"? রাজলক্ষ্মী, "আমরা বামন" বলাতে, গৃহিণী গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে নত মস্তকে প্রণাম করিয়া পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে প্রণাম করিতে বলিলেন। তাহারা রাজলক্ষ্মী ও অন্যান্য সকলকে প্রণাম করিল। অমনি সুশীলা সরলা ও কামিনী অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করতঃ তাহাদিগের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। তাহারা শুনিল, হরির ভাই হরের স্ত্রী বড় জা'র যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া গোপনে হরের সহিত বাবা তারকনাথের নিকটে যায় ও তথায় হত্যা দেয়। হরি পর দিবস এ ব্যাপার জানিতে পারিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিয়া উঠে, "দেশে দেশে কলত্রাণি, 'দেশে দেশে চ বান্ধবা, তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ' এবং তদ্দণ্ডেই সহোদর ও ভ্রাতৃ-বধূর ক্লেশ নিবারণার্থে গমন করে। সেই সময়ে তাহাদিগের বাটীর সর্দ্দার কালীপাক এক দিবস সন্ধ্যার পর গঙ্গার অপর পার তাহার বাটী যায়। সেই সুযোগ পাইয়া তাহাদিগের বাটীতে ডাকাত পড়ে। ডাকাতেরা কালীপাকের ডিঙ্গী সরাইয়া দিয়া ছিল। কিন্তু নেমকের কালী সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল। এ পারে পা দিবামাত্র একজন সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গীলোক বাদল তাকে ধরে। কিন্তু পরে সেই সন্ন্যাসী দেবতার বল আর কৌশলে সকল ডাকাতকে তাড়াইয়াছিলেন। তারা আবার গয়লা পাড়ায় আগুন দিয়ে যায়। মাট কোটার উপরে রামা গয়লার দশবৎসরের ছেলেটী পুড়িয়া মরিত। সাধুর

কৃপায় সেও বাচে। ওদিকে ছোট বৌ প্রত্যাদেশ পায় যে, যে সন্ন্যাসী ডাকাত তাড়াচ্ছেন, তাঁহার পদধূলি ধারণ করিলে বড় বধূর কাশি ভাল হইবে। তবে তাঁহার সহিত শীঘ্র দেখা হইবে না। ইতি মধ্যে যদি তাঁহার সহোদরতুল্য কোন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতে পারে, তাহা হইলে কাশি যাপ্য হইয়া থাকিবে—বড় বধূর আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

হরের স্ত্রী গদ গদ স্বরে বলিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর বাড়ীতে এসেও দয়া করে আমার দিদিকে পায়ের ধুলো দিয়ে গেলেন না। আমার মনে হয়, সেই বাদলই তাঁর ভাইয়ের মত। তাঁরই বা দেখা পাই কোথায়। তা বাবা তাঁদের মিলিয়ে না দেন, তা হলে আমি আবার তাঁরকাছে মাথা কুটে হত্যা দিব"।

হরির স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওমা কাশির যাতনা সহ্য করা দূরে থাক্, আমি মর্‌তেও পারি, কিন্তু আমার সন্তোষের ও মলিন মুখ খান আর দেখ্‌তে পারি না। ওর ঢলঢলে মুখে সদাই হাসি দেখে, লোকে ওকে পাগ্‌লা ব'ল্‌তো। আমার লক্ষ্মণ দেওর ওকে 'গয়লার খাসী' বলে ডাক্‌তো। আর এ মহাপাতকিনীর জন্যে ভেবে ভেবে দেখুন না, ওর কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে। ওগো, আমার কি এক জ্বালা—এই যে আমার ননদটী দেখ্‌ছ, আমার হাঁপানীর টান্ দেখ্‌লে, কেবল কি ও কেঁদে আকুল হয়? তা নয় গো তা নয়—ও মাঝে মাঝে একবারে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। যে বলে রামলক্ষ্মণ রূপ কথা, সে যেন আমার সোনার ঠাকুরপোকে দেখে যায়। তাই বলি, 'বলি ঠাকুর পো! যদি আমার জন্যে তুমি এখনই এমন করে সাত ঘাটের জল এক কর্‌বে—পেটে ভাত দেবে না, রাতে ঘুমবে না, তা হলে আমি

ম'লে কর্‌বে কি—আর তোমার দাদাকেই এখন দেখে কে, আর তখনই বা দেখ্‌বে কে'? অম্‌নি তার চোখে আর জল ধরে না—ঠোঁট ছুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে ঠাকুরপো বলে, 'বড় বৌ! যদি আর অমন কথা মুখে আন্‌বে, তা হলে আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না'। আমার শাশুড়ী ত শাশুড়ী নয়, মার বাড়া। বিধাতা তাঁর কপালেও এই শেষ কাল্‌টায় এত ভাবনা লিখেছিলেন। কোথায় তাঁর জন্যে আমি ভাব্‌বো—আমি তাঁর কর্‌বো, না তিনি আমার জন্যে কর্‌ছেন, আমার জন্যে ভাব্‌ছেন।

বড় বধূর কথায় ছোট বধূ ও তাহাদিগের ননদের লজ্জা ও অভিমান হইতেছিল। তাহারা কি পর যে, তিনি উক্তরূপ কথা বলিতেছেন! চক্ষের জলে তাহারা সুশীলাদিগের মুখ দেখিতে পাইতেছিল না—তাহাদিগের কণ্ঠও আপাততঃ রুদ্ধ। তাহা না হইলে, বড় বধূ সুরথবালার যে কত গুণ, তাহা সকলেই এখনই শুনিতে পাইতেন।

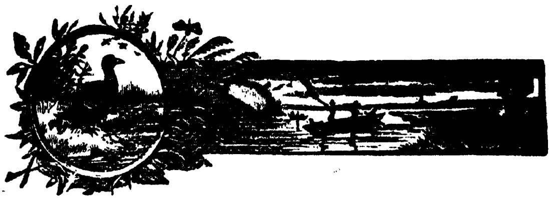
সুশীলারও এক্ষণে সে সকল কথা শুনিবার অবসর নাই। সে প্রাণ ভরিয়া বাবা তারকনাথকে ডাকিতে ডাকিতে ভাবিতেছে, 'ঠাকুর ত মাকে 'মা' বলেছেন, তা হ'লে আমার সর্ব্বস্ব আমার দেবতা কি তাঁর সহোদরের মত নয়? ভালবাসার কি ধর্ম্ম! সুশীলার অন্তরের কথা জানিয়াই যেন সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার কানে কানে বলিল, "তা দাদাকে প্রসাদ দিতে বলিলে হয় না! আহা! বৌ ত নয়, যেন সোনার প্রতিমে"।

ব্রাহ্মণ-প্রসাদ মহৌষধি ও বাবা তারকনাথের অসীম দয়া। রমণীগণ এই সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিতেছেন, এমন সময় হারুহরের শত্রুভাবাপন্ন জাতির কাকচিলত্রাসরূপা গৃহিণী স্নানার্থে

সেই ঘাটেই উপস্থিত হইলেন দেখিয়া সুরথবালারা নীরব হইল। আমাদিগের লক্ষ্মীরাও দেখা দেখি বদন বন্ধ করিলেন। কিন্তু উক্তা চণ্ডী ঠাকুরাণীর কর্ণে 'বাবা তারকনাথ' ও 'ব্রাহ্মণের প্রসাদ' এই কয়েকটী কথা মাত্র প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাতেই তিনি 'হুঁ' শব্দে ঈষৎ হাস্য করতঃ আকাশের দিকে চাহিয়া হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "বলে, যদি চন্দর্ সূয্যি মাঠে বেড়ান, গাছে ছেলে ফলে—তবু, হাঁপের ওষুদ কেউ দেখে না, কাশী সারে ম'লে"।

চণ্ডীর কথায় সুখদার অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গঙ্গার জলে অঙ্গুলি দ্বারায় গণ্ডী দিতে দিতে 'চিট্‌কিনি' স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাঁড়া কুঁদুলী, সব মজালি, পরের মন্দ চেয়ে। আপন মরণ দেখ্‌বি কখন, শ্মশান ঘাটে শুয়ে"। চণ্ডী রোষকষায়িত লোচনে মুখব্যাদান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুখদা সত্বরপদে তীরে উঠিয়া দেহ অর্দ্ধাবনত পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার বামপদ কিঞ্চিৎ অধিক অগ্রবর্ত্তী, নয়ন বিস্ফারিত এবং বামহস্ত এরূপ ভাবে ঊর্দ্ধে অবস্থিত, যেন তিনি কাহাকেও চপেটাঘাত করিতে যাইতেছেন। তাঁহার ওষ্ঠাধর এরূপ ভাবে উন্মুক্ত যে, চণ্ডী বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি স্বয়ং নম্বর এক, না সুখদা নম্বর এক। এ দিকে আবার সুখদার দলের সংখ্যা অধিক। আবার অদূরে অনেকগুলি মাঝি মাল্লা এবং বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও যুবা রহিয়াছে। সেই জন্য সে বুদ্ধিমতী নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হাতী হাবড়ে পড়্‌লে ব্যাঙেও লাথি মারে—ভগবান গরীব করেছেন বলে, বাঁদীও চোখ রাঙ্গায়। মা গঙ্গা! তুমিই এর বিচার কর"। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরিশ্চন্দ্রের আজ্ঞায় চারু সুরথবালাকে প্রসাদ দিয়াছিল—সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছিল তাহার আধিব্যাধি দূর হইয়াছে। যখন সন্ন্যাসীর মনুষ্যের মত দেহ ও দেবতার মত দয়া আছে, তখন অবশ্যই তিনি দর্শন দিয়া পদধূলি দিবেন। হরি ও হর সকলকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র স্নেহের সহিত তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়া নৌকা খুলিতে বলিলেন। চারু পত্র লিখিবে বলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিল।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মাড়োয়ারে অতিথি।

জগৎসিং আজমীরবাসীদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত; সুতরাং ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সবল, দুর্ব্বল ও ধনবান, নির্ধনাদি বহুবিধ লোক সম্মান প্রদর্শনার্থে আসিতে লাগিল। সেই স্থানেই স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছিল যে, দস্যুগণ রমণীদিগকে লইয়া মাড়োয়ারে গমন করিয়াছে। সন্ন্যাসী বুঝিলেন ধূর্ত্ত বিহারী দস্যুগণ স্থির করিয়াছিল যে, তিনি কখনই মনে করিবেন না, বিহারী দস্যু গোপনস্থান অনুসন্ধানার্থে এরূপ বহুদূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় মরুভূমিতে আগমন করিয়াছে।

আহারাদির পর সুনিদ্রায় সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। সূর্য্যোদয়ে সকলে বুঝিল জগৎ পুলকিত ও সন্ন্যাসী অপেক্ষাকৃত হৃষ্ট। কতিপয় সুচতুর দূত যোধপুর ও দ্বারকা-পথ বিকানীর

প্রদেশে প্রেরণ করিয়া জগৎসিংহ প্রফুল্লবদনে ও বিনীতভাবে মনোহর বৃক্ষলতাদিশোভিত পার্ব্বতীয় মিবার দেশ প্রদর্শনের নিমিত্ত আমাদিগের সন্ন্যাসীঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন। সহাস্য-বদনে তিনি সম্মত হইলেই সুসজ্জিত অশ্ব সম্মুখে আনীত হইল। বিদ্যুতের পর অশনিপাতের বিলম্ব হয়, কিন্তু রাজপুত-'বাতের' পর কার্য্য হইতে বিলম্ব হয় না। মধ্যাহ্নের পরেই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ডকিরণে উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর সবল অশ্বের ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

দিবসের ষষ্ঠভাগে ফেনপুঞ্জসুশোভিত কতিপয় অশ্ব ক্ষুদ্রগুল্ম-পরিশোভিত একটী অনুচ্চ গিরিতলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবলবেগে শ্বাসত্যাগ করিতেছিল। নাসারন্ধ্রের ঘন ঘন আকু-ঞ্চন বিস্ফারণ তাহাদিগের ক্লান্তির পরিচয় দিতে ছিল। অদূরবর্ত্তী কতিপয় তদ্দেশবাসী ইতরজাতীয় নরনারী সে অশ্বের সে ভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে অশ্বারোহীদিগের আরক্ত বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। দ্রুতগামী অশ্বের উপর সবলকায় বীরপুরুষ দেখিতে তাহারা বড় ভাল বাসে।

বাদল, খেয়াওয়ালা, চাম্‌রে ও অন্যান্য সঙ্গীলোক ছায়ায় পড়িয়া আছে। রাজপুত সঙ্গীদ্বয় উক্ত ইতরজাতীয় পুরুষদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে, "ঘোড়া ত টহলাও ভাইয়া"। জগৎ সিংহ হাস্যবদনে সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে স্মিত-বদনে ও সম্মান সূচক অবনত দেহে করযোড়ে বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন মহারাজ! আমি ইতিপূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, 'ভেত' বাঙ্গালী এরূপ প্রচণ্ড রৌদ্রে, এ প্রদেশে সেরূপ বেগে অশ্বপৃষ্ঠে আগমন করিয়া এরূপ সুস্থিরভাবে ও হাস্যবদনে কথা

কহিতে পারে। ঐ দেখুন না, আপনার সঙ্গীলোকেরা, বিলক্ষণ বলবান হইলেও, কিরূপভাবে বসিয়া দারুণ ক্লান্তি দূর করিতেছে”।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “সাধ্বী রমণীর একধার স্তন্যের বল শতমন বাজরার রুটীতে দিতে পারে না। আচারভ্রষ্ট হইয়াই বঙ্গবাসী এরূপ স-সে-মি-রা হইয়াছেন।

ক্ষণপরেই সেই গিরিশিখরস্থ অট্টালিকা হইতে জনৈক জমিদার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও বহু অধীনস্থ লোক সমভিব্যাহারে জগৎ-সিংহের নিকটবর্ত্তী হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, “আমরা সকলে আজি ধন্য হইলাম। এ প্রদেশ পবিত্র হইল। সমভিব্যাহারী বন্ধু ও আপনার আজ্ঞাধীন সকলের সহিত ঐ অনতিদূরবর্ত্তী আপনারই আলয়ে পদার্পণ করিয়া আপনি এ দাসকে কৃতার্থ করুন”।

জগৎ সিংহ সহাস্যবদনে বলিলেন,—“এরূপ ভাষা চিরস্মরণীয় প্রতাপবন্ধু তিলকের প্রপৌত্রের বদনেই শোভা পায়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন না করিয়া মাড়োয়ারী রাজপুত যে বিশ্রাম করিতে জানে না, তাহা রামজী অপেক্ষা আর কোন্ বীর অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকেন”?

সন্ন্যাসী তাঁহার বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে বলিলেন, ‘কাজ ফুরুলে বসি, আর শত্রু মেরে হাসি’।

জগৎ সিংহ এ কথার অর্থ শ্রবণে উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিলেন। রামজী ঠাকুরের জানু স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “গোড় লাগে মহারাজ”।

ময়ূরপুচ্ছের পাখার ব্যজনে সকলে অপেক্ষাকৃত বিগতক্লান্তি হইলে, জগৎ সিংহ সেই স্থানেই সর্বৎ, মেওয়া ও পানীয়জল

আনিতে বলিলেন। ভবনে পদার্পণ হইল না বলিয়া রামজী কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু তিনি জগৎ সিংহের আজ্ঞা প্রাপ্তিতে বিশেষ সম্মান জ্ঞান করিয়া সত্বর তাহা প্রতিপালন করিলেন। সন্ন্যাসী হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া সর্বৎ বা মেওয়া স্পর্শ করিলেন না দেখিয়া রামজী দুঃখিত কিন্তু জগৎ সিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সন্ন্যাসী রামজীর সন্তোষার্থে বলিলেন, "বঙ্গবাসী অসিসঞ্চালনে সুপটু না হইলেও উপবাসে বিলক্ষণ সক্ষম। সন্ন্যাসী পথভ্রমণ করিতে করিতে পান বা আহার করেন না। তাহাতে তাঁহার কোনরূপ ক্লেশানুভব হয় না"। তখন তাঁহার অঙ্গে পূর্ব্ববৎ সন্ন্যাসীর বেশ ছিল।

ক্ষণপরেই রামজীর আজ্ঞায় কতিপয় সুসজ্জিত সুন্দর বক্রগ্রীব অশ্ব আমাদিগের বীরগণের সম্মুখে আনীত হইলে, সকলে স্ফূর্ত্তির সহিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রামজী ও তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকেরা আনন্দোৎফুল্ল নয়নে অশ্বের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমেষমধ্যে অশ্বারোহীদিগের শিরোভূষণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে রামজী বলিলেন, "ইয়ে সাধু হরগিজ্ বাঙ্গালেমে জনম নেহি লিয়া"।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সন্ন্যাসী একটী ক্ষুদ্রপল্লীর অদূরবর্ত্তী কূপদর্শনে তথায় স্নানাদি ও সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলেন। জগৎ সিংহ প্রভৃতি সকলেই বিশ্রামান্তে সাধুর সহিত উক্ত পল্লীতে প্রবিষ্ট হইলেন। একখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর মধ্যে কতিপয় ইতরলোক আহার করিতেছে দেখিয়া রাজপুতগণ তাহাদিগের ভোজনপাত্রের নিকট বসিলেন। তাহারাও অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহাদিগকে 'থালী' দিল অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত একপাত্রে বাজরার

অর্দ্ধদগ্ধ কঠিন রুটী পরমানন্দে আহার করিল। জগতের আজ্ঞায় ঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীদিগের নিমিত্ত ফলমূল ও যথেষ্ট দুগ্ধের আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে সেই গ্রামে সে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রত্যূষে তথা হইতে বহির্গত হইয়া উক্তরূপ অপর একটী গ্রামে মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে তাঁহারা মিবারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী বৃক্ষতলে কতকগুলি শীর্ণকায় গো-মহিষাদি দেখা গেল। তাহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও কোন কোন গো-মহিষ অতি কষ্টে ইতস্ততঃ পতিত শুষ্ক পত্র বা তৃণ ভোজনের জন্য ধীরে ধীরে যাইতেছে—কোন২টী মাটীতে পড়িয়াই গলদেশ ঈষদুন্নত করতঃ শুষ্ক তৃণাদি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছে—উঠিতে পারিতেছে না। দুইটী পাঁচটীর মস্তক ও শৃঙ্গ ভূমিসংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, পশুদেহ ত্যাগ করিতে আর তাহাদিগের অধিক বিলম্ব নাই।

সকলেরই গতি রোধ হইল। সমভিব্যাহারী রাজপুত ও ভৃত্য সকলকে নিকটস্থ ইন্দারা হইতে জল ও পল্লী বা প্রান্তর হইতে তৃণাদি আনিতে আদেশ করা হইল।

অদূরবর্ত্তী একটী কূয়া হইতে বাদলাদি আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত তিনজন সন্ন্যাসীর ভক্ত জল তুলিতে ছিল। জলপূর্ণ ডোলের মধ্যে মনুষ্যের উষ্ণীষ দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সেই পাগ্‌ড়ী হস্তে বাদল সত্বরপদে তাহার প্রভু সন্ন্যাসীর নিকট আসিল। তাহার মধ্যে সাড়ে বারশত টাকার নোট ছিল।

সচিন্তিতভাবে সন্ন্যাসী সমস্ত পাগ্‌ড়ী পরীক্ষা করিয়া অন্য-মনস্ক ভাবেই বলিলেন, “অস্ত্র বা লাঠী প্রভৃতির আঘাতে কেহ

মারে নাই। বিষ-প্রভাব অথবা আত্মহত্যা"।

জগৎ সিংহ বলিলেন, "বিকানীর প্রভৃতি অনেক স্থানে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে"।

তাঁহার কথা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী চমকিত হইলেন ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হয় ত এই শীর্ণ ও জীর্ণ পশুর অধিকারী গো-মহিষাদির ক্লেশ দেখিতে না পারিয়াই আত্মঘাতী হইয়াছে"।

সন্ন্যাসীর ইচ্ছায় পশুর অধিকারীর মৃতদেহ কূপ হইতে তোলা হইল। এক স্থানে উক্ত কঙ্কালাবশিষ্ট পশু ও তাহাদিগের প্রভুর মৃতদেহ দেখিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীর আরক্ত ও গম্ভীর বদনে বাক্য নিঃসরণ হইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার যখন ভ্রু কুঞ্চিত হইতেছিল, সেই সেই সময়েই দুই একটী কথা অজ্ঞাতসারে তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইতেছিল। 'গতকল্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণসম প্রিয় পশুদিগের জন্য অর্থে বা সামর্থ্যে তৃণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়াই বীর-হিন্দুসন্তান কূপজলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। হা! লোকপালগণ! এ দয়াল পশুপালকের ভাগ্যে কেন অপমৃত্যু ব্যবস্থা করিয়াছিলে"। সাধুর কথায় জগতের রাজপুতনয়নে জল দেখা দিল।

সহসা সন্ন্যাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটে কি এমন কোন মহাজন নাই যে, তিনি এ দুঃসময়ে এ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে ঋণ স্বরূপে অর্থ বা আবশ্যকীয় আহার্য্য দিয়া রক্ষা করিতে পারেন"?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগৎ সিংহ বলিলেন, "অল্প-দিন হইল বাবা পাঁচহাজার মণ শস্য ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। যোধ-

পুর, বিকানীরও এ দুর্ভিক্ষপীড়ন নিবারণার্থে প্রাণপনে যত্ন করিতেছেন। কিন্তু করিবেন কি, শস্য বা ফল মূল দূরে থাক, তৃণ ও বৃক্ষপত্রেরও অভাব হইয়াছে। জলের অভাব না হইলেও অনেকের জীবন রক্ষা হইত"।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কোন্ স্থানের কোন্ কোন্ ব্যক্তি বিকানীর ও যোধপুরস্থ কৃষকদিগের ফসল ক্রয় করিয়া থাকে"?

জগৎ কতিপয় ধনী ব্যবসায়ীদিগের নাম করিলেন। পশুদিগের জন্য কষ্টে স্বষ্টে তৃণ সংগ্রহ হইবে অনুমানে তাঁহারা পুনরায় অশ্বারোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে অপর একটী অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল।

সন্ন্যাসী জগতের সহিত উক্ত অশ্বপদশব্দাভিমুখে চলিলেন। বাদল প্রভৃতি সকলে উক্ত পশুদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিল। জগৎ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরো! স্নান ও আহারান্তে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক ও পশুদিগের দুঃখ নিবারণে প্রয়াস পাইলে হইত না"।

সচিন্তিতভাবে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "জগৎ! এ সময়ে এ পার্ব্বতীয় দেশে কে এ রূপ দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে আগমন করিতেছে, তাহাই দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কি জানি সে যদি কোন পরিচিত লোকই বা হয়! সম্মুখস্থ পাহাড় ও বৃক্ষের মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলিতেছে না, এ জন্যই অগ্রসর হইতেছি।

'মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল
পা আর উঠাতে নারে'।

কিয়দ্দূর গমনান্তে সন্ন্যাসী স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় পুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে সবেগে সেই-

দিকে আসিতেছে। ক্ষণপরে জগৎ তাহার অশ্বসঞ্চালন দর্শনে স্মিত-বদনে কহিলেন, "বোধ হয় ঐ অশ্বারোহী বঙ্গবাসীই হইবে"।

সন্ন্যাসী অন্যমনস্ক ভাবেই বলিলেন, "এ বঙ্গবাসী লাঠী বা অসি-সঞ্চালনে যেরূপ সুপটু, অশ্বারোহণে সেরূপ নহে"।

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী নিকটে আসিল এবং কিছুদূর হইতেই অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজলনেত্রে বলিয়া উঠিল, "আজ আমার ধড়ে প্রাণ এল"। সন্ন্যাসী উৎফুল্ল নয়ন ও অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "তোরা সকলে ভাল আছিস ত"।

সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইবার পর, করযোড়ে ও গদ গদ স্বরে ভিখারী কহিল, "আমি এখন ভাল হলুম। চারু বাবু, তাঁর বাবা ও কাকা আর মা ঠাকরুণ সব এখনও পাগল হয় নাই—আর দিনকতক অত ভাব্‌লে—অত কাঁদলে জ্ঞান হারাবে"।

অতিশয় মুগ্ধ হইয়া 'নারায়ণ নারায়ণ' বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী অস্থির পদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জগৎ কখন তাঁহার, কখন বা ভিখারীর বদনপ্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেছেন।

ভিখারীর সহিত সকলে আবার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ভিখারী জিজ্ঞাসা করিল, "বাদলা টাদলা কোথায়"? সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুই আয়, সকলকেই দেখিতে পাইবি"।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে জগৎ সিংহ সুহৃদ সন্ন্যাসীকে আপনার ভবনে অভ্যর্থনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। বাদল ও শ্যাম-লাল প্রভৃতি সকলে পুরী, কচুরী, পেঁড়া, কলাকন্দ, রাব্‌ড়ী, খুরছন ও নানাবিধ আচার আহারে তৃপ্তিলাভ করিয়া সুনিদ্রার

রাত্রিযাপন করিল। বীরাগ্রগণ্য বিকানীরের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জগৎ সিংহের পিতা মানসিংহ আমাদিগের সন্ন্যাসীকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পুত্রের সহিত সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সাধুকে আহার করাইয়াছিলেন। পরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া, বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহকে সহসা গৃহে প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রপ্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মানসিংহ সেই রজনীতেই দশজন অশ্বারোহী সুচতুর লোক সন্ন্যাসিনী ও আয়েষা প্রভৃতির অনুসন্ধানার্থে পাঠাইলেন। প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তিনি তাহাদিগকে বিকানীরস্থ বালির পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী কবরস্থান গুলি বিশেষ রূপে দেখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। যদ্যপি তাঁহাদিগের শত্রু দস্যুগণের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দুর্জ্জয় সিংহের নিকট অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণ করিতে বলিয়া দিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে সন্ন্যাসী প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া জগৎ সিংহের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মানসিংহ সম্মুখীন হইয়া তাঁহার জানু স্পর্শ করিলেন। সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে বলিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি জগৎকে আমার সহোদর বলিয়া জানি। আপনি তাহাকে যে রূপ স্নেহ করেন, আমাকেও তদ্রূপ করিলে, আমি পিতৃবিয়োগযাতনা সেরূপ তীব্রভাবে অনুভব করিব না"।

বীরদিগের হৃদয় পরুষবাক্যে যেরূপ কঠিন হইয়া থাকে, মিষ্টবাক্যে আবার সেইরূপ দ্রবীভূত হইয়া যায়। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া মানসিংহের বদনে ও নয়নে স্নেহ প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি গদ গদ স্বরে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "তুই এক দিবসের মধ্যেই

আপনি 'মাই' লোকদিগের হাস্যবদন ও দস্যুদিগের শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থা দর্শন করিবেন। বহুদূর সবেগে অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া আপনার লোকদিগের অঙ্গে বিশেষ বেদনা হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তাহারা দুই তিন দিবস সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করে। আপনার শরীরের মাংসপেশী দর্শনে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনি আমার বীরপুত্র জগতের অগ্রগণ্য। সে পরমসুখে আপনাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া আমাদিগকে সুখী করিবে। যে বিধাতা ক্ষণকালের নিমিত্ত আপনার হৃদয়ে যাতনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ প্রৌঢ় বয়সেও তাঁহার দেখা পাইলে আমি তাঁহার তরবারির সহিত আমার তরবারি মাপিয়া দেখিতাম। সাধুর বেশে সুশোভিত সুব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়কুলতিলক মানসিংহ 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছেন না।

যতদিন সন্ন্যাসিনী ও আয়েষার কোন সংবাদ না পাওয়া যায় ততদিন বিশ্রামার্থে সন্ন্যাসীকে স্বগৃহে রাখা মানসিংহজীর একান্ত ইচ্ছা। কোনমতে তাঁহার মন সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে প্রত্যহ অহারান্তে ও সন্ধ্যারপর কোন না কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কথা বলিতে অনুরোধ করিতেন। নল-দয়মন্তী ও সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি গল্প বলিবার পর একদিবস সন্ন্যাসী ভবভূতির উত্তরচরিতের কথা বলিয়াছিলেন। বিধাতা রামচন্দ্রের ভাগ্যেও তদ্রূপ ক্লেশ লিখিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার উপর মাড়োয়ারবীরের হৃদয়ে ক্রোধ সঞ্চার হয়। পরদিবস গল্প শুনিবার নিমিত্ত কতিপয় আত্মীয় মাড়োয়ারবীর ও তাঁহাদিগের অবগুণ্ঠনবতী পত্নীগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে মানসিংহজী বলিলেন "আজি পর্য্যন্ত কি কোন বীর বা মহাপুরুষ স্বেচ্ছচারী বিধাতাকে

কোনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন নাই? যদি পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই কথা বলিয়া আজি আপনি আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

সন্ন্যাসী কাতর ভাবে বলিলেন, "যে দেশে দুর্ভিক্ষপীড়নে কেবল গো মহিষ নহে, তাহাদিগের সাধু প্রতিপালকেরাও আত্ম-হত্যা করিতেছে, বীরশ্রেষ্ঠ! সে দেশে মনুষ্য হইয়া আমিইবা মিষ্ট কথা বলিব কিরূপে; আর পর দুঃখ কাতর ক্ষত্রিয় সন্তানের কর্ণে তাহা মিষ্টইবা লাগিবে কেন?"

মানসিংহের বদন গম্ভীর ও নয়ন কাতর ভাবাপন্ন হইল। তিনি বিষন্ন ভাবেই বলিলেন, "আপনি এস্থান একবার পরিদর্শন করুন এবং ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সমুহের অবস্থা শ্রবণ করুন। তৎপরে দেশের ক্লেশ নিবারণার্থে যাহা বলিবেন, মানসিংহের ধমনীতে একবিন্দু শোণিত থাকিতে সে তাহা করিতে ক্ষান্ত হইবে না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এরূপ না হইলেই বা এস্থান-বাসী ইতর ভদ্র সকলের মন,আপনার নামোল্লেখ মাত্রই,এরূপ প্রফুল্ল হইবে কেন?"

মানসিংহ বলিলেন, "প্রত্যুষ হইতে প্রদোষ পর্য্যন্ত কালা-ন্তকের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াও নিশা সমাগমে সতর্ক প্রহরীর ব্যবস্থান্তে ক্ষত্রিয় সন্তানগণ সঙ্গীত চর্চ্চা বা হাস্য পরিহাস করিতে কখন বিস্মৃত হন না।" তাঁহার মনোগত ভাব এই যে দুর্ভিক্ষজনিত আপদ নিবারণার্থে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আগামী কল্য করা হইবে। সম্প্রতি রাম-জানকীর বিচ্ছেদ ব্যবস্থাপক বিধাতার নির্য্যাতন সম্বন্ধে কোন গল্প মাড়োয়বীর ও তাঁহাদিগের পত্নীগণ সাধুর প্রমু-খাৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যু সতত কেশাকর্ষন করিতেছেন জানিয়াও সন্ন্যাসীগণ সাধুজনের বদনে হাসি দেখিতে বড়ই ভাল বাসেন।"

কেহ ভাবিবেন না যে মাড়োয়ারপত্নীগণ পুরুষের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক গল্প শুনিতেছেন বলিয়া তাঁহারা লজ্জাহীনা। তাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কাহারও সম্মুখীন হইতে বঙ্গবাসিনী-দিগের ন্যায় লজ্জিতা হন না! মাড়োয়ারের মহারাণী সকলে নিজ অধিকারস্থ বনে অশ্বারোহণে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রও শিকার করিয়া থাকেন। এ স্থানের বলবতী রমণীগণ আত্মরক্ষা করিতে বিলক্ষণ সক্ষম বলিয়াই তদ্রূপ লজ্জাশীলা নহেন।

সন্ন্যাসীর মন নিতান্ত অস্থির থাকিলেও, আত্মীয় স্বজন ও অঙ্গনাগণ পরিবেষ্টিত, সহোদর সদৃশ জগতের পিতা, বিকানীরের সৈন্যাধ্যক্ষ, সমস্ত মাড়োয়ার প্রদেশের মহামান্য ও নিজ প্রণয়িণীর অনুসন্ধানের প্রধান সহায় মানসিংহজীর অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে ক্ষণবিলম্ব করাও অবিবেচনার কার্য্য বুঝিয়া তিনি ভাবিলেন সিংহজী তাঁহার অবস্থা দর্শনে বিধাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গতকল্য রামচন্দ্রের বিরহবেদনা তাঁহার অসহ্য হওয়াতে অদৃষ্টলিপি-লেখকের ক্লেশ সম্বন্ধীয় কথায় তাঁহার সন্তোষ সাধিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি যে গল্পটী বলিয়াছিলেন, তাহাতে কোন দেবোপম ঋষির কৌশলে বিধি-লিপি বশতঃ হীন সেবায় রত রাজকুমার রাজকুমারীর বৈকুণ্ঠ বাস ও রোগক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ বিধাতার দিবসত্রয় রাজপথস্থিত বংশোপরি অবস্থিতির কথা রসপূর্ণ-ভাষায় বর্ণিত হইয়াছিল।

গল্প শুনিয়া শ্রোতা ও শ্রোতৃদিগের মধ্যে কেহই হাস্য সম্বরণ

করিতে পারিলেন না। মানসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অগর হামারে বিচ্ মে কৈ আফত্ আপৌছে তো, আপ্ সে আরজ্ ইয়ে হায় কে, বিধাতাকো বাঁশ পর বয়ঠাল্‌নে হোগা। আপ্ কে সাথ্ হাম্‌ভি রথপর বয়েঠ্ কে সরগ্ কো যায়ে"।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপ্ পর তো আফত্ আপৌছি হায়। মগর আপ্ সমঝে্ নেহি সক্‌তে হাঁয়, আওর ইসি সবাব্ সে ময়ভি বিধাতা কো বাঁশ পর্ বয়ঠাল্‌নে নেহি সক্‌তা হুঁ"।

সকলে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলে, মানসিং স্বাভাবিক গম্ভীর ভাবে সন্ন্যাসীর জানু স্পর্শ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "মহারাজ আফত্ কি খবর্‌সে মেরা জি ঘব্‌রাতা হায়। খোলাসা বয়ানসে মেরি দেল্‌জমাই কর্ দিজিয়ে"।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ভাইয়া জগ্ সিং তো ভীমা হায়, আউর উস্‌কি বহু সাক্ষাৎ লচ্‌মী হায়। আপকা লড়্‌কা অর্ (আউর) বহু আপস্‌মে সল্লা কিয়া হায় কে, যব্ তক্ কে আয়েষা কি সাদী ন হো, তব্ তক্ উওঃ দোনো ভাই বহিনকে তওর্‌পর রহেঙ্গে"।

মানসিংকে অতিশয় অবসন্ন দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে যে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে তিনি পুলকিত হইয়া তাঁহার জানু বারম্বার স্পর্শ করতঃ 'ধন্য মহারাজ' বলিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রে।

এক দিবস আহূত হইয়া জগসিং পিতার নিকট গমন করেন এবং দেখেন নয়ন জলে মানসিংহের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ক্ষণকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিবার পর তিনি সকাতরে পিতাকে বলিলেন, "কোন্ পাপিষ্ঠের শমনভবনে গমনেচ্ছা প্রবল হইয়াছে? প্রজ্বলিত হুতাশনে দেহ অর্পণ করিয়া, কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি সুখে জীবনাতিপাতের আশা করিয়াছে। দাস বারেক মাত্র সে পাপাত্মার নাম শ্রবণ করিতে পারিলে, অবিলম্বে তার ছিন্ন মস্তক আপনার চরণ তলে লুণ্ঠিত হইবে"।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিবার পর, মানসিংহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বৎস! আমি এক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হই নাই, যে সাধারণ শত্রু নিপাতনে আমাকে পুত্রের সাহায্য লইতে হয়। আমার শত্রু অবধ্য—সুতরাং তাহার নির্য্যাতন অসম্ভব"।

জগৎ সিংহ পিতৃশত্রুর নাম শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, মানসিংহ বলিলেন, "অবধ্য হওয়াতে সে যখন দুর্দ্দমনীয় সাহসে আমার কুলক্ষয় করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তখন তুমি আর তাহার নাম শ্রবণ করিয়া কি করিবে? তাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকিলে, আমি আর রমণীর ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া রোদন করিতাম না"।

কম্পান্বিত কলেবরে আরক্ত বদনে জগৎসিং করযোড়ে কহিলেন, "বীরাগ্রগণ্য মানসিংহের পুত্র অনায়াসে বধ্য মক্ষিকা নহে। ইন্দ্রও যদি আপনার বৈরী হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে দৈববলে আপনার কুলক্ষয় করিতে হইবে। মনুষ্য হইয়া তরবারি ধরিলে, দাস তাঁহার শিরোভূষণ আপনার গৃহ সজ্জা করিয়া দিবে"।

বিষন্ন বদনে মানসিংহ বলিলেন, "আমার শত্রু মনুষ্য, দেবতা নহে"।

একথা শ্রবণে জগৎসিংহ রোরুদ্যমান হইয়া পিতৃচরণে পতিত হইলেন এবং কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আপনার শত্রু হইয়া যে মনুষ্য এক্ষণ পর্য্যন্ত স্কন্ধে তাহার মস্তক বহন করিতেছে, পিতঃ! একবার তাহার নাম বলিয়া দিন্ এবং দেখুন আপনার স্নেহের জগৎসিং তাহার ছিন্ন মস্তক আপনার পদতলে বিলুণ্ঠিত করিতে পারে কি না"।

মানসিংহ বলিলেন, "বেটা! অন্যের গলদেশ ছেদনে তুমি যে সুপটু হইয়াছ, তাহা আমি জানি। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার কুলক্ষয় করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহার একগাছি কেশও তুমি স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না—আর করিলেও, ইহকালের কথা

দূরে থাক্, আমি পরকালেও সুখী হইতে পারিব না”।

জগ্‌সিং বিস্ফারিত নয়নে অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বিশুষ্ক বদনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বলিলেন, “বাবা! আপনার মূর্খ পুত্র আপনার কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিতেছে না”।

গম্ভীর ভাবে মানসিংহ বলিলেন, “তুমি কিরূপে আমার কথা বুঝিবে? আমি মনে করিয়াছিলাম আমার একমাত্র সুপুত্র প্রাপ্তযৌবন হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে এ হতভাগ্য রাজপুত সম্প্রতি বুঝিতে পারিয়াছে, ‘তাহার বংশধর অদ্যাবধি নারীক্রোড়-শোভা-সামগ্রী শিশুই রহিয়াছে। লালাজী কৃষ্ণচন্দ্র স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে নারী বধ করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃবধ করিয়াছিলেন। আমারও সামান্য শিশু যবনীর প্রেমে কুলক্ষয়ের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া নারী প্রধান মাতৃবধ করিতে উদ্যত ও বীরপণা প্রকাশ পূর্ব্বক মাতুল দূরে থাক্ পিতৃবধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, আমার কুলক্ষয় করণোদ্যত শত্রু অবধ্য কিনা।’

ছিন্নমূল তরুর ন্যায় জগ্‌সিং পিতৃচরণে পতিত হইয়া দুই হস্তে মানসিংহের পদদ্বয় বেষ্টন করতঃ রোদন করিতে করিতে বলিলেন, “বাবা গো! নর-নারী হিন্দু বা যবন হইতে পারে। প্রেম ত সর্ব্বত্রই পবিত্র। যদ্যপি বিশুদ্ধ প্রেমকে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই দণ্ডেই প্রেমাধার আমার হৃদয় স্বকরধৃত তরবারি দ্বারায় ছিন্ন করতঃ পিতৃচরণে অর্পন করিতাম। ক্ষুৎপিপাসা ও নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে রমণী দিবানিশি শুশ্রূষা দ্বারা এ দাসের জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে আমারই জন্য উদাসিনী—আমারই জন্য

এ সুখের সংসার তাহার পক্ষে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিবিড় কান্তার। আপনার ঔরসজাত জগ্‌সিং কি এমনি কুলাঙ্গার হইবে যে, যে রমনী তাহারই জন্য সংসার শূন্য দেখিতেছে, তাহাকে তদবস্থ রাখিয়া সে সংসারসাগরে সুখের সহিত সন্তরণ দিবে। বাবা! আমি ত ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব পুরুষ; আমার কথা দূরে থাক্, এ কুলোদ্ভবা রমণীও এ অবস্থায় সংসারসুখ বিষবৎ দর্শন করে।" সুপুত্রের হৃদয়োচ্ছ্বাসে বীর মানসিংহ মুগ্ধ। ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রিয়ম্বদ বংশধর! তোমাদিগের সন্ন্যাসগ্রহণে কি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা আয়েষার সুখোদ্ভব হইবে? এত দিন উদাসীনব্রত অবলম্বন না করিয়া যদি তাহার জন্য সুপাত্র অন্বেষণ করিতে, তাহা হইলে আমাদিগের বিষাদ ও তোমাদিগের অবসাদ দূরে পলায়ন করিত। তাহা কর নাই বলিয়াই আমি আজি তোমাকে বালক বলিয়াছি।"

করপুটে জগ্‌সিং বলিলেন, "সত্য প্রেম কি জীবনান্তেও দূরীভূত হয়?"

মানসিং দুইখানি তৈলাক্ত ও অপর দুই খানি শুভ্র কাগজ আনাইলেন। জগ্‌সিংহকে প্রথমে তৈলাক্ত কাগজদ্বয় সুদৃঢ়রূপে ও পরে শুভ্র কাগজ দুইখানি তদ্রূপেই উৎকৃষ্ট আটা দ্বারা মিলিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। মিলিত কাগজগুলি পরিশুষ্ক হইলে, তাহাদিগের উপর সিক্ত মসী বা বারিচোষক কাগজ অর্পন করিতে বলিলেন। পূর্ব্বোক্ত মিলিত কাগজদ্বয় এতদ্রূপে সিক্ত হইলে, তাহাদিগকে বিযুক্ত করিতে আজ্ঞা করিলেন। তৈলাক্ত কাগজ-দ্বয় অনায়াসেই পৃথক হইল—শুভ্র কাগজগুলী কিছুতেই বিযুক্ত হইল না।

মানসিং হাসিতে হাসিতে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তৈলাক্ত কাগজদ্বয় বিযুক্ত করিতে কণামাত্র ক্লেশ পাইলে না, কিন্তু বহু পরিশ্রমেও অন্য কাগজ দুইখানি পৃথক করিতে অসমর্থ হইলে। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি?"

জগৎসিং কহিলেন, "তৈলাক্ত কাগজদ্বয়-মধ্যস্থ আটা কাগজ-গাত্র স্পর্শ করে নাই। তাহা তৈলের উপর ভাসমান ছিল। এ জন্যই সে কাগজগুলি পৃথক হইয়াছে"।

মানসিংহ কহিলেন, "অয়েসা ও তোমার প্রেম প্রবল হইলেও তোমাদিগের মধ্যে হিন্দু-মুশলমান-ধর্ম্মরূপ যে তৈল আছে, উক্ত প্রেম আটা সেই তৈল পার্শ্বস্থ, সুতরাং তোমাদিগের প্রেমচোষক সুপাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে, তোমাদিগের এরূপ বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। তবে পাত্রটী রূপে ও গুণে সর্ব্বাংশে তোমা অপেক্ষা ভাল হওয়া আবশ্যক।

"আয়েষার শুশ্রূষায় তুমি কৃতজ্ঞতাপাশেই আবদ্ধ হইয়াছিলে। ক্ষত্রিয় সন্তান কখন সে পাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহে না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরকাল তাহার নিকট তদ্রূপ আবদ্ধাবস্থাতেই থাক। কিন্তু আয়েষা নিঃস্বার্থে তোমার সেবা করে নাই। তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় তোমার হৃদয়ের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছিল। বচন, নয়ন বা বদনের ভাবে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার হৃদয়ের ভাব তোমার নিকট প্রকাশ হইতে পারিত—হয় নাই কেন? কেহ ত হৃদয়ের ভাব হৃদয়-বানের নিকট গোপন রাখিতে পারে না। মাঘ মাসে সম্পূর্ণ নিশাবসানে সূর্য্য উদয় হইলেও তাঁহার কিরণ কখন কখন স্পষ্টতঃ পৃথ্বীতল স্পর্শ করে না; কারণ সে সময়ে বহুদুর

পর্য্যন্ত কোয়াশায় আবৃত থাকে। 'রাজপুত কুলোদ্ভব যুবা কি মুশলমান রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন'? এই সন্দেহ কোয়াশা স্বরূপ হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাব প্রথমে তোমার হৃদয়ে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই—যদি দিত, তাহা হইলে তোমাদিগের উভয়ের হৃদয় একত্রীভূত হইয়া যাইত। সেরূপ হইলে, আর তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যাইত না। সেরূপ হয় নাই বলিয়াই, তুমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে পার যে, উপযুক্ত পাত্র পাইলে সচ্চরিত্রা আয়েষা তাহাতে হৃদয়ের প্রেম ঢালিয়া দিবে—সে সুখী হইবে, আমার বংশলোপের আশঙ্কা দূরীভূত হইবে"।

পিতার বিজ্ঞতায় জগৎ বিমোহিত হইয়া বলিলেন, "জানিনা কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ বীরাগ্রগণ্য মানসিংহের ন্যায় বীরের ঔরসে ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা জননী স্বরস্বতীর গর্ভের ন্যায় বিশুদ্ধ গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! সুপাত্র অন্বেষণে কোথায় যাইব! কোন্ দেশে, কোন্ গুপ্ত স্থানে আয়েষার বর বসিয়া আছেন, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন। আমি এই দণ্ডেই তাঁহার নিকট গমন করিব এবং যেরূপেই হউক তাঁহাকে সম্মত করিয়া আয়েষার ক্লেশ দূর করিব"।

পুত্রের বাক্যে পিতা মুগ্ধ। গদগদ বচনে মানসিংহ বলিলেন, "তুমি শুনিয়াছ, বিকানীরের স্বর্গীয় মহারাজ আফগানস্থান দর্শনের ইচ্ছা করিয়া আফ্রিদিদিগের পার্ব্বতীয় দেশ মধ্যস্থ পথে গমন করিতেছিলেন। দুর্দ্দমনীয় মহাবল পরাক্রান্ত ওয়াজিরী ও তীরাবাসীগণ লুণ্ঠন মানসে সসৈন্যে মহারাজকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত আমাকে তথায় রাখিয়া মহারাজ আফগানিস্থানে গমন করেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মহারাজকে আফ্রিদিগণ নজর দিয়াছিল। তদ্দেশ রীতিমত অধিকার করিবার জন্যই আমি মহারাজের সমভিব্যাহারী হইয়া সেই সময়ে বিকানীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি নাই! কিন্তু আমি সে দেশ করায়ত্ত করিয়া আসি নাই। আজি পর্য্যন্তও বিকানীরের সহিত আফ্রিদিদিগের কোন সম্পর্কই নাই। ইহার কারণ কি জান" ?

জগৎসিংহ কহিলেন, "মাড়োয়ারের বীরকুলোদ্ভবদিগের কথা দূরে থাক, এমন ভীল, কোলও দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা আপনার আফ্রিদিদেশের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে না করে। এ দাস কিরূপে আপনার সে অক্ষয় কীর্ত্তি বিস্মৃত হইবে! আমার মনে হয় আপনি সে দেশ অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধি বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে সতত তৎপর সে দুর্দ্দমনীয় যবনগণ আপনার প্রত্যাগমনের পর আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিয়াছিল। বিকানীয়ারাধিপতি আর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করায়, আজি পর্য্যন্ত আফ্রিদি-দিগের সহিত বিকানীয়ারের সম্বন্ধ নাই"।

মানসিংহ কহিলেন, "পুত্র! তুমি বুদ্ধিমানের ন্যায় অনুমান করিয়াছ। কিন্তু সত্য ঘটনা তাহা নহে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নিশীথ সময়ে আমি আমার শিবির মধ্যে শয়ান আছি, এমন সময়ে আমার পদদ্বয়ে কেহ হস্ত স্পর্শ করিতেছে বুঝিয়া আমি সহসা তরবারি হস্তে শয্যার উপর উপবেশন করিলাম এবং দেখিলাম একটী সুন্দর ও সবলকায় যবনযুবা আমার শয্যার নিকট দণ্ডায়মান আছে। সে সময়ে তাহার সেস্থানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বিনীতভাবে কহিল, 'বীরাগ্রগণ্যের

অস্ত্রের সহিত অস্ত্র ঘর্ষণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। খড়্গে খড়্গে, বর্শায় বর্শায়, তরবারিতে তরবারিতে, অথবা যাহাতে বীরশ্রেষ্ঠের অভিরুচি হয়, তাহাতেই গোলাম প্রস্তুত আছে। এ দাস যে ক্ষিপ্ত নহে, তাহা তাহার এসময়ে সহস্র শিবির মধ্যস্থ এ শিবিরে প্রহরীগণের নয়নে ধূলি বর্ষণ করতঃ আগমন করাতেই, বোধ করি মহাশয়ের প্রতীতি হইয়াছে'। কি করি বাপু! আমি ক্ষত্রিয় সন্তান—যুদ্ধে আহূত হইয়া কিরূপে নিদ্রা যাই! সেই বীর যুবকের তরবারির মত তরবারি হস্তে লইয়া তাহার সহিত আমি কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গের শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম। যুবা আমাকে স্থান পরীক্ষা করিতে বলিলে, আমি তাহাকে বলিলাম, 'যৌবনে তোমার সমস্ত মাংসপেশী আজি পর্য্যন্ত সুদৃঢ় হয় নাই। আমি যুদ্ধকার্য্য আর নবীন পুরুষ নহি। স্বেচ্ছায় পতঙ্গ অগ্নিতে পতিত হইতে ইচ্ছা করিলেও, সৎপুরুষ তাহার সে উদ্যমে বাধা দিয়া থাকেন। আমি সেই জন্যই তোমাকে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি। প্রতি নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না কর, তোমার এরূপ অভিলাষের কারণ শুনিতে পাইলেই আমি বজ্র-মুষ্টিতে তরবারি ধারণ করিব"। যুবা কহিল, 'আমার সৈন্য সামন্ত নাই। কিন্তু ধমনীতে একবিন্দু শোণিত থাকিতেও যে নরাধম কাপুরুষ জননীসমা নিজ জন্মভূমিকে পরপদ-দলিতা দেখিতে পারে, মৃত্যুই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। সেই জন্য দাস করপুটে বলিতেছে যে, হয় সে মাতৃভূমির স্বাধীনতা-লোপকারীর শোণিত দর্শন করিয়া সুপুত্র নাম গ্রহণ করিবে, আর না হয় জননীর পতন দর্শনে অসমর্থ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গে গমন

করিবে'। "মানসিংহ কহিলেন "স্থান পরীক্ষা করিয়া ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে আমি তরবারি উত্তোলন করিলাম। সম্পূর্ণ দুইটী ঘণ্টা সমভাবে যুদ্ধ করিবার পর কোন পশুচালিত শিলাখণ্ডস্পর্শে আমার পদস্খলন হইল। যুবা যে রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া তাহার তরবারি রোধ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেই আমি তাহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু সে সময়ে তাহার তরবারি রুদ্ধ না হইলে, তোমার পিতার শোণিত মাংসে তদ্দেশবাসী বহু-শৃগালের দেহ পুষ্ট হইত। কিন্তু তৎকালে আমি যুবাকে মিষ্ট বাক্য বলিতে পারি নাই। তাহার তরবারি রোধে আমি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়াছিলাম, 'মূঢ়? ক্ষত্রিয় বীর কি যবনের নিকট জীবন ভিক্ষা করে? কোন্ দুষ্ট অভিপ্রায়ের বশীভূত হইয়া তুই তোর তরবারির গতিরোধ করিলি? রাজপুত শোণিতে স্নাত হইয়া সে তাহার যবনস্পর্শ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিত'। যবনযুবা সুস্থির ভাবে স্মিতবদনে কহিল, 'দৈবানুকুল্যে ক্ষত্রিয়ং বধ করিয়া সুখী হইতে পারিব না বলিয়াই, যত্নে তরবারি রোধ করিয়াছি। শিলাখণ্ডস্পর্শে আপনার পদস্খলন আমার পক্ষে দৈবানুকুল্য, আপনার ভাগ্যে দৈববিড়ম্বনা। বীরশ্রেষ্ঠ! তরবারি পুনরায় উত্তোলন করুন, এ যুবা মোল্লা অদ্যই আপনার রাজপুতশোণিতের অহঙ্কার দূরীভূত করিয়া দিবে'। মানসিংহ বলিলেন, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাত্রি শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে আমি বুঝিতে পারিলাম আমার দম ফুরাইয়াছে। যবনযুবা তখনও বীরদর্পে অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছে। পশ্চাৎপদ হইতে আমি পর্ব্বতগাত্রসংলগ্ন হইলাম। আর আমার পা চলিল না—হস্ত আর তরবারি উত্তোলন করিতে পারিতেছে না। মুদ্রিত নয়নে বারেক

মাত্র ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া আমি বলিলাম, 'যবন বীর! ক্ষত্রিয়-বধ-কার্য্য সম্পন্ন কর, যুবা আমার পদতলে তরবারি অর্পণ পূর্ব্বক সেলাম করিতে করিতে অতিশয় বিনীতভাবে বলিল, 'পিতৃসম বীরাগ্রগণ্যের জীবননাশ করা দূরে থাক্, তাঁহার পবিত্র শোণিতপাতেও আমার যবনহৃদয় ব্যথা পাইতেছে। তাহার কথায় আবার প্রজ্বলিত হইলাম। আবার তাহাকে বলিলাম, 'ক্ষত্রিয় সন্তান যবনের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহে না'। সে আমার পদতলে পতিত হইয়া কাতর স্বরে বলিল, 'দাসকে আপনার ঔরসজাত পুত্র বলিয়া মনে করুন, তাহা হইলেই তাহাকে আর পিতৃবধ করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন না—পুত্রের নিকট আপনাকে বলিতে হইবে না 'আমি জীবন ভিক্ষা করিব না'। কি করি বাপু! রক্তাক্ত দেহে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া মনে মনে আমার ভাগ্য ও যবন-যুবার বাহুবল বিষণ্ণ ভাবে আলোচনা করিতেছি, এমন সময় যুবা স্বহস্তে ঝরণা হইতে আনীত জলে আমার ক্ষতস্থান ধোয়াইতে ধোয়াইতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি মুগ্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুধীর বীর! দেশের শত্রুকে বধ না করিয়া তাহার প্রতি এত ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ কেন? পূর্ব্ববৎ বিনীতভাবে যুবা কহিল, 'নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আমিই আপনাকে এতদূর আনিয়াছি, ভাগ্যক্রমে তরল শোণিতের সহায়তায় জয়লাভ করিয়া যদি আপনাকে আমি বধ করি, তাহা হইলে ধার্ম্মিক যবনেরা আমাকে যবনকুলকলঙ্ক বলিয়া জানিবেন, আর আমি স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। বীর-শ্রেষ্ঠ! যে বিশ্বাসে এ নিশীথ সময়ে এ শত্রু পরিপূর্ণ দেশেও

আপনি একাকী আমার সহিত এ দূরবর্ত্তী নির্জ্জন স্থানে আসিতে সাহসী হইয়াছেন, সে বিশ্বাস, সে সাহস অদ্যাবধি যবনহৃদয়ে প্রবেশ করে নাই—সেই বিশ্বাস ও সাহস হিন্দু ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগের হৃদয়েই আজি পর্য্যন্ত বাস করিতেছে। অতএব বুঝিতে পারিতেছেন যে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই বিশ্বাস ও সাহস সম্বন্ধে আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছিলাম। অস্ত্রসঞ্চালন নশ্বর দেহের কার্য্য। বিশ্বাস ও সাহস হৃদয়ের ধন ও স্বর্গীয় রত্ন। যখন আমি সে ধন বা রত্ন লাভে বঞ্চিত হইয়াছি, তখন আপনি আমাকে পরাজিত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্র ভাবিয়া ক্ষোভ ত্যাগ করুন। বিশেষতঃ নিদ্রাজনিত আলস্যে আপনাদিগের দৈবশক্তিসম্পন্ন দ্বিতীয় পাণ্ডবের মাংসপেশীও শিথিল হইয়া যাইতে পারিত। আমি তীব্রকামনায় প্রবুদ্ধ ও তৎপর—আর আপনি অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে অলস ও শিথিল। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই জয় পরাজয় নিরূপণ করেন না। ভগবান আপনাকে সুদীর্ঘজীবী করুন। আমি স্থির জানি ও অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, যতদিন আপনার দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন বিকানীয়াধিপতি আফ্রিদিদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করিবেন না। আমিও এ মরুভূমি, কিন্তু আমার জন্মভূমি, স্বাধীনতা চ্যুত হইল না দেখিয়া নির্জ্জনে গিরিগুহায় বসিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের ধ্যানে রত থাকিব'।

যবনযুবার কথা শেষ করিয়া মানসিংহ পুত্রকে বলিলেন,—তুমি কিছুদিন আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমাকে অবসর দাও। আমি সেই যবনবীরশ্রেষ্ঠকে আনিয়া আয়েষার ক্লেশ নিবারণ করি”।

পিতৃপরাজয় ও যবন-যুবার গুণানুবাদ হর্ষ ও বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে জগৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং বিনীতভাবে করযোড়ে কহিলেন, "বাবা! আপনি ত দেখিতেছেন যে, আজি পর্য্যন্ত আমার বালকত্ব যায় নাই। আপনার কার্য্যের গুরুভার আমি কিরূপে বহন করিব! প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন, আমি সেই বীরাগ্রগণ্য যবনযুবাকে আনয়নে আফ্রিদিদেশে গমন করি"।

বিমুগ্ধভাবে মানসিংহ কহিলেন, "আফ্রিদিদেশ পর্ব্বতময় ও হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ও নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ। সে স্থানের পথ বন্ধুর ও দুরারোহ। আফ্রিদিগণ বলবান ও নরঘাতী। আমার কুলতিলক একমাত্র বংশধরকে একাকী সে অজ্ঞাত ভয়ানক দেশে আমি কিরূপে পাঠাই বাবা!"

পিতার পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক জগৎ বলিলেন, "বাবা! আপনার কুলকলঙ্ক কুপুত্র নেতা হইবার ইচ্ছায় কেবল অশ্বারোহণ ও অস্ত্রসঞ্চালন শিক্ষা করে নাই। সৈন্যাধ্যক্ষের বিশেষ ধন ভূবৃত্তান্ত সে নখ দর্পণের ন্যায় দেখিতেছে। এ স্থান হইতে আপনাদিগের উক্ত সমরক্ষেত্রের পথ, দাস বলিতেছে শ্রবণ করুন"।

এ কথা বলিবার পর জগৎ আফ্রিদিদেশের পর্ব্বত, পথ, বন ও আফ্রিদিদিগের নানা শ্রেণীর রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও বলবিক্রমের কথা অবলীলাক্রমে বিবৃত করিলেন। তাঁহার বীর পিতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বৎস! এ সৎউদ্যম হইতে আমি তোমাকে নিবৃত্তি করিব না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদ্যপি তুমি সে বীরশ্রেষ্ঠ যবনযুবার দর্শন পাও ও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে আনিতে পার, তাহা হইলে পেশোয়ারে প্রত্যাগত

হইয়া ন্যূন পক্ষে দুইদিন তথায় বিশ্রাম করিবে”।

পিতৃচরণে প্রণামান্তে জগৎ সেই নিশীথেই উক্ত যবনযুবা দর্শনে প্রস্থান করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিলেন না। বিপদে ঝাঁপ দিবার সময় ক্ষত্রিয়সন্তান পারতপক্ষে আত্মীয় স্বজনকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করেন না। এ দিকে আবার যদি সন্ন্যাসী তাঁহার সমভিব্যাহারী হন্, তাহা হইলে আয়েষা ও সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধানও হইবে না।





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আগরতলা।

জ্যামিতির নিয়মানুসারেই যুবক ও যুবতীর ভালবাসা নির্ণয় করিতে পারা যায়। সমভাবাপন্ন হৃদয় না হইলে কেহ কাহাকেও ভালবাসে না। জগৎ সিংহ ও সন্ন্যাসী উভয়েই আয়েষাকে ভাল বাসেন; সুতরাং তাঁহাদিগের হৃদয় সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাঁহা- দিগের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা আছেই আছে। পরদিন প্রত্যূষে মানসিংহ প্রমুখাৎ জগৎ সিংহের পেশোয়ার প্রদেশ হইতেও পশ্চিমাঞ্চলে গমনের কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী চঞ্চলমনা হইলেন। তাঁহার সে স্থানে আর তিলার্দ্ধ থাকিতে ইচ্ছা হইল না। সেই জন্য নিজ মনের অবস্থা সিংহজীকে জ্ঞাপন করিয়া তিনি সেই দিবসেই আহারাদির পর ভিখারী ও বাদল প্রভৃতির সহিত আগ- রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহের প্রেরিত লোক যাহাতে পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, সিংহজী এরূপ আদেশ পূর্ব্বাহ্নেই পাঠাইয়াছিলেন।

পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষে পত্রের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলে, ঠাকুর বলিলেন, "এ অঞ্চলেও পঙ্গপালের বিলক্ষণ উপদ্রব হইয়াছে দেখিতেছি। গুজরাট প্রদেশে শলভের ও এ অঞ্চলে মূষিকের একরূপ বাসস্থান। দেখিতেছি মূষিক ও শলভ উভয়ের অত্যাচারে ও অনাবৃষ্টিতে এ বৎসর এ প্রদেশে এ দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে"।

এইরূপ কথোপকথনে আর কিছুদূর যাইবার পর, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে ভাবিয়া অন্যান্য সকলে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া দেখিল উড্ডীয়মান পঙ্গপাল গগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বিমানগামী শলভের ছায়ায় কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে আবার দেখা গেল গন্তব্যপথ ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর ন্যূনাধিক দুই হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া গিয়াছে। পৃথ্বীতল আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। রাশীকৃত শলভ ধরিত্রীকে আবৃত করিয়াছে। সেই জীবস্তূপের উপর দিয়া কিছুদূর গমনান্তে তাঁহারা একটী পল্লীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, পল্লীবাসীগণ মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া নানাস্থানে জলপ্রণালী প্রস্তুত করিতেছে। বিস্ফারিত নেত্রে ভিখারী জিজ্ঞাসা করিল, "আকাশে মেঘের লেশ দেখি না, এরা নালা কাটে কেন"? সন্ন্যাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি জলপ্রণালী দেখিতেছ না। তুমি এখনই দেখিবে ঐ খাদ লক্ষ লক্ষ শলভের কবর হইয়া যাইবে"। সত্য সত্যই ক্ষণকাল পরেই সকলে দেখিল, স্থানে স্থানে পল্লীবাসীরা যষ্টির আঘাত করিতেছে, আর ঝাঁকে ঝাঁকে শলভগণ লাফাইতে লাফাইতে খাদমধ্যস্থ হইতেছে। খাদপার্শ্বে কোদালিহস্তে দণ্ডায়মান পুরুষগণ খাদপূর্ণ

হইলেই তদুপরি মৃত্তিকা প্রক্ষেপ করিতেছে। এইরূপ সময়ে তদ্দেশ বাসী জৈনগণের সমূহ ক্লেশ। তাহারা শলভ বা অন্য কোন প্রাণী বধ করে না—শলভে পাকশালা, পাকস্থলী, অঙ্গন সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। তাহাদিগকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করা দুঃসাধ্য, জৈনদিগের পাক-কার্য্যও অসম্ভব। এদিকে যবনদিগের প্রকারান্তরে মহোৎসব উপস্থিত। তাহারা শলভ মারিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। তৎপরে ধান্যাদির তুঁষ কুলা কিম্বা অন্যরূপ ব্যজনী দ্বারা যেরূপে দূর করা হয়, তাহারাও তদ্রূপে মৃত শলভদিগের পক্ষ উড়াইয়া থাকে। তৎপরে শুষ্ক শলভের সহিত গম্, বাজ্‌রা, ছোলা প্রভৃতি চূর্ণ করে। তাহাতে তাহাদিগের উপাদেয় রুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এ বৎসর ফসল হয় নাই। এই জন্যই কি দুর্ভিক্ষ রাক্ষস তাহার ভয়ানক মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক এ অঞ্চলবাসী মনুষ্য ও তৃণপত্রজীবী পশু সমূহ গ্রাস করিতে সাহসী হইয়াছে? না। পাশ্চাত্য মতানুযায়ী ব্যবসায়ই এ রাক্ষসকে এরূপ দুর্নিবার করিয়া তুলিয়াছে। এ দেশের মূর্খ লোকেরা মুদ্রার রূপে মুগ্ধ হয় এবং সেই মোহে পুঁজি শূন্য হইয়া জীবন রক্ষার উপায় শস্য সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলে—মনে করে আগামী ফসল তাহাদিগের অভাব দূর করিবে। পুণ্য-শ্লোক নলরাজার রাজ্যে ঈতি ছিল না, শুনিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণ-প্রসূতি ভারতমাতার অনেক স্থানেই ছয়টী ঈতিই নিয়ত বর্ত্তমান থাকে—দুই একটী ঈতি নাই, অধুনাতন এমন স্থানই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার উপর আর একটী আধটী ঈতি বৃদ্ধি হইলেই তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অভাব সহস্রকর বিস্তার পূর্ব্বক নিকটস্থ স্থান হইতে শস্যাদি আকর্ষণ করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানেও দুর্ভিক্ষ প্রবেশ

করে এবং রাক্ষসের ন্যায় নৃশংসভাবে আবাল বৃদ্ধ বণিতা ও গো মহিষাদি বধ করিতে থাকে।

সন্ন্যাসীর অন্তরে এ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ নিবারণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে, তিনি অনায়াসে আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু উপস্থিত ঘোর দুর্নিমিত্ত নিবারণেচ্ছার ভিতরেও সন্ন্যাসিনীর জন্য দুশ্চিন্তা পূর্ণভাবে জাগরিত থাকিয়াই তাঁহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। ধন্য ঠাকুর! বিরহ-বাণ-নিপীড়িত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন্ না, স্বর্গেও এমন দেবতা দুর্ল্লভ।

তিনি মানসিংহ ও জগৎ প্রেরিত রাজপুত প্রমুখাৎ শুনিলেন, বেহারী দস্যুগণ তাঁহাদিগের আগমন-সংবাদ পাইয়াই সন্ন্যাসিনী ও আয়েষাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে এবং ভাবিলেন, তাঁহার উপাস্য দেবাদিদেব মহাদেব সমুদ্রমন্থনকালে দেবাসুরের ক্লেশ নিবারণার্থে তীব্র কালকূটরাশি পান করতঃ নীলকণ্ঠ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—বিরহ অগ্নিতে ভয় করিয়া কি তিনি জীবনাশ নিবারণে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন! সন্ন্যাসী! সরবুপতে! কে বলে মহাদেব ভূত প্রেতের উপাস্য দেবতা! তোমার সতীদিগের রক্ষার্থে তিনি আবার জটা ছিঁড়িবেন—ভয় নাই। আমাদিগের সতী লক্ষীরা পিতা কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িতা হইলে দেহত্যাগ করিতে পারিতেন—পিতারও ছাগমুণ্ড হইত। বেহারী দস্যুগণ তাঁহাদিগের পিতা নহে। ছিন্ন শিব-জটা-সমুদ্ভূত বীরভদ্র মহাশয় দস্যুগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ

---

* অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টি মূষিকীঃ শলভাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়ে তে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

করিয়া হাস্যবদনা সতীদিগকে তোমার সন্নিকটে আনয়ন করিবেন। তুমি জান না যে, তুমি রুদ্রাংশে জাত। সেই জন্যই বোধ হয় আমাদিগের কথায় তোমার সুন্দর ভ্রূর আকুঞ্চন পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না। সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমানচন্দ্রও আত্মবিস্মৃত ছিলেন, ইহা মনে করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যবদনে কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

মানসিংহ ও জগৎসিংহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত অপর দূত অনুসন্ধানান্তে প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, বেহারী দস্যুগণ স্ত্রীলোকদিগকে আদৌ এ অঞ্চলে আনয়ন করে নাই। আপনাদিগের মধ্যে দু এক জনকে স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া বিকানীরের বালীয়াড়ির নিকটস্থ কবরস্থানে লইয়া গিয়াছিল। তাহাতেই কোন কোন লোকের মুখে শুনা যায় যে, তাহারা আউরৎ সহিত এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। কিন্তু যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা উষ্ট্রপৃষ্ঠে প্রত্যাগত হইয়াছে। সেই উষ্ট্রপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কতিপয় অতিশয় সুচতুর ভীল গমন করিয়াছে। অভিপ্রেত সংবাদ অতি সত্বরেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

বদন ও নয়ন দর্শনে মনুষ্যচরিত্র জ্ঞান, সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক শক্তি। কতকগুলি বলিষ্ঠ ও সুচতুর ভীল বাছিয়া লইয়া তিনি সেই অপরাহ্নেই যোধপুরান্তর্গত আগরতলা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ নগরের অনতিদূরে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের বহু সংখ্যক সুদীর্ঘ গুদাম ঘর ছিল। সে গুদামসমস্ত শস্যে পরিপূর্ণ। বহুসংখ্যক রক্ষী অতিশয় সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা সেই শস্য রক্ষা করিয়া থাকে।

নিজ অভিপ্রায় বিশদরূপে লিখিয়া সন্ন্যাসী পত্রসহ জনৈক

অতি দ্রুতগামী দূত মানসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। এ দারুণ দুর্ভিক্ষ নিবারণই তাঁহার উদ্দেশ্য। সপ্তাহ মধ্যেই তিনি মানসিংজীর প্রত্যুত্তর পাইলেন। রাণাজীর পত্রে লিখিত ছিল যে, তাঁহার অভিপ্রায় মত মিবারের মহারাজ সমস্ত বিষয় লিখিত পঠিত করিয়া যোধপুর ও বিকানীর মহারাজদিগের নিকট অতিশয় দ্রুতগামী উষ্ট্রে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে সাধুর প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সাধুর ইচ্ছামত সমস্ত বিষয়েরই বন্দবস্ত করা হইয়াছে। বিশেষ কর্ম্মপটু সুচতুর লোক আবশ্যকীয় আয়োজনান্তে গোপনে তাঁহার সহিত দেখা করিবার কথাও উক্ত উত্তরে লিখিত ছিল। ফলতঃ সেই রজনীতেই প্রাগুক্ত লোক সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ হইয়া কিরূপ আয়োজন হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষসাধন করিয়াছিল।

পরদিবস প্রাতে উক্ত গুদামের নিকটবর্ত্তী রাজপথে আমাদিগের সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জনৈক গুদামরক্ষী ভক্তিভাবে বলিল, "রাম রাম, মহারাজ!"

সন্ন্যাসী স্মিতবদনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "হর্ দোয়ার্-মে গোতা লেনা—নেহি তো পাপ পূরা হো যায়গা"।

ভীত হইয়া ভক্তিভাবে করযোড় পূর্ব্বক রক্ষী কহিল, "মহারাজ! কভি চোরী নেহি কিয়া, ঝুট্ নেহি কহা, দুস্‌রেকা আউরত্ পর নজর নেহি ডালা। কেস্‌সবাব্‌সে মেরা পাপ হুয়া হায় আওর মুঝ্‌পর আফত্ আপৌঁছি হায়"—

পূর্ব্ববৎ স্মিতবদনে সন্ন্যাসী কহিলেন, "আরে ভাইয়া, তোম্ দেখ্‌তে নেহি হো কে, বিকেনীর আওর যোধপুরকে শয়কড়ো শয়কড়োঁ গরীব আওর মূর্খ্ আদমীয়োঁকো চাঁদীকা

রূপেয়া দেকে, ওন্‌কে গেঁহো আওর বাজ্‌রা, যো ওনকে জানকে বরাবর হাঁয়, ওন্‌সে থিচ্‌তে যাতে হাঁয়্‌। আওর উঅঃ গেঁহো, আওর্‌ বাজ্‌রা তোমহারে কিসিকো লেনে নেহি দেতে। উঅঃ গরীব আওর্‌ মূর্খ্‌ লোগ্‌ রূপেয়া বদনপর ডাল্‌কর্‌ চোলা ছোড়েঙ্গে,—তোম্‌ পাহারা দেতে হো। রাম তোমকো পাহারা দেনেকে লিয়ে দূত্‌ ভেজে হায়—আওর কারেন্দা, আওর্‌ মনিম ও আওর আওর বদমাইসোঁকে ওআস্তে ক্যা বন্দবস্ত কিয়ে হাঁয়, উস্‌কে কহেনেসে ইয়া শুন্‌নেছে ক্যা ফয়্‌দা"।

রক্ষী করযোড়ে সন্ন্যাসীকে তাহার বাসায় অবস্থিতি করিতে বলায়, তিনি তথায় গমন করিলেন। ক্রমশঃ দুই, পাঁচ, দশ, বিশ, পঁচিশ জন রক্ষী সেইস্থানে সমাগত হইল। কিরূপে পাপ হয় ও কিরূপেই বা তাহা হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে সাধু যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহারা সকলেই তাহা এক মনে শ্রবণ করিতে লাগিল। সাধুর কথা শেষ হইলে, প্রহরীরা কাতরভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! আভি কেয়া কর্‌না? নক্‌রীকে লিয়ে হামনে তো পাপ কিয়া হায়, আর কিস্‌তরে ওঃ পাপ দূর হো ইয়ে যায়েগা"। তাহাদিগের প্রভুগণ গুদামস্থ শস্য বিতরণ বা বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়ায়, তাহারা অতিশয় অসন্তুষ্টই হইয়াছিল। কারণ তাহাদিগের অনেক আত্মীয় স্বজনই যে শীর্ণকায় বা বিগত-প্রাণ হইবে, এ বিষয়ে তাহাদিগের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ময়্‌ এয়সা নেহি কহঃ শক্তাহুঁ। তোম্‌ থোড়া তুল্‌সী, চন্দন্‌, পুষ্প আওর মিঠাই মাঙ্গাও। পূজা আওর ভজনকা বাদ ময় কহেঙ্গা, তোম্‌কো কেয়া কর্‌ণা হোগা।"

পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রস্থান করিল।

সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আমাদিগের সন্ন্যাসীর পূজা সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিলে তাঁহার ভক্তরক্ষীগণ তাঁহার জানু স্পর্শ করিল। পাপ কিসে দূর হইবে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হাসিয়া কহিলেন, "পুষ্প্ আওর তুলসীকে পিছুমে চড়্না। অগর্ রামকা কোই উপদেশ মিলে, তো তোমারা ভাগ্। পালন কর্না—প্রভুকা আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্না—তুরন্ত্ পাপ আলগ্ হো যায়েগা।

আগ্রহের সহিত সকলে পূজাগৃহে প্রবেশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে, এমন সময়ে অগ্রগামী দুই চারিজন লোক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গদগদ ভাবে বলিয়া উঠিল, "হনুমানজিকা জয়। রাম সব্ কুছ্ লিখ্কে দিয়ে হাঁয়"। সে রামলিখন শ্রবণ করিতে—সে ভোজ্য পত্র দর্শন করিতে সকলেই ব্যাকুল। প্রথম বর্ণ উচ্চারিত হইতে না হইতেই সকলের নয়নে ধারা নির্গত হইতে লাগিল। ভক্তিতে বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছে বলিয়া, কেহ কেহ সবলে তদুপরি করাঘাত করিতে করিতে গদ্গদ ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিতেছে, রাম লছ্মন হো'

ভোজ্যপত্রে লিখিত ছিল—

"কোই শুনরে কহানা হামারা।
রামনে ভেজা কাট্নে পাপ তোমারা॥
সাধু সঙ্গত রাত্কো আওয়ে।
চুপ্সে বৈঠো, না চিল্লায়ে না রোয়ে॥
রশিসে হাত্ আওর পাঁয়োঁ বঁধ্না।
পিতা কৃপাসে পাপ চনা উড়্না"॥

রক্ষীদিগের মধ্যে বিজ্ঞ লোকেরা উপরি উক্ত শ্লোকের নিম্ন-

লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। "অদ্য রজনীতে সাক্ষাৎ হনুমানজী সঙ্গী সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন। কেহ ভয় পাইও না—কোন কথা বলিও না এবং রোদনও করিও না। আমাদিগের সকলেরই হস্ত ও পদ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইবে এবং তৎপরেই হনুমানজীর পিতা পবনদেব গুদামস্থ সমস্ত শস্য উড়াইয়া দিবেন—সেই সঙ্গে সঙ্গেই অধমদিগের সমস্ত পাপ উড়িয়া যাইবে"। শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে ও শুনিতে সকলের নয়নে ধারা বহিয়াছিল। কতিপয় নিরীহ রক্ষী রোদন করিতে করিতে বলিল, 'অগর ম্লেচ্ছ ফতে খাঁ, আবদুল মিয়া ইয়ে অওর অওর মুশলমান লাঠী চালানে ওয়ালা হনুমানজীকে উপর লাঠী চালায়ে ? তো ক্যা করণা' ?

বিজ্ঞ রক্ষীরা হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "আরে! তোম্ তো মূর্খ হো। হনুমানজীকো রাবণ কুম্ভকরণ মোকাবেলা নহি কর্ সকা, তব্ ইয়ে সব্ ম্লেচ্ছ্ জান্ বচা সাকেগা? ভয় নহি করনা ভৈইয়া। আজ্ঞা পালন করনা। দেখোতো হনুমানজী ক্যা করতে হেঁ"।

কথা এই যে, অনাহারে হিন্দু রক্ষীদিগের স্বদেশী আত্মীয় বা স্বজনগণ ক্লেশ পাইতেছে, শীর্ণ হইতেছে বা প্রাণত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া এবং গুদামস্থ শস্যের মূল্য চতুর্গুণ না হইলে তাহা বিক্রয় করা হইবে না, ইহা বুঝিয়া, তাহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সহিত গোপনে মিলিত হইয়া গুদাম লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সেই জন্য সাধুর আগমন তাহাদিগের দৈব-প্রেরণা বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল। লুণ্ঠনে পাপ না হইয়া পাপ দূরীকৃত হইবে, ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নিশীথ সময়ে রাম লিখনানুযায়িক হনুমানসঙ্গীগণ উপস্থিত হইল এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সকলের হস্তপদাদি বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা পাহারায় ছিল, তাহারাও বিনা বাক্যব্যয়ে হস্ত ও কুণ্ঠিত ভাবে পদদ্বয় বাড়াইয়া দিল। তৎপরেই গণ্ডগোল। দ্বাদশ জন বলিষ্ঠ মুশলমানের সহিত কতিপয় হিন্দু 'পালোয়ানের লাঠী ও তরবারী খেলা হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই ন্যূনাধিক আহত হইয়া মুশলমানেরা ধরাশায়ী হইল এবং তদবস্থাতেই বিনা বাক্যব্যয়ে তাহারা সময়াতিপাত করিতে লাগিল। পরে হিন্দু রক্ষীগণ ও অপরাপর সকলেই দেখিয়াছিল, তাহাদিগের হস্ত, পদ ও বদন সমস্তই দৃঢ়রূপে আবদ্ধ।

ইতিমধ্যে চতুর ভীল মহাশয়গণ গুদামস্থ মনিম ও কারেন্দা হইতে সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শস্যাদি উষ্ট্রপৃষ্ঠে বহন করিতেছিল। প্রভাতের পূর্ব্বেই শত শত দ্রুতগামী উষ্ট্র শস্য ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া বিকানীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যাঁহারা এত বীরপণা দেখাইলেন—যাঁহারা রক্ষীবর্গ ও অন্যান্য সকলকে বন্ধন করিলেন, তাঁহারা আর সে স্থানে নাই। পশুপদচিহ্ন দেখিয়া কত লোক কত দিকে ধাবিত হইল, কেহই তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কোন অনুসন্ধান পাইল না।

প্রাতঃকালে সহস্র সহস্র লোক সে স্থানে সমবেত হইল। আবদ্ধ রক্ষী ও কর্ম্মচারীদিগের বন্ধন মোচন ও আহত বীরদিগের বদনে জল সিঞ্চন করিতে করিতে তাহারা কত কথাই শুনিতে লাগিল। কেহ বলে, "সহসা আকাশ হইতে শত শত লাঙ্গুল ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল। কেহ বলে "দেখিতে দেখিতে সেই লাঙ্গুল রজ্জুরূপী হইয়া চক্ষুর নিমেষে সকলকে আবদ্ধ করিয়া-

ছিল"। মুশলমান বীরগণ এই সকল কথা শুনিল এবং আপনাদিগের বীরপণা রক্ষা করিবার আশায় বলিতে লাগিল, "আমাদিগের নিকটে লৌহময় লাঙ্গুল নামিয়াছিল। কত প্যাঁচে, কত বাগে আমরা তাহাদিগের উপর লাঠীর আঘাত করিতে লাগিলাম। লৌহ-লাঙ্গুলের কিছুই হইল না। কিন্তু তাহাদিগের আঘাতে আমাদিগের মধ্যে কাহারও মস্তক, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও নাসিকা, কাহারও কর্ণ, কাহারও হস্ত ও কাহারও পদ ভগ্ন বা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কারেন্দা মহাশয়েরা বলিতে লাগিলেন, 'ধনধান্য অপহরণার্থে সাক্ষাৎ বিভীষণের বংশাবতংশগণই আসিয়াছিল'। কারণ দশ হস্ত পরিমাণ মনুষ্য বা চারি হস্ত পরিমাণ হস্ত ও অপক্ক কদলীর ন্যায় অঙ্গুলী মনুষ্য-দেহে সম্ভবে না। আবার মনুষ্য এরূপে এত শীঘ্র রাশি রাশি শস্য ও নগদ সাড়েসাত লক্ষ টাকা কখনই বায়ুবেগে অপহরণ করিতে পারে না"। ফলকথা এ উপস্থিত ব্যাপার যে দৈব দুর্ব্বিপাক, ইহা সকলেরই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস হইল। হিন্দুরক্ষী প্রভৃতি সকলে হনুমানজীর পূজার জন্য ব্যস্ত—মুশলমানেরা পীরসন্তোষার্থে মোরগগোস্ত ও পলাণ্ডুর আয়োজনে নিবিষ্টচিত্ত।

সেইদিন হইতেই নানাস্থানে ন্যায্য মূল্যে শস্য বিক্রয়ে অসম্মত লোকদিগের গুদাম এইরূপে সাক্ষাৎ হনুমানজী বা তাঁহার সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জননী বন্ধনে।

বেলা অষ্ট ঘটিকার সময় আগরতলা হইতে ন্যূনাধিক ২৫ ক্রোশ পূর্ব্বে একটী বৃক্ষমূলে আমাদিগের সন্ন্যাসী যোগাসনে শ্রীভগবানধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছেন। অদূরে তাঁহার কতিপয় শিষ্য নানাবিধ আসনে আসীন হইয়া গুরুর উপদেশ প্রতিপালন করিতেছে। কাহার সাধ্য মনেও করে যে, তাহারা আগরতলার দস্যুবৃত্তি সম্বন্ধে সংসৃষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আপাততঃ ঠাকুরের কর্ম্ম ফুরাইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসিনীর জন্য তাঁহার হৃদয় দ্বিগুণ বেগে ব্যথিত হইতেছে। 'ক্লেশভোগের জন্যই বোধ হয় বিধাতা আমাকে সৃজন করিয়াছেন', এই কথা মনে হওয়াতে তাঁহার শৈশবাবস্থা মনে হইল এবং তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন।

"শৈশবে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। প্রাণ ফাটাইয়া মা কাঁদিয়াছিলেন। আমার হৃদয় স্ফীত হইয়াছিল। বাবার মৃত-

স্নেহ দর্শনে আমার প্রাণের ভিতর কেমন একরূপ ভয়সঞ্চার হইয়াছিল। মার নয়নে ধারা দেখিয়া আমার চক্ষুর্দ্বয়ে ধারা বহিয়াছিল। অশৌচান্ত ও শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যেন কাঙ্গাল হইয়াছিলাম। আমার স্বর্গীয় আশ্রয় স্নেহময়ী জননীকে ত তখন হারাই নাই ; সুতরাং পক্ষান্তের মধ্যেই আমি যেমন ছিলাম আবার সেইরূপ হইলাম— কেবল বুঝিতে পারিতাম, আমার শরীরে লোকে দরিদ্রতার গন্ধ পাইত। কিন্তু আমার পক্ষে সেই পাঠশালা, সেই ছেলের ছেলের মারামারি, সেই হাডু গুডু, সেই ডাণ্ডাগুলী, সমস্তই পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া আসিল।

পৌগণ্ডেই আমার সর্ব্বনাশ হয়। স্নেহের একমাত্র আধার আমার জননী তাঁহার সংসারের বন্ধন-রজ্জু, প্রাণাধিক প্রবোধচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার সে পবিত্র দেহে যতক্ষণ জীবন ছিল, ততক্ষণই আমি যে কি প্রাণে দুর্গা, কালী, হরি, হর, বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় বলা যায় না। কেহই আমার কথা শুনেন নাই। দেবতারা আমার মাকে আমার নিকট হইতে—এ পাপ-পৃথিবী হইতে—দূর করিয়াছিলেন। হায়, সে রাত্রে কতবার আমার দন্তে দন্ত সংলগ্ন হইয়াছিল। কতবার শ্বাসরোধ হইয়াছিল। কিন্তু নির্দ্দয় দেবতারা মার ছেলেকে মার সঙ্গে যাইতে দেন নাই। প্রাণ ফাটিয়া যাইলেও, লোকের কথায় ও স্বর্গে মায়ের সুখ হইবে বলিয়া—যে বদনে মা আমাকে যাদু বাছা ধন বলিয়া আদর করিতেন, আমি সেই বদনে অগ্নিসংযোগ করি। অগ্নি জ্বলিল এবং আমার সে স্নেহময়ী জননীর দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল। ভাগ্যহীন আমি জননীর পবিত্র অস্থি পবিত্র গঙ্গাজলে অর্পণ করিলাম্।

আমার সকলই ফুরাইল। সকলের সহিত আমি আবার সেই নীরস নিরানন্দ গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। রজনীতে নিকটস্থ লোক-দিগের নিদ্রাদর্শনে আমার অতিশয় যাতনা হইয়াছিল। সহোদর সহো-দরার অভাব আমি সেই রজনীতেই বুঝিয়াছিলাম। আমার শোকপূর্ণ হৃদয়ের সবেগ অশ্রুতে কাহারও নয়নকোণে একবিন্দুও জল বাহির হয় নাই। আমার অনিদ্রায় কাহারও নিদ্রার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যাঘাত দেখি নাই। লোকের মুখে হাসি দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। এইরূপে অতি কষ্টে দশ দিবস অতিবাহিত হইলে, আমি মার শ্রাদ্ধ করিলাম। কেন জানিনা, সেই রাত্রেই আমার নিদ্রা হইয়াছিল। স্বপ্নে আমি মাকে দেখি। হাস্যবদনে কত আদর করিতে করিতে মা আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাপ আমার! আমার জন্য তুমি আর কাঁদিওনা। তোমার পিতাকে দেখিয়া এক্ষণে আমি পরম সুখী, কিন্তু তোমার চক্ষের জলে আমাকে সুখে থাকিতে দিতেছে না। তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। তোমার ভয় বা দুঃখ কি বাবা! পরের দুঃখে দুঃখ করিও, তাহা হইলেই তুমি কত সহোদর সহোদরা পাইবে। পরদুঃখ-নিবারণ ও পরোপকার যেন তোমার জীবনের ব্রত হয়। একটী কথা বলি বাবা, মনোযোগ পূর্ব্বক শুন এবং সে কথা প্রতিপালনে কখন নিবৃত্ত হইও না। আমার প্রাণের বধূমাতার অনুসন্ধান করিও। বাছা আমার এক্ষণে তোমারই মত মাতৃপিতৃহীনা। তুমি যেমন কাঙ্গাল, বাছাও আমার এক্ষণে তেমনই কাঙ্গালিনী। জগবন্ধু জগতে তোমার বহু বন্ধু মিলাইয়া দিবেন। সাধুসঙ্গ ও লক্ষ্মী সঙ্গিনীর গুণে আমার বধূমাতার কোন অনিষ্ট হইবে না। তবে শ্রীরামচন্দ্র যেমন রাক্ষসদলন করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তোমাকেও তেমনই দস্যু-

দমন করিয়া ভয়ব্যাকুলা বধূমাতাকে উদ্ধার করিতে হইবে। বিদ্যা ও দস্যুদমন-শক্তি উপার্জ্জনে তুমি কখন অবহেলা করিওনা। নানা দেশ ভ্রমণ, গিরিগুহা ও নিবিড় অরণ্য দর্শন অথবা নদী,হ্রদ বা সাগর-পারে গমন করিতে তুমি কখন কুণ্ঠিত হইও না। সনাতন ধর্ম্মে ও মহাজন-আচারে যেন কখন তোমার অনাস্থা না হয়। তোমার অখাদ্যভোজনে ও অস্পৃশ্যস্পর্শে আমি স্বর্গে থাকিয়াও যাতনা পাইব। মনুষ্যের স্থূল মাংসপিণ্ডবৎদেহনাশে তাহার কিছুই ক্ষতি হয় না, এই কথা জীবনে কখন বিস্মৃত হইও না—তাহা হইলেই আমার জন্য তোমার তত শোক থাকিবে না। একবার তোমার চাঁদবদনে হাস, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমি স্বর্গে যাই।'

নিজ হাসির শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়নের ধারায় আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গেও আমি মাতৃআজ্ঞায় উত্থিত হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। জননী-দর্শনে ব্যাকুল হইয়া সে অন্ধকার-গৃহের চতুর্দ্দিকে নয়ন ফিরাইতেছি, এমন সময়ে আমি যেন আমার স্নেহময়ী জননীর সুমধুর হাস্য শুনিলাম। আর আমি সে গৃহে থাকিতে পারিলাম না। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গ্রামমধ্যস্থ বৃক্ষতলে যাইতে যাইতে কতবার অস্ফুট স্বরে আমি 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমার মা নিশ্চয়ই আছেন, এই বিশ্বাসে আমি কোন স্থানে স্থির হইতে পারিতেছি না। এই চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী হইয়াছে। আমি গ্রাম হইতে প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। কোন্ পথে বা কোথায় যাইতেছি, তদ্বিষয়ে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিলনা। ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে চন্দ্র দেখা দিলেন। শশীর শীতল ও মনোহর কিরণে পৃথিবী ভাসিল। গঙ্গার বক্ষে, বৃক্ষের পাতায় ও পুলিনের বালিতে

স্বর্গীয় শোভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কলঙ্কী শশাঙ্ক মাতৃহীন কাঙ্গালের হৃদয়ে সে শোভা দেখাইতে—সে হাসি হাসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে সহসা আমার কর্ণকুহরে উয়ার্ত্তস্ত্রীকণ্ঠনিনাদ প্রবেশ করিল। কেন জানিনা, সে শব্দ শুনিবামাত্র আমার মনে হইল, আমার মা-ই বুঝি বিপদে পড়িয়াছেন। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে শব্দাভিমুখে দৌড়িলাম। উঃ কি দেখিলাম। এ দীর্ঘকাল পরেও সে ঘটনা স্মরণ করিয়া দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে। নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে একখানি গো-শকটের চক্রে আবদ্ধা জনৈক রূপবতী কামিনী প্রাণ বিদারক করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। শকটের বলীবর্দ্দ দুইটী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। গাড়ীর অপর চাকায় একটী চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক সুন্দর শিশু আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই চাকার কাষ্ঠে তাহার মস্তক সংলগ্ন। সে সেই অবস্থায় নিদ্রিত। শ্রীহরি! এই বয়সে তুমি যশোদার লালনসুখ ভোগ করিয়াছিলে। সেই মাতৃঋণ শোধ করিবার নিমিত্তই বোধ হয় তুমি সতত শিশুক্লেশ নিবারণে এত ব্যস্ত। তাহা না হইলে, সে অবস্থায় সে শিশুকে কে ঘুম পাড়াইয়াছিল! তোমার চক্ষের জলে যশোদার হৃদয় দলিত হইয়া যাইত। সেই জন্যই শিশুর রোদনে তোমার প্রাণে শেলাঘাত হয়। অদূরে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত ও যুক্ত—কেবল যুক্ত নহে, নিষ্ঠুরের হস্ত আবদ্ধ—কিসে? রজ্জুদ্বারা বা লৌহশৃঙ্খলে? না। সাক্ষাৎ কাল, কৃষ্ণ কেউটে সর্পে। হা কৃষ্ণ কমললোচন! সগর্ব্বে, ক্রোধে ও কম্পান্বিত কলেবরে সর্প ভয়ানক ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতেছে। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল তাহার অগ্নিশিখাবৎ জিহ্বা মুহুর্মুহু তাহার বদন হইতে বহির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার ধমনীর শোণিত যেন স্থগিত হইতে লাগিল। পাছে

জ্ঞান হারাই, এই ভয়ে আমি দ্রুতপদে রমণীর নিকট আসিয়া দন্তে ও হস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি গদগদ স্বরে বলিলেন, 'মহাদেব এসেছ! আগে বাছার বাঁধা খুলে দাও—তাকে বাঁচাও, আমি তোমার চরণ ভাবতে ভাবতে মর্‌তেও ভয় করি না।' আমার মাকে মনে পড়িল ও শরীর কাঁপিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি শিশুর নিকট গমন করিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিতেছি, এমন সময়ে সে জাগরিত হইয়া 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গদগদ স্বরে জননী বলিলেন, 'আর ভয় নেই যাদু! ঐ যে মহাদেব তোমার কাছে রয়েছেন। পোড়া বাঁধন খুলিলেই তিনি তোমাকে আমার বুকের উপর দিবেন।' আমারও পোড়া চক্ষু জলে ভরা। পুনঃ পুনঃ চক্ষের জল দূর করিতেছি, আর গাঁট খুলিতে নখ ভাঙ্গিতেছি। কিন্তু দন্ত অস্ত্র বড় অস্ত্র। বোধ হয় সেই জন্যই অগ্রে শিশুপাল ও তৎপরে দন্তবক্র মরিয়াছিল। দন্তে রজ্জু কাটিয়া ও শিশুকে কোলে তুলিয়া রমণীর নিকট আসিলাম। শিশু মধুর হাসি হাসিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিল। মা গদগদ স্বরে 'শিব শিব' বলিতে বলিতে ভক্তি ও স্নেহরসে গলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমিও শক্ত রজ্জু নয়ন জলে সিক্ত করিতে করিতে দন্তদ্বারায় বন্ধন কাটিয়া ফেলিলাম। শিশুকে আমার পদতলে প্রণত করিয়া রমণী প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, আমি মনের বেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, 'মাগো! আমি সম্প্রতি আমার স্নেহময়ী মা হারাইয়াছি। তোমার শিশু আমার সহোদর। অদ্য হইতে আমি তোমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিব। তোমাকে আমি প্রণাম করি—তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।'

জননীর সেই স্নেহ পরিপূর্ণ বদন ও নয়ন মনে পড়াতে সন্ন্যাসী

রোমাঞ্চিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কি করিলাম! আমার সে মার মত মা কি জগতে কেউ ছিল, না কেউ হতে পারবে! তবে আমি এ বালক-জননীকে কেন মা বলিলাম।"

এইরূপে সন্ন্যাসী কভু স্থির ভাবাপন্ন, কভু বা ভক্তিসমুদ্ভূত নয়ন-নীরে আপ্লুত। অতিরিক্ত বিলম্বে পাঠক মহাশয় মহাশয়ারা বিরক্ত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় অতীত জীবন সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইয়াছিল, তাহা আমরাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

এই সময়ে দোয়েল পাপিয়া ও কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কৃষকে, পথিকে, ভদ্রে ও অভদ্রে, নিরীহে, পুলীসে প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই অবাক্। সকলেই নানা নামে ভগবানের নাম করিতেছে। পুলীস্ শকটবাহী দস্যুর নিকট যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহারা তাহার চতুর্দ্দিকে দূরবর্ত্তী থাকিয়াই তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কে কত গালি জানে তাহা সকলকে শুনাইতেছে। সহসা সর্প দস্যুহস্ত পরিত্যাগ করিল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কত লোক পড়িয়া যাইতেছে। কত লোক সেই পতিত লোকের উপর দিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে চীৎকার শব্দ—'গেলামরে' 'মোলামরে' সাক্ষাৎ কাল, দেখো সাবধান্', এইরূপ শব্দে প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পুলীস মহাশয়েরা কেহ কেহ বৃক্ষোপরে, কেহ কেহ বা দূরস্থ রাজপথে। সেই সেই স্থান

হইতেই ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করিয়া তাঁহারা লোকদিগকে পলায়ন করিতে নিষেধ করতঃ তাহাদিগকে 'গিধড়কা জাত' বলিয়া গালি দিতেছেন। অজ্ঞানে অভিভূত না হইলে দস্যু স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিতে পারিত।

ক্ষণপরে ভয়চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে কতিপয় বীরাগ্রগণ্য পুলীসপ্রহরী সাক্ষাৎ কালযবন সদৃশ দারগামহাশয়ের আজ্ঞায় অজ্ঞানাভিভূত দস্যুশকটবাহীর নিকটস্থ হইয়া কম্পিত হস্তে তাহার প্রসারিত করে হাতকড়ি দিয়া ও পদদ্বয় বন্ধন করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার দেহে ধাক্কা দিল এবং 'চল্ বে চল্' বলিতে বলিতে দেখিল, দস্যুর অভিভূত দেহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। দারগা মহাশয়ের আজ্ঞায় তাহার বদনে জল সিঞ্চন করিতে করিতে প্রবল পরাক্রম পুলীসের লোক তাহার অঙ্গে পদাঘাত করিতে ভীত হয় নাই। চেতনা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দস্যু জল চাহিল। সর্পবন্ধনে, সে কালান্তকের ভয়ঙ্কর রূপ-দর্শন ও ভয়াবহ গর্জ্জন শ্রবণে তাহার অন্তঃাত্মা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জলের পরিবর্ত্তে দয়াল পুলীসের লোক তাহার উপর পদাঘাত ও চপেটাঘাতের ধারাশ্রাবণ বর্ষাইতে লাগিল। আমাদিগের সন্ন্যাসী ঠাকুর, সে সময়ের মাতৃহীন বালক, পুলীসের আচরণ দর্শনে স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি স্ফূরিতাধর, আরক্ত নয়ন ও ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মার কেন ?—আ মলো যা, মারিস্ নে বোল্‌ছি—যে মার্‌বে, আমার হাতে সে মর্‌বেই মর্‌বে"। পুলীস বালকের কথা শুনিল না। বালক লম্ফ দিয়া তাহাদিগের মধ্যে পড়িল এবং কাহারও মস্তকে, কাহারও অঙ্গে হস্ত ও পদাঘাত করিতে লাগিল। বালকই এ মোকদ্দমার প্রধান

সাক্ষী। সে-ই এ ঘটনার প্রথম অবস্থা দেখিয়াছিল—সে-ই রমণী ও বালকের বন্ধন মোচন করিয়াছিল। সুতরাং দারোগা মহাশয় তাহার ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে পুলীসের লোকদিগকে মারিতে নিষেধ করিলেন এবং মিষ্ট কথা বলিয়া বালককে নিজের নিকট স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। বালক অভিমান সূচক স্বরে তাঁহাকে বলিল, "ও লোকটাকে একটু জল দিতে বলুন—ও যে তেষ্টায় মরে যাবে"। দারোগা হাসিয়া তাহাকে জল দিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপরে বালক আবার দারোগা মহাশয়কে বলিল, "ঐ ছেলেকে একটু দুধ ও তার মাকে একটু জল দিতে বলুন"। দারোগা হাসিয়া বলিলেন, "বাপ্! পরের জন্যে যদি এত কাতর হও, তা হলে তুমি কখন পুলীসে চাকরী পাবে না"। যাহা হউক প্রধান সাক্ষীর অনুরোধে কর্ণপাত না করিলে, দারোগার বিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় না বলিয়া, দুগ্ধ ও জলের জন্য আজ্ঞা প্রকাশ হইল।

উক্ত অনুষ্ঠানের দুই ক্রোশমাত্র দূরেই উক্ত রমণীর পিত্রালয়। তাঁহার পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ লোকমুখে এ সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রমণী তাঁহাদিগকে দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহারাও ক্রন্দন করিতে করিতে, ব্যাপার কি, ইহা জিজ্ঞাসা করায় রমণী বলিতে লাগিলেন—

'গেল কাল বেলা আড়াই প্রহরের সময় আমাদের বাড়ীর দরজায় এই গরুরগাড়ী থাম্‌লো। গাড়োয়ান বলিল, "দিদি ঠাকরুণ! তোমার বাপের বড় ব্যায়রাম—তিনি যা-দশাপন্ন। তোমায় জলদি নে যেতে বলেছে। এই পত্তর দেছে—গাড়ীতে ওঠ—আর দেরী ক'র না। এখন কর্ত্তাকে দেখ্‌তে পাও, তা হলেও ভাল'।

বাড়ীতে কেহ ছিল না। আমার প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ও বাড়ীর পিস্‌শাশুড়ীকে সকল কথা জানালাম। তিনি বড় ঠাকুরকে দিয়ে পত্তর পড়ালেন। তাঁরা বাড়ী দেখবেন বলে আমাকে চেনা গাড়োয়ানের গাড়ীতে উঠতে বল্‌লেন। আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে খোকার হাত ধরে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী আর চলে না। আমি যত বলি 'শীগ্‌গির চল্', গাড়োয়ান তত হেসে হেসে বলে, 'দিদি ঠাক্‌রুণ! গোরু যে মরে যাবে। যেমন টানে এসেছে, তেমন টানে কি যেতে পারে!' সন্ধ্যার পর যখন গাড়ী মাঠে নামায়, তখন আমি বলেছিলাম 'আবার মাঠে যাস্ কেন'? গাড়োয়ান বলেছিল 'দিদি ঠাক্রুণ! মাঠ দিয়ে গেলে, শীগ্‌গির পৌঁছব'। তার পর এই যায়গায় এসে যখন সে গোরু খোলে, তখন আমি কতবার বলেছিলাম, 'আমার মাথা খেয়ে আবার গোরু খুলিস কেন'। সে কোন উত্তর করে নাই। তার পর আমায় ধরেছিল। আমি কত কেঁদেছিলাম—কত চীৎকার করেছিলাম, এ মাঠে কে আমার কথা শুন্‌বে! সে আগে আমাকে গাড়ীর চাকায় বাঁধলে। তার পর সর্ব্বনেশে খোকাকেও চাকায় বাঁধলে। তার পর কল্লে কি বাবা! উঃ!—বল্‌তেও আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে। এমন নিষ্ঠুর লোকও জগতে আছে! একখানা কুড়ুল নিয়ে খোকার মাথায় মার্‌তে গেল। আমি চীৎকার করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লাম, 'ওরে! তোর পায়ে পড়ি, আমায় মার্, বাছারে মারিস্ নে। না হয় আগে আমারে মেরে ফেল্'। বাবা! ও সত্যি ডাকাত! আমার কথা শুনে ও হেসে বলেছিল, 'ছেলেকে মেরে মাকে মারি, তবে ত বুঝি বাহাদুরী'। তার পর যেমন কুড়ুল তুলেছিল, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম"।

শিশুর মস্তকে দস্যু সবেগে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছে, এই সময়ে কুঠারের লৌহ, বাঁট হইতে খসিয়া, সম্মুখস্থ একটী বল্মীকের উপর পড়িয়াছিল। কাষ্ঠের বাঁটের আঘাতেই শিশুর প্রাণবধ হইতে পারিত। কিন্তু শকটবাহীর সখ, শিশুর মস্তক সে কাষ্ঠের মতন ফাড়িয়া ফেলে। এ জন্য বল্মীক হইতে সে কুঠার আনয়ন করিতে যায়। সেই সময়েই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সর্পরূপ ধারণ করিয়া নিষ্ঠুরের হস্ত বন্ধন করিয়াছিলেন।

প্রবোধ রমণীর পিত্রালয়ে গিয়াছিল। তাহাকে তথায় সকলে কত আদর করিয়াছিল। তাঁহাদিগের আদরে ও মিষ্টকথায় তাহার স্বপ্নদৃষ্টা জননীর কথা মনে হইয়াছিল। তাহার জননী বলিয়াছিলেন, "বাবা! তোমার কত সহোদর সহোদরা জুটিবে"।

মোকদ্দমার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বালকের আচরণ শ্রবণ করেন এবং তাহাকে দেখেন। তাঁহার বালকের প্রতি স্নেহ হয়। সাহেব শীঘ্রই কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিবেন বলিয়া, তিনি আমাদিগের প্রবোধকে রাজধানীতে গমন করিতে অনুরোধ করেন। প্রবোধ সরল ভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আমি সেখানে খাব কি? আমাকে ত সে স্থানের কেহই জানে না। আমি কাহার কাছে থাকিব'। সাহেব দয়ার্দ্র হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তাহার সমস্তই বন্দবস্ত করিয়া দিব এবং তোমাকে আমি স্বয়ং পড়াইব। বিবি সাহেবও তোমার প্রতি যত্ন করিবেন"। প্রবোধ বলিয়াছিল, "কলিকাতা কতদূর? আমি ত পথ চিনি না—কার সঙ্গে যাব"? সাহেব আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে, আমি সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিব"।

ফল কথা সেই সাহেবের যত্নেই প্রবোধের কলিকাতাবাস ও

ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভবানীপুরে সেরেস্তাদার মহাশয়ের বাটীতে সে বাস করিত। এক দিবস গঙ্গার ঘাটে জনৈক শিরোমণি মহাশয়ের বদনে 'সনাতন ধর্ম্ম' এই দুইটী কথা শ্রবণ করিয়া প্রবোধের স্বপ্নদৃষ্টা মাতাকথিত 'সনাতন ধর্ম্ম' কথা দুইটী মনে পড়িয়াছিল। সে সেই জন্য শিরোমণি মহাশয়ের টোলে 'সনাতন ধর্ম্ম' শিক্ষা করিতে যায়। তিনি করুণা-পরবশ হইয়া তাহাকে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়াইয়াছিলেন। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের পর, তাঁহারই অনুরোধে প্রবোধ অপর ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ বা কমিসনারদিগকে অভিভাবকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ভাগ্যে শিরোমণির পর ন্যায়রত্ন গুরু যোটেন।

ভবানীপুরে একটী কুস্তীর আড্ডা ছিল। জননীর কথা স্মরণ করিয়া প্রবোধ সেই আখড়ায় 'কস্‌রৎ' শিক্ষা করিতে যায়। কিছুদিন পরে কুস্তীর সমস্ত প্যাঁচ্ শিক্ষা করিয়া সে একজন পালোয়ান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। আদর করিয়া সাহেবরা সময়ে সময়ে তাহার সহিত ক্রিকেট খেলিতেন। শরীরে বল থাকাতে সে সত্বরই সাহেবী ক্রীড়ায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া, তাঁহারা তাহাকে বক্‌সিং অর্থাৎ ঘুষী মারা, বন্দুক ছোড়া ও অশ্বারোহণ শিখাইয়াছিলেন।

সাহেবদিগের অনুগ্রহে প্রবোধ এক্ষণে নানা উপায়ে মধ্যে মধ্যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এক দিবস 'ঘোড় দৌড়ের' বাজিতে মাতৃপিতৃহীন যুবা দশ হাজার টাকা পাইল। তাহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত ধন হইতে ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। দেশভ্রমণ করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক হয়। কাঙ্গালের পক্ষে ১৫ হাজার টাকা যৎসামান্য অর্থ নহে। মাতৃ-

আজ্ঞা সে কখন বিস্মৃত হইত না। পত্নী-লাভেই বা কোন যুবকের অপ্রীতি হইয়া থাকে?—এ আবার দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃতা সাবিত্রীসমা ধর্ম্মপত্নী। বহির্গমনেচ্ছা বলবতী হইলেও সনাতন ধর্ম্মে যথাসম্ভব জ্ঞানলাভ ও দস্যুদিগের কৌশলাদি শিক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া প্রবোধ প্রথমে চোর-বাগানের তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যায়। সে মধ্যে মধ্যে বড়বাজারের জানিত গুণ্ডাদিগের সহিত মিশিত—তাহাদিগের চাল চলন, ক্রিয়া পদ্ধতি ও ক্ষিপ্রতা বুঝিতে তাহার অধিক দিন বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত তাহার সহিত কোন প্রকৃত কন্‌জারভেটিভ্ দস্যুর আলাপ হয় নাই।

এক দিবস বেলা ১টার সময় প্রবোধ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট দিয়া পশ্চিমাভিমুখে আসিতেছে, এমন সময় সে দেখিল, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের সংকীর্ণ গলিমধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র দরজা হইতে জনৈক পাহারাওয়ালা ভয়চকিত নেত্রে ও তদনুরূপ স্বরে 'জুড়িদার হো' 'জুড়িদার হো' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াই-তেছে। 'ক্যা হুয়া ভাইয়া' বলিয়া প্রবোধ উক্ত দরজামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে বাটীর মধ্যে একটী শয়ন-ঘর ও একটী ক্ষুদ্র রসুই কাম্‌রা আছে মাত্র। উক্ত শয়ন-ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া একজন ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোক গলা ভাঙ্গাইয়া চীৎকার স্বরে বলিতেছে, "ও বাবা! কোথায় যাব রে!—এ যে সত্যি সত্যিই দিনে ডাকাতী—পোড়ার মুখো পাহারাওয়ালাও ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল—আমি ঠিকে ঝি, আর কি কর্‌ব বাবা। বৌটা ত অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েইছে—বেঁচে আছে কি না, তাও ত জানি না"। দরজার নিকট হইতে প্রবোধ

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গা বাছা" ? ঝি কহিল, "ও বাবা! আগিয়ে এসে সর্ব্বনেশেকে দেখনা বাবা"। ঝিয়ের কথায় প্রবোধ উক্ত দরজার নিকট গিয়া দেখেন, ঘরের কড়ি-কাষ্ঠ হইতে লম্বমান পাকান বস্ত্র খণ্ডে হস্তাবদ্ধ জনৈক পশ্চিম প্রদেশীয় বলিষ্ঠ লোক ঝুলিতেছে। গৃহতলে উত্তরীয়তে আবদ্ধ কোন দ্রব্য রহিয়াছে। তক্তপোষে শয্যার উপর হস্তপদাদি আবদ্ধ ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোক অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা রহিয়াছে। প্রবোধ ঝিকে পুনরায় বলিল, "ব্যাপারটা কি, আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার ?"। ঝি কথা কহিতে না কহিতে উক্ত পশ্চিম প্রদেশীয় লোকটা অনুচ্চ অথচ কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ময় সবকুছ্ কহুঙ্গা, তোম জল্‌দ্ এক কাটার্ ইয়া ছোরাসে মেরা হাত তো ছোড়াও। অগর্ কিসি তরঃকা বদমাইসি কর, তো ময় এসা লাথ্‌সে তোমরা জান নিকাল দেউঙ্গা"। এই কথা বলিয়া উক্ত লোকটা দুলিয়া দুলিয়া কিরূপে পদাঘাত করিবে, তাহা দেখাইতে লাগিল।

এই সময় পূর্ব্ব পাহারাওয়ালার সহিত জনৈক জমাদার ও কতিপয় পাহারাওয়ালা তথায় উপস্থিত হইল। জমাদার উক্ত লম্বমান লোককে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ পুরানা বদমাইস্ হায়। হর্‌সাল্ উঅঃ শয়কড়োঁ শয়কড়োঁ বগ্‌লী মারতা * হায়", এই কথা বলিয়া জমাদার সাহেব নিজ বহুদর্শিতা ও বদমাইস-চরিত্র-জ্ঞান প্রকাশ করিল, কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ

---

* দ্বারপার্শ্বের ইষ্টক বা মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া তন্মধ্যে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক অর্গল মুক্ত করাকে বগ্‌লী-মারা বলে।

করিতে সাহস করিল না, পরন্তু জনৈক পাহারাওয়ালাকে থানা হইতে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ও বড় বড় লাঠিহস্ত কতকগুলি পাহারা-ওয়ালাকে ডাকিতে পাঠাইল। সেই জন্য প্রবোধচন্দ্র জমাদার সাহেবকে বলিলেন,'আর এই আয়োজন করিতে করিতে গৃহ-মধ্যস্থা স্ত্রীলোকটী যদি অজ্ঞানাবস্থায় মারা যায়?' জমাদার সাহেব হাসিয়া বলিল,"আরে তোম্‌ত বাউ্‌রা হায়। অগর্ উওঃ আউরত্‌ মর্‌যায়, তো উস্‌কি কিসমৎ। অগর উওঃ আপ্‌না জান্ আপ্ লেনেকা কৌশিশ্‌ করে, তব্ হম্ উস্‌কো পকড়্‌কর্ থানেপর্ লে যায়েঙ্গে"। প্রবোধ বলিলেন, "জমাদার সাহেব! বল ত, আমি এ বদমায়েসের পদদ্বয় উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া উহাকে মৃত্তিকায় আনিয়া দেই"। জমাদার বলিলেন, "অগর্ উস্কা এক লাথ্‌সে তোম্ মট্টিমে গির্‌পড়ো?" প্রবোধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাহাতে আমারই শরীরে আঘাত লাগিবে, আপনার বা আপনার লোকদিগের ত কিছু হইবে না"। জমাদার সাহেব আজ্ঞা দেওয়াতে, প্রবোধ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোদুল্যমান লোকটার পদদ্বয়মধ্যে দুই হস্ত প্রবেশ করিয়া এরূপে তাহার কটিদেশ ধরিলেন, যে তাহার দুইটী পদ তাঁহার দেহের দুই দিকে ঈষৎ কম্পিতভাবে ঝুলিতে লাগিল—সে তাহার দেহ আর দোলাইতে পারিতেছে না। তখন প্রবোধ তাহার একটী পদ দড়ীতে বাঁধিয়া ফেলিতে বলায়, জমাদার সাহেব 'হুঁসিয়ার রহ ভৈইয়া' বলিতে বলিতে বদমাইসের বদনের উপর চক্ষু রাখিয়া তাহার একটী পদ কম্পিত হস্তে কোনরূপে বাঁধিলেন। বন্ধন শেষ হইলেই তিনি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আবার দরজার বাহিরে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। প্রবোধ হাসিতে হাসিতে তাহার

দুইটী পদ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে সেই গৃহমধ্যস্থ একটী কেরসিনবাক্সের উপর আর একটী বাক্স রাখাইয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহার হস্তের বন্ধন কর্ত্তন করিলেন। হস্ত-বন্ধন কর্ত্তিত হইলে তাহার দেহ ভূমিতে কাষ্ঠবৎ পতিত হইবে—হয় ত তাহার হস্তপদাদি ভগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা জানিয়াও পুলীসের লোক তাহার দেহ ধরিতে ভিতরে প্রবেশ করে নাই। প্রবোধ দক্ষিণ হস্তে তাহার দেহ ধরিয়া বাম হস্তে বন্ধন কাটিয়াছিলেন ও তৎপরে দুই হস্তে তাহার দেহ ধরিয়া কেরসিনবাক্স হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহা ভূপৃষ্ঠে রক্ষা করিয়াছিলেন। হস্ত ও পদদ্বয় উত্তমরূপে আবদ্ধ দেখিয়া পুলীসের লোকদিগের আর আস্ফালনের সীমা ছিল না।

বহু প্রহারের পর লোকটা দারোগা মহাশয়কে বলিয়াছিল যে, তাহার সহিত উক্ত ভদ্র রমণীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকাতে, সে বেলা ১টার পর তাহার নিকট আসিত। দুষ্ট লোকে কেমন করিয়া অসহায়া স্ত্রীলোককে বন্ধন করে ও কিরূপেই বা তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করে, তাহার ইহা দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। অদ্য তাহার অভিপ্রায় মত সে তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরে ও তাহার দেহ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাকে বন্ধন করে। হাসিতে হাসিতে আবদ্ধ অবস্থায় উক্ত স্ত্রীলোকটী বলে, 'তোমার মত দুষ্ট লোক সবল লোকের হস্তে পড়িলে, তাহার কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা আমাকে দেখাও'। সে বলিয়াছিল যে, সে রমণীর তৃপ্তিসাধনার্থেই নিজহস্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্তরূপে আবদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু সে যে দুইটী কেরসিনবাক্সের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐরূপ অভিনয় করিতেছিল, তাহার মধ্যে উপরের বাক্সটী

সহসা স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে তাহার দেহ আর তাহার আয়ত্বাধীন ছিল না—সে রজ্জুতে আবদ্ধ বিড়ালের ন্যায় দুলিতেছিল। এই সময়ে ঠিকা ঝি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাছে সে রমণীর কুচরিত্র প্রকাশ করে, এই ভয়ে, যেন অচেতন হইয়াছে, রমণী এরূপ ভান করিতেছিল। তৎপরে বদ্‌মায়েস্ আবার বলিল, "আমি কুচরিত্রা অথচ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক নহি, এজন্য এ অবস্থায় পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়া ও তদবস্থায় যাহা বলিতে হয় তাহা বলিয়া, মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু ইতর ঝি মাগী কিছু না বুঝিয়া চীৎকার করাতে পাহারাওয়ালা উপস্থিত হয়। সে জুড়ীদার ডাকিতে ডাকিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলে, ঐ ঝির উপপতি এই ছোঁড়া এ মোকামে উপস্থিত হয়। তৎপরে জমাদার সাহেব সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন"। এই সকল কথা বলিতে বলিতে ঐ দুষ্ট লোক আমাদিগের ব্রহ্মচারী প্রবোধচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্র হাজত-অবস্থায় ঐ বিষধরসম তস্করকে দেখিতে যান। নিস্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় তিনি, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, সে প্রবোধের নিকট স্বীকার করে যে, উক্ত ক্ষুদ্র গলিমধ্যস্থ বাটী মুক্তদ্বার দেখিয়া, সে বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। রসুই ঘরে ঠিকা ঝির অন্ন-ব্যঞ্জনাদির প্রতি দৃষ্টি পড়াতে সে অনুমান করিয়াছিল, ঝি বাটীতে ছিল না। আহারাদির পর রমণী শয্যায় নিদ্রিতা হইয়াছিল। এরূপ সুন্দর সুযোগ পাইয়াই সে রমণীর মুখ ও হস্তপদ অনায়াসেই বন্ধন করিতে পারিয়াছিল। অলঙ্কার গুলি লইয়া অবিলম্বে সে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে উপস্থিত হয়। কিন্তু মন্দ সময়ের গুণ এই যে, বুদ্ধি বৃত্তি সমস্ত বিপরীত

দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। তাহার মনে হইয়াছিল, রমণী তাহার রূপবর্ণনা করিলে, ডিটেক্‌টিভ্ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে। এই চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্তই সে পুনরায় ঐ বাটীতে প্রবেশ করে এবং কড়িকাষ্ঠে একটী কড়া দেখিয়া, তাহাতেই ঐ রমণীর একখানি বস্ত্র পাকাইয়া বন্ধন করে। সেই পাকদেওয়া বস্ত্রের শেষভাগে একটী ফাঁস প্রস্তুত করিয়া, ফাঁসটী ঠিক হইল কি না, ইহা বুঝিবার জন্য, সে যেমন তাহার দক্ষিণ হস্ত ফাঁসমধ্যস্থ করিয়া বেগে টান দিয়াছিল, অমনি ফাঁস তাহার হস্ত সবলে আবদ্ধ করিয়াছিল। সে হস্ত মুক্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে যে দুইটী কেরসিনবাক্সের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সে উক্ত কার্য্য করিতে-ছিল, তাহার মধ্যে উপরেরটী স্থানচ্যুত হওয়াতে সে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। কোথায় সে ফাঁসে রমণী ঝুলিবে, না তাহাতে সে ঝুলিল।

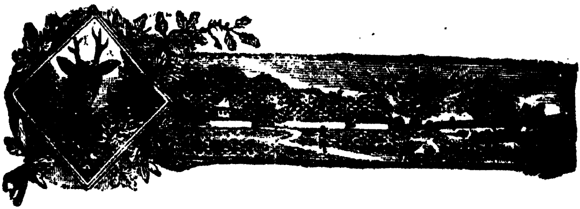
প্রবোধচন্দ্র তাহার প্রমুখাৎ কতিপয় দস্যুদলপতির নাম ধাম শুনিয়াছিলেন। সে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিল, সাক্ষীরূপে আহূত হইলেও, তিনি কখনই তাহা প্রকাশ করিবেন না, ইহা স্বীকার করিয়া প্রবোধ প্রস্থানকালে ভাবিয়াছিলেন, "ভগবন্! নিরীহ লোকের রক্ষা-হেতু তুমিই সর্ব্বদা তাহার পৃষ্ঠগোপ্তা হইয়া থাক এবং যে তাহার অপকার করিতে যায়, মুরারি-মূর্ত্তিতে তাহার অনিষ্ট সাধন কর। ও নাথ! উক্ত কার্য্য সাধিতে তোমাকে নানারূপ ধারণ করিতে হয়। দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণার্থে ও এই রমণীর জীবন ও অলঙ্কার রক্ষার নিমিত্ত তুমি বস্ত্ররূপী হইয়াছ! এ দাস তোমারই

কিঙ্কর। আমি আমার এই দেহ অদ্য হইতে তোমাকে অর্পণ করিলাম। সৎলোকের উদ্ধার সাধিতে ও দুষ্টলোককে দমন করিতে দয়া করিয়া তুমি আমাকে নিমিত্ত করিও, তাহা হইলে আর তোমাকে বস্ত্র বা মুষলরূপ ধারণ করিতে হইবে না"।

আমাদিগের দেশের লোক সুসভ্য হইয়াছেন মনে করিয়া অভিভাবক বা অভিভাবিকা শূন্যা যুবতী স্ত্রীকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইতে কণামাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হন না। যুবতীগণও শ্বাশুড়ী ননদের শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহিণীপণা করিবেন, এই আশায় উন্মত্তাপ্রায় হন্ এবং কর্ত্তা কর্ত্রী পূর্ব্ব-কালের লোকগুলাকে মূর্খ ও সে কালের আচার কদাচার মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভ্রমেও ভাবেন না যে, এরূপ সাহেব বিবির পথে ভ্রমণ করিতে বঙ্গ-কামিনী আজি পর্য্যন্ত উপযুক্তা হন নাই। বিবি মহাশয়ারা আত্মরক্ষা-সাধনসময়ে হিড়িম্বা-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন—কীচক বধ করিতে তাঁহারা ভীমের সহায়তা আবশ্যক মনে করেন না। আর বিপদে পড়িলেও তাঁহাদিগের তত ক্ষতি হয় না। বঙ্গ-কামিনীদিগের ন্যায় অপর পুরুষের স্পর্শমাত্র তাঁহাদিগের জাতি যায় না। তাঁহারা স্বয়ং আদালতে সাক্ষী দিয়া জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও উকীল কৌন্সলী-দিগের মস্তক ঘুরাইয়া দিয়া থাকেন—আর বঙ্গ-কামিনীর কেবল পুঁজি চক্ষের জল অথবা অবগুণ্ঠনে মুখ আবরণ—কিম্বা নরকের দ্বার মুক্ত করিয়া স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন।

প্রবোধ তিন চারি মাস উক্ত দস্যুকথিত দস্যুগণের নিকট দস্যুর কৌশল ও ব্যায়াম শিক্ষা করেন। লাঠী চালাইতে, তরবারি ভাঁজিতে, লাঠী সহায়ে ত্রিতল বাটীর ছাদ হইতে ভূমিস্পর্শ করিতে,

অতি সংকীর্ণ স্থানে গমনাগমন করিতে ও কুক্ আদি অর্থাৎ ডাকাতের স্থায় সহসা বজ্রনিনাদ করিতে তিনি এক্ষণে একজন সুপটু লোক। দস্যুদিগের অপেক্ষা তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিই সুতীক্ষ ছিল। উপরন্তু তাহা আবার বিদ্যা ও সঙ্গগুণে এক্ষণে মার্জ্জিত হইয়াছে। এই সকল কারণে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে নিমিত্ত হইয়া তিনি এক্ষণে দস্যুদলনে সক্ষম হইতে পারেন।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরযূতীরে।

মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থে শুভদিনে প্রবোধ দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সুবেশসম্পন্ন হইয়া নিশীথ সময়ে তিনি প্রান্তরে বা রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতে ভীত হইতেন না। আত্মরক্ষা করা সামান্য কথা, দুষ্ট-দমন করিতে যাহা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা ত তিনি শিক্ষা করিয়াছেন—তবে আর তাঁহার ভয় হইবে কেন! প্রথম প্রথম তাঁহাকে কোন কোন দুষ্ট লোকের হস্তে আঘাত পাইতে হইয়াছিল—তবে তাঁহাকে মানুষের মত মানুষ বুঝিয়া দুষ্ট লোকেরা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইত না। প্রবোধ ঐরূপ আঘাতেই অস্থিতে অস্থিতে ও মজ্জায় মজ্জায় বুঝিয়াছিলেন যে, কথায় ও কার্য্যে শিক্ষার পার্থক্য কত। আমা-দিগের দেশের লোক কথায় বা পুস্তক-পাঠে যাহা শিক্ষা করিতে-ছেন, কার্য্যতঃ যদি তাহার অর্দ্ধেকও শিক্ষা করেন, তাহা হইলে আর ভারতের এ দুর্দ্দশা থাকে না। যাহা হউক বিপদে পড়িয়া

প্রবোধ সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। বিপদকে শিক্ষাভূমি মনে করিয়া তিনি সানন্দে তাহাতে ঝাঁপ দিতেন। এইরূপে শিক্ষিত হইতে হইতে তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হন্। একদিবস নিশীথ সময়ে প্রবোধ সরযূতীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে জটাজূটশোভিত একজন দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁহার সন্মুখীন হইলেন। তাঁহার গলদেশ ও হস্তে রুদ্রাক্ষ শোভা পাইতেছিল—কটিতে চীরখণ্ডও ছিল না।

প্রবোধ এ নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা সরযূর মনোহর পুলিনে সহসা সাধুদর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং ভক্তিপরিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার পদানত হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "অদ্য আমার শুভদিন—স্নেহময়ী জননীর স্বর্গারোহণের পর আমি এরূপ আনন্দ কখন ভোগ করি নাই"।

সাধু স্থির ও গম্ভীর অথচ শান্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "বৎস! তুমি কে?—কেনই বা একাকী এরূপ নির্জ্জন স্থানে এ সময়ে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছ"?

প্রবোধ পূর্ব্ববৎ করযোড়ে উত্তর করিলেন, "প্রভো! আমি একজন বঙ্গদেশবাসী মাতৃপিতৃহীন যুবা। আমাকে 'আমার' বলিতে আর কেহ নাই। মাতৃআজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে দেহভার বহন করা আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিত—সংসার আমার পক্ষে কারাগার হইত"।

ঈষৎ হাস্য করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রসাদপূর্ণ স্বর ও শব্দে সাধু বলিলেন, "প্রকৃতি কারাগারস্থা না হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তর্ভূত হন্ না। দেবকী কারাগারে থাকিয়াই পূর্ণব্রহ্মকে গর্ভস্থ করিয়াছিলেন। বিবেক-বুদ্ধির-বৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে অনাস্থা আসিবে—

সংসার ইন্দ্রজাল বলিয়া বোধ হইবে। তবে বুদ্ধি নির্ম্মলা হইতে আরম্ভ করিবে। নির্ম্মল বুদ্ধিতেই আত্মার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আত্ম-জ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের আশা করা যায়। জ্ঞানোদয়ে জীব যত সৃষ্টি-প্রকরণ বুঝিতে থাকে, ততই সে উন্নত হইতে হইতে সৃষ্টির মূল কারণ-সমুদ্রে গমন করে—পরে সে রসে মগ্ন হইয়া সেই জীব অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণু দর্শন করে। ত্রিলোকের যন্ত্রণা আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার এই দেহ তোমার নহে। 'তুমি কে', যে দিন ইহা জানিতে পারিবে, সে দিনে আর তুমি 'এ তুমি' থাকিবে না—যাহা দেখিবে, যাহা দেখিয়াছিলে ও যাহা দেখিতেছ, তৎসমস্তই 'তুমি' হইয়া যাইবে—তখন আর তোমার শোক, দুঃখ, কাতরতা ও আধিব্যাধি কিছুই থাকিবে না। 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানই পরম জ্ঞান"।

প্রবোধ পুনরায় ভক্তিপরিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "প্রভো! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন—শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে—জগৎ-গুরু ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্ত নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু আমি কোথায়, আর সে জ্ঞানই বা কোথায়! আমার এ অস্থি-মাংস-চর্ম্মময় দেহকেই আমি আমার সর্ব্বস্ব বলিয়া জানি। আমার দশটি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আছে তাহা বুঝিতে পারি। আমি তদপেক্ষা সূক্ষ্ম কথা আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কিছুই বুঝি না। বৈষয়িক-জ্ঞান ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞানরূপ কষ্করে স্বাভাবিক বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। রূপক বা কবি-কল্পনা দ্বারায় এবম্বিধ বুদ্ধিমান লোক সহজ বুদ্ধির অগম্য বিষয় বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় সেরূপ চেষ্টা বৃথা কালক্ষেপ করা মাত্র। আমি

মনে করি দয়াল ভগবান বুদ্ধিরূপে আমাতে অবস্থিতি করিতেছেন। সে বুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, যদি আমি তাহা করি—যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হয়, যদি তাহা না করি—অর্থাৎ মনকে নেতা না করিয়া, যদি বুদ্ধির অনুগামী হই, তাহা হইলে হয় ভগবান বুদ্ধির অধিকতর স্ফুরণ করিয়া আমাকে গন্তব্য-পথ দেখাইয়া দিবেন অথবা গুরুরূপে আমাকে দর্শন দিয়া যাহাতে আমার সদ্গতি লাভ হয়, তাহা করিবেন"।

সাধু সস্নেহে প্রবোধের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার শিরায় শিরায় কেমন একরূপ আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহের সমস্ত লোমই যেন জাগরিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। প্রবোধ আনন্দে বিহ্বল হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে ও পবিত্রভক্তি-ভাবে গদগদ স্বরে বলিলেন, "গুরো! কৃতার্থ হইলাম। আজ্ঞা করুণ, দাস কি করিবে—আপনার আজ্ঞাই আমার সর্ব্বস্বধন। প্রভুর আদেশে আমার এই দেহ অর্পণ করিতে আমি ক্ষণকালের নিমিত্তও পশ্চাৎপদ হইব না"।

হাসিতে হাসিতে সাধু বলিলেন, "বৎস! কখন মিথ্যা কথা বলিও না। ইতিপূর্ব্বেই তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, সংসারে তোমার কেহ নাই—তোমাকে 'আমার' বলে, এমন লোক তুমি দেখিতে পাও না। কিন্তু আমি জানি, তুমি উৎকৃষ্ট ধনে ধনী। আপনাকে 'তোমার' বলিতে, তোমার সাবিত্রীসমা ধর্ম্ম-পত্নী এ সংসারে বর্ত্তমানা আছেন—আমি জানি তুমি নিয়ত সে রমণীরত্নকে 'আমার' বলিতেছ। তবে তুমি কাহারও নহ—তোমারও কেহ নাই, এরূপ কথা কেন বল"।

এক্ষণে সবলকায় প্রবোধ ধূল্যবলুণ্ঠিত। তিনি গুরুর চরণে

সতীর জন্য যোগীবর কাঁদিয়া আকুল! কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বুঝিলেন, যদি সে সতীদেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াও অখণ্ডাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সে উন্নতপুরুষ যোগীবরকে একদিন না একদিন আবার পশুপ্রকৃতির অধীন হইতেই হইবে। এই জন্যই তিনি সে বিশুদ্ধা পশুপ্রকৃতি সতীদেবীকে একাধিক পঞ্চাশত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ৫১ স্থানে রক্ষা করিলেন। একান্ন পীঠের গূঢ় কথা এই।—

"এইবার সতীপতি দেবভাবাপন্ন হওতঃ ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। উন্নতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া কামধ্বংশ করতঃ তিনি নিষ্কাম হইলেন। তৎপরেই দেবপ্রকৃতি তাঁহার সম্মুখীনা হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "পুরুষপ্রধান! আর না। আপনার চরম উন্নতি হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার নাম হইল মহাদেব। আর সে সময়ে তাঁহার প্রকৃতির নাম হইল উমা—সম্বোধনে 'উ' অর্থে ভো, আর নিষেধে 'মা' অর্থে না—অর্থাৎ উন্নতির চরম হইয়াছে, আর কোন চেষ্টারই আবশ্যক নাই।

"ইহারই পর মোহিনীমূর্ত্তিপরীক্ষান্তে আমাদিগের পূর্ব্বের ভূতনাথ পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইলেন—দেবতারা হরিহর মূর্ত্তি-দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করিলেন। আমাদিগেরই মত লোক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন। এইজন্য এই ঈশ্বরকে চেষ্টা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, সুতরাং তিনি আমাদিগের দৃষ্টির অগোচর নহেন। আমরা তাঁহাকে 'কাল' বলি না—তিনি শুভ্র। আমরা তাঁহার রূপ 'রজতগিরিনিভ' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি"!

প্রবোধ পূর্ব্ববৎ ভক্তিভাবে বলিলেন, "গুরো! এই ত আমার ক্ষিপ্ত মনের কল্পনা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু মঙ্গলময়

শিবকে সংহারকর্ত্তা বলিতে আপনার এ মূঢ় সন্তান প্রাণে ব্যথা পায়। আমি শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি দেবদেব মহাদেব সংহারকর্ত্তা। কিন্তু আমি এ বিষয় বুঝিতে পারি না। শিবনাম মনে হইলেই আমার বিশ্বাস হয়, তিনি মঙ্গলময় ও করুণাপূর্ণ। তাঁহার আশুতোষ নাম স্মরণ পথে আসিলেই, আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে রুদ্র বা সংহারকর্ত্তা মনে করি! যিনি অন্যের শুভকামনায় কালকূট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। তিনি কি সংহারকর্ত্তা!!!"

প্রবোধের কথা শুনিয়া সাধুর দেহ পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি প্রবোধকে 'সাধু' 'সাধু' বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "প্রবোধ! তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মময়ী, ইন্দ্রিয় সংযত ও দেহ কর্ম্মঠ। এরূপ বুদ্ধির পরামর্শানুসারে চলিলেই তুমি ক্রমশঃ সাধুমার্গগামী হইবে। কিন্তু যাহাই কর না কেন, ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ পথে রাখিয়া নিষ্কামভাবে কার্য্য করিবে"।

প্রবোধ করযোড়ে বলিলেন, "গুরো! আদার বেপারীকে জাহাজের কথা বলিলে, তাহার কিছুমাত্র উপকার হয় না। পাশবদ্ধ লোককে লম্ফদ্বারা সাগর পার হইতে বলা, আর আমার মত লোককে ত্রিগুণাতীত ভগবানকে স্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া, একই কথা। ত্রিগুণাতীত আদি-কারণ অর্থাৎ প্রথম পুরুষ যে আছেন, তদ্বিষয়ে আমি সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু কথায় অথবা ভ্রান্তিপূর্ণ অনুমান ভিন্ন অন্য কিছুতেই সে পুরুষসম্বন্ধে আমরা কিছু বুঝি না। এদিকে আবার যেমন শ্বাস-

প্রশ্বাস ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবন থাকা অসম্ভব, তেমনই আমাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা একরূপ অসাধ্য। সেইজন্য আমি নিবেদন করিতেছি যে,যাঁহাদিগের ভিতরে ত্রিগুণের মধ্যে রজোগুণ প্রধান, তাঁহাদিগকে সত্ত্বগুণময় ভগবানের ধ্যান করিতে বলা ভাল; কারণ তাঁহাদিগের অন্তরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্ত্বগুণ আছে। সেইজন্য সত্ত্বগুণময় ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত নিকটসম্বন্ধ রহিয়াছে। নিঃসম্বন্ধে কেহ কাহারও সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিতে যায় না। প্রকৃতি যাহাদিগের সর্ব্বস্ব, তাহারা কি প্রকৃতির অতীত পুরুষকে কল্পনায়ও আনিতে পারে! নারায়ণ নর অর্থাৎ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "*** মামেকং শরণং ব্রজ"। সে নারায়ণ প্রকৃতিস্থ ও ত্রিগুণময়—তিনি বাসুদেব। তিনি অর্জ্জুনকে যে বিরাটমূর্ত্তি দেখাইয়া ছিলেন, তাহাও প্রকৃতির অতীত নহে। তবে আমার মত লোকে সে কারণের কারণ—সে আদি ভগবানকে কিরূপে চিন্তা করিবে"।

বিস্ফারিত-নয়নে গুরু কহিলেন, "সাধু, প্রবোধ, সাধু! অধিকারী ভেদে লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভগবানকে ভজিতে পারিবে বলিয়া, তিনি যুগে যুগে জঠর-যন্ত্রনা ভোগ করিয়াও দেহ ধারণ করেন। তন্মধ্যে দেবকীনন্দন পূর্ণব্রহ্ম। কিন্তু নন্দনন্দনে পূর্ণব্রহ্মত্ব উপলব্ধি, আর আদি পুরুষের বোধ, একই রূপ কঠিন। তোমার বুদ্ধিও সাধারণ বুদ্ধি নহে। এজন্য আমি তোমাকে যেসে মূর্ত্তিতে ভগবানের ধ্যান করিতে বলিতে পারি না। তাঁহার একটি নাম সংকর্ষণ। সংকর্ষণ শিবের নামান্তর মাত্র। এইজন্ত আমি তোমাকে শৈব বলিয়াছি। স্নান কর।

আমি তোমাকে অদ্যই শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিব। আমাতে ও মহাদেবে পার্থক্য নাই মনে করিয়া তুমি তোমার উপাস্য দেবতার ধ্যান করিবে! তোমার সুন্দর বুদ্ধি জগতের উপকার ও তোমার যথাসম্ভব নির্ম্মল স্বার্থসাধনার্থে যাহা উপদেশ দিবে, তুমি তাহাই করিও। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, তোমার বুদ্ধি প্রথম পুরুষের ধারণা করিতে পারিবে এবং তৎপূর্ব্বেই তুমি নিমিত্ত মাত্র হইয়া সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে"।

পরমানন্দে প্রবোধ স্নানান্তে গুরুচরণ-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। গুরু তাঁহার কর্ণে ইষ্টমন্ত্র বলিলেন এবং দেখিলেন শিষ্যের রোমাঞ্চ হইয়াছে এবং তাঁহার নয়নে অবিরলভাবে ধারা বহিতেছে। তাঁহার তদ্গত ভাব দেখিয়া গুরু পরমানন্দিত। শিষ্য সে সময়ে সংসারবিস্মৃত।

রাত্রি প্রভাত হইল। সরযূর বিস্তৃত নির্ম্মল জলে অরুণবর্ণের সুন্দর শোভা হইয়াছে। তাঁহাকে তখন দেখিলে সুন্দরী সিমন্তিনীর ভালে সিন্দূরের শোভা মনে পড়ে। পক্ষীর স্বরে, গাভীর হাম্বা রবে, রাখালের কৌতুক ভাষে ও আরও কত শত সু ও কু রবে পৃথিবী জাগিয়া উঠিলেন। সেই গোলে প্রবোধের ধ্যানভঙ্গ হইল। নিষ্পাপ যুবা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হায়! কোথায় গুরু! সরযূতীরের দক্ষিণে যে সকল বৃক্ষপরিপূর্ণ উদ্যান ছিল, প্রবোধ ত্রস্তভাবে ও সত্বরপদে তাহার প্রতিবৃক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সে বাগানে গুরুকে দেখিতে না পাইয়া অবিলম্বে তিনি হনুমানগড্ডীতে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানেও গুরু না পাইয়া তন্নিম্নস্থ বদরীবৃক্ষে আচ্ছাদিত বিস্তৃত

গোরস্থানের কবরের প্রতি ভগ্নাবশেষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। গুরুকে না দেখিয়া তিনি মাতৃহারা শিশুর ন্যায় সবেগে হনুমান, রাম ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। তথা হইতে আবার দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়া রামালয়ের চিহ্ন স্বরূপ ভিত্তির খাদমধ্যে দেখিলেন। পরে তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া ফয়জাবাদাভিমুখে সত্বরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি একটি একটি করিয়া সকল তিন্তিড়ীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলেন, লক্ষ্মণঘাট দর্শন করিলেন এবং তৎপরে সকল বাটীর মুখাদ্বারের দুই পার্শ্বে মৎস্যের আকার দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতলে শিথিলেন্দ্রিয়ের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া পড়িলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, "পরম বৈষ্ণব গুরু আমার এ আমিষ-প্রিয় লোক-সমাজে কখন আগমন করেন নাই। আমি অতিশয় অভাগ্যবান পুরুষ, তাহা না হইলে আমার শৈশবে পিতৃ ও কিশোরে মাতৃবিয়োগ হইবে কেন ?—এ যৌবনে সেরূপ সৎগুরু পাইয়া আমি কিরূপে তাঁহাকে হারাইলাম" ? সে সময়ে প্রবোধকে দেখিলে মনে হইত, প্রবোধ আবার মাতৃবিয়োগ যাতনা ভোগ করিতেছে।

দীনভাবে ও কাতরপ্রাণে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রবোধ বহুক্ষণ সেইস্থানে শূন্যহৃদয়ে পড়িয়া রহিলেন। যে মাত্র একবার তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই স্বপ্নাবেশে দেখিতেছেন, তাঁহার গুরু হাস্যবদনে আজ্ঞা করিতেছেন, "বৎস! তুমি কি এখনও বুঝিতেছ না যে,তোমার প্রতি আমার স্নেহ সাংসারিক ও পুত্রবৎসল মাতাপিতার স্নেহ অপেক্ষা অনেক অধিক। আমি ক্ষণকালের নিমিত্তও তোমাকে নয়নান্তরাল করিতে পারিব না।

আমি সর্ব্বদা তোমার নিকট আছি, এই বিশ্বাসে তুমি স্ফূর্ত্তির সহিত কর্ম্ম করিও। ইষ্টপূজা অন্তে নিমীলিতনেত্রে ধ্যান করিলেই তুমি আমার মূর্ত্তি হৃদয়ে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে স্বপ্নে দেখা দিয়া আমি তোমাকে উপদেশ দিব। উপযুক্ত কালে আবার আমার দর্শন পাইবে। তোমার স্বর্গীয়া প্রসূতির আজ্ঞা কখন বিস্মৃত হইও না। তোমার স্বপ্নাবস্থায় তুমি শুনিয়াছিলে, তিনি তোমাকে সাগরপারে যাইতে বলিয়াছিলেন। যদ্যপি কখন ঘটনাবলীর এরূপ সম্মিলন হয় এবং তোমার বুদ্ধি সুপ্রসন্না হইয়া অনুমোদন করে, তাহা হইলে তুমি স্বচ্ছন্দে সমুদ্র পার হইও। কিন্তু যবনস্পৃষ্ট হইয়া অস্নাত অবস্থায় কখন কিছু আহার করিও না। অদ্য হইতে হিন্দুর খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যে যেন তোমার অভিরুচিও না হয়—অন্য জাতির খাদ্য আহার করা দূরে থাক, তুমি কখন তাহা স্পর্শও করিও না। পশ্চিমদেশবাসী যবনগণ স্থূলবিজ্ঞান ও দর্শনে উন্নতিলাভ করিতেছে। তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া যেন তোমার মাতার স্বপ্নাদেশ ও গুরুর আজ্ঞা ভুলিও না। তাহারা বিজ্ঞানে আরও অধিক সুপণ্ডিত হইলে বুঝিতে পারিবে যে, ম্লেচ্ছ বা অসভ্য লোকদিগের দেহে ও বেশে নয়নের অগ্রাহ্য অতি সূক্ষ্ম কীট সমূহ থাকে। নৈকট্যে সে কীট অপরের অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ উৎপাত উদ্ভব করিতে পারে। অধিক কি তাহাদের স্পৃষ্টজলও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ স্পর্শমাত্র জলে সে কীট প্রবেশ করিয়া থাকে। তোমার সুধার্ম্মিকা পত্নীর জন্য তুমি তদ্রূপ ব্যাকুল থাকিও না—ভাবিও কালে দৈব কর্ত্তৃক তোমাদিগের মিলন হইবে। পরের হাল ধরা দেখিয়া ও অন্য নৌকার জন্য পরিশ্রম

করিয়া হাল ধরিতে শিখিও। উপযুক্ত কাণ্ডারী হইলেই তরণী মিলিবে—কতলোক সে তরণীতে আশ্রয় পাইয়া সে কাণ্ডারীর গুণে ভবসাগরে নিমজ্জন হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। অন্ত হইতে তুমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিও”।

প্রবোধের তন্দ্রাভঙ্গ হইল। নিমীলিতনেত্রে করযোড়ে তিনি গুরুধ্যান করিতে লাগিলেন। সে সময়ে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। তাঁহার সে ভাব দেখিয়া কত হিন্দুসন্তান তাঁহাকে দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছিল। বহু-লোক একস্থানে সমবেত হইয়াছে দেখিয়া, কতিপয় যবনজাতীয় পুলীসকর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইল এবং চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল, “কেয়া হুয়া হায় রে—ইয়ে কৈ হিন্দু বুজরুক হায়”। তাহাদিগের প্রশ্নের ও হিন্দুদিগের উত্তরের গোলে প্রবোধের ধ্যানভঙ্গ হইল। চক্ষুরুন্মীলনে তিনি দেখিলেন সূর্য্যদেব অস্তা-চলে গমনের পূর্ব্বে রক্তিমছটায় সুশোভিত হইয়াছেন। ‘জয় গুরুদেব’ বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। সরযুতে স্নানান্তে তিনি অযোধ্যার একটী গৃহস্থালয়ে প্রত্যাগত হইয়া গুরুধ্যানে অনিদ্রায় রজনী-যাপন করিলেন। সে রাত্রিতে তিনি কোন আহা-রীয় দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই—গুরুভিন্ন আর কোন চিন্তা তাঁহার মনশ্চঞ্চল করিয়াছিল কি না, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

পরদিন প্রত্যুষে মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক ;পুণ্যতোয়া সরযুতে অবগাহনান্তে তিনি গৈরিকবসন পরিধান করিয়া গুরুর আজ্ঞামত সন্ন্যাসী সাজিলেন। সেই দিন হইতে অদ্যাবধি ক্ষুর তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্ত্তন।

তদ্দিবস হইতে দুষ্টের দমন ও আর্ত্তের শুশ্রূষা প্রবোধের ব্রত হইল। অসহায়ের সহায় হইয়া তিনি ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিংহল ও আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তিনি গমন করিয়াছিলেন। তীর্থভ্রমণ, তত্রস্থ সাধুদিগকে দর্শন ও তাঁহাদিগের সৎকথা শ্রবণ করিতে তাঁহার পরমানন্দ হইত। তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি দেখিতে ও তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে তাঁহার আলস্য ছিল না। সেই সেই স্থানের ধনী, নির্ধনী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সরল ও কুটিল লোকদিগের সহিত তিনি আলাপ করিতেন— সুযোগ পাইলেই তত্রস্থ বিখ্যাত দস্যুদিগের নিকট অস্ত্রসঞ্চালন ও ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। আমাদিগের নবীনসন্ন্যাসী কত

স্থানে সবল লোকদিগের নেতা হইয়া কত দস্যুর অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেই সেই স্থানের কত সবল অথচ সরল ইতর জাতীয় লোক তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহার অনুগত হইয়াছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালেও তাঁহার ব্রত সাধিত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও পরপীড়নে কাতর লোকদিগকে নেতা করিয়া দলবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেও ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ দেশ ভ্রমণে তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও অন্যান্য পশুবৃত্তি সাধন-কামনায় ভারতবর্ষের লোক ক্রমশঃ সঙ্কুচিতহৃদয় হইয়া আসিতেছেন—তাঁহাদিগের মধ্যে একতা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যবন-দৃষ্টান্ত ও পাশ্চাত্যসভ্যতাপ্রভাবে ধর্ম্মবন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইতেছে ও আরও হইবে। এক এক দিবস এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নয়নে ধারা বহিত এবং সেই সেই সময়ে যুক্তকরে ও কাতরপ্রাণে তিনি বলিতেন, "গুরো! এই সকল দুর্নিমিত্ত দূর করিবার জন্য আমার অন্তরে বল ও দেহে শক্তি দাও—দিনে দিনে তোমার এতদ্রূপ শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হউক। পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ সমালোচনেচ্ছায় তিনি ইংরাজীভাষায় লিখিত পুস্তকপাঠে কখন বিগতস্পৃহ হইতেন না।

উল্লিখিত ব্রত সাধনার্থে প্রবোধ চৈত্র মাসে এক দিবস মথুরা হইতে ভরতপুরের রাজপথে গমন করিতেছিলেন। সায়ংকালের পূর্ব্বে স্নানান্তে তিনি একটি পান্থশালার সম্মুখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক দীর্ঘকায় শান্তমূর্ত্তি সাহেব তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার আকার ও বেশ দর্শনে

তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। নবীন-সন্ন্যাসীও সদালাপী; সুতরাং অল্পক্ষণেই তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইল। সাহেবের নাম রেভারেণ্ড টমাস গ্রীন। পাদরীসাহেব নবীনসন্ন্যাসীকে তাঁহার তাৎকালীন বাস তত্রস্থ ডাক-বাংলায় নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "আমার নিয়মিত উপাসনা ও ধ্যান অন্তে রাত্রি ৯ ঘটিকার পর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব"। পাদরীসাহেব তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ উপাসনা ও আহারাদি সমাপন করণার্থে ডাক-বাংলায় প্রত্যাগত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আমাদিগের সন্ন্যাসী পাদরীসাহেবকে বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন যে, প্রাতে অথবা সায়ংকালে অন্য জাতিস্পর্শ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। এই জন্য প্রথম দর্শন ও বিদায়গ্রহণের সময়ে তাঁহারা পরস্পর সেকহ্যাণ্ড করেন নাই।

রাত্রি ৯ ঘটিকার পর সন্ন্যাসী ডাক-বাংলায় গমন করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পাদরী সাহেব নানারূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন, "ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, নাভীপদ্ম ও কমলযোনি ব্রহ্মা, এই তিনটি বিষয় কোন হিন্দুসন্তান সম্যকরূপে বুঝেন কি না? ক্ষীর-সমুদ্রত আকাশের ভিতরে, কি কোথায়, তাহার স্থিরতা নাই—শেষশয্যা ত প্রাণী মাত্রেরই মৃত্যুর সদুপায় কেহ কখন সে ক্ষীরোদের তল দর্শন করেন নাই। ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় না। বুদ্ধিমান হিন্দুসন্তানগণ এরূপ কথা কবিকল্পনাপ্রসূত মনে না করিয়া, কি জন্য ধর্ম্ম কথা বলিয়া বিশ্বাস করেন"?

নবীনসন্ন্যাসী হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "বিনা পুরুষ-সংযোগে কে কোথায় পুত্রোৎপাদন দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে? স্বর্গপরিভ্রমণ ও পরমেশ্বরের মূর্ত্তিদর্শন করিয়া কে কাহার নিকট ঐ ঐ বিষয়ে হলফান সাক্ষী দিয়াছে। যদ্যপি উক্ত দুই বিষয় দৈব বা আপ্ত বাক্য বলিয়া আপনারা বিশ্বাস করিতে পারেন—যদি ও বিষয়ে আপনারা ঐতিহাসিক প্রমাণ না চাহেন, তাহা হইলে আমরা ক্ষীরোদসমুদ্রব্যাপার বিশ্বাস না করি, এরূপ পরামর্শ দেন কেন? হাসিতে হাসিতে প্রবোধ আরও বলিলেন, 'জন্মগ্রহণ মাত্রই মনুষ্য অন্তস্থ অর্থাৎ জরায়ুকোষস্থ হইয়া কারণজলে অর্থাৎ ক্ষীরোদসমুদ্রে যোগমগ্ন অবস্থায় কালাতিপাত করে। তাহার নাভিদেশে মৃণাল অর্থাৎ নাড়ী ও সেই মৃণা-লের উর্দ্ধে কমল অর্থাৎ ফুল থাকে। সেই কমলের উপর কমলযোণি ব্রহ্মা দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার মস্তক দেহাভ্যন্তরের যে স্থান স্পর্শ করে, সেই স্থান ব্রহ্মার শিরোদ্‌ভূতজ্যোতিতে (Halo) আলোকিত হয়। তাহাতেই বিষ্ণুর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সেস্থানের নাম হৃদয় এবং তাহাই বিষ্ণুর আসন। এ বিষ্ণু মূলাপ্রকৃতির অন্তর্গত। মস্তিষ্কের উপরিভাগের নাম সহস্রার। সেই স্থানই আদি অর্থাৎ প্রথমপুরুষের আসন। তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেই স্থাননির্ণয়চিহ্নস্বরূপ কেশগুচ্ছকে এত আদর করেন। তাঁহাদিগের আকার আমাদিগের চর্ম্মচক্ষের অগ্রাহ্য; সেইজন্য তাঁহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলস্বরূপ নির্ম্মল বুদ্ধির অনুমেয়। তাঁহাদিগের আসন ভক্তদিগের অনুভবযোগ্য। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মার স্রষ্টা। যবনদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা ও খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বীদিগের সৃজনকর্ত্তা (Creator) আমাদিগের বিষ্ণুনাভিসমুদ্ভূত

পদ্মযোনি। তিনি এই ত্রিলোকের জনক। অতএব ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু আমাদিগের সৃজনের মূল কারণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জন্মমাত্রই আমরা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জননীজঠরস্থ জলপূর্ণডিম্বসদৃশ জরায়ুকোষস্থিত অল্প মাত্র কারণজলে ভাসি। আমাদিগেরও নাভিপদ্ম আছে। আমরা ত জরায়ুতে অবস্থিতিকালে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকি। জগদীশ্বর যে আপনার অনুরূপে মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষীরোদসাগরব্যাপার চিন্তা করিলেই প্রতিপন্ন হয়"।

গ্রীণ সাহেব অনন্য মনে বহুক্ষণ সন্ন্যাসীর কথিতবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেন জানি না ইতিমধ্যে অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত সন্ন্যাসী একবার তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি সহসা চমকিত ভাবে জাগরিত হইয়া বলিলেন, "উঃ! কতিপয় দস্যু কয়েকজন নিরীহ স্ত্রী পুরুষকে হত বা আহত করিয়া তাহাদিগের ধন হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে"। এই কথা বলিবার পরই তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বাসাভিমুখে গমন করিলেন এবং সে স্থান হইতে একগাছি লাঠী ও একটী রিভলবার গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে দৌড়াইলেন।

বাসন্তীজ্যোৎস্নায় সে সময়ে প্রকৃতি হাসিতেছেন। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পাদ্‌রী সাহেব সন্ন্যাসীর অনুবর্ত্তী হইলেন। ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ গমনের পর, সাহেব দেখিতে পাইলেন কতিপয় স্ত্রীপুরুষ করযোড়ে চারি পাঁচ জন দস্যুর নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছে এবং শুনিলেন ঐ দস্যুসকল বলিতেছে, "আরে লড়্‌, তোমরা চিজ্‌বজ্‌ হাম্‌ এসাই নেহী লেঙ্গে। হাম্‌ চোট্টা হয় নেহি। উঠ্‌ শশুরা হামারা—লড়্‌"।

সন্ন্যাসী লাঠীহস্তে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহাকে ধরাশায়ী করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার হস্ত হইতে লাঠী বেগে ভূমিতে পতিত হওয়াতে, অপর চারিজন এককালে নবীনসাধুকে আক্রমণ করিল। কিছু দূর হইতে পাদ্‌রীসাহেব এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন; কিন্তু তিনি সাহেবলোক—লাঠী ঘুরাইতে জানেন না—দূর হইতে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিলে সন্ন্যাসী বা পথিকদিগের মধ্যে কেহ আহত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাহাও করিতে পারিতেছেন না। সাহেবগণ যাহার ব্যবহার উত্তমরূপে জানেন, সে আগ্নেয় অস্ত্রও তাহার নিকট ছিল না। সুতরাং তিনি অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট সন্ন্যাসী ও নিরীহলোকদিগের শুভকামনায় প্রার্থনা করিতে করিতে, ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিতে না হয়, এজন্য, অস্ফুট স্বরে বলিতেছিলেন, "পিতঃ! যেন লোভে আকৃষ্ট না হই"। (Father! Lead us not into temptation) যাহা হউক অর্দ্ধঘটিকা পর্য্যন্ত লাঠীতে লাঠীঘর্ষণের পর, অপর দুইজন দস্যু ভূমিশায়ী হইল। বক্রী দুইজন জাঠ্ বিলক্ষণ আহত হইয়াছে দেখিয়া পাদ্‌রী সাহেবের সাহস হইল এবং 'টোম্ লোক বদমাস্ হায়। পাঁচ আড্‌মী এককাট্টা হুয়া হায়—টোম্ লোক্‌কা উপর ডেকইটী ডাবী হোগা'—এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। আর অধিকক্ষণ লড়িতে হইলে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া, তাহারা প্রস্থান করিবার মানসে পশ্চাৎপদ হইতেছিল। এক্ষণে সাহেবকে দেখিয়া দস্যুগণ আর ক্ষণবিলম্ব করিল না।

নিকটস্থ হইয়া পাদ্‌রীসাহেব দেখিলেন, সন্ন্যাসী উরু, বাহু

ও পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ আঘাত পাইয়াছেন। তদ্দর্শনে পাদ্রীর নয়নে বারিবিন্দু দেখা দিল। সন্ন্যাসী তখনও হাস্যবদনে বলিলেন, "আপনি দুঃখিত হইবেন না—বরঞ্চ আমার এই নশ্বর দেহের যৎকিঞ্চিৎ সার্থকতা হইল বলিয়া আনন্দিত হউন"। সাহেব ভাবিলেন, "হে জিজস্! পরোপকারে প্রাণদান করিতেও যে হিন্দুসন্তান পশ্চাৎপদ হন্ না, তিনিও কি অধার্ম্মিক! তোমাকে না ভাজলে—না মানিলেও কি তুমি তাঁহার উপর দয়া করিবে না"!

কিছুক্ষণ উপবেশনের পর সন্ন্যাসী আর উঠিতে পারিতেছেন না, ইহা দেখিয়া পথিক স্ত্রীপুরুষগণ কৃতজ্ঞতাপরিপূর্ণহৃদয়ে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহাদিগের প্রাণরক্ষককে অতি সন্তর্পণে বহন করিতে লাগিল। পাছে সন্ন্যাসীর কোন মতে কোন কষ্ট হয়, এজন্য পাদ্রীসাহেব ব্যাকুলান্তঃকরণে তাহা-দিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীবহন করিয়া আপনার দেহ স্বার্থক হইল মনে করিতেছিলেন। তাঁহার জন্য এতগুলি প্রাণীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী কুণ্ঠিত ও অপ্রতিভের ন্যায় কাহারও বদনপ্রতি চাহিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া পাদ্রীসাহেব মুগ্ধ।

রাত্রি দুই প্রহরের পর সন্ন্যাসীকে বাসায় আনা হইল। পাদ্রীসাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা হইলেও, তিনি ডাকবাংলায় বাস করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ডাক্তারের জন্য সাহেব ব্যাকুল হইলে, সন্ন্যাসী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তদ্দেশবাসী লোকদিগকে কতকগুলি লতা, বৃক্ষের ছাল ও মূল আনিতে আজ্ঞা করিলেন। রাত্রিতে সে সকল দ্রব্য সংগ্রহ হইল না। প্রাতঃকালে সন্ন্যাসীর

নিজের মতে ও নিজের ঔষধে চিকিৎসা হইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত পথিক স্ত্রীপুরুষগণ আপনাদিগকে বিস্মৃত হইয়া দিবা-রাত্রি প্রাণদাতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া পাদ্রী-সাহেব মনে করিয়াছিলেন, "কৃতজ্ঞতা ভারতবর্ষবাসী হিন্দুসন্তান-দিগের স্বাভাবিকধর্ম্ম"। তিনি দিনযামিনীর মধ্যে শতবার সন্ন্যাসীর সংবাদ লইতেন। তাঁহারই যত্নে পূর্ব্ব ঘটনার পর-দিবসই সে স্থানে মথুরার কালেক্টার সাহেব উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। শত শত পুলীসকর্ম্মচারী শত শত গ্রাম হইতে নিরীহকৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী লোকদিগকে দলে দলে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতেছিল। এই ব্যাপারে পূর্ব্বোক্ত পথিক স্ত্রীপুরুষগণ প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাহাদিগের জীবনরক্ষকের সেবা করিতে পারিত না। পুলীস-আনীতলোকদিগকে দেখিয়া তাহাদিগকে বলিতে হইত, তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত-বদমাইস্‌দিগের কেহ ছিল কি না? তিন দিবসের পরে সন্ন্যাসী সুস্থ হইলেন এবং 'বদমায়েসগণ এতদ্দেশবাসী নহে', এই কথা বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলীস-কর্ম্মচারীদিগের পরিশ্রম ও আস্ফালন এবং নিরীহ ব্যক্তিদিগের প্রতি অকারণ-পীড়ন নিবারণ করিলেন। সন্ন্যাসীর এ ব্যবহারেও পাদ্রী-সাহেব অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণে পাদ্রীসাহেব সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, "দুই ক্রোশ দূরে বদমায়েস লোক নিরীহ পথিক মারিয়া ধনদ্রব্য অপহরণ করিতেছে, আপনি আমার নিকট বসিয়া এ ব্যাপার কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন?"

সন্ন্যাসী স্মিতবদনে উত্তর করিয়াছিলেন, "সে সময়ে আমার

কখন নিদ্রা বা তন্দ্রাবেশ হয় না। আমি যে মাত্র তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম, সেইক্ষণে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম দক্ষিণ দিকে ঐরূপ অত্যাচার হইতেছে; সুতরাং সে স্বপ্ন মস্তিষ্কের বিকৃতি মনে না করিয়া, আমি দ্রুতপদে সেই দিকে গমন করি। যদি স্বপ্ন মিথ্যা হইত, তাহা হইলে চারি ক্রোশ মাত্র নৈশভ্রমণে আমার কোন ক্ষতি হইত না। আমরা এরূপ স্বপ্ন দৈবাদেশ মনে করিয়া থাকি। আপনার এরূপ বিশ্বাস না থাকাতেও যে আপনি আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং আমাকে আহত দেখিয়া যে ক্লেশ বোধ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী হইয়াছি"।

পাদরী সাহেব অতিশয় চিন্তিত ভাবেই বলিলেন, "আর আপনি যে পথের পথিক সম্পূর্ণ নিস্পর্কীয়লোকদিগের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি ও অন্যান্য সকলে আপনার নিকট কি হইয়াছি বা হইয়াছে? পরোপকার কিরূপে করিতে হয়, তাহা আমাদিগকে আপনার নিকট শিক্ষা করিতে হয়। বয়সে আমার নিকট বালক হইলেও, মনুষ্যত্বে আপনি আমা অপেক্ষা অনেক প্রবীণ। যাহা হউক আমার অন্তরে একটি অভিলাষ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া যদি আপনি আমার সে অভিলাষ পূর্ণ করেন, আমি কৃতার্থ হই। আপনি সন্ন্যাসী—সমাজের সহিত আপনার কোন সংস্রব নাই। অতএব আপনি ইচ্ছা করিলেই আমার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারেন"।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সুধার্ম্মিক ও বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং আমি অন্তরের সহিত আপনাকে সম্মান করি ও করিব।

আজ্ঞা করুন, ক্ষমতা থাকিলে তৎপ্রতিপালনে আমি পরাঙ্মুখ হইব না”।

পাদরীসাহেব স্বকরে সন্ন্যাসীর কর ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, “আপনি একবার বিলাত ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান দর্শন করেন, আমার নিতান্ত ইচ্ছা। আমার মনে হয় আপনাকে দর্শন করিলে আমাদিগের দেশের লোক পরমানন্দিত হইবেন। আপনারও দেশভ্রমণে অতৃপ্তি বা অলাভ হইবে না”।

সন্ন্যাসীর মাতৃআজ্ঞা ও গুরুর আদেশ স্মরণ হইল। তিনি বলিলেন, “সমাজের নিয়মে আমি আবদ্ধ নহি সত্য, কিন্তু আমি কখনই হিন্দুর অখাদ্য দ্রব্য আহার বা অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করিব না। এরূপ বন্দবস্তে কি আপনি আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া যাইতে পারিবেন”?

পাদরী আনন্দোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, “স্বচ্ছন্দে পারিব। যদ্যপি কোন বিষয়ে আপনার কোনরূপ ক্লেশ হয়, তাহা হইলে আপনি আমাকে অমানুষ জ্ঞান করিবেন”।

বৈশাখ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে উক্ত পাদ্‌রী ও অন্যান্য কতিপয় সাহেববিবি পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগের নবীনসন্ন্যাসী বম্বের আপলোঘাটের উপর দণ্ডায়মান। বিষণ্ণবদনে ও শূন্য-নয়নে সমুদ্রের নীলজলে তিনি কি দেখিতেছেন। সত্যই কি তিনি কিছু দেখিতেছিলেন? না। তিনি ভাবিতেছিলেন—

ভাবিতে পারি না মাগো! শত ধারা বহে
হেরিলে তব বদন। অন্তর যে দহে
কালকূট বিষে যেন, যবে মনে হয়
এইস্থানে বেদব্যাস বাল্মিকী উদয়

হ'য়েছিল একদিন। সে দিন কি আর
ফিরিয়া আসিবে মাতঃ! ভাগ্যে অভাগার—
জলবিম্ব মনে করি জড়দেহ প্রাণ,
ইন্দ্রিয় ভোগের হবে শেষ অবসান—
আত্মাতে হইবে দৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ-
ক্ষীরোদসাগরশায়ী বিষ্ণুর চরণ
ভাবিতে পারিবে তব সন্তান সন্ততি,
যবন-আচারে শ্রদ্ধা ত্যজিবে দুর্ম্মতি।
বলিব গলায় ধরি ভ্রাতা ভগিনীরে
কি আছে যবনদেশে ভিতর বাহিরে।
তথ্য কথা শুনে যদি স্থির করি মন
পাশ্চাত্য সভ্যতা ত্যজি ভজে নারায়ণ।
আবার ভারতে সবে মহা মহোৎসবে
পূজিব তব চরণ চিত্ত শুদ্ধ হবে।

জাহাজে উঠিবার সময় হইল। সকলের সহিত সন্ন্যাসী জল-যানে উঠিলেন। আপন আপন মোট ঘাট লইয়া সকলেই শশব্যস্ত। সন্ন্যাসী বিষণ্ণমনে নিজ কেবিনস্থ। যিনি মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রথম দূরদেশে গমন করিয়াছেন, তিনিই সন্ন্যাসীর আজিকার মনেরভাব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার হৃদয় যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন অবান্ধব পুরীতে গমন করিতেছেন। সকল সুখ, সকল শান্তি যেন তাঁহার নিকট হইতে কেহ কাড়িয়া লইল। তাঁহার প্রাণ যেন হাঁপাইতেছে। তিনি কতবার মনে করিতেছেন, আবার ফিরিয়া তীরে যান—আবার জননীর ক্রোড়ে সকল জ্বালা জুড়ান। এরূপ

ভাবে কিছুকাল গত হইলে তাঁহার নয়নে ধারা বহিল। সেই ধারাপাতেই তাঁহার হৃদয় শান্ত হইতে লাগিল। মাতঃ কুন্তি! তুমি কি এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নিকট মধ্যে মধ্যে বিপদ প্রার্থনা করিয়াছিলে! ধারাপাত যে ভবরোগের সুন্দর ঔষধ তাহা কি তুমি বুঝিয়াছিলে! হৃদয়োদ্বেগ হ্রাসের সহিত সন্ন্যাসীর মাতৃ-আজ্ঞা ও গুরুর আদেশ আবার মনে পড়িল। ধর্ম্মপত্নীদর্শনের আশা মনে আসাতে তিনি সবলে অন্যবিষয়াশক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মন অবাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে অতি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "হয় ত দস্যুগণ প্রণয়িণীকে সাগরপারের কোনস্থানে লইয়া গিয়াছে। জননী ও গুরু সেই জন্যই আমাকে সাগরপারে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন"।

এইরূপ বা আরও কতরূপ চিন্তায় আমাদিগের সন্ন্যাসী মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় উদারপ্রকৃতি পাদরীসাহেব তাঁহার কামরাদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। শুনিবা মাত্র তিনিও ত্রস্তভাবে বন্ধুর নিকট আগমন করিলেন। পাদরী তাঁহাকে প্রথমে ডেকে ও তৎপরে ডেকের ছাদে লইয়া গেলেন।

জাহাজ তখন বম্বে হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইয়াছে। সন্ন্যাসী যে দিকে নয়ন ফিরান, সেই দিকেই নীল জলরাশি দেখিতে পান। সমুদ্রকে তাঁহার অসীম, অনন্ত বলিয়া মনে হইল। তিনি সেইজন্য সেইস্থানেই বসিয়া পড়িলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "প্রভো! এ মূর্খ সন্তানকে তোমার অনন্তত্ব —তোমার অসীমত্ব ও তোমার গাম্ভীর্য্য এক প্রকারে বুঝাইবার নিমিত্তই কি তাহাকে এই গভীর অকূল সমুদ্রমধ্যে আনিয়াছ"।

তৃতীয় দিবস অপরাহ্লে লস্কর হইতে আরোহী পর্য্যন্ত সকলে

ভয়চকিত স্বরে—'এ গেল্, এ গেল্' অথবা "দি সী, দি সী" বলিতেছে। সন্ন্যাসী পুস্তকপাঠে ঐ ঐ শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত প্রবল বায়ু ও আলোড়িত সমুদ্র জানিতেন। কিন্তু শব্দার্থ জানা ও কার্য্যতঃ পদার্থজ্ঞান এক নহে। পবনের সে ভয়ানক প্রবলতায় ও সাগরের সে ফেনময় প্রচণ্ডভাবে সন্ন্যাসীকে নির্নিমেষ নয়নে ভগবান ভাবিতে হইয়াছিল। জগতের কিছুই স্থির থাকে না। পরদিন প্রাতঃকালে আবার তিনি সমুদ্র-গর্ভে সবিতার সে নানারূপ মনোহর রূপদর্শন করিয়া পুলকিত মনে ও ভক্তিভাবে 'জবাকুসুম সঙ্কাশং' বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

যে দিনে ভারতভূমি ত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে সপ্তম দিবস রজনীতে সন্ন্যাসী ডেকে দণ্ডায়মান হইয়া জাহাজের পশ্চাদ্দিকে লক্ষ লক্ষ খদ্যোতিকার ন্যায় ফস্‌ফরাস্-আলোক দর্শন করিতেছেন,এমন সময়ে তিনি শুনিলেন,তাঁহারা এডেনে উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকথামত সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া পাদ্রীর সহিত তিনি তীরে উঠিলেন। আজি কয়েকদিবস পরে স্নানাহ্নিকান্তে সন্ন্যাসী ইষ্টদেবকে অগ্নি-সংস্কৃত দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জাহাজে ফলমূল মাত্র আহার ও সমভিব্যাহারে আনীত জল পান করিতেন। অন্যান্য সাহেব বিবিদিগের ন্যায় তাঁহার See sickness অর্থাৎ বমনাদি হয় নাই। সাহেবরা ইহাতে আশ্চর্য্য হইলে তিনি বলিলেন, "সাত্ত্বিক আহারের ফল দেখিয়া আপনারাও ফলমূল বা শাকান্নভোজী হউন"।

মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলকারণ মহাপুরুষ মহম্মদও দয়ার সাগর জীজসের পদধূলিতে পবিত্র ও মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের তীর্থস্থান মক্কা, মদীনা ও জেরুজিলাম, দেখিতে ঠাকুরের

ইচ্ছা হইয়াছিল। সদাশয় পাদ্রীসাহেব তাঁহার সমভিব্যাহারী হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। সে দেশস্থ বলিষ্ঠ, ইতর ও ভদ্রলোকদিগের আচার, ব্যবহার ও রীতিনীতি দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আরব ও তুরস্কদেশ একরূপ দর্শন করেন এবং তৎপরে কনস্টাণ্টীনোপল্ হইতে জাহাজ আরোহণ করিয়া আফ্রিকার মিশরদেশে উপস্থিত হন্। তথায় শ্যামলশস্যশোভিত ক্ষেত্রমধ্যস্থ নাইল্ নদী, প্রাচীন সুবিখ্যাত আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া-নগরস্থ পুস্তকালয়, অত্যুচ্চ পিরামিড সমস্তও বহুকালরক্ষিত নির্জীব মনুষ্যদেহ দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়নের আফ্রিকার কীর্ত্তিকলাপ চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় জাহাজারোহণ করতঃ মাল্টাদ্বীপে গমন করেন। সে নেপোলিয়নস্পৃষ্ট ইংরাজাধিকৃত দ্বীপ পরিদর্শনে সন্ন্যাসী চিত্রকরের বিচিত্র শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। তথা হইতে ইটালী যাইবার পথে তিনি গ্রীস্, স্পার্টা, এথেন্স, ও থার্ম্মাপিলীর কথা ভাবিতে ভাবিতে দৈবানুকূল্যে জারক্সিসের অগণ্য রণতরীর বিশৃঙ্খলভাব ও তাঁহার পরাভব চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে সময়ে সক্রেটিস্ ও প্লেটোর কথা স্বতঃই তাঁহার মনে উদয় হওয়াতে তিনি ভাবিয়াছিলেন, হয় ত আত্মবিদ্যা শিক্ষার্থে সক্রেটিস্ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, অথবা গ্রীসদেশেই তিনি কোন মহাত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন। অনধিকারী ম্লেচ্ছদিগকে সে বিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহাকে অকালে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তবে সে সদনুষ্ঠান এককালে বিনষ্ট হইবে না বলিয়াই, প্লেটো তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের বৎসরকাল নির্ব্বাসনস্থান এল্‌বাদ্বীপ-দর্শনে

তাঁহার মনে সেণ্টহেলেনার কথা উদয় হয় এবং তিনি তাহাতে ব্যথিত হন।

ইটালীতে গমন করিয়া নেপল্‌স্ ও ভিনীস্ প্রভৃতি নগর ও তদ্দেশস্থ মনোহর হ্রদদর্শন এবং সেই দেশবাসীদিগের সুমধুর ভাষা শ্রবণ করিতে করিতে তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিতা ইউরোপ-শাসন-কর্ত্রী জীর্ণভাবাপন্না রোম নগরী নয়নগোচর করেন ও ভাবেন, "(উড্ডীয়মান পক্ষীদর্শনে রমুইলসের রাজ্য প্রাপ্তি) ও (নরমাংসলোলুপ শার্দ্দূল কর্ত্তৃক নরশিশুপ্রতিপালন) কি, মনুষ্য-জীবন যে দৈবায়ত্ত, ইহার পরিচয় দিতেছে না"? তত্রস্থ পুরাকালের কবরস্থান ও কলিসিয়ম্ দর্শনে তাঁহার মনে কত গভীর চিন্তাই উদয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, "পৃথিবীর আধিপত্যের পরিনাম ত এই—মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিদিগের জড়দেহের স্মরণচিহ্ণ প্রস্তর-স্তূপ বা ইষ্টকরাশি। যে রোম দূরস্থ সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্রদ্বীপবাসীদিগের শ্বেতাঙ্গ দর্শনে কৌতূহলাবিষ্ট ও দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ও সভ্যতা ও উন্নতির পথে চালাইয়া দেন, সেই রোমই এক্ষণে সেই দ্বীপবাসী ও অন্যান্য অধীনস্থ রাজন্যবর্গের মুখাপেক্ষী। তাহা হইলে, এ জগতে লোকে কিসের অহঙ্কার করে! 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'—জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় কভু উর্দ্ধগামী, কভু বা অধোগামী হইতেছে।

রাজপথে রাজার রাণী ও গৃহীর গৃহীনী যাইতেছেন দেখিতে দেখিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শব্দটী মনে হইল। সে সময়ে তিনি উক্ত কবরস্থানপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একটী গির্জার চূড়া দেখিতে পাইলেন, আর প্রবলবেগে মণ্টাকুসট, আল্‌বার্ট ও

ভূগর্ভবাসী প্রবল দস্যু ভেম্‌পার কথা তাঁহার স্মরণ পথে আসিল। নারীরূপে আকৃষ্ট হইয়া যে ভাবে এল্‌বার্ট সে দস্যুসম্মুখে নীত হইয়াছিলেন—তৎপর দিবস প্রত্যূষে যাচিত ধনদানে দস্যুর সন্তোষসাধনে অসমর্থ হইলে, নিশ্চয় যে মৃত্যু হইবে, তাহা স্থির জানিয়াও যে এল্‌বার্ট সুনিদ্রিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল—আবার মার্সীডিজ্‌পুত্র নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের অগোচর রাজনাম ও বেশধারী ড্যান্‌টীদর্শনে তাঁহার বিপদমেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয় দেখিয়াছিলেন, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন বিপদে অবসাদ মনুষ্যের মুর্খতারই পরিচয় দেয়। দৈবে বা অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকিলে সত্যজ্ঞানহীন ব্যক্তিও যথাসম্ভব সুখে জীবন অবসান করিতে পারে"।

রোমে অবস্থিতিকালে, হানিবল, সিপিও, সীজারও রায়েন্‌জি প্রভৃতি কত লোকের কথা ও কত শত ঘটনাবলী তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। তাহাতে জড় সুখে তিনি তৎকালে বীতশ্রদ্ধ হইলেও, তাঁহার জন্মস্থান—তাঁহার স্বদেশ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে সে সময়েও তাঁহার ইচ্ছা বলবতীই হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী তৎপরে অষ্ট্রিয়া, জর্ম্মনী, ফ্রান্স ও ভূস্বর্গ প্যারিস্‌ প্রভৃতি নানাস্থান দর্শন, এককালে ভয় ও বিস্ময়প্রদ পর্ব্বতা-রোহণ ও নানাস্থানের নানালোকের আচার, ব্যবহার এবং বিদ্যা, বুদ্ধি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে যে দিবস ডোভর প্রণালী পার হইয়া ভারতেশ্বরী ইংলণ্ড-তীরে পদার্পণ করিলেন, সে দিবস তাঁহার মনে যে কত কথাই উদয় হইয়াছিল, তাহা লেখনী লিখিতে অশক্ত। লণ্ডননগরের অসংখ্য ধূমোদ্গারী স্তম্ভ, ঘন-সন্নিবিষ্ট অত্যুচ্চ অট্টালিকা ও রাজপথে সাগরতরঙ্গবৎ

লোকরাশি দেখিয়া এবং সদত মেঘাচ্ছন্ন আকাশপথে কোয়াশা-মধ্যবাহী তীক্ষ্ণধার দন্তবিশিষ্ট শীতল বায়ুস্পর্শে কম্পমান হইয়া সন্ন্যাসী বিস্ময়ে একরূপ হতজ্ঞান। 'ইল্‌সেগুঁড়ী' বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া তিনি একটী সংকীর্ণ গলিমধ্যস্থ সামান্য হোটেলে উপস্থিত হইলেন। উৎকৃষ্ট হোটেলে জনতাধিক্যবশতঃ ভারতবর্ষবাসী সন্ন্যাসীর বাস করিতে ক্লেশ হইবে বলিয়াই সুচতুর ও সদাশয় গ্রীণ সাহেব অতিথিকে এই সামান্য পান্থনিবাসে আনিলেন। তৎপরদিবসেই তিনি তাঁহার পিতৃতুল্য অভিভাবক আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত ২৪ পরঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পল্লীগ্রামস্থ বাটীতে গমন করেন এবং তথায় কিছুদিন বাস করিয়া মাতৃসমা বিবি-সাহেবাদি সকলের যত্নে বিমোহিত হন। তিনি ইংলণ্ডের কাউণ্টীতে কাউণ্টীতে ভ্রমণ করিয়া তত্রস্থ সমস্ত নগর ও অনেক-গুলি গণ্ডগ্রাম দর্শন করিয়াছিলেন। যুবার ভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু তিনি মনে করিয়াছিলেন, তত্রস্থ পল্লীগ্রামবাসী লোকদিগের হৃদয়ে কতকাংশে যেমন আতিথ্য ও দয়ার সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়, সহরবাসীদিগের হৃদয়ে সেরূপ ভাব যে আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। সে সহরে দরিদ্রের দুরবস্থা দেখিলে মনুষ্যহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সহরবাসী শয্যাত্যাগের পর হইতে নিদ্রা-কর্ষণ পর্য্যন্ত স্বার্থে ব্যতিব্যস্ত। তিনি সেই জন্য এক দিবস পরিহাস করিয়া পাদ্‌রী সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "আপনাদিগের লণ্ডনাদি সহর সমস্ত যেরূপ কোয়াশায় পরিপূর্ণ, সেই সেই সহর-বাসীদিগের হৃদয়ও সেইরূপ কু-আশায় আচ্ছন্ন"। পাদ্‌রীসাহেব হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডের ইতর ভদ্র সমস্ত লোকই খৃষ্টান। জিজস্ ক্রাইস্‌ট্ সদাশয়তাও দয়ায় পূর্ণ ছিলেন, যদ্যপি

একথা আপনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ধর্ম্মাবলম্বী—তাঁহারই অনুগামী ব্যক্তিগণ 'কু-আশায়' পরিপূর্ণ', ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "মহামতি জিজস্, লোকদিগকে দক্ষিণ হস্তে দান করিয়া বাম হস্তকে জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—বদনের একাংশে আঘাত পাইলে, তাঁহাদিগকে বদনের অপরাংশ ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন! তিনি অপরের ধন অপহরণ ও অপরের রাজ্য ছলে, বলে বা কৌশলে গ্রহণ করিতে বলেন নাই। তিনি কি তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সাক্ষাৎ কালোদ্গীরণকারী কামান বা বন্দুকের আবিস্কার বা সংস্কার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন? যত দিন ইউরোপ বা আমেরিকায় সেরূপ কালান্তক যন্ত্রের আদর ও ব্যবহার থাকিবে, ততদিন যেন তদ্দেশবাসীগণ আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জিজসের প্রকারান্তরে অপমান না করেন। তবে কি আমি মহানুভব হাওয়ার্ড্‌কে অমানুষ বলিতেছি? না। তিনি সকলেরই প্রাতঃস্মরণীয়। আমি কি বলিতেছি আনন্দগিরি অর্থাৎ গ্লাডস্‌টোন্ পরিবারের ন্যায় সুপরিবার ইংলণ্ডে অনেক নাই? সে দিবস যে যুবা আনন্দগিরির সহিত আমার আলাপ হইল, তিনি একদিন জগতের লক্ষ্য হইবেন। আমি আপনাদিগের রবিন্‌হুড্ ও পার্ব্বতীয় ররয়কেও সম্মান করিয়া থাকি। জগতের কোহিনুর মহামতি সেক্‌স্পিয়ারের কবিত্বশক্তি ও লোকচরিত্রজ্ঞানে কে না বিমোহিত হয়! মিল্‌টন্, কাউপর ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ প্রভৃতি কবিগণ এবং স্কট্ ও লিটন প্রভৃতি আখ্যায়িকালেখকগণকে কে আদর না করিয়া থাকিতে পারে। রাজ্য-

রক্ষার্থে আবশ্যক হইলেও আমার মত সন্ন্যাসীগণ রাজনীতি-নিপুণ পিট্ আদি লোকদিগের গুণ দেখিতে পায় না। পরহিত সাধনই মনুষ্যত্ব—বৈরনির্য্যাতন বা স্বার্থ-সাধন ধূর্ত্তের নিপুণতা—সুবিদ্যার পরিচয় নহে"।

আদর্শ রাণী আমাদিগের রাজমাতা ভিক্টোরিয়া সেই সময়ে নূতন সিংহাসন আলো করিয়াছিলেন। পাদ্রীর চেষ্টায় ও রাণীমাতার প্রজাবাৎসল্যে নবীন সন্ন্যাসীর মহারাণীদর্শন হইয়াছিল। এক দিবস পাদ্রী সাহেব রাণীমাতা সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে ইচ্ছা করিলে, সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, "আমাদিগের রাণীমাতা অসামান্যা রমণী—ইংলণ্ডের রমণীকুলগৌরব। ভারতবর্ষবাসীগণ তাঁহাকে চিরকালই ভূলক্ষ্মী বলিয়া জানিবেন"।

পাদ্রীসাহেব ভূলক্ষ্মী শব্দের অর্থ জানিতে চাহিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভারতবর্ষবাসীদিগের বিষ্ণুপদসেবিকা লক্ষ্মী ভব-সাগর অর্থাৎ কারণসমুদ্র সেচা ধন। যদ্যপি তাঁহাকে পুষ্পের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দিবাকর-রমণী পঙ্কজিনীকেই মনে পড়ে। মাতা ভিক্টোরিয়াও সাক্ষাৎ পদ্মিনী—তবে সে পদ্ম স্থল-পদ্ম"।

সন্ন্যাসী অনুরুদ্ধ হইলেও কখন বিরাট সভায় ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন—তাঁহাদিগকে তিনি বিনীতভাবে বলিতেন, 'হিন্দুসন্তানগণ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপদেশ দিয়াই থাকেন। অতএব শ্রোতার মনোভাব পরিষ্কার না বুঝিয়া আমি তাঁহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলিতে সঙ্কুচিত হই"। তিনি অনেক স্থানে নীতিসম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

শ্রোতৃবর্গ তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পাদ্‌রী আরও কতিপয় তদ্দেশবাসী বন্ধুদিগের সহিত তিনি আয়রল্যাণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। এক দিবস বৈকালে তিনি ফার্থ অফ্ ফোর্থের দিকে সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া পাদ্‌রী সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ স্থান দর্শনে আপনার মনে কি কোন ঐতিহাসিক স্মৃতির উদয় হইয়াছে? না স্থান-সৌন্দর্য্যে আপনি বিমোহিত হইয়াছেন।?"

সহাস্য বদনে ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন, "আপনি বঙ্গভাষা উত্তমরূপ জানেন বলিয়াই বলিতেছি যে 'ফার্থ অফ্ ফোর্থ' শব্দে আমার 'সফরী ফর্ ফরায়তে' এই শ্লোকাংশটী মনে হইয়াছে"।

সন্ন্যাসী স্কট্‌ল্যাণ্ডের সমস্ত দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। গ্রেট্‌ব্রিটেনের তাৎকালিক বিখ্যাত দুই চারি দল 'রাস্তার ভদ্র-লোকদিগের' সহিত আলাপ ও তাঁহাদিগের ক্রিয়াপদ্ধতি দর্শন করিতে তিনি ক্রটী করেন নাই। অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস তিনি দেখেন, তাঁহার একজন পরিচিত উক্ত-রূপ ভদ্রলোক বিচিত্র অশ্বারোহণশক্তি দেখাইয়া বায়ুবেগে গমন করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাৎ শত শত অশ্বারোহী অশ্বের প্রাণ-নাশাশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপনে যাইতেছে। তাহাদিগের প্রত্যেকেরই দক্ষিণ হস্তে একটী করিয়া রিভল্‌ভার রহিয়াছে। সে সকল রিভল্‌ভারের বদন হইতে মুহুর্মুহু গুলি উদ্গীর্ণ হই-তেছে দেখিলেই বোধ হয় অগ্রগামী অশ্বারোহীকে বধ বা

আহত করাই পশ্চাদ্ধাবমান লোকদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু এরূপ গুলিবর্ষণে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তাঁহার যেমন অশ্ব, তিনিও তেমনই অশ্বারোহী। ঠাকুরের অশ্বও ফেনাবৃত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, এমন সময়ে তিনি দেখেন, পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহীর দক্ষিণ ও বাম দুই পার্শ্বেই পশ্চাদ্ধাবমান লোকদিগের মত অপর অনেক অশ্বারোহী পূর্ব্বোক্তরূপ সবেগে আগমন করিতেছে। এই সময়ে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী রেলওয়ের উপর একটী সুদীর্ঘ 'গুড্‌স্ ট্রেণ' (মালের গাড়ী) উপস্থিত হইল। পশ্চাৎ ও পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের বদন হইতে সবেগে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। ট্রেণ চলিয়া না যাইলে কোন মতে পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী অগ্রসর হইতে পারিবেন না, এই স্থির-বিশ্বাসেই তাহারা উৎফুল্ল হওতঃ চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদিগের সে আশা পূর্ণ হইল না। ট্রেন থাকিতে থাকিতেই সে অশ্বারোহীর অশ্ব লম্ফপ্রদান করিল। নিমেষমধ্যে অশ্ব ট্রেনের অপরপার্শ্বস্থ হওয়াতে সকলের অদৃশ্য হইয়া গেল। ট্রেন চলিয়া গেলে সকলে বিস্ফারিত নয়নে অবাক হইয়া দেখিল, ভগ্নপদে সে অশ্বটীই কেবল ভূমিতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। অশ্বারোহী? তিনি কোথায় বা তাঁহার কি হইল, কেহই তাহা অনুমান করিতে পারিল না।

ঘটনা এই যে, অশ্ব যে সময়ে মালগাড়ীর উপরস্থ হইয়াছিল, অশ্বারোহী সেই সময়ে আশ্চর্য্য শারীরিক শক্তি ও অভ্যাসের পরিচয় দিয়া একখানি মালগাড়ীর ছাদের উপর পড়িয়াছিলেন। বানরও সেরূপ সুন্দর ভাবে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তদ্রূপ চলিষ্ণু রেলগাড়ীর উপর স্থির থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। পর ষ্টেসনে

টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। সে স্থানের লোক সমস্ত মালগাড়ীর ভিতর বাহির তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল—কিন্তু লোক দূরে থাক্ একটী মূষিকও দেখিতে পাইল না। তাহারা সকলে মূর্খ; কারণ যে লোক উক্তরূপে চলিষ্ণু রেলগাড়ীর উপরে উঠিতে পারে, নিরাপদ্ স্থান পাইলে কি সে তাহা হইতে ভূমিতল স্পর্শ করিতে ভীত হইবে?

সপ্তাহান্তে সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া শতমুখে তাঁহার নির্ভীকতা, অশ্বচালনা ও দৈহিক শক্তি ও শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সাহাস্য বদনে বলিয়াছিলেন, "অশ্বের পদে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল, রাজ-সরকারের অশ্ব বা গো-চিকিৎসকগণ উক্ত অশ্ব এককালে খঞ্জ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, ইহা বলাতে আমার জনৈক লোক গ্রাম্য পশুচিকিৎসকের রূপ ধরিয়া সে অশ্বের চিকিৎসা করিতে সম্মত হয়। দিবারাত্রি বহুরক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া সে সেই অশ্বের চিকিৎসা করে। গত কল্য অশ্ব সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে বলাতে, পুলীসের উচ্চতম কর্ম্মচারী ও উৎকৃষ্ট পশুচিকিৎসকদিগের সম্মুখে সেই অশ্ব দৌড় করাইতে বলা হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই বন্দুকহস্তে সৈনিকগণ দণ্ডায়মান থাকে। আমার লোক অশ্ব দৌড় করাইতে করাইতে, সুবিধার স্থান ও সময় বুঝিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিল—প্রভুভক্ত 'ডায়মণ্ড' আমার নক্ষত্রবেগে আগমন করিয়া এক্ষণে নিরাপদ আস্তাবলে বিশ্রাম করিতেছে।

রবরয়ের পূর্ব্ববাস ও তাহার পার্ব্বত্যাশ্রম তিনি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া স্কটলণ্ডের পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী দর্শন-

যোগ্য স্থান সকল দেখিয়াছিলেন। এক দিবস বন্ধুগণ নৌকা-রোহণে তাঁহাকে লইয়া একটি স্তম্ভশোভিত, গুহাসদৃশ স্থানে নৌকাসহিত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সাগরোর্ম্মির আঘাতে সেই স্থানে একরূপ ভয়ানক শব্দ হয়। সে অন্ধকারময় স্থানে সেরূপ ভয়ানক শব্দশ্রবণে সকলেরই বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া যায়—তাঁহাদিগের হৃদয় একরূপ স্থিরভাব ধারণ করে। বঙ্গবাসী সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া যাইবেন, এই আশায় সমভিব্যাহারী বন্ধুগণ-মধ্যে একজন একটি বন্দুক ছুড়িলেন। সেই শব্দ শত শব্দ হইয়া শ্রুত হইতে লাগিল। একবার শিস্ দেওয়াতে সহস্র লোকে শিস্ দিতেছে মনে হইতেছিল। সে স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া সকলে আগ্রহের সহিত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, দেখা দূরে থাক্, ইতিপূর্ব্বে কখন শুনিয়াও ছিলেন কি"?

সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে উত্তর করিয়াছিলেন, "হাঁ, আমি কেন, আমাদিগের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা, ইতরভদ্র সকলেই শুনি-য়াছে যে, অগস্ত্য ঋষি যে কেবল তাঁহার বদনাভ্যন্তরে সমুদ্র প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি সাগর উদরস্থ করিয়াছিলেন। আপনাদিগের জড় স্কটলণ্ডের পর্ব্বত আপনাকে অগস্ত্য (August) মনে করিয়া সমুদ্রের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিবার আশায় জলরাশিকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তাহার প্রস্তরময় কঠিন বদন ব্যাদান করিয়া আছে। সাগর চৈতন্য-শূন্য জড়কে ভ্রুক্ষেপও করে না, ইহা দেখাইবার জন্য, সে হুঙ্কার পূর্ব্বক সে কঠিন বদনে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা ভঙ্গ করিবার আশায়, তাহাতে সবলে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে। কিন্তু ইহা শক্ত

স্থান বলিয়া অদ্যাবধি ভগ্ন হয় নাই”। এই সময়ে তিনি বঙ্গ-ভাষাজ্ঞ পাদরী সাহেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ‘শক্ত’ শব্দকে আপনারা ‘শকট্’ বলেন না?” তিনি হাস্যবদনে ‘হাঁ’ বলায়, সন্ন্যাসী বলিলেন, ‘এই শকট্ স্থান বা ভূমি হইতেই এ স্থানের নাম শকট্‌লাণ্ড বা স্কটলণ্ড হইয়াছে”।

পাদরীসাহেব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, “আপনি তবে আয়ারলাণ্ড ও ইংলণ্ড নামেরও অর্থ করুন”। সন্ন্যাসীও হাসিয়া বলিলেন, “আয়ার অর্থে ক্রোধ অতএব আয়ারলাণ্ড শব্দে ক্রোধাগার বা ক্রোধভূমি বুঝিতে হইবে। দেখুন না, সেইজন্য আয়ারল্যাণ্ডবাসীগণ সরল, ভীমসদৃশ ও ক্রোধবিশিষ্ট। ‘হিঁয়া’ ও ‘ইহাঁ’ এই দুই শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ‘রলয়ো রভেদঃ’, এই সুত্রের ন্যায় ‘ই ও হ’-তেও প্রভেদ নাই। সে জন্যই আমি বলিতেছি যে ইম্‌ল্যাণ্ড্ অর্থ হিম্-লাণ্ড অর্থাৎ ঠাণ্ডা দেশ। ভগবানের নিকট আমার প্রার্থনা এ দেশ বাহিরে ঠাণ্ডা ও ভিতরে গরম থাকিয়া যেন আমা-দিগকে শীতল করে; কারণ ইহার ভিতর বাহির ঠাণ্ডা হইলে, যে ইহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহাকেই দগ্ধ হইতে হইবে।” এতদ্রূপ হাস্য পরিহাসে সাহেবদিগকে আনন্দিত করিয়া, তিনি তাঁহাদিগের নিকট বস্ত্র, লৌহ ও নানাবিধ দ্রব্যের কলের গূঢ় কথা শুনিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন “কতদিনে ভারতবর্ষবাসী এ সকল বিদ্যাতে পারদর্শিতা লাভ করিবে”।

ফ্রান্স ভ্রমণকালে বহু আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন ও ফ্রান্স-প্রাণ নেপোলিয়নের অসংখ্য গুণ স্মরণ করিতে করিতে প্যারিসের ডিটেক্‌টিভদিগের সহিত মিশিতে ও তদ্দেশবাসী অসমসাহসিক

দস্যু দেখিতে সন্ন্যাসী বিস্মৃত হন নাই। ফ্রান্স পরিত্যাগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবস রজনীতে প্রবল ঝটিকাঘাতে সমুদ্রের ভয়ানক রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত ঠাকুর তত্তীরে গমন করেন। একখানি সুদীর্ঘ ইংরাজদিগের জাহাজ সেই ভয়ানক তরঙ্গে তীরের দিকে আসিতেছিল। সেই তীরস্থ ফরাসীপর্ব্বত, বৈরনির্য্যাতন-আশাতেই যেন, জাহাজ তীরসংলগ্ন হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। "হা কঠিন ফরাসীপর্ব্বত! এই জাহাজের সুন্দরী নারী, সুকুমার শিশু ও নিরীহ ভদ্রলোকগণ তোমার কি করিয়াছিলেন! তঁহারা ত ব্লুচার বা ওয়েলিংটনের বংশপরম্পরা নহেন! এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে ব্যথিত অন্তরে সন্ন্যাসী সিক্ত বসনে ও ক্লান্ত শরীরে তীরসংলগ্ন কতিপয় শব বা শববৎ জীবিত দেহ জল হইতে তুলিয়া ছিলেন। অদৃষ্টের শক্তি বুঝাইবার নিমিত্তই যেন বিধাতা তাঁহার হস্তে তরঙ্গান্দোলিত তিন বৎসরমাত্র বয়স্ক একটী শিশুকে অর্পণ করেন। সেই শিশু পাইয়া শ্রম কেন, তিনি তাঁহার জীবনও সফল জ্ঞান করিয়াছিলেন। সে বিপদে শিশু মাতৃ-পিতৃহীন হইয়াও সন্ন্যাসীর চুম্বনে স্বর্গীয় হাসি হাসিয়াছিল। তিনি শিশুর (তপস্বী) নাম রাখিয়া জন্মস্থান পুনর্দর্শনের নিমিত্ত ফ্রান্স বা ইউরোপ পরিত্যাগ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই শিশু তাহার খৃষ্টান নাম টমাসের পরিবর্ত্তে টপাস লিখিতেন। তপস হইতে টপাস করিয়াছিলেন।

স্পেন-পর্টুগাল পরিভ্রমণকালে কলম্বসের কীর্ত্তিকলাপ মনে করিতে করিতে তাঁহার একবার অমরনিকেতনসদৃশ আমেরিকা দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছিল। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'

মায়ের ছেলে এই প্রথম মা ছাড়িয়া এতদূর আসিয়াছেন, সেইজন্য বারান্তরে আমেরিকা দর্শন করিবেন মনে করিয়া তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন। জল পথে আসিবার সময় একদিবস অর্ণবযানের গতি সহসা মন্দীভূত হইয়াছিল। সকলে ভীত হইলেও, সন্ন্যাসী কাপ্তেনকে বলিয়াছিলেন, "জাহাজ একবার পশ্চাৎগামী করিয়া দেখিলে হয় না!" কাপ্তেন সাধুবাক্যে অবহেলা করি-লেন না। জাহাজ পশ্চাৎগামী হইবামাত্রই পুনরায় নিজগতি প্রাপ্ত হইল। পরে প্রকাশ হইয়াছিল যে, ঐ জাহাজ একটী প্রকাণ্ড মৎস্যগাত্রসংলগ্ন হওয়াতেই 'দিশাহারা' হইয়াছিল। কিন্তু জাহাজের আঘাতে সে মৎস্য প্রাণত্যাগ করিয়া ধবলগিরিবৎ নীল জলে ভাসিয়াছিল। জাহাজ হইতে ভারতভূমি দর্শন করিবামাত্র সন্ন্যাসী আর তাঁহার হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গলদশ্রু হইয়া তিনি ডেকের উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে মনে মনে বলিয়াছিলেন।

বহুদিন পরে আজি তব শ্রীচরণ
হেরিলাম জননী গো! সার্থক নয়ন,
সার্থক জীবন মোর, মানিব তখন
ভ্রাতা ভগিনীর মুখে দেখিব যখন
বিমল আনন্দ আভা। দ্বেষ পরিহরি
তব অশ্রু মুছাইতে, গলা ধরাধরি
করি সবে হবে ব্যস্ত। মুখে বলি হরি
প্রাণপণে দেহ মনে, ভারতেশ্বরি!
চালাইবে তারা সবে, রক্ষিতে সে ধন
প্রসবিছ যাহা তুমি যত্নে অনুক্ষণ।

কৃষি শিল্প ব্যবসায়ে হবে একমত
ভাসাইয়ে দিবে স্বার্থ ক্রোধ হিংসা যত।
বিদ্যা চিন্তা সুমার্জ্জিত বুদ্ধি হবে যার
ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি উদ্ভবিবে তার।
সেই সে শক্তির বলে সমাধি হইবে;
দৈববলে তা হ'লে গো অসুর নাশিবে।
অহঙ্কার দূরে যবে, তুমি মা হাসিবে,
প্রবোধের হৃদিব্যথা তবে ত ঘুচিবে।



চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কেষ্ট ডোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

স্বদেশে আগমনের পরেই তিনি একদিবস চুঁচুড়ায় গমন করিয়াছিলেন। রজনীতে কোলাহল শ্রবণ করিয়া তিনি দ্রুত-পদে শব্দাভিমুখে গমন করেন। সে স্থানে ডাকাতি হইতেছিল, ইহা শ্রবণমাত্র, তিনি দ্রুততর পদবিক্ষেপে সেই দিকে যাইতেছেন দেখিয়া শত শত লোক তাঁহাকে গমনে বিরত হইতে বলিতে লাগিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিলেন, "নবীন সন্ন্যাসী! আপনি কি কখন কৃষ্ট ডোমের নাম শুনেন নাই? এ কেষ্ট নামে কৃষ্ট, কিন্তু দস্যুবৃত্তিতে সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ঢালতরোয়াল খেলিতে খেলিতে তাহার শ্রীপদের অঙ্গুলিতে ধরিয়া সে বর্ষা এরূপ সবলে নিঃক্ষেপ করে যে, অর্দ্ধ-পোয়া দূরবর্ত্তী লোকও তাহার দারুণ আঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে"।

তাঁহাদিগের নিকট হইতে একখানি ক্ষুদ্র তক্তা চাহিয়া লইয়া সন্ন্যাসী তাহা বক্ষঃস্থলের উপর বন্ধন করিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগেরই প্রদত্ত ঢাল ও তরোয়ালে সশস্ত্র হওতঃ, ঠাকুর অক্ষুব্ধচিত্তে কৃষ্ট ডোমের সম্মুখে চলিলেন—কাহারও নিষেধ মানিলেন না। কৃষ্ণপ্রক্ষিপ্ত দুই একটি বর্ষা তাঁহার তক্তা স্পর্শ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি চক্ষের নিমেষে কৃষ্টের নিকটবর্ত্তী হইলে, সে হাসিয়া বলিল, "কোন্ দুষ্ট সরস্বতী তোকে এ পবিত্রবেশে আমাকে প্রতারিত করিতে বলিয়াছে? যদ্যপি সত্য সন্ন্যাসী হও, সরিয়া যাও—বনবাসী হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ কর—আর যদি সং সাজিয়া আসিয়া থাকিস্, ইষ্টমন্ত্র স্মরণ কর্, তোকে এখনই যমালয় দেখ্‌তে হবে"। এই কথা শেষ হইতে না হইতে কৃষ্ট বদনে ভয়ঙ্কর শব্দ নির্গত করিয়া প্রচণ্ডবেগে সন্ন্যাসীকে আক্রমণ করিল। সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে ও স্থিরভাবে ক্ষণকাল তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্টের তরবারি তাহার হস্তচ্যুত হইয়া সশব্দে আকাশে উত্থিত হইল। মশালের আলোকে সে তরবারিকে ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কৃষ্ট নিমেষমধ্যে নিকটস্থ লোকের হস্ত হইতে লাঠী লইয়া সন্ন্যাসী-বধে উদ্যত হইল। দেখিতে দেখিতে সে লাঠী খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ট সাষ্টাঙ্গে সন্ন্যাসীচরণে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো! তুমি মনুষ্যদেহে আমার ইষ্ট-দেবতা। আমি আমার এই বাহাত্তর বৎসর বয়সে আপনার মত অস্ত্রসঞ্চালনে সুপটু—আপনার মত যুদ্ধ সময়ে স্থিরভাবাপন্ন লোক দেখি নাই। কৃষ্ট দস্যু বটে, কিন্তু সে কখন ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করে নাই। আমার অনুমান হয়, সন্ধানী সর্দ্দার প্রতারণা

পূর্ব্বক আমাকে ব্রাহ্মণের বাটীতে আনিয়াছে, আর সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত আমার ইষ্টদেবতা আমাকে দর্শন দিয়াছেন"।

এই সময়ে ভয়জড়িত ও কাতর রমণীকণ্ঠনিঃসৃত শব্দশ্রবণে কৃষ্ট চমকিত হইয়া অপর লাঠী হস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাতে থাকিয়া দেখিলেন, সম্মুখস্থ একটী এক-তালা ছাদের উপর ভয়ে কম্পান্বিতকলেবরা একটী নারীমূর্ত্তি বিভীষিকাপ্রদর্শী কতিপয় দস্যুমধ্যস্থা হইয়া বিস্ফারিত নয়নে ও শুষ্ককণ্ঠে অনুনয়বিনয় করিতেছে। কৃষ্ট তদ্দর্শনে অবিলম্বে লাঠীর উপর ভর করিয়া একটা লম্ফে ছাদের উপর উঠিল। রমণী তাহার মূর্ত্তি দর্শনেই যেন সাগরে ভেলা পাইয়া বলিল, "বাবা কৃষ্ট! তুমি ত কখন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ডাকাতী কর না"। গদগদ স্বরে কৃষ্ট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তুমি আমাকে কেমন করে চিন্‌লে"? রমণী উত্তর করিল, "ও বাবা! তোমার অনুহাতে দেওয়া ঘড়া ও বাসনে যে আমার শ্বশুরবাড়ী, আর সে গ্রামের সকল ব্রাহ্মণের বাড়ী, পরিপূর্ণ। ও বাবা! তোমার নাম কল্লে যে, আমাদের দেশের কারও অভাব থাকে না"।

কৃষ্ট নয়নবারী বিসর্জ্জন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! এ বাড়ী কার"। রমণী উত্তর করিলেন, সে তাঁহার পিত্রালয়। তৎশ্রবণে কৃষ্ট সন্ধানা সর্‌দারকে ডাকিতে বলিল। যে মাত্র সন্ধানী সর্দ্দার নিকটস্থ হইয়াছে, কৃষ্ট তৎক্ষণাৎ অন্ত-হস্ত হইতে গৃহীত তরবারি দ্বারায় তাহার কটিদেশ স্পর্শ করিল—সে দেহ তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড হইয়া ছাদের উপর লুণ্ঠিত হইতে

লাগিল। ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই রমণীর হৃদয় বিশুষ্ক হইয়াছিল। এক্ষণে নরবলি দর্শনে তিনি সম্পূর্ণরূপ অচেতনাবস্থায় ছাদ হইতে ভূমিতে পতিতা হইতেছেন দেখিয়া কৃষ্ট তাঁহাকে ধরিল।

চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেখিলেন, বন্ধন অবস্থায় তাঁহার পিতা কৃষ্টের সম্মুখে আনীত হইলেন। কৃষ্টের আজ্ঞায় লুণ্ঠিত সমস্ত দ্রব্য সে ব্রাহ্মণের সম্মুখে রক্ষিত হইল। কৃষ্ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সমস্ত ধন ও দ্রব্য পাইলেন কি না? ব্রাহ্মণ ভয়েই ব্যাকুল। তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, সমস্তই পেয়েছি"।

তৎপরে কৃষ্ট পূর্ব্বোক্ত রমণীকে সম্বোধন করিয়া গদগদ স্বরে বলিল, "মা! এই পাপীষ্ঠ ছিন্নমুণ্ড দস্যু আমার ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে। নাপিতের বাড়ী বলাতে আমি আপনার পিত্রালয়ে আসিয়াছিলাম। আমি দূরে থাক্, আমার দলস্থ কোন ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত পরদারগাত্রে হস্তস্পর্শ করিতে পারে নাই। দুষ্টমতির প্রতারণায় আমাকে আজ চিরব্রত ভঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণের কন্যা—ব্রাহ্মণীর গাত্রস্পর্শ করিতে হইয়াছে। আমি এ পাপব্যবসায় অদ্য হইতে পরিত্যাগ করিলাম মা! এই শোণিতসিক্ত তরবারি তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ ক'রে আমি ইষ্টদেব স্মরণ পূর্ব্বক শপথ কর্‌ছি, আর ডাকাতী কর্‌ব না। আপনি প্রসন্না হয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যে ইষ্টদেব দর্শন পেয়েছি, আর যেন তাঁহাকে না হারাই"।

কৃষ্টের বচনে সন্ন্যাসী মুগ্ধ। 'জাল গুটো' বলিয়া কৃষ্ট ছাদ হইতে নামিতে না নামিতে দস্যুদল বিশৃঙ্খলভাবে নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইল। সৌম্যমূর্ত্তি দস্যুপতি বিষণ্ণবদনে ও মন্থর গমনে

সম্মুখদ্বার সন্নিকটে আগমন করিয়া সন্ন্যাসীকে পুনর্দর্শন করিল এবং তৎক্ষণাৎ ভক্তিপরিপূর্ণ হইয়া গলদশ্রুতে আপ্লুত হইতে হইতে তাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্ষণপরে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইলে করযোড়ে সে বলিল, "গুরু গো! কবে এই চণ্ডালদেহে উই লাগ্‌বে—চণ্ডাল কখনই বাল্মীকি হ'তে পার্‌বে না। যদি তোমার কৃপায় সে রামভক্ত বানরও হয়, তা হলেও তার সার্থক জঠর-যন্ত্রণাভোগ—সার্থক দস্যুবৃত্তি"।

কৃষ্টের ভক্তির গুণে ও তাহার অনুনয় বিনয়ে নবীন-সন্ন্যাসীকে তাহার বাটী গমন করিতে হইয়াছিল। সে বাটীতে গো-শালা, পাকগৃহ, ঢেঁকিশালা ও চণ্ডীমণ্ডপ ব্যতীত আটখানি বৃহদাকার মৃণ্ময় তৃণাচ্ছাদিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর ছিল। তাহার প্রকাণ্ড সুপরিষ্কৃত অঙ্গন। বাটীর পূর্ব্বে সুন্দর পুষ্করিণী। তাহার চতুর্দ্দিকে নারীকেল, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ বাগান। তাহার তলভূমি পাকোপযোগী নানাবিধ শাকাদিতে একরূপ আচ্ছাদিত। বাটীর সম্মুখে চারিটী বড় বড় ধান্যপরিপূর্ণ গোলা আছে। তাহার পশ্চাৎভাগে পর্ব্বতাকার খড়ের গাদা।

কেষ্টের সাত পুত্র। পিতা পুত্রে দিবসে কৃষিকার্য্য করিত এবং রজনীতে বীরপণা দেখাইত। বিংশতি বৎসর বয়সে কেষ্ট সর্দ্দার হয়। এমন সপ্তাহ যায় নাই, যাহাতে সে ন্যূনপক্ষে দুইটী বড় ডাকাতী না করিয়াছিল। সে যে কত ধন হরণ করিয়াছিল, তাহা সে জানে না—অন্যের জানিবার উপায়ও ছিল না; কারণ তাহার বাক্স, পেটারা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও তাহাতে কখনই কুড়িটী টাকার অধিক পাওয়া যাইত না। তবে কি সে টাকা মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিত? না। সে কত লোকের

পোতাধনের গন্ধ পাইয়া অনায়াসেই তাহা আত্মসাৎ করিয়াছিল। এমন লোক কি কখন ধন পুতিয়া রাখে? তবে সে ধন কোথায় যাইত? তাহার বাটীর বিশক্রোশ দূরবর্ত্তী চতুর্দ্দিকের অভাবী লোকের অভাব তাহাতেই দূর হইত। ব্রাহ্মণাদি ভদ্রলোকের অভাব হইলে রজনীযোগে কেষ্ট তাঁহার বাটীর সম্মুখে ধন রাখিয়া যাইত। কখন সে অন্য লোকের হস্তে সেই ধন পাঠাইয়া দিত; কিন্তু সে লোক তাহার শাসনে কখনই তাহার নাম করিত না।

রামায়ণ, মহাভারতাদির কথা তাহার মন হরণ করিত। সে জন্য সে বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল এবং অবসর কাল সেইরূপ গ্রন্থপাঠে অতিবহন করিত, অথবা ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতির অদূরে বসিয়া তাঁহাদিগের শাস্ত্রালাপ শুনিত। এরূপ না হইলেই বা সে হুগলী, বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর চারি জেলার প্রধানতম সর্দ্দার হইবে কেন।

ঠাকুরকে অঙ্গনে বসাইয়া কেষ্ট রোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্তদেহে ও অশ্রু বিসর্জ্জনের সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে আত্ম বিস্মৃত হইয়া 'উদ্দণ্ডভাবে' নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার নয়নদ্বয় আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই সময়ে সে অস্ফুট স্বরে ও অবশভাবে বলিতেছিল, "বাল্মীকি না হই আমি বল্মীক হয়ে প্রভুর চরণের ধূলা হয়ে থাক্‌ব"। সন্ন্যাসী ভক্তের এ ভাব দর্শনে ও এ কথা শ্রবণে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নে দর দর ধারা বহিতেছে এমন সময়ে কেষ্টের অবশ দেহ তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইল।

'কি হ'ল গো বাবা!' বলিয়া কেষ্টের পরিবারস্থা স্ত্রীলোকগণ চীৎকারস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। তাহার অপর সন্তানেরা অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু ডোমকুলোজ্জ্বল গম্ভীর-প্রকৃতি ভক্ত ভিখারী সকলকে শান্ত হইতে বলিয়া স্বয়ং পিতার ন্যায় ভক্তির আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "ওরে! যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে ত বাবার বৈকুণ্ঠবাস হয়েছে। গুহক চণ্ডালের যেমন রাম, ওরে! কেষ্ট ডোমের তেমনই সন্ন্যাসী। এ সৌভাগ্যে কি দুঃখ কর্‌তে আছে"।

পিতা অপেক্ষা এ পুত্রে সন্ন্যাসী অধিকতর মুগ্ধ হইলেন। সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া তিনি ভিখারীর মস্তকে সস্নেহে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা! তোমার পিতার 'দশা' হয়েছে। তুমি সত্বর তাহার বদনে জলসিঞ্চন কর, সে অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইবে"।

রোরুদ্যমান হইয়া ভিখারী সন্ন্যাসীর চরণ জড়াইয়া ধরিল এবং গদগদ স্বরে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর গো! আমার বাবা জাতে ডোম, আর কাযে ডাকাত। তাঁকে কি তুমি বৈকুণ্ঠে যেতে দেবে না? তাঁকে যেতে দাও বা না দাও, আগে বল এ নরাধমকে ছেলের মত পায়ে রাখ্‌বে, তবে আমি বাবার এ সুখের ঘুম ভাঙ্গাব"।

সন্ন্যাসী সজলনয়নে বলিলেন, "বাপ আমার! তাহাই হইবে। এক্ষণে উঠ—পিতৃ শুশ্রূষা কর"।

মুর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে কেষ্ট বলিল, সে আর গুরুআজ্ঞা ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিবে না। সে জন্য সে দিনে সন্ন্যাসীকে মোটামুটী নিম্নলিখিত কয়েকটী আজ্ঞা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

১। কেষ্টের বাটীর প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তি সুস্থ শরীরে ভাক্তদিবা :অর্থাৎ শেষরাত্রে নিদ্রিত থাকিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যে, তাহাদিগের গ্রামের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সকলে সেরূপ সময়ে নিদ্রা যাইতে না পায়।

২। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পৃথিবীর ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে—অর্থাৎ পৃথিবী উর্ব্বরাশক্তি ব্যয় করিয়া যাহাদিগকে অন্নদান করিতেছেন, যদি তাহারা তাঁহার সেই উর্ব্বরাশক্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়, তাহা হইলেই তাহাদিগের পৃথিবীর এ ঋণ শোধ করা হয়। এই শুভ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র কোদালীহস্তে তাহাদিগকে ন্যূনপক্ষে গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী প্রান্তরে স্বভাবের আদেশপালনকরণার্থে যাইতে হইবে। স্বহস্তখোদিত গর্ত্তস্থ পুরীষ মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদিগকে স্নানার্থে গমন করিতে হইবে—তাহা হইলেই তাহারা এ সম্বন্ধে অঋণী হইবে।

৩। বৃষ্টির জল গ্রাম মধ্যে কোনস্থানে বসিতে না পারে, জল নারায়ণ বলিয়া কেহ পুষ্করিণী অপরিষ্কার না রাখে, ধরিত্রী নিশ্বাস প্রশ্বাসে ক্লেশ না পান এই অভিপ্রায়ে কেহ কোন স্থানে অনাবশ্যক বন জঙ্গল কিম্বা অস্পৃশ্য দ্রব্য রাখিতে না পারে, এই সকল বিষয়ে তাহাদিগকে চক্ষু রাখিতে ও অন্য সকলকে রাখাইতে হইবে।

৪। প্রতি গৃহস্থের একজনকে রজনীমধ্যে একবার প্রতি গৃহের চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামপ্রদক্ষিণ করিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে এ রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, ন্যূনপক্ষে চারি বা পাঁচজন্ যুবা বা প্রৌঢ়ব্যক্তি,গ্রামবাসীদিগের নিদ্রার সময়, ঐরূপে

চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে পারে। এরূপ নিয়মাবলম্বনে চৌর্য্য ও অন্যান্য অত্যাচার নিবারিত হইবে।

৫। এরূপ যত্ন করিতে হইবে, যাহাতে কৃষি বা ব্যবসায়ীগণ ন্যূন পক্ষে দুই বৎসরকাল পরিবারপ্রতিপালনযোগ্য শস্য বা অন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে কৃষিকার্য্য বা ব্যবসায়োৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় করিতে না পারে। উপায়হীন লোকেরা যাহাতে এ সদুপায় অবলম্বনে সমর্থ হয়, তাহাও করিতে হইবে।

৬। গ্রামের জমিদারকে কর্ত্তব্য-বোধে দেখিতে হইবে যে, গ্রামবাসীগণ উক্ত নিয়মসমস্ত প্রতিপালন করে। তাঁহাকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রামবাসী বলিয়া তিনিও উক্ত নিয়মের অধীন। উপরন্তু রাজপথে কোনরূপ অত্যাচার না হয় ও কোনরূপ বিভীষিকা না থাকে, এরূপ বন্দোবস্তও তাঁহাকেই করিতে হইবে। ফল কথা, পূর্ব্ব-প্রথানুসারে জমিদার, কেবল কর-সংগ্রহ বা প্রজাপীড়ন্ না করিয়া,প্রজাপালন করিবেন।

৭। গ্রামের অন্য ব্রাহ্মণ না হউন, শাস্ত্রব্যবসায়ী বা গুরু পুরোহিতদিগকে কার্য্যতঃ শাস্ত্রানুযায়ী শুচি থাকিয়া ধর্ম্মপালন করিতে ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে।

৮। কলহ, বৈষয়িক বিবাদ বা বিষয়বিভাগাদি কার্য্যে বুদ্ধিমান্, সুচতুর, যথাসম্ভব বিদ্বান্, স্বার্থশূন্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ন্যূনপক্ষে তিনজন ব্যক্তিকে শালিস্ মানিতে হইবে।

৯। তৈল ও বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যাহাতে গ্রামবাসী লোক সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতে পারে, বিজ্ঞলোকের পরামর্শ গ্রহণে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অনাথা বা অকর্ম্মণ্যা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ যাহাতে সুতা কাটিতে ও দেশলাই

প্রস্তুত করিতে পারে, তাহারও উপায় করিতে হইবে।

গ্রামবাসী বলিয়া উক্ত প্রতিপাল্য নিয়ম তোমাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে—বলবীর্য্যশালী লোক বলিয়া তোমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ভূম্যধিকারী হইতে দীন-দুঃখী পর্য্যন্ত সকলে উক্ত নিয়মের অনুগত থাকে। ঐ কার্য্য সাধনে বিভীষিকাপ্রদর্শন বা বলপ্রকাশ আবশ্যক হইলে, রাজনিয়মে দোষী না হও, এরূপ ভাবে তাহা করিবে। আর একটী কথা—তোমরা ত আর দস্যুবৃত্তি করিবে না; কিন্তু তোমাদিগকে স্বপ্রেরিত হইয়া দস্যুপীড়িত ব্যক্তির পীড়ন নিবারণ করিতে হইবে। উপস্থিত থাকিলে, আমিই তোমাদিগের নেতা হইব। উপকৃত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন, তাহার কতক অংশ তোমাদিগের হইবে—অপরাংশ দেশের উপকারার্থে সঞ্চিত হইবে"।

তৎপরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমাদিগের দুই খানি ঘরমধ্যস্থ ভূমিখণ্ডগুলি পতিত রহিয়াছে। ঐ ঐ স্থানে তুলসীবন করিও—প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় পরিবারস্থ স্ত্রীলোক সমস্ত সে তুলসীবন ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণত হইবে। গতিশক্তিবিহীন বৃদ্ধারা ন্যূনপক্ষে তন্নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক হরিনাম জপ করিবে।

বাগানের যে স্থানে সচরাচর লোক গমন করে না, সেই স্থানে বিল্ববৃক্ষ থাকিবে। তোমার প্রাপ্তবয়স্ক বংশধরগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই বিল্বমূলে উপবেশন পূর্ব্বক শিবনাম জপ করিবে। তুলসীবন ও বিল্বমূল সর্ব্বদা সুপরিষ্কৃত রাখিতে হইবে।

প্রতি ঘরের পশ্চাতে দুই বা তিন কামরায় বিভক্ত এক এক খানি করিয়া ঘর প্রস্তুত করিবে। পৌত্রাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে

ঐ রূপ ঘর আবশ্যক হইয়াছে।”

তৎপরে সন্ন্যাসী গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কেষ্ট রোরুদ্যমান হইল। অন্যান্য সকলেই সে ক্রন্দনে যোগ দিয়া গণ্ডগোল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কেবল ভিখারীর চক্ষে জল নাই। সে সকলকে শান্ত করিতেছে। অন্যান্য সকলে সন্ন্যাসী লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু ভিখারীর কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের সে অবস্থা দেখিয়া অতীব কাতর। সহসা চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িয়া তাহারা বলিল, “প্রভু গো! দাদার ভাব দেখে আমরা যে বাঁচি না। দাদাকে দুটো কথা বলে তুমি একবার কাঁদিয়ে দাও। বাবা মা ত কিছু বলে নাই—কিন্তু দাদা যে রামের মত বনে যায়”।

সন্ন্যাসী ভিখারীর বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সে সহাস্যবদনে বলিল, ‘নরাধমকে পায়ে ঠেল্‌বেনা বলেছ। আমার লক্ষণের মত ভাই সব ছেলে মানুষ। তুমি যেন ওদের চক্ষের জলে ভুলে গিয়ে আমায় ছেড়ে যেও না—যদি যাও, তা হ’লে আমার মা বাবা, এই সোনার ভাইসব ও আর আর সকলের বড়ই কষ্ট হবে। ভিখারী আর এ পৃথিবীতে থাক্‌বে না। যদি সঙ্গে থাক্‌তে পাই, তা হলে কখনই আজ্ঞা অমান্য কর্‌বো না। আদেশ হলেই বাবা ও মাকে প্রণাম কর্‌তে, আর প্রাণের ভাইদের দেখ্‌তে আস্‌বো”।

ভিখারীর কথায় সকলেই অবাক্‌। স্ত্রীলোকেরা নাকিস্বরে সন্ন্যাসীর নিকট কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু কেষ্ট ভিখারীকে বক্ষঃস্থলের উপর ধরিয়া বলিল, “বাপ্‌রে আমার, আমি ডোম হই আর ডোক্‌লা হই—ডাকাতি করি আর মানুষ

ঠেঙ্গাই—যাই কেন করি না, তবু ত আমায় লোকে হিরণ্যকশিপু বল্‌বে। কলির হিরণ্যকশিপুর নাড়ী ছিঁড়্‌তে নৃসিংহ আস্‌বেন না, কিন্তু তার অন্তিমকালে সাক্ষাৎ শিব—গুরুদেব—এই সন্ন্যাসী প্রভু তার মাথায় পা দিয়ে বস্‌বেন। সেও প্রহ্লাদের বাবা হয়ে মর্‌বার সময়, বৈকুণ্ঠ না হ'ক, কৈলেসে যাবেই যাবে। আমার সাত ছেলে। একজনকে না দেখে, আর একজন থাক্‌তে পারে না"। এই কথা বলিবার পর কৃষ্ট ভিখারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তাই বলি তোরা তিন জন প্রভুর সঙ্গে যা। আমি বেশ বুঝ্‌ছি যে, তুই ঘন ঘন বাড়ী আস্‌বি নে। ওরা ইচ্ছা হলে বাড়ী আস্‌বে—আর দুজন তোর কাছে যাবে"।

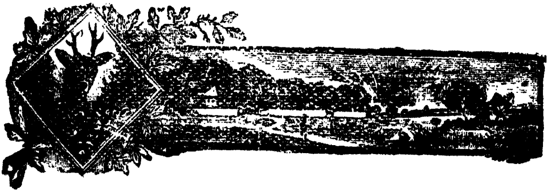
সেইদিন হইতে কেষ্ট ডোমের "জ্যেষ্ঠ পুত্র" নবীন সন্ন্যাসীর শ্রীঅঙ্গের ছায়া।

ঠিক না হোক, প্রায় ঐ প্রকারেই বাদল, ও অন্যান্য দস্যু সন্ন্যাসীর ভক্ত সঙ্গী-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সন্ন্যাসী এক্ষণে দস্যু-দমনে বিলক্ষণ শক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রাণপণে প্রণয়িনী-অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই রূপ ভ্রমণকালে তিনি চারি পাঁচ জন ভূম্যধিকারী বা ধনবান্ ব্যবসায়ীর ধনপ্রাণ প্রবল দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অধিক দিতে চাহিলেও, তিনি রক্ষিত ধনের চতুর্থাংশ পুরস্কার স্বরূপ দিতে বলিতেন। কিন্তু কেষ্ট, ভিখারী, তাহার সহোদরেরা বা বাদল প্রভৃতি তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিলেও তিনি তাহার চতুর্থাংশ তাহাদিগকে দিতেন। অপর তিন অংশ উক্ত জমিদার বা ব্যবসায়ীর নিকট গচ্ছিত থাকিত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঐ ধন 'জইণ্ট্ ষ্টক' হইবে—আর সেই মূলধনে

দেশীয় শিল্পব্যবসায়াদি বৃদ্ধি হইবে। প্রথম প্রথম কিছু ক্ষতি হইলেও, এ কার্য্যে কাহারও নিরুৎসাহ হইবে না।

প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই ছয় মাসের মধ্যে তিনি অনেক দুষ্ট-দমন করিয়া ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরেই তিনি চারুর ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট হন।



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সখা সখী।

সন্ন্যাসী এক মনে তাঁহার জীবনের সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনা-গুলি ভাবিলেন। মাতাপিতার বদন মনে পড়াতে তাঁহার নয়নে কত ধারাই বহিয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তিনি মাতার আজ্ঞা ও গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইলেন, ইহা মনে করিতে তাঁহার হৃদয় দ্বিধা হইয়া যাইতেছিল। তাঁহার মনে যে একবারও পুরঞ্জনের নাম আইসে নাই, তাহা নহে। সে মহামতি ভগবানসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যে রূপে রমণীরূপে আকর্ষণ বশতঃ বহুবিধ ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি ভাবিয়া-ছিলেন। কিন্তু স্বর্গগতা জননী বা দেবোপম গুরু কি তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন? তাঁহার প্রাণ বলিতেছিল, 'কখনই নহে'। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে যাহার দেহের কেশ পর্য্যন্তও তাঁহার মনে নাই—কথা দূরে থাক্, যাহার স্বর তিনি

কখন শুনেন নাই, তাহার জন্য, তাঁহার হৃদয় জলে, জঙ্গলে, সাগরে, নিকটে বা বহুদূরে নিয়ত এত উদ্বেগযুক্ত থাকিবে কেন? বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তামগ্ন থাকিবার পর তাঁহার মানসক্ষেত্রে কেবল মাত্র তাঁহার শ্রীগুরুর আকার রহিল—তিনি যেন দেখিতেছেন, তাঁহার চরণতলে স্বর্ণাক্ষরে 'সহধর্ম্মিণী' শব্দটি লিখিত রহিয়াছে।

ছায়াপতি সরযূপতির এ রূপ চিন্তামগ্নভাব দেখিতে অশক্ত হইয়াই যেন আরক্তবদনে অস্তাচলচূড়াবলম্বনে উদ্যত হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর গুরুদেব তাহাতে আপনাকে তিরস্কৃত বোধ করিয়াই যেন সুশিষ্য সন্ন্যাসীর অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে উঠাইলেন। উদ্ভ্রান্তের ন্যায় পদবিক্ষেপে তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে দুইটি কপোত কপোতিকা যেন সভয়ে তাঁহার অতি নিকট দিয়া সশব্দে উড়িয়া গেল। পক্ষীদ্বয়ের পক্ষশব্দে তাঁহার যোগ-ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার অনতিদূরে সবলে প্রক্ষিপ্ত একটী শর পতিত হইল—অমনি তিনি কাতরপ্রাণে বলিলেন, 'মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎক্রৌঞ্চমিথুনা-দেকমবধীঃ কামমোহিতং॥

পরক্ষণেই অদূরবর্ত্তী কণ্টকাকীর্ণ বন হইতে শরাসনহস্তে জনৈক ব্যাধ সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহারই দিকে আসিতে লাগিল। সে নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি দেখিলেন, তাহার নয়নে সহস্র ধারা বহিতেছে। এই সময়ে আবার নিকটস্থ বনান্তরাল হইতে শব্দ হইল, 'লে দহি'।

সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি সহসা নয়নাসার বর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাদ্দিকে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেন। সে

ক্রন্দন ভিখারী ও বাদলাদির। তাহারাও ব্যাধবেশধারী সেদোকে চিনিতে পারিয়াছিল। প্রভু 'লে দহি' শব্দ শুনিয়া অধিকতর কাতর হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভিখারী সে সময়ে সাধু-সম্মিলনসুখ ভোগ করিল না। যে বনমধ্য হইতে সে 'লে দহি' শব্দ নির্গত হইয়াছিল, গুহকোপম ডোমশিষ্য সেইদিকে ধাবিত হইল। এই অবসরে আপ্লুতনয়নে সাধু প্রভুচরণে বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে তাহার ঝুলি হইতে কতকগুলি বৃক্ষপত্র ও সুদীর্ঘ কেশ বাহির করিয়া বলিল, "শালোরা উটের ওপর এয়েল। মুই পায় হেঁটে তাদের লাগ্ ধর্‌তে পারিনি। কিন্তু মারা গয়ার পথেও ঝেমন মায়া দেখিয়েল, এ পথেও তেম্‌নি করেছে—নথ দে সে সোনার গা চিরে এই পাতাগুলোয় অক্ত মেকিয়ে ফেলেলো—মাঝে মাঝে তাঁদের লম্বা চুল ছিঁড়ে এখে গিয়েল। কখন উটির পায়ের দাগ, কখন এই অক্তমাখা পাতা, আর কখন সেই এলো-কেশী মাদের চুল দেখে মুই এখানে আস্‌ছি। বাতাসের গন্ধে ঝেন মুই সম্‌ঝিছি, মারা ঠেকোয় আছে। কিন্তু মারা মোরে দেখ্‌তি পায়, মুই এমন জায়গায় যাতি পারিনে, পাছে শালোরা তা দেখে মাদের থেঁতো করে, কি তাঁদের আবার সরিয়ে ফেলে। আমি বুনো মোরগ আর কত কি পাখী মারি, আর গাঁয়ে গিয়ে সাঁঝসকালে তা বেচি। সেই জন্মিই শালোরা এদ্দিনে মোর পাত্তা পায় নি। এদ্দিন যে মুই হেঁপিয়ে মাকালীরে ডেকেলুন, আজ সর্ব্বনাশী তার ফল ফলিয়েচে, তোমার রাঙা পা, ওস্তাদ ও বাদলাকে দেখে বেশ বুজ্‌ছি। শালোদের দিন ঘুনিয়ে এয়েছে। মোর আর কাঁড় ধর্‌তি হবে না—ধেনুকেই কম্‌বক্তদের তুঁই দেব"। এই সকল কথা বলিতে বলিতে সেদোর যে কত-

বার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল—তাহার নয়নজলে যে কি পরিমাণ ভূমিতল সিক্ত হইয়াছিল, তাহা আর কি লিখিব! তাহার কথা শ্রবণে সন্ন্যাসীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও লিখিতে আমি অশক্ত। কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইলাম যে, গলদশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি কম্পান্বিত হস্তদ্বয়ে সেদোর রুক্ষকেশপূর্ণ মস্তক নিজ চরণযুগলের উপর আকর্ষণ করিয়া তদুপরি নয়নবারি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

মঙ্গিলাল, সন্ন্যাসী, জগৎ বা মানসিংহ মহাশয়ের নিকটবর্ত্তী থাকাতে, দস্যুদিগের দূত তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইতে সাহসী হইত না। বহু বেনামী পত্রে প্রতারিত হইয়া তাঁহারা আর সেরূপ পত্রে বিশ্বাস করিতেন না। সেই জন্য দস্যুদিগের সে উপায়ও নিস্ফল হইয়াছিল। আপাততঃ কোন মুসলমান আমীরযুবা বেচুয়ার রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে পারেন, এই আশায় তাহারা স্বদেশবাসিনী বিজ্‌লীর নিকট তাহাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। বিজ্‌লী আয়েষা ও সন্ন্যাসিনীর নিকট এ কথার লেশমাত্র প্রকাশ না করিয়াই তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে, যদি আমীরেরূপে বেচুয়া মুগ্ধা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে মনদানের পূর্ব্বে সে স্বয়ং প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। তাহার মৃতদেহ দেখাইয়া তাহারা ত পুরস্কার পাইবে না। এই জন্যই বিজ্‌লীর পরামর্শে তাহাকে কাটকুড়ানী ও বেচুয়াকে দহিওয়ালী সাজাইয়া দুইজন দস্যু তাহাদিগের অদূরবর্ত্তী হইয়াই আসিতেছিল।

প্রথম দর্শনে বেচুয়াকে সয়তানী মনে করিয়া দস্যুগণ তাহার প্রাণবধে উদ্যত হয়। বিজ্‌লী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে,তাহার প্রাণ-বধে সন্ন্যাসিনীর ত প্রাণ যাইবেই যাইবে—আরও দুই একজনের

জীবন না যাইলে হয়। এই দারুণ অনর্থ নিবারণার্থেই সহৃদয়া অথচ ধূর্ত্তা বিজ্‌লী দস্যুদিগকে এইরূপে একস্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে পরামর্শ দেয়। স্বয়ং দিবারাত্রি রমণীদিগের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য করিবে স্বীকার করাতেই, দস্যুগণ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল।

বিজ্‌লী এই রমণীরত্নদিগের উপকারার্থেই নিজ স্বাধীনতা—নিজ স্বার্থ স্বেচ্ছায় হারাইয়াছিল। একেই বলে 'ধুকৃড়ির ভিতর খাসা চাল্'।

যে তীব্র আশার পশ্চাতে বহু দিন প্রাণপণে ধাবিত হইতে হয়, তাহা ফলবতী হইবার পূর্ব্বক্ষণই মনুষ্যজীবনের ভয়ানক সময়। সন্দেহ ও শঙ্কা সেই সময়েই মনুর্ষ্যকে অস্থির করিয়া তুলে। আমাদিগের নবীন সন্ন্যাসীর সেই সময় উপস্থিত। বহুদিবস হইতে হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে অভ্যাস করিলেও, এক্ষণে তিনি সুস্থভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না—গভীর চিন্তায় যেন তাঁহার নয়নবারি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে পার্থিব কোন পদার্থ বা কোন ব্যক্তি তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিবে না, ইহা স্থির বুঝিয়া তিনি গুরুধ্যানে রত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন।

সাধুও 'লে দহি' শব্দ শুনিয়াছিল। সে স্বর যে একবার শুনিয়াছে, সে কি আর কখন তাহা ভুলিতে পারে? রুগ্নাবস্থায় সেধো ত সে বিদ্যুল্লতাকে অন্তরের সহিত মাতৃসম্বোধন করিয়াছিল—সে কেমন করিয়া সে স্বর ভুলিবে? সন্ন্যাসীকে তদবস্থ দেখিয়াই সেদো ধনুর্ব্বাণ হস্তে নিঃশব্দে অথচ সত্বরপদে তাহার ওস্তাদ ভিখারীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

বেচুয়া পূর্ব্বোক্ত আমীর মুসলমানকে আজমীরের রাজপথে দেখিয়াছিল। তাঁহাকে সে মনোনীত করে নাই। বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহাকে প্রলোভন বা বিভীষিকা দেখান অসম্ভব বুঝিয়া, পূর্ব্বোক্ত বেহারী দস্যুদ্বয় বেচুয়া ও বিজ্‌লীকে অগ্রগামিনী করিয়া তাহাদিগের গোপন বাসস্থানাভিমুখে গমন করিতেছিল। অদ্য বিজ্‌লী চিন্তান্বিতা, কিন্তু বেচুয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লা। আজি যবনীর কি হইয়াছে? আজি কেন সে উৎফুল্লা? গত রজনীতে বোধ হয়, সে কোন শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছিল এবং সে স্বপ্নে তাহার বিশ্বাসও হইয়াছিল। তাহা না হইলে, তাহা হইতে অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই অনুমান করিলে দস্যুগণ যে তাহার প্রাণ-নাশ করিবে, ইহা বুঝিয়াও সে উৎফুল্লা হইতে পারিত না। উক্ত ভাবনাতেই আনন্দময়ী স্বাধীনা বিজ্‌লীও আজি কাতর। কিন্তু দৈব বলের আশায় বাইজীর সে ভাবী-বিপদে ভ্রূক্ষেপও নাই। সে এক্ষণে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বোধ হয় তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত ভাবিতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাহার এলাহি-আকবরকে সহচরীর নিষ্কৃতিলাভের জন্য ডাকিতেছিল। পরোপকারীর প্রার্থনায় তিনি কখন বধির হন না, ইহা যবনীকে বুঝাইয়া দিবার জন্যই যেন 'এলাহি' বাণরূপী হইয়া পশ্চাদ্গামী দস্যুর মধ্যে একজনের ওষ্ঠদ্বয় বিদ্ধ করিলেন—অপরের ওষ্ঠের সহিত তাহার তালু গাঁথিয়া ফেলিলেন। তাহাতেও সে ভীমকলেবর লাঠিহস্ত দস্যুদ্বয় পার্শ্ববর্ত্তী বনের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু বনের ভিতর প্রবেশ করিতে না করিতে, শত্রু তাহাদিগের সম্মুখীন হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে লাঠী তাহাদিগের হস্তচ্যুত হইল। তৎপরেই জনৈক অপর শত্রু আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত। এই উভয়

শক্রর ক্ষিপ্র হস্তে তাহারা সত্বরই বনজাতলতায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইল। এ দিকে আবার বেচুয়ার বদনে বারেকমাত্র 'ও বাপ ভিখারীরে'! এবং বিজলীর মুখে 'সাধুয়া হো'! কথাগুলি নির্গত হইবার পরই আনন্দাতিশয্যে তাহারা অচেতনা। সবেগে অশ্রু-জল মোচন করিতে করিতে ভিখারী ও সাধু তাহাদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। ক্ষণপরে চলৎশক্তি হইলে ভিখারী ও সাধু তাহাদিগকে লইয়া আমাদিগের নিমীলিত-নয়ন নবীন সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইল। এ মনোহর দৃশ্যদর্শনে বাদল ও শ্যামলাল আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী গুরুধ্যানে মগ্ন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দহি-ওয়ালী বিকলেন্দ্রিয়া হওতঃ রোরুদ্যমানা হইল। পর্ব্বতবাসনিবন্ধন যবনী পার্ব্বতী না হউক, তাঁহার সহচরীর ভাব ত পাইয়াছে। সুতরাং তাহার স্বরে কায়মনোবাক্যে শৈব সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইবে না কেন? নয়নোন্মীলনে 'দহি-ওয়ালীরূপে' প্রতারিত না হইয়া, তিনি গদগদ স্বরে বলিলেন, "সখি! আবার দেখা হ'ল"! বেচুয়া এক্ষণে বাক্‌শক্তিরহিতা। হস্তদ্বারায় নয়নজল দূর করিয়া ঠাকুর ভিখারী ও সাধুর প্রতি দৃষ্টি-পাত করতঃ বলিলেন, "তোমাদের পৃষ্ঠদেশে ও কি দেখিতেছি"?

প্রান্তরে তখনও সূর্য্যের শেষ আভা থাকিলেও, বনমধ্যে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। সেই জন্য অল্পদূর হইতেও কিছুই সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। সন্ন্যাসীর একে জল-ভারাক্রান্তনয়ন, তাহাতে তিনি এক্ষণে মনোবেগে শিথিলেন্দ্রিয়। সেই জন্যই ভিখারী ও সেদোর পৃষ্ঠভার কি তাহা তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পান নাই। বন হইতে বন্যপুরুষ বা নিকটস্থ পল্লীবাসী প্রত্যাগত হইতেছে, ইহা দেখিয়া ভিখারী চমকিত হইল এবং

'সে স্থানে ব্যাঘ্রের অতিশয় অত্যাচার'—'সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিকটস্থ পল্লীতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে', এইরূপ কথা বলিয়া, সে সেদো প্রভৃতি সকলের সহিত ঠাকুর ও বেচুয়াকে লইয়া উক্ত পল্লীতে গমন করিল।

সন্ন্যাসী এরূপ মোহ ও চিন্তায় মগ্ন না থাকিলে, নবপল্লবের উপর সূর্য্যদেবের হীনতেজ দর্শনে, অগ্রগামী গোমহিষাদির ক্ষুরোত্থিত ধূলিস্পর্শে ও তাহাদিগের বাৎসল্যপূর্ণ হাম্বারব শ্রবণে কতই সুখী হইতেন।

পল্লীতে প্রবেশমাত্র কতকগুলি কিশোরবয়স্ক বালকবালিকা করতালি প্রদান পূর্ব্বক নাচিতে নাচিতে ও হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "আরি! দেখ্‌লে ভাই আদ্‌মীকা পিঠ্‌পর আদ্‌মী আওয়ত"। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "শ্বশুরা লোক্ বাৎ বি বোল্‌তা নেহি"। আবার কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, "আরি! সের ইয়া ভালু সমজ্‌কে কোই না কোই জোয়ান উস্কা মু বন্দ্ কর্‌দিয়া—তু সব্ অন্ধা, নেহি তো, কেৎনা খুন নিক্‌লা, দেখ্ ত লে"।

এই কথাতে বেচুয়ার চমক ভাঙ্গিল—ঠাকুর সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভিখারী গুরুদেবের কাতরনয়ন দর্শনে ক্লেশানুভব করিয়া বলিল, "সেদো স্ফূর্ত্তির সঙ্গে তীরে এদের মুখ বন্ধ করেছিল। সেরূপ না কর্‌লেও নানা বিপদ ঘট্‌ত। আমিও সেই জন্যে এদের চার্‌টা পায়ে একটু একটু ঘা দিয়ে কায়দায় এনেছিলুম। চার্‌টে ঠোঁটের ছেঁদা মা বেচুয়া বুজিয়ে দেবে—পা-গুলয় একটু চুণে হলুদে দিতে হ'বে, তা হ'লেই এরা হাঁটতে ও কথা কইতে পার্‌বে"।

বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ন্যাসী জনৈক সম্পন্ন দোকানদারের দোকান-পার্শ্বস্থ একটী মৃণ্ময় বাটী ভাড়া করিলেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই বেচুয়া উক্ত বাণদ্বয় উদ্ধার করিয়া দস্যুদ্বয়ের ওষ্ঠ ও তালু মুক্ত করিয়া দিল। ক্ষতস্থানে ঔষধ ও আহতপদে প্রলেপ দিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তৎপরে সকলের যথাসম্ভব আঁহারাদি ও শয্যার আয়োজন হইলে সন্ন্যাসী স্নানপূত হইয়া কায়মনোবাক্যে ইষ্টদেবের উপাসনা ও গুরুর ধ্যান করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বেচুয়া দহিওয়ালীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া সায়ংকালীন নামাজান্তে তাহার প্রাণদাতাকে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ধ্যানভঙ্গে ঠাকুর সম্মুখে ফলমূলাদি কিছু আহারীয় দেখিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন, "মা আমার তাঁহার মায়া সখির হৃদয়ে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাহা না হইলে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং এরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়াও কে কোথায় অপরের জলযোগের জন্য এত ব্যস্ত হয়? হা গুরো! আমার এই সখীতেই ত ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখিতেছি—জানি না প্রাণেশ্বরীর হৃদয়ে ইহা অপেক্ষা আরও কি অমূল্যধন নিহিত আছে? শুনিয়াছি সে ধনের নাম প্রেম—যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ কোটাল সাজিয়াছিলেন,—কালী হইয়াছিলেন,—প্রেমের পাথার শ্রীরাধার চরণে, 'দাস' লিখিয়াছিলেন,—যে প্রেমে সতীর জীবনান্তে ভোলানাথ পাগল,—যে প্রেমে উমাদশনে যোগীবরের পূর্ণানন্দ। আমার অদৃষ্টে কি সে প্রেমাধারদর্শন বিধাতা লিখিয়াছেন"!

এইরূপ মনের ভাবে ঠাকুরের নয়নে ধারা বিগলিত হইতেছিল, আর বেচুয়া রুদ্ধকণ্ঠে সহচরীর উপস্থিত দশা ভাবিতেছিল।

যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে, বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়াতে, সে তাহার সেই দীনতানিমজ্জিত স্বরে বলিল, "আর কার দেওয়া মায়ায় আপনি দাড়ওয়ালীকে সখা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন"?

সন্ন্যাসী কহিলেন, "সখি! তোমার প্রতি আমার যে মায়া লক্ষ্য করিতেছ, তোমার সদ্ব্যবহার—তোমার ভালবাসাই তাহার প্রসূতি। যাহাই হউক, সখি, তুমি আমাকে সংক্ষেপে বল, তোমার সখির সহিত তোমার মিলন হইল কিরূপে। সখি-কাঙ্গালিনী হইয়া, পথে পথে পাগলিনী সাজিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে দৈবানুকুল্যে তাঁহার দেখা পাইলে, অথবা কোনরূপে কোন সন্ধান পাইয়া তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধির কৌশলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলে? হায়! তোমার অভাবে হয়তঃ প্রণয়িণী এক্ষণে অন্ধের ক্লেশ অনুভব করিতেছেন—আর শূন্যহৃদয়ে তোমারই জন্য প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতেছেন। আপাততঃ তুমিই তাঁহার চক্ষু—আহা বিজলীও নিকটে নাই। অসহায়ের সহায়! তুমিই প্রাণেশ্বরীর সহায় থাকিও"।

বেচুয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে গদগদ বচনে বলিতে লাগিল, "আমি স্বপ্নে শুনিয়াছিলাম, পুণ্যধাম গয়াপদ-প্রবাহী ফল্গুনদের অপরপার্শ্বস্থ গিরিগুহায় আমার প্রাণের প্রাণসখী অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করতঃ আপনাকে এ সংবাদ দিতে যাইয়া আপনার শয্যার উপর সেই পত্রখানি পাইলাম। সে দিবস আর আপনার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি সাধুর সহিত একায় উঠিলাম। দিবাভাগে অবিচ্ছিন্ন গতিতে আগমন পুর্ব্বক পঞ্চম দিবস অপরাহ্লে মঙ্গলপ্রদ গয়াধামে উপস্থিত হইলাম এবং সত্বর স্নানাদি

অস্তে পদব্রজে ফল্গুর অপরপারে গমন করিলাম। কিন্তু নয়ন বিস্তার পূর্ব্বক উভয় তীর মনোযোগের সহিত দর্শন করিয়াও সে বিজলী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। প্রাণ যেন বিদীর্ণ হয়, এরূপ মনের অবস্থায় আমি 'ফতেমার' নাম করিয়া অজ্ঞাতসারেই চীৎকার স্বরে যে মাত্র 'আল্লা এলাহি আকবর' নাম উচ্চারণ করিয়া লজ্জিতা হইতেছি, এমন সময় আড়ুলীর উপর হইতে কে হাসিয়া ফল্গুমধ্যস্থা বন্যকামিনীদিগকে সত্বরপদে আগমন করিতে বলিল। আমি রামসীতার মন্দিরাভিমুখে কতিপয় পদ উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, আমার সমুদ্রে সেতুস্বরূপ সেই বিজ্‌লীমূর্ত্তি হাস্যবদনে দণ্ডায়মানা আছে। কোন্ প্রাণে ও কিরূপে আমি যে তাহার নিকট গিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই। কিন্তু দেখিবামাত্র সে যেন আমার উপর স্নেহপরবশ হইল। তাহার সহিত আমার অনেক কথা আছে বলাতে, সে আমাকে তাহার কুটীরে যাইতে অনুরোধ করিল। আমি যে তাহাকে সে সময়ে ঘোর বিপদের একমাত্র কাণ্ডারী ভাবিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলাম, তাহা আর আপনাকে বলিবার আবশ্যক নাই। রজনীতে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আমি তাহার দুইটী হস্ত যবনীর লবণাক্ত নয়নজলে সিক্ত করিতে করিতে বলিলাম, 'আমার দ্বিতীয়-জীবন একজন হিন্দুরমণীরতন কোথায় আছেন, তাহা না জানিয়া জীবন বিড়ম্বনা বোধ করিয়াছি। যদি বহিন্, তুমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে না পার, আমি তোমার সম্মুখেই আমার নিষ্প্রয়োজন প্রাণ উদ্বন্ধনে পরিত্যাগ করিব'। এই কথা বলিবার পর, আমি তাহার হস্তে একশত টাকার নোট দিয়া তাহাকে বলিলাম, 'আমার কার্য্য করিতে তোমার ব্যবসায় বন্ধ হইবে। তন্নিবন্ধন তোমার লোক্-

সান না হয়, এ জন্য আপাততঃ যাহা দিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিও না। আমাকে সহোদরা ভাবিও'। সে কিছুতেই তাহা লইবে না; কিন্তু আমার কাতরবচনে তাহার সে প্রতিজ্ঞা দূরীভূত হইল।

অর্থলাভে বশীভূতা হইয়া সে বেহারী দস্যুদিগের নিকট 'কেলার মাই' শপথ পূর্ব্বক উক্ত পর্ব্বত-গুহা মধ্যে লুক্কায়িতা জনৈক হিন্দুরমণী-বৃত্তান্ত গোপন রাখিতে বাগ্‌দান করিয়াছিল। আমার চক্ষেরজলে ও অর্থের-বলে তাহার সে প্রতিজ্ঞা দূরীভূত হইল। পরদিন প্রাতে আমি সে রমণী ও তাহার পরিচারিকার নিকট আমাকে বিজ্‌লীর ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকার করায়, সে আমাকে তাহাদিগেরই মত বেশ পরিধান করাইয়া পর্ব্বত-শিখরস্থা রমণীর নিকট লইয়া গেল।

সে রমণীকে দেখিয়াই আমার হৃদয়োদ্বেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি আমার সহচরী নহেন। অতি কষ্টে আমি সে বেগ সম্বরণ করিয়া প্রথমে তাঁহার পরিচারিকার ও পরে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। বহুদিবস কোন ভদ্রমহিলার বদন সন্দর্শন না করাতে সেই লক্ষ্মীস্বরূপা রমণী আমার বচনে অতীব পরিতুষ্টা হইয়া আমাকে ছদ্মবেশধারিণী মনে করিলেন। সত্য পরিচয় দিতে বলায়, আমি আবশ্যকমত আমার ও সহচরীর ক্লেশ ও বিপদবার্ত্তা কাতর-স্বরে তাঁহার নিকট নিবেদন করিতে করিতে অনিবার্য্য নয়ন-নীর নিপতিত করিতে লাগিলাম। মুগ্ধা হইয়া তিনি বিজ্‌লীকে পুরস্কার দিলেন এবং আমাকে সে দিবস তাঁহার নিকটেই থাকিতে বলিলেন।

রজনীতে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি ও তাঁহার

পরিচারিকা সে শৃঙ্গ অৰ্দ্ধ বেষ্টন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আমি ভাবিলাম আমি যেন কোথায় আসিয়াছি—আমার যেন আর সমতলভূমির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত প্রাচীরবৎ গিরিশৃঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে। বনপরিপূর্ণ গিরিতল অঙ্গনবৎ বোধ হইতেছে। বনবাসীরা তাহাকে পদ বলিয়া থাকে। মেঘাচ্ছন্ন ক্ষীণচন্দ্রালোকে সমস্ত দেখা যাইতেছে না। তথাচ সে স্থানদর্শনে মনে যুগপৎ আনন্দ ও ভীতির সঞ্চার হইতেছে। তাঁহাদিগের নিকট শুনিলাম যে, সে সকল গিরিগাত্রে কত শত ঝরণা আছে। গ্রীষ্মকালে তাহার অনেকগুলি শুষ্ক ও কতকগুলি ক্ষীণাঙ্গী হইয়া যায়। শুনিলাম দিবাভাগে আমি তথায় কত সহস্র সহস্র বিচিত্রপত্র ও মনোহর পক্ষী দেখিতে পাইব।

কিছুক্ষণ পরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশদ্বারা তাঁহার পরিচারিকা আমাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থ একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখাইল। আমার বোধ হইল, সে স্থানে যেন অন্ধকারস্তূপবৎ একটা মনুষ্য-আকৃতি মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিতেছে। দৃষ্টির ভ্রম কি না,ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি তাহা ঐ রমণী ও পরিচারিকাকে বলিলাম। অস্ফুট স্বরেও বাক্য স্ফুরণ করিতে নিষেধ করিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক সে সংকীর্ণ পথে তাঁহারা আমাকে পুনরায় তাঁহাদিগের গুহায় আনিলেন। তাঁহাদিগের অনুমান, আমার সহচরীকে উক্ত শিখরস্থ গুহায় দস্যুগণ লুক্কায়িতভাবে রাখিয়াছে। ফলমূল আহারান্তে তাঁহারা নিদ্রাভিভূত হইলেন। আমি কখন ভগবানকে ডাকিতেছি, কখন ভাবিতেছি, 'আপনার নিকট কিরূপে শীঘ্র এ সংবাদ পাঠাইতে পারি'। এই সময় গুহাদ্বারে মনুষ্য-

পদবিক্ষেপশব্দ শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম ও উক্ত রমণীকে জাগরিতা করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গুহাদ্বারে হস্তাঘাত হইতে লাগিল। রমণীর পরিচারিকা ভয়বিহ্বল স্বরে বলিল, 'কে'। উত্তর হইল, 'মা-ই! মেরানাম সিউবক্স। মেরা সাত আউর এক মা-ই আয়িঁ। কুছ্ ডর হায় নেহি। সদ্দার আওর বহুৎ জোয়ান খাড়ে হায়। কেওয়াড়ি খুলিয়ে"। দরজা উন্মুক্ত না করিলে সকলের ক্লেশ বৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া, রমণী আমাকে অস্ফুট স্বরে পরামর্শ দিতে বলায়, আমি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে দ্বার উন্মুক্ত করিলাম। সিউবক্সের 'আওর এক মা-ই' আমার দ্বিতীয় জীবন সখী সরযূ হইতেও পারেন, এই আশাতেই আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শূন্যা হইয়াই দস্যুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিলাম। খোদা আমার সে আশা ফলবতী করিয়াছিলেন। দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা সখীর প্রশ্বাসশব্দেই আমি তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম। গুহামধ্যে প্রবেশকালে অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শমাত্রেই তিনিও আমাকে চিনিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই আমি এতদিনের পর সেইক্ষণে তাঁহার অঙ্গুলি-পীড়ন-সুখভোগ করিয়াছিলাম।

সখী গুহায় প্রবিষ্ট হইলে দস্যুগণ পুনরায় দ্বাররোধ করিতে বলিল। নিঃশব্দে আমরা উভয়েই কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। তৎপরে স্থূলতঃ আমাদিগের সকল কথাই হইয়াছিল। ইতিমধ্যে সহচরীর পদে অঙ্গারস্পর্শ হওয়াতে তিনি হস্তে তাহা লইয়া সে পর্ব্বত-অঙ্গে কত যে হিজিবিজি কাটিয়াছিলেন, যদি কখন সে গুহায় আপনি যান, তাহা হইলে তাহা দেখিয়া সখীর বাল্যলীলা মনে করিতে পারিবেন।"

এই সময়ে সন্ন্যাসীর নয়নে সহস্র ধারা বহিতেছিল। তিনি

মনে মনে প্রণয়িনীলিখিত কবিতাটী স্মরণ করিতেছিলেন। বেচুয়া বলিতে লাগিল, 'প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে, আবার দ্বারমোচনের আজ্ঞা হইল। দ্বার মুক্ত হইতে না হইতেই সহচরীর পূর্ব্ব পরিচিত শিউবক্স আমাদিগকে বাহিরে যাইতে বলিল। সেই সময়েই আমি চিন্তিতভাবে দস্যুকর্ত্তৃক পুনরানীতা বিজ্‌লীকে সেদোর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, 'বড়িয়া সের্‌ মার্‌কে সাধুয়া হামারা ঝোব্‌ড়ীমে নিদ্‌ যাতা হায়'। আমরা সকলে গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, দুই তিনখানি কাষ্ঠ মশালের মত জ্বলিতেছে। ডাকাতরা সেই আলো দেখাইয়া আমাদিগকে পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিতে বলিল। আসিতে আসিতে আমি সখীকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলাম, 'আমি যেন সখীর বিয়ের বরযাত্রী হয়েছি'। কিন্তু সখীর মন সে সময়ে দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল। সেই জন্যই তিনি আমার কথায় কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় তাঁহাকে অন্যমনা করিবার চেষ্টা বৃথা, ইহা বুঝিয়া আমিও তাঁহার ন্যায় ফতেমার নাম করিতে করিতে পর্ব্বততলে আসিলাম।

সেই রজনীতেই আমাদিগ্‌কে একায় উঠিতে হইয়াছিল। মঙ্গলের মধ্যে এই যে, বিজ্‌লীও বন্দিনী হইয়া আমাদিগের সঙ্গে ছিল।

সেই সময়ে হরিহরছত্রের মেলা। সেই জন্যই দস্যুদিগের ৫।৭ খানি একা দেখিয়াও কাহারও মনে কোন সন্দেহ হয় নাই—প্রাণের আশায় আমরাও কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারি নাই। মেলার জনতা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু একার গতি স্থির না হওয়াতে বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় নাই। নির্জ্জন প্রান্তর বা ঘনসন্নি

আম্রকাননে আমাদিগের স্নানাহার বা বিশ্রাম হইত—দস্যুগণ নিয়ত প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। রমণী-অস্থি অতি কঠিন বলিয়াই তাহা চূর্ণ হয় নাই। আমাদিগের ভাগ্যে বিধাতা বহু ক্লেশ লিখিয়াছিলেন বলিয়াই, সে ভয়ানক পথশ্রমের যাতনায়ও আমাদিগের জীবননাশ হয় নাই। মূর্খ কবিগণ কেন যে সুকোমল কুসুমের সহিত রমণীদেহের উপমা দেন, তাহা গণ্ডমূর্খ পুরুষ পাঠকগণই বুঝিতে পারেন—আমরা বুঝি না। সময় পাইলে সমস্ত ঘটনা সখী আমার তন্ন তন্ন করিয়া বলিবেন—আপাততঃ আমি ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হই যে, পরিশেষে আমরা আরাবলী পর্ব্বত-শ্রেণীর কোন অংশের তলস্থ একটী কবরস্থানের ভগ্নাবশেষমধ্যে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। তথা হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে এ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী ভয়ানক পার্ব্বতীয় গুহায় বন্দিনী হইয়া রহিয়াছি। এইবার হয় সখীর উদ্ধার, আর না হয় আয়েষার নিষ্ফল শরীরপতন”।

রাত্রি আনুমানিক দুই প্রহর। সখীর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অস্থির। মনোবেগসম্বরণে বিশেষ সুপটু ছিলেন বলিয়া তিনি ছটফট করিতেছিলেন না—নীরবে কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণেশ্বরী সন্ন্যাসিনী, এই খেদে ও তাঁহার ভিন্নকলেবরমাত্র আয়েষার দুঃখ-কাহিনীতে ঠাকুরের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নয়নের দুইটী ধারায় তাঁহার হৃদয় আলোড়ন নিবারণ করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই হউক, অথবা সর্ব্বদুঃখহরা নিদ্রার আবেগেই হউক তিনি ক্ষণকাল বধির হইয়াছিলেন—সখীর বচন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল না। আয়েষা তাঁহার এরূপ অবস্থার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারে নাই। তিনি সহসা চমকিত হইয়া উঠিলে, সে প্রথমে উৎকণ্ঠিতা হইল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণত দেখিয়া সে তাহার সেই বীণানিন্দিত স্বরে হাসিয়া উঠিল। সখীর হাসিতে সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা হইল। তিনি বলিলেন, "সখি! এত ক্লেশের পর তোমার প্রাণের সহচরী এখন পর্য্যন্ত দস্যুর নিকট বন্দিনী থাকাতেও তোমার এরূপ হাসি! অতঃপর তোমার মনের বিকৃতি দেখিয়া আমি কি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিব?—যদি না পারি, তাহা হইলে দস্যুদমন আর তোমার সখীর বন্ধন-মোচন কে করিবে? হা প্রাণেশ্বরি"!

অশ্রুবেগ বশতঃ ভঙ্গস্বরে ও জড়িত-বাক্যে বেচুয়া বলিল, "দুঃখের নিশি বুঝি বা পোহায়! নিশি অবসানে, সে চাঁদবদনে, হেরিব তোমার পাশে। মনে সেই আশা ধরিয়া আয়েষা, সখার সকাশে দুঃখে ও হাসে"।

কাতর প্রাণে বিদ্যুদ্গতিতে সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইলেন এবং কম্পান্বিত হস্তে সখীর বদনে জলসিঞ্চন করিতে করিতে গদগদ স্বরে বলিলেন, "সরযূময়জীবিতে! এখন পাগল হইও না"।

আয়েষা অন্তরে ব্যথা পাইল। সে বুঝিল, তাহার প্রাগুক্ত উপস্থিত কবিতার ছটায় সখা সত্য সত্যই মনে করিতেছেন, সে পাগল হইয়াছে। সেই জন্যই সে তাহার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমিই সখা পেয়েছি, আমায় ত ভুতে পায়নি, যে আপনি এতরাত্রে জলের ছাটে আমার শুষ্ক বসন সিক্ত কচ্ছেন? গতরাত্রে সখী আমার স্বপ্নে দেখেছিলেন, একজন জটাজূটধারী মহাপুরুষ রুদ্রাক্ষশোভিত আজানুলম্বিত বাহুতে আপনাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'উঠ বৎস! আমার সরযূ আর দস্যুহস্তে প্রপীড়িতা হ'তে পারে না—

যাও সত্বর তাহার উদ্ধার সাধন কর’। এ যবনীও সেই সময়ে স্বপ্ন দেখিতেছিল, একজন স্ফটিকশোভিত খোদাবক্স ফকীর জ্যোৎস্না অপেক্ষা শতগুণ সুমধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিতে-ছেন, ‘প্রত্যূষের পূর্ব্বে তুই সখাসখীর যুগলমিলন দেখিতে পাইবি’।

কণ্টকিত দেহে আমরা উভয়েই জাগরিতা হই। উভয়ের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত উভয়কে বলিতে বলিতে উভয়েই শ্রীভগবানের নামে সেই মহাপুরুষ ও আদর্শ ফকীরের স্তব করিয়াছিলাম। যবনী করুণারসে হাসে—তাহার ফকীরমহাশয় দস্যুর ওষ্ঠ সেলাই দেখিবার আশায় সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বাহির করেন। আমার সখীর মহাপুরুষ দস্যুবলি দেখিতে ভালবাসেন বলিয়াই বোধ হয় এখনও তাঁহাকে সেই ভয়ানক দস্যুকারাগারে রাখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা বলি, রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকালঙ্কার ব্যতীত সখীর মহাপুরুষ আর আমার ফকীরে আকারগত কোন পার্থক্য ছিল কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই”।

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতে সন্ন্যাসী ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া অস্ফুটবচনে ভক্তিগদগদভাবে বলিলেন “গুরুদেব”!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

প্রত্যহ খেয়াওয়ালাকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কষ্টহারিণীর খেয়া দেখিতে হইত। তজ্জন্য সে এই সময় 'আড়া মোড়া' খাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়াই সন্ন্যাসীর কিছুক্ষণ পূর্ব্বের স্বপ্নদৃষ্ট গুরুদেবকে অধিকতর স্পষ্টরূপে স্মরণ হইল এবং তিনি তাহাকে সে বাসাবাটীসংলগ্ন দোকান ঘর হইতে নিঃশব্দে পাঁচ ছয় শত হস্ত নূতন লাকলাইন, দুই তিনটী তিরিচ্, দুই তিনটী কাষ্ঠের কপি, তিন চারিটী লঘুভার আনুমানিক ২০ হস্ত পরিমাণ বংশ, অনেকগুলি বৃহদাকার স্ক্রু, ২।৩টী লৌহনির্ম্মিত হাঁক ও ৪।৫টী নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব কাষ্ঠখণ্ড আনিতে বলিলেন। বাদলকে তাহার সহিত যাইতে বলিয়া তিনি ভিখারীকে নিকটে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন' "বৎস! এইবার 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'। এই দণ্ডেই আমি আততায়ী কাপুরুষ দস্যুদমনে

বহির্গত হইব। এরূপ নিঃশব্দে যাইতে হইবে যে, মূষিকও আমাদিগের পদশব্দ শুনিতে না পায়। সিংহবাহিনীর শ্রীপাদপদ্মে যাহাদিগের মতি আছে, তাহারা কি শৃগালবৎ শার্দ্দূলকে ভয় করে? শিবনামে কি বিভীষিকা থাকে! তরবারি আমার হস্তে দাও। তোমরা সকলে লাঠী গ্রহণ কর। এই রাত্রেই দস্যুদমন হইবে"।

স্ফূর্ত্তির সহিত ভিখারী তাহার গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল এবং অস্ফুটস্বরে 'জয় গুরুদেব' বলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। অদ্য কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি বলিয়া ভিখারীর রসনা আনন্দে অবশভাবে জয়কালী নাম রটনা করিতে লাগিল। সে নবোদিত চন্দ্রকিরণে ভিখারীর চক্ষের জ্যোতি দেখিয়া আয়েষা ভাবিতেছিল।

"বাঘ ভালুকে কটা চোখে, সুডাকাতের চক্ষু দেখে,
ভয়ে হয় গো পগার পার, তবে হয় ভাই নিস্তার তার"।

এমন সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া খেয়াওয়ালা প্রত্যাগত হইল। সন্ন্যাসী প্রত্যক্ষবৎ স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে উক্ত দ্রব্যগুলি সংগ্রহের নিমিত্ত কিছুমাত্র বিলম্ব করিতে হয় নাই। বলা বাহুল্য কার্য্যোদ্ধারের পর সন্ন্যাসী উপরিউক্ত সমস্ত দ্রব্যের যথা মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন। শিব-দুর্গানাম করিয়া সর্ব্বাগ্রে দক্ষিণ পদবিক্ষেপ করিবার মানসে তিনি যে মাত্র আয়েষার বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সে তৎ-ক্ষণাৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, বিজলীর সহিত সেও তাহার সখীউদ্ধারে গমন করিবে। এমন সময়ে ও এরূপ হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনে এমন সখীরত্নকে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ 'পথি নারী-

বিবর্জ্জিতাঃ’। সন্ন্যাসীর এরূপ মনোগতভাব প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই আয়েষা করযোড়ে বলিল, “পথ দেখাইবে কে? পুষ্করের নিকটবর্ত্তী ব্যাঘ্রেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী—তাহারা যবন শোণিত পান করে না—যবনী-মাংসে তাহাদিগের রুচি নাই। রজনীতে এরূপ বনে ভ্রমণ করিতে পাইলে বিজ্‌লী পুলকিতাই হইয়া থাকে”। ‘ওমা আদ্যাশক্তি! আজি আয়েষা ও বিজ্‌লীতে আবির্ভূতা হও মা’—মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সাধু সকলের সহিত সীতাকিঙ্করীর উদ্ধারে সুযাত্রা করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং সন্ন্যাসী। তৎপশ্চাতে আয়েষা বিজ্‌লী। তাহাদিগের দক্ষিণে ও বামে ভিখারী বাদল। পশ্চাতে শ্যামলাল, চাম্‌রে ও ধনুর্দ্ধারী সেদো।

তাঁহাদিগের নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহপালিত বিড়ালও উৎকর্ণ হয় নাই—কিন্তু প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ কুক্কুরগণ গৃহস্থদিগকে সাবধান করিবার জন্য ভয়েও না ডাকিয়া থাকিতে পারে নাই। দুই একটী পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সেদোর ভয়ানক দেহভঙ্গী ও ধনুর্ব্বাণ-দর্শনে পলায়নপর হইয়াছিল। গ্রামের বহির্ভাগে উপস্থিত হইবা-মাত্র বিজ্‌লী পথদর্শিনী হইল। গৃহস্থ চির অভ্যস্ত সোপনাবলি-আরোহণেও স্খলিতপদ হয়, কিন্তু বনবাসিনী বা কাননচারিনীরা নিবিড় অরণ্যেও যে পথ একবারমাত্র দেখে, সে পথে ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতেও নিমীলিতনেত্রে সচ্ছন্দে গমন করিতে পারে। সেই দিবসেই যে পথে বিজ্‌লী আগমন করিয়াছে, সে পথ সে কিরূপে ভুলিবে? অতি সত্বরপদে গমন করাতে সকলে কিয়ৎ-কালমধ্যেই গিরিতলবর্ত্তী বিপিনে প্রবেশ করিল। নিবিড় লতা-গুল্মাদিসমাচ্ছন্ন কণ্টকবনে সে সময়ে গমন করা মনুষ্যের পক্ষে এক-

রূপ অসাধ্য কর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। এ নিশীথ সময়ে আবার কানন ঝিল্লী ও সহস্র সহস্র কীটপতঙ্গের তীব্রস্বরে আন্দোলিত। সে স্বর মনুষ্যকে একরূপ বধির করিয়া তুলে। বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে অন্ধকারস্তূপ বলিয়া মনে হয়। তাহাদিগের শাখা প্রশাখা হইতে লম্বমান সেহালা দর্শনে আয়েষার হৃদয়ে ভূতপ্রেত-দিগের জটাজূট উদয় হইতে লাগিল। আবার মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-শাখায় বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ-বিধুনন-শব্দে তাহার হৃদয়স্রোত স্থগিত হইতেছিল। পার্শ্বে, সম্মুখে বা পশ্চাতে শৃগালাদি ক্ষুদ্রজীবের পদশব্দে সে শিহরিয়া উঠিতেছিল। কখন কখন বা দূরবর্ত্তী শার্দ্দূলের বিকটশব্দে তাহার মস্তকের কেশ স্ফীত ও অঙ্গের রোমা-বলি কণ্টকিত হইতেছিল। তাহার ভরসা—সখা সম্মুখে তরবারি হস্তে যাইতেছিলেন। ধনীলোকদিগের কেলিকাননস্থ বিলাসী-বিলাসিনী-শোভিত কবলিত-শিরদূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত স্থানে (Lawn) শশাঙ্ক অঙ্কটী রাখিয়া এইরূপ স্বাভাবিক বনজাত বৃক্ষলতাদির পত্রে তাঁহার সমস্ত শোভাই ঢালিয়া দেন। আজি এ কাননেও তাহাই করিতেছেন—কিন্তু কেহ সে শোভা দেখিতেছে না।

বিজ্‌লী অস্ফুট স্বরে বলিতেছে, তাহাদের গন্তব্য স্থান—সন্ন্যাসিনীর কারাগার নিকটবর্ত্তী। এই সময়ে সহসা একটী প্রকাণ্ডকায় হনুমান সন্ন্যাসীর সম্মুখে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আগমন করিল। তাঁহার অসি-সঞ্চালনে, ভিখারীও বাদলের লাঠী দর্শনে বা সেদোর ধনুর্ব্বাণগ্রহণে, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। বিজ্‌লী তদ্দর্শনে অপেক্ষাকৃত ভীতা হইয়াই সকলকে স্থির হইতে বলিল। তাহার কথায় সেদো শরাসনে শরসংযোগ করিয়াই নয়ন বাহির করতঃ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই

সম্মুখভাগে এরূপ ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনসম শার্দ্দূলের গর্জ্জন শ্রুত হইল যে, বিজ্‌লী আয়েষার পৃষ্ঠদেশে না থাকিলে, সে মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূতলশায়িনী হইত। সে শব্দে সাধু হইতে সেদো পর্য্যন্ত সকলেরই শোণিতস্রোত ক্ষণকালের জন্য স্থগিত হইয়া গিয়াছিল।

তৎপরেই হনুমান একটী লম্ফে, সাগর না হউক, পগার পার হইয়া প্রস্থান করিল। বিজ্‌লী আবার সকলকে চলিতে বলিল। পশুদিগের এইরূপ সংকেত উপেক্ষা না করিয়া অনেকে নানারূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছেন।

দস্যুদিগের ঘাটের পা'ক একটী বৃক্ষের উপর উপবেশন করিয়া বন্ধুদ্বয় ও বেচুয়া বিজ্‌লীর জন্য সচিন্তিতভাবে কালাতিপাত করিতেছিল। মনুষ্যের নিঃশব্দপদসঞ্চারশব্দও এ ব্যবসায়ী-দিগের কর্ণে স্পষ্টতঃই প্রবেশ করিয়া থাকে। সে সেই জন্য 'কটা তালি দেচ্ছে', এই কথা অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে সঙ্গীদিগের অভ্যর্থনার্থে যে মাত্র ভূমিতল স্পর্শ করিয়াছিল, দস্যুদ্বেষী শার্দ্দূল তৎক্ষণাৎ তাহার উষ্ণ শোণিতপানার্থী হইয়া সশব্দে তাহাকে ধরিয়াছিল। সীতান্বেষণে বীর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন, আজি এ বনবাসী হনুমান আমাদিগের প্রণয়-কাঙ্গালীর উপকার করিল। ঘাটের পা'কের সেই ভয়ঙ্কর পরিণামে দস্যুগণ এ অতিথি-আগমনের সংবাদ পাইল না—তাঁহা-দিগের অভ্যর্থনার্থে তাহারা শয্যাত্যাগ করিল না। ঠাকুর সদল-বলে, পাহাড়ের যে দিক প্রাচীরবৎ উচ্চ, সেইদিকেই উপস্থিত হইলেন। সে পাহাড়ের প্রায় চতুর্দ্দিকই শিখর হইতে বিংশতি হস্ত নিম্ন পর্য্যন্ত যেন বাটালিতে কাটা; সুতরাং শিখরদেশ দুরারোহ হইয়াছে। কেবল একদিক দিয়া একটী মনুষ্য

সেস্থানে যাইতে পারে, এরূপ একটী পথ আছে। নিম্নস্থ বৃক্ষের অগ্রভাগের শাখার মধ্যে দুই একটী শাখা সে শিখরের শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া যেন হস্ত দ্বারা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

সেই পাহাড়ের পদতলে বসিয়া বেচুয়া করযোড়ে কায়মনোবাক্যে স্বপ্নদৃষ্ট ফকীর ও তাহার জীবনদাতা—আমাদিগের সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্ত্তি স্মরণপথে রাখিয়া শ্রীভগবানের নিকট সহচরী-উদ্ধারের বর প্রার্থনা করিতেছিল। বিজ্‌লী অপেক্ষাকৃত নির্ভয়-চিত্তে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সেদো ধনুর্ব্বাণহস্তে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্রাদি-আগমনের প্রতীক্ষা করিয়াই যেন সতর্কভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিল।

উক্ত দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গের যে স্থানে সুদীর্ঘ লৌহবৃক্ষগুলি দণ্ডায়মান হইয়া নিয়ত তাহার শিখরদেশ দর্শন করিতেছিল, সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়াই তিরিছু দ্বারা একটি লৌহবৃক্ষে দুইটী পাশাপাশি ছিদ্র করিতে বলিলেন। তাহার মূল হইতে ৩ হাত উপরে উক্ত দুই ছিদ্রে সত্বরই দুইটী বৃহৎ স্ক্রু সংলগ্ন হইল। তিনি ও ভিখারী ঐ দুই স্ক্রুর উপর নিজ নিজ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখিলেন ও একগাছি রশিদ্বারা আরও দুই তিন হস্ত উপরে বৃক্ষগাত্র অর্দ্ধ বেষ্টন করতঃ তাহার একপ্রান্ত ভিখারী ও অপর প্রান্ত সন্ন্যাসী বাম ও দক্ষিণ হস্তে সবলে ধরিয়া অপর দুই হস্ত দ্বারায় অপর দুইটী ছিদ্র করিলেন। তাহাতে পূর্ব্ববৎ অপর দুইটী স্ক্রু প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে সত্বরই তাঁহারা দুইজনে সেই লৌহবৃক্ষের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত অল্প-ভার বংশের দ্বারায় উক্ত লাকলাইনের একপ্রান্ত তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে দুইটী কপি ও নাতিস্থূল

রজ্জুখণ্ড আবদ্ধ ছিল। সে বৃক্ষের যে শাখাটী উক্ত শৃঙ্গের উপরে লম্বমান হইয়াছিল, তাহাতে অতি সাবধানে সন্ন্যাসী ও ভিখারী যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সে শাখার স্থূলত্ব হ্রাস হইয়া আসিল। তাঁহারা দেখিলেন, সেস্থান হইতে ন্যূনপক্ষে সাত আট হাত পরে সে শৃঙ্গের শিখরদেশ। শাখার এইভাগে তাঁহারা একটী কপি বাঁধিলেন এবং তাহার মধ্যদিয়া উক্ত লাকলাইনের একপ্রান্ত নিম্নদেশে ঝুলাইয়া দিতে লাগিলেন। লাকলাইন কম্পনে তাঁহারা বুঝিলেন, তাহার প্রান্ত নিম্নস্থ লোকদিগের হস্তসংলগ্ন হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা আবার সে প্রান্ত উপরে তুলিতে লাগিলেন। সে প্রান্তে নিম্নস্থ লোকেরা মুঠা পরিমাণ মোটা ও দেড় হস্ত পরিমাণ লম্বা একটি সুগোল শক্ত শাখাখণ্ড আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। রশির অপর প্রান্ত কম্পিত হইলে, নিম্নস্থ ব্যক্তিগণ তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী উক্ত শাখাখণ্ডে দুইপদ ঝুলাইয়া বসিলেন। ভিখারী তৈলাক্ত কপির ভিতর দিয়া লাকলাইন সরাইতে লাগিল। সে যে বলে রশি টানিতে লাগিল, নিম্নস্থ লোক তদনুসারে অল্প অল্প করিয়া লাকলাইন ছাড়িতে লাগিল। উক্ত শাখাখণ্ডের উপর আসীন সন্ন্যাসী যখন ১৫।১৬ হাত ঝুলিয়া পড়িলেন, তখন তিনি রশিকম্পন দ্বারায় আর ঝুলাইতে নিষেধ করায়, ভিখারীও তদ্রূপ সঙ্কেতে নিম্নস্থ লোকদিগকে রশি অতিশয় সবলে ধরিতে বলিল। রশির টানে তাহা সবলে ধৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া ভিখারী অপর পার্শ্বের রশি কাঁপাইয়া সন্ন্যাসীকে সে সংবাদ দিল। তৎপরেই তিনি পশ্চাদ্দিকে দুলিয়া প্রথম ঝোঁকেই পর্ব্বতের শিখরদেশে পদসংলগ্ন করিলেন। তাহা দেখিবামাত্র ভিখারী নিম্নস্থ লোক-

দিগকে সে সংবাদ পাঠাইল। তাহারাও রশি আল্‌গা দিল। সন্ন্যাসী তাঁহার আসন উক্ত শাখাখণ্ড ধারণ পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে শিখরস্থ গুহা-দ্বারের প্রহরীর নিকটস্থ হইয়াই রশি ও শাখাখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার গলদেশ ধারণ করিলেন। তৎপরক্ষণেই ভিখারীও পূর্ব্বোক্তরূপে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত প্রহরীর বদন ও হস্তপদবন্ধনে ডোমপুত্র ব্যাপৃত হইয়া দেখিল, সে হতজ্ঞান হইয়া আছে। তাহার মৃগী ছিল কি না, তাহা তাহার বিবেচনা করিবার আবশ্যক ছিল না—বন্ধনকার্য্য তাহার কর্ত্তব্য, সে তাহা করিয়াছিল। এ দিকে সন্ন্যাসী ক্ষণ-বিলম্ব ব্যতিরেকে গুহাদ্বারে অল্প অল্প আঘাত করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া সে অন্ধকারে হস্তস্পর্শে তিনি বুঝিলেন, সে দ্বারে মধ্যে মধ্যে ছিদ্র আছে। সে ছিদ্রপথে ইচ্ছা হইলে বাহি-রের প্রহরী গুহার ভিতরের লোক কি করিতেছে, তাহা দেখিতে পাইত। সে দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ রহিয়াছে বুঝিয়া সন্ন্যাসী উক্ত একটী ছিদ্রে বদনসংলগ্ন করতঃ অস্ফুট স্বরে 'সরযূ' বলিয়া ডাকিলেন। সে সময়েও আনন্দে আমাদিগের সন্ন্যাসিনীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। জড়বৎ হইয়াও কষ্টে স্বষ্টে তিনি দ্বারপার্শ্বে আসিয়া আনন্দ বা ভয়বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "আপনি কি এ অভাগিনীর স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ"? সন্ন্যাসী 'হুঁ' বলিয়া সত্বর তাঁহাকে দ্বারমোচন করিতে বলিলেন। দ্বার মুক্ত হইবামাত্র তিনি সন্ন্যাসিনী, লছমণিয়া ও তাহার পরিচারিকার সহিত শিখরদেশের শেষ প্রান্তে আগমন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহাকে অসঙ্কুচিত ভাবে তাঁহার পৃষ্ঠসংলগ্ন হইতে আজ্ঞা করায় সন্ন্যাসিনী মুক্তির প্রত্যাশায়ও সেরূপ করিতে অসম্মতা হইলেন। অগত্যা পিতৃ-

নাম উল্লেখ করতঃ তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিতে ও সরযূর পিতার নাম বলিতে হইয়াছিল। সে অন্ধকারে—সেই নির্জ্জন স্থানে বেচুয়া-সহচরী প্রবোধচন্দ্রের পদানতা হইলেন। সন্ন্যাসী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দুইখণ্ড রশি লইয়া সন্ন্যাসিনীর একরূপ অচেতন দেহ নিজের পৃষ্ঠদেশের সহিত দুইস্থানে বন্ধন করিলেন। ইতি-পূর্ব্বে ভিখারী অপর একখানি কাষ্ঠ ও তাহার লাঠী উক্ত রশিতে বন্ধন করিয়াছিল। কাষ্ঠখণ্ডে পরিচারিকা ও লাঠীতে লছ্‌মণিয়া বসিল। তাহাদিগের অঙ্গ লম্বমান রজ্জুর সহিত আবদ্ধ হইয়াছিল। পাছে রমণীগণের মধ্যে কেহ ভূপতিতা হন, এই আশঙ্কাই এত সাবধান হইবার কারণ। তৎপরে সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্ত রজ্জুবদ্ধ শাখাখণ্ডে আসীন হইলেন। ভিখারীও পরিচারিকার আসন উক্ত কাষ্ঠখণ্ডের দুইপার্শ্বে পদদ্বয় ও লছ্‌মণীয়ার লাঠী-আসনের দুই-দিকে দুই হস্ত রাখিয়া এ রূপে দণ্ডায়মান হইল যে, সহসা শৃঙ্গত্যাগ করিবার সময় তাঁহারা না পড়িয়া যান। তৎপরে সন্ন্যাসী এক খানি প্রস্তরখণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সঙ্কেতে নিম্নস্থ লোক বৃক্ষপরিবেষ্টিত রজ্জু ক্রমশঃ মুক্ত করিতে লাগিল। সুতরাং নিমেষ মধ্যে তাঁহার জীবনের সুখের ভার পৃষ্ঠে বহন করিতে করিতে আমাদিগের ঠাকুর সন্ন্যাসীর চরণদ্বয় আবার গিরিতল-সংলগ্ন হইল। ভিখারীও তাহার ভার লইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিল।

অর্দ্ধাঙ্গিনী বহন করিতে করিতে সন্ন্যাসী নির্ব্বিঘ্নে ভূপৃষ্ঠে আসিয়াই দেখেন, বেচুয়া হতচৈতন্যা হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছে। প্রাণের সহিত ভগবানকে ডাকিবে বলিয়া সে তথায় বসিয়াছিল। কিন্তু অজ্ঞাতসারে প্রতারণা করিয়া মন কখন তাহাকে সহচরীর আগমের কল্পনায় প্রফুল্লা করিতেছিল, কখন

বা জীবনদাতা সন্ন্যাসীর ও প্রাণসখীর দস্যুআঘাতজন্য রক্তাক্ত দেহ দেখাইয়া ভীতা করিতেছিল ও কখন বা নিকটস্থ পশুবিচরণ অথবা পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনের শব্দে চমকিতা করিতেছিল। কিন্তু সে আপনাকে পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিতে দিতে গাঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইয়া চঞ্চলমনকে অবহিত চিত্তে ভগবানের চরণধ্যানে রত করিতে সমর্থা হইয়াছিল। তদবস্থাতেই তাহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর আর গাম্ভীর্য্য থাকিল না। তিনি সবেগে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীভগবানকে স্মরণ করতঃ 'সখী' বলিয়া ডাকিলেন। বেচুয়ার উত্তর না পাইয়া তিনি সচিন্তিতভাবে 'সিমিলিয়া সিমিলিবস্' মন্ত্রটী স্মরণ ও তৎকালে বোধ হয় সূতিকাগারস্থ ডাক্তার সরকারের নামোচ্চারণ করতঃ আমাদিগের অচেতনা সন্ন্যাসিনী, তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী ও বেচুয়ার প্রাণের প্রাণসখীর দেহ অতি সন্তর্পণে তাহার অঙ্কশায়িনী করিলেন। 'বিষস্য বিষমৌষধি', শিবের এতদুক্তি কখন ব্যর্থ হয় না। অচেতনে অচেতনে সম্মিলন হইবামাত্র উভয়েরই চৈতন্যোদয় হইল। বেচুয়া সহচরীদর্শনে এককালে বিকলেন্দ্রিয়া হইয়া তাঁহার বদন নয়ন-নিঃসৃত লবণাক্তজলে আপ্লুত করিতে করিতে তাঁহাকে নিজ বক্ষঃস্থলে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়াছে, আর তিনি শূন্যনেত্রে তাহার গলদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া অবাক্ হইয়া রহিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর ইচ্ছা তাঁহাকে জল পান করিতে দেন। কিন্তু তিনি ভাবিতেছেন, "প্রাণেশ্বরী কি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা যবনীকেও স্পর্শ করিয়া জল পান করিবেন? এ কথা প্রকাশ করিতেও তিনি সঙ্কুচিত হইতেছেন—পাছে প্রাণের সখী ক্ষোভ পায়! আবার প্রাণপ্রিয়ার উপস্থিত অবস্থায় কাতর হইয়া তিনি

অজ্ঞাতসারেই অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "জলই বা পাই কোথায়" ?

সরল প্রণয় প্রাণের কথা শ্রবণ করে। অতিকষ্টে বাক্য নিঃসরণ করিয়া কাতরস্বরে বেচুয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, "সখীকে আমার সত্বর কোন আশ্রয়ে লইয়া চলুন। বস্ত্রত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে জলপান না করাইলে তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইবে না। ভয়ে ও এরূপ অভাবনীয় মিলনে সখীর কণ্ঠ নীরস কাষ্ঠবৎ হইয়া গিয়াছে।"

এই সময়ে বিজ্‌লী বলিল, "আবি ইন্‌কো জঙ্গলমে নেহি লে যানা, অগর্ কোই সের ভূখা রহে তো, উওঃ কিসি না কিসি-কো পাকড়্‌লেগা। মেরী বাত ইয়ে হায় কে, থাইকে ওস্‌পার যো পাহাড় হায়, উস্‌কে উপর গুম্‌টীকে মাফিক ঘর বনা হুয়া হায়। যো রাজোয়াড়ে শিকারকো আতে হেঁ, উওঃ হুঁই আরাম করতে হেঁ। উসি ঘর্‌মে আব্‌ যানা জরুর হায়। সূরয্‌ নিকালনে-কে বাদ্ উতার্‌না। বিজ্‌লীর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী উক্ত লঘুভার চারিটী বংশে নিজ উত্তরীয়ের চতুষ্কোণ বন্ধন পূর্ব্বক চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তাহারই নিম্নে স্বয়ং ও স্ত্রীলোকগণ চলিতে লাগিলেন ও লাগিল। ভিখারী প্রভৃতি সকলে উষ্ণীষশোভিত মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্তদ্বারায় সবলে লাঠী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ও বামহস্তে উক্ত চন্দ্রাতপের বংশ ধারণ পূর্ব্বক চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে তৃষ্ণাকাতরা সন্ন্যাসিনী পুনরায় হতচেতনাবস্থায় আবার নিজপতির পৃষ্ঠের ভার হইয়াছিলেন।

এ দিকে আবার সন্ন্যাসীর অবতরণের অনতিবিলম্বেই প্রহরী চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিয়াছিল, গুহাদ্বার মুক্ত। তৎপরেই সে লৌহবৃক্ষশাখার কম্পনশব্দ শ্রবণ করিয়া আবদ্ধবদনেও চীৎকার

স্বরে অপর দস্যুদিগের নিদ্রাভঙ্গ করাতে দ্রুতপদে সকলেই সেইস্থানে আগমন করিল। ক্রোধে হুতাশনপ্রায় নেতা পেলা-রাম তাহার ভ্রাতৃজামাতা উক্ত প্রহরীর হস্তপদে বন্ধনের উপর বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া অন্যান্য সঙ্গীদিগকে আলোকাভিমুখে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল। শিলাখণ্ড তাহাদিগের অপেক্ষা দয়ার্দ্র বলিয়াই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীকে আহত করিবার নিমিত্ত অধিকদূর গমন করে নাই—অধিকন্তু সেই গিরিগাত্রোদ্ভূত লৌহ বা অন্যান্য প্রবীণ বৃক্ষসমূহ নিজ নিজ গাত্রে সেই প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরসমূহ ধারণ করতঃ পত্রশব্দ সঙ্কেতে সন্ন্যাসীকে দূরে গমন করিতে বলিয়াছিল।

শ্যামলালের পরিচিত অথবা ভিখারীর হস্তে নিপতিত দুলী-রামের সহোদর বর্ত্তমান দস্যুনেতাকে আমরা পেলারাম বলিয়াই ডাকিব। আপাততঃ সে গাঢ় অন্ধকারে—সে পার্ব্বতীয়দেশে বিপক্ষের অনুসরণ করা দস্যুরও সাধ্যাতীত জানিয়া পেলারাম ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া নিজকেশ ছিন্ন করিতে করিতে ভয়াবহ কর্কশকণ্ঠে উক্ত প্রহরীকে বলিয়া উঠিল, "আরে শূয়ার কা বাচ্ছা! গঙ্গা অওর্ তেরা শ্বশুরা সর্দ্দার আবি তেরে পাস্ নেহি হায়, যো তুঝকো দো লাথ্ মারকে অওর দশ গালি দেকে ছোড়্ দেগা। তুঝকো উস্ পেড়্ পর রশিসে লট্‌কা কর্ তেরা মাস্ ময়্ টুক্‌রা টুক্‌রা কর্‌কে কাটুঙ্গা। অওর ইস্ জঙ্গলকা বড়া ছোটা চিড়িয়োঁ কো নেওতা দুঙ্গা। অগর্ চিড়িয়া তেরি হাড্ডি-কো পসন্দ্ নেহি করে, ময় সেরকো বোলায়ে লুঙ্গা। অগর উওঃ তেরি হাড্ডি নঃ ছুয়ে তো, উস্কো কুত্তা অওর গিধড়্ খা লেগা। অওর ঘর যা কর্-তেরি গঙ্গাকো গঙ্গামে ডার্ দুঙ্গা—

অওর নেহি তো মাট্টিমে গাড়্ দুঙ্গা। শ্বাস শুশর হামারে! সব্ সাধু বন্ গায়ে হেঁ। বলা বাহুল্য প্রাগুক্ত গঙ্গা শিউবক্স প্রহরীর স্ত্রী—পেলারামের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

তৎপরে সে অন্যান্য দস্যুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিকট হাসি হাসিল ও তদ্রূপ কর্কশস্বরেই বলিতে লাগিল, "ভাইয়েঁ। সব্! ময়্ তোম্‌সে ক্যা কহুঁ—তিস্‌রা বরষ্ ময়্ এক আউরৎ কো ঘর্‌মে লায়াথা। উস্কা জেবর্‌কা মোল্ কুচ্ ন হো, তব্বি দো হাজ্জার রূপেয়া হো সক্তা থা। কমবক্তি গঙ্গা আপ্‌না কাপ্‌ড়া উস্কো দেকে আঁধেরেমে উস্কো বাহের নিকাল্ দিয়া থা। অওর ইয়ে হারামজাদা উস্কে সাথ্ সাথ্ উস্কে ঘর্‌তক্ পোঁছায়া থা।

"লেকেন্ রাৎ তো আওর হায় নেহি। ইয়ে কুত্তা অওর উওঃ দোনো আওরৎ দেহমে জেরা কাটা চুব্‌নেকা সবাব্‌সে, অওর জরাসা খুন্ নিকাল্‌নেকে সবাব্‌সে রো রহা হায়। ইয়ে তিন আদ্‌মিকে বাদ্, হাম ষোল্‌হে পেহেল্‌ওয়ান্ খাড়ে হেঁ। চার ইয়া পাঁচ শুশ্‌রে হামারি শিকারকো ছোড়ায়ে লেঙ্গে, ইয়ে তো কবি হোনেকা নেহি। তো ভাই সব্! হেতিয়ার লেকে তৈয়ার হো যাও। তুরন্ত্ সব্ কো উসি পাহাড় পর্ সের্‌কে ওয়াস্তে রাথ্‌কে তিন আওরৎকো ফিন্ হিঁয়া লে আওয়েঁগে"।

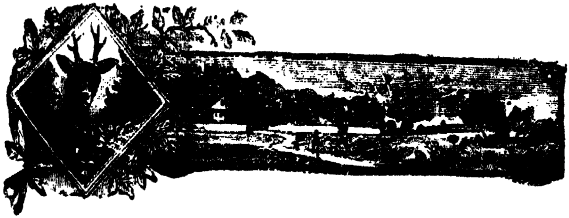
আবার বিজ্‌লী পথ-প্রদর্শনী হইল। সে স্থান হইতে কিছু-দূর অবতরণ করিয়া 'খদে' নামিতে হইবে। তৎপরে আবার আরোহণ করিয়া রাজোয়াড়াদিগের বিশ্রামস্থান উক্ত পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইতে হইবে। পৃষ্ঠদেশে অচেতনা পতিপ্রাণা সন্ন্যাসিনীর ভার বহন করিয়া তদ্রূপ অব্যবস্থিত চন্দ্রালোকে সেই 'চোরবাট্টো'

পথে উক্তরূপ আরোহণ একরূপ বিপজ্জনক বুঝিয়াই সন্ন্যাসী পদস্খলন-নিবারণার্থে যষ্টির উপর ভর রাখিয়া সন্তর্পণে পদসঞ্চালন করিতেছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে সতীপতি শ্রীমন্ মহাদেবকে মনে হইত। তিনি নির্জ্জীব সতীর ভার স্কন্ধদেশ ও বক্ষঃস্থলে বহন করিয়াছিলেন—আমাদিগের সন্ন্যাসী সজীব সতীর ভার পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে বহন করিতেছেন। উন্মত্ত ভূতনাথের সে ভারবহনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া জগতের ভার-বাহী শ্রীমধুসূদন সুদর্শন অস্ত্র দ্বারায় সতীর সেই শবদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন—অত্র বোধ হয় স্বয়ং সজীবসতীভার বহন করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি সন্ন্যাসীর দেহে শক্তিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন। কারণ, ঐ দেখ না, সাধুর পদবিক্ষেপে তাঁহাকে ভারবাহী বলিয়া মনে হইতেছে না। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বদন অতিশয় বিষণ্ণ হইতেছে, আর তিনি তাঁহার স্কন্ধদেশের উভয়পার্শ্ব হইতে লম্বমান সন্ন্যাসিনীর সে সুগোল ও সুকোমল সুবর্ণবর্ণ বাহু পুনঃ-পুনঃ স্পর্শ করিতেছেন—কখন বা সে অবস্থাতেও তাঁহার ধমনীতে শোণিত-সঞ্চালন হইতেছে কি না, তাহাও দেখিতেছেন। শৈশবাবস্থা হইতেই জনকজননী-বিয়োগ ও প্রণয়িণী-বিরহ স্মরণ করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, 'অদৃষ্ট বশতঃ এ সুখ-মিলনও বা বিয়োগান্ত হয়', আর তাঁহার বদন মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। আবার বাহুস্পর্শে ও নাড়ীপরীক্ষায় প্রাণেশ্বরী জীবিতা আছেন দেখিয়া তিনি প্রফুল্লতার সহিত সদর্পে চলিতেছেন। ভাগ্যে ভগবান-প্রদত্ত বুদ্ধিবলে তাঁহার উক্তরূপ চন্দ্রাতপতলে গমনে অভিরুচি হইয়াছিল, তাহা না হইলে, দস্যুগণপ্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডে চিন্তাজ্বর-জীর্ণা কুসুমসমা সন্ন্যাসিনীর প্রাণ কি তাঁহার দেহে থাকিত!

ইতস্ততঃ প্রস্তরবৃষ্টি হইতে হইতে যে মাত্র দ্বিতীয় উপলখণ্ড চন্দ্রাতপোপরে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ ধনুর্দ্ধারী সাধু বামজানু গিরিগাত্রে স্থাপিত ও দক্ষিণ জানু উন্নত করতঃ মল্লভাবে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শর দস্যুদিগের পর্ব্বতশিখরাভিমুখে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বৃক্ষপত্রাদির ছায়াবশতঃ সে অন্ধকারেও উপর্য্যুপরি শর নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে প্রস্তরপ্রক্ষেপ বন্ধ হইল। দুই একটী ক্ষীণ আর্ত্তনাদশ্রবণে সেদো আর তাহার অষ্টগণ্ডার মধ্যে ছয় গণ্ডা দন্ত বদনভিতরে রাখিতে পারে নাই। তাহার বিশেষ আনন্দ এই যে, নিঃশব্দে বাণনিক্ষেপ হওয়াতে সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছু জানিতে পারেন নাই—জানিতে পারিলেই তিনি নিশ্চয়ই নিষেধ করিতেন। তাহা হইলে আর আর্ত্তনাদের সেই ক্ষীণস্বর তাহার কর্ণকুহর জুড়াইত না—প্রস্তরক্ষেপও বন্ধ হইত না। যাহা হউক নিরাপদে উক্ত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুর বেচুয়াকে বলিলেন, "এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তুমিই কর। আমি সত্বর নিশ্চিন্ত হইয়া প্রত্যাগত হইব"।

ভয়চকিতনেত্রে বেচুয়া তাঁহার বদনপ্রতি চাহিয়া বলিল, "যাহা করিতে হয়, আপনাকে রক্ষা করিয়া করিবেন। ও দেহের একবিন্দু শোণিতপাতে আমার সখী শতবার মুর্চ্ছিতা হইবেন। সখীর দেহে সেরূপ মুর্চ্ছা আর সহ্য হইবে না"।

শেষোক্ত কথাগুলি বেচুয়া গুহার বাহিরে আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিল। সন্ন্যাসীও তাহার প্রতি মুগ্ধভাবে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মূর্চ্ছা না মৃত্যু।

সঙ্গীদিগকে প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে সত্বর প্রস্তুত হইতে আদেশ করিয়া আপনিও সে কার্য্য সমাপন করতঃ সন্ন্যাসী প্রস্তুত হইলেন। শিখরদেশের স্থানে স্থানে লুক্কায়িত হইয়া তাঁহারা দস্যুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, সেদো দুইপদতলে কাঁড়ধনুক স্থাপনপূর্ব্বক দুইহস্তে জ্যা আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনঃপুনঃ শরনিক্ষেপ করিতেছে। তখন তাহার কথা কহিবার শক্তি অথবা অবকাশ ছিল না। সন্ন্যাসী তাহার লক্ষ্যস্থানের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টি রাখিবার পর দেখিলেন, সে স্থানের ক্ষুদ্রবনের অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে। ক্ষণপরেই বন-কম্পন নিবারণ হইল। কিন্তু শয়ানাবস্থায় সেদো তাহা দেখিতে পাইতেছে না বুঝিয়া, তিনি তাহাকে স্নেহপূর্ণস্বরে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। তৎপরে নিম্নস্থ দস্যুরা তলস্থবনে প্রবেশ করিল দেখিয়া

তিনি সেদোকে বলিলেন, "বৎস উঠ! তোমাকে আর চক্ষের বাহির করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কি করি, বাপ! সময়ে সকলই করিতে হয়। ছোট ধনুক, লাঠী ও রশি লইয়া তুমি দস্যুদিগের শৃঙ্গে উঠিবার সংকীর্ণ পথের নিকট কোন উচ্চ বৃক্ষের উপর আরোহণ পূর্ব্বক রশি দ্বারা নিজের শরীর শাখার সহিত এরূপে বন্ধন করিবে যে, যদি স্খলিত হও, তাহা হইলেও নিম্নদেশে না পড়িয়া যাও। এরূপ স্থানের গাছে উঠিবে যে, তাহা হইতে সেই দস্যুদিগের শরীরের প্রতি এ ভাবে শরবর্ষণ করিতে পার যে, শিখর হইতে তথায় উঠিবার পথের দিকে আসিতে যাহারা ইচ্ছুক হইবে, তাহারা না আসিতে পারে। সে বৃক্ষে তুমি সাধ্যমত লুক্কায়িত ভাবে থাকিবে। যদ্যপি যাইতে যাইতে দেখ যে, দস্যুরা সে শিখরদেশ হইতে অবতরণ করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও। ফলকথা এই যে, গত রাত্রে যে লোক গুহাদ্বারে পাহারা দিতেছিল, তাহাকে আমার রক্ষা করিতেই হইবে"।

সেদো সন্ন্যাসীর পদধূলিগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে গমন করিল।

এত কালের পর উপস্থিত অবস্থাপন্না ধর্ম্মপত্নীকে দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াও সন্ন্যাসী প্রহরীর কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। আনুমানিক দুইঘণ্টা পরে বাদল তাঁহাকে বিশ্রামার্থে গমন করিতে অনুরোধ করিতেছে, এমন সময়ে খেয়াওয়ালা হুঙ্কার শব্দে দুইজন দস্যুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। বাদল তাহার সাহায্যার্থে যাইতে উদ্যত হইয়াই, সে যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল, তাহার নিম্নদেশে সবলে একটী

লাঠীর আঘাত করিল এবং তৎপরেই আনুমানিক দুইহস্ত পরিমাণ নিম্নদেশে দণ্ডায়মান অপর দুইজন দস্যুর গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সন্ন্যাসী ভিখারী ও বাদল প্রভৃতির পিতৃ স্বরূপ। কিন্তু এ সময়ে সে পুত্রবৎসল পিতা আক্রান্ত পুত্রদিগের সাহায্যার্থেও ক্ষণ-বিলম্ব করিলেন না। গুম্‌টীর দ্বারে ভিখারীকে না দেখিয়াই তিনি অতিশয় দ্রুতগমনে গুহাসন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন।

ধন্য সন্ন্যাসীর বুদ্ধিমত্তা, ধন্য তাঁহার বেহারীদস্যুর ধূর্ত্ততাজ্ঞান। তিনি স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সেরূপ দ্রুতপদে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই, গুহার সন্নিকটে আরোহণপ্রয়াসী জনৈক দস্যুর গতিরোধ করিয়া কিঞ্চিৎ উপর হইতে অপর এক ব্যক্তিকে আহত করিতে পারিয়াছিলেন।

গুরুতর কারণ ব্যতীত ভিখারী উক্ত দ্বার পরিত্যাগ করে নাই। শ্যামলাল ও বাদল যে সময়ে আক্রান্ত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বক্ষণেই গুম্‌টীর পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালের ভিত্তিতে গুরু শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র তাহাকে লাঠীহস্তে তথায় একাকী তিন চারিজন জোয়ানের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এ দিকে সন্ন্যাসী ক্ষুদ্র গৃহের পশ্চাতে প্রিয়পুত্র ভিখারীর হুঙ্কারশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার সাহায্যার্থে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে কে তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে লাঠীর আঘাত করিল। তাঁহার উষ্ণীষাভ্যন্তরে ধাতুময় শিরস্ত্রাণ থাকাতে, তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া, সে সময়েও সে দস্যু নিমেষমাত্র বিস্ফারিত-নয়ন হইয়াছিল। তিনি কিন্তু এ সুযোগ পাইয়া তাহাকে সামলাইতে অবকাশ দেন নাই। সেই জন্য তাহাকে কিছুক্ষণ

পশ্চাৎপদ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে সে দুই একটী সামান্যরূপ আঘাতও পায়। তাহাই মঙ্গল—তাহা না হইলে সে দিনে সন্ন্যাসী মহাশয়ের অবস্থা যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। কারণ তৎপরে সে, সময় পাইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার প্রথম উদ্যমে সন্ন্যাসীকে উপবিষ্ট হইয়া নিজ মস্তকের উপর কুলালচক্রের ন্যায় লাঠী ঘুরাইতে ঘুরাইতে অনেকক্ষণ ভেকের গতির অনুকরণ করিতে হইয়াছিল। যখন তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ জানুর উপরিভাগ হইতে দরদর ধারায় শোণিতপাত হইতেছিল। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার সংজ্ঞামাত্র ছিল না। নয়নদ্বয় দস্যুর নয়ন ও হস্তসঞ্চালনের প্রতি স্থির রাখিয়া তিনি দ্বিগুণবলে ও আশ্চর্য্য কৌশলে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। যে ক্ষিপ্রতা ও রণনৈপুণ্যের সহিত সে আত্মরক্ষা করিতেছিল, তাহাতে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, কিন্তু বাক্যনিঃসরণে 'দমের' হ্রাস হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি বদ্ধ ওষ্ঠাধরেই তাহাকে 'কোনঠেসা' করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। যে মাত্র তাহার পৃষ্ঠদেশ একটী বৃক্ষে সংলগ্ন হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার পদসঞ্চালনের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল। সেই মুহূর্ত্ত সে আর ফিরিয়া পাইল না। ভগ্নপদেও সে তৎপরে ন্যূনপক্ষে অর্দ্ধঘণ্টা আত্মরক্ষা করিয়া 'দম' যাইতেছে বুঝিতে পারিল। সন্ন্যাসীর তীব্রনয়নে তাহা অলক্ষিত ছিল না বলিয়াই তিনি একবার কহিয়াছিলেন, "লাঠী ছোড় দে"। কথায় দমের কিছু হ্রাস হয়, দস্যু ইহা বিলক্ষণ জানিত। এই জন্যই 'অয়মেব সময়ঃ' ভাবিয়া, সে অশক্তপদেও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর উপর যে লাঠী চালাইয়াছিল, তিনি লাঠীসঞ্চালনে

তদ্রূপ নিপুণ না হইলেও তাঁহার 'দম' ভরা না থাকিলে, তাঁহাকে তাহাতে শয়ান হইতে হইত। দস্যুর সে আঘাতে তাঁহার লাঠী হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু শার্দ্দূলের মত ক্ষিপ্রতার সহিত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কখন যে তিনি দস্যুর লাঠী বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়াছিলেন, তথায় কোন তীব্রদৃষ্টি দর্শক উপস্থিত থাকিলেও তিনি তাহা দেখিতে পাইতেন না—তিনি দেখিতেন, ন্যূনপক্ষে দশহস্ত দূরে দস্যুর নাভিদেশ পর্য্যন্ত পতিত রহিয়াছে ও হস্ত প্রমাণ নিম্নে তাহার মস্তক প্রস্তর-সংলগ্ন হইয়া প্রভূত পরিমাণে শোণিত উদ্গীরণ করিতেছে।

ঠাকুরের উদ্দেশ্যসাধন অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীর কারাগারদ্বার-রক্ষীকে মুক্ত করিয়া সাধুয়া আসিতে আসিতে দেখে, একটী উচ্চ বৃক্ষের উপর একজন লোক বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। শিউবক্স তাহার নামোল্লেখ করাতেই, সাধুয়া ধনুকে শরসংযোগ করিল এবং পরক্ষণেই সে স্বদলের মঙ্গলকামনা হইতে বিরত হইয়া ভূপতিত হইল। দস্যুর দল তাহাদিগের স্থানে ছিল না—তাহাদিগের লোক বৃক্ষের উপর হইতে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল। 'না জানি ঠাকুরের কত শ্রমই হইতেছে', মনোমধ্যে এতদ্রূপ চিন্তা উপস্থিত হওয়াতে সাধুয়া যথাশক্তি দ্রুতবেগে সন্ন্যাসীর নিকট আসিতে লাগিল।

বাদল আহত ও শ্যামলাল ভগ্নপদ হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে তাহাদিগের শারীরিক যাতনা বোধ করিবার শক্তিই ছিল না। এমন সময়ে উত্থানশক্তিবিহীন হইয়া তাহারা যে ঠাকুরের কাযে লাগিল না, এই দুঃখতেই তাহাদিগের মন পরিপূর্ণ—দৈহিক যাতনা অনুভব করিবে কে? অতিশয় বিষণ্ণবদনে অন্যমনস্কভাবে বাদল

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিল, নিম্নস্থ বৃক্ষ হইতে কোন কোন পক্ষী সহসা উড্ডীন হইয়া পুনরায় তাহাতেই বসিতেছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে এইরূপ দুর্নিমিত্ত সম্বন্ধে ভাবিতেছে,এমন সময়ে অপেক্ষাকৃত নিকট স্থান হইতে একটী শৃগাল ভীত হইয়াই যেন পলায়ন করিল। তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে, মনুষ্য দর্শনেই পক্ষী চঞ্চল ও শৃগাল ভীত হইয়াছে। সে নিজের প্রাণের জন্য কিছু না মনে করুক, ঠাকুরঠাকুরাণীর যে যুগলমিলনে ব্যাঘাত ঘটিল, ইহা ভাবিয়া তাহার প্রাণ আকুল।

এ দিকে ভগ্নপদের যাতনা সহ্য করিতে করিতেও শ্যামলাল বজ্রমুষ্টিতে লাঠী ধরিয়া বলিয়া উঠিল,"চার্‌টে পায়ের তালি দেচ্ছে"। কিন্তু বাদলের মুখ হইতে কোন শব্দ নিঃসরণ হইতেছে না, ইহাতেই তাহার অনুমান হইল, 'সেদো বা আস্‌ছে' এবং সে বাদলকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, সেদোর সঙ্গে আর একটা কে" ? বাদল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সাধুয়া ও শিউবক্স শিখরদেশের নিকটস্থ হইয়াছে, এমন সময়ে পেলারাম পূর্ব্বোক্তরূপে ভগ্নশির হইয়া পতিত হইল। শিউবক্সের বদন হইতে নির্গত হইল, "সর্দারকো দেখ্‌লে ভাইয়া"।

পেলারামের বর্ত্তমান অবস্থায় সমস্ত বিস্মৃত হওতঃ সন্ন্যাসী তাহার সাহায্যার্থে তাহারদিকে দৌড়িতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া জনৈক সবলকায় যুবক সবেগে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। সাধুয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরাসনে শরসংযোগ করিতে করিতে তাহার লাঠী সন্ন্যাসীর শিরস্পর্শ করিল। পরক্ষণেই সে

দস্যুযুবা বাণবিদ্ধ কপোতের ন্যায় ছটফট করিতে করিতে শিখর-দেশ শোণিতসিক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু ঠাকুর সম্পূর্ণ লম্বমান-ভাবে পতিত ও স্থির। প্রাণ ফাটাইয়া নিজভাষায়, "হায়, কি হ'ল রে!" বলিতে বলিতে সাধুয়া সন্ন্যাসীর দিকে দৌড়িল।

ভিখারী শত্রু চতুষ্টয়কে বিশেষরূপে আহত করিয়া দ্রুতপদে ক্ষুদ্রগৃহের দ্বারদেশে আসিতে আসিতে সেদোর কাতরধ্বনি শুনিল। পেলারামের পুত্রের ভূতলশায়ী দেহ এবং সেদোর হস্তে ধনু ও পৃষ্ঠে তূণ দেখিয়াই ডোমপুত্র বুঝিল, সেই তাহাকে এরূপ সাংঘাতিক ভাবে বাণবিদ্ধ করিয়াছে। পার্শ্বে দস্যুকুলকলঙ্ক শিউবক্সকে দেখিয়া তদবস্থ সর্দ্দারপুত্র সে দারুণ যন্ত্রণাতেও স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাহার অবশিষ্ট দুইজন দস্যু সঙ্গীকে শিউবক্স ও সেদোর প্রাণনাশ করিয়া বিগতপ্রাণ সর্দ্দার ও বাণবিদ্ধ বন্ধুর ঋণশোধ করিতে বলিল। সমরাঙ্গন শত্রুশূন্য হইয়াছে দেখিয়া পেলারামের বংশধরের অনুরোধ রক্ষা করিতে তাহারা ক্ষণবিলম্ব করিল না। বিশ্বাসঘাতক শিউবক্সের উপর তাহাদিগের আক্রোশ থাকাতে, তাহারা উভয়েই প্রথমে তাহাকে আক্রমণ করিল। পাছে অভিভূত সন্ন্যাসীর উপর কোনরূপ অত্যাচার হয়, এই ভয়ে সেদো ধনুকে বাণ যোজনা করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, দস্যুদ্বয়ের মধ্যে একজন তাহার দিকে ধাবমান হইয়াছে, এই সময়ে রক্তাক্ত কলেবরে ভিখারী উক্ত গুম্‌টীর সম্মুখ হইতে উপস্থিত ব্যাপার দর্শন করিল এবং নিমেষ মধ্যে সেদোর শত্রুকে ভূশায়ী করিয়া দুইজন দস্যু পরস্পর অকারণ কেন মারামারি করিতেছে, ইহা বুঝিবার জন্য স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল। সেদো বলিল, "শিউবক্সই গেল রাতে ও পাহাড়ে পাহারায় ছিল। ভিখারী সমস্ত বুঝিয়াই

জিজ্ঞাসা করিল, "শিউবক্স কে" ?

সেদোর কথায় ও ইঙ্গিতে শিউবক্সকে চিনিয়া ভিখারী অগ্রসর হইতে না হইতেই শিউবক্সের শত্রু কোনমতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে প্রথমে পশ্চাৎপদ ও তৎপরে সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়া প্রাণ-পণে খদনিয়ে প্রস্থান করিল।

এইবার ভিখারী তাহার—তাহার পূজ্যপাদ পিতার—তাহার স্বজন ও বন্ধুবর্গ সকলের গুরুদেবের অবস্থা দেখিল। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও নয়ন দৃষ্টিহীন হইল। প্রভূত রক্তপাতেও যাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সেই ভিখারী এক্ষণে নিজ-দেহভার বহনে অশক্ত হইয়াই ভূপতিত হইল। আপাততঃ নিশ্বাসগ্রহণও তাহার পক্ষে গুরুকার্য্য বোধ হওয়াতে, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণস্বরে সেদোকে বলিল, "সেদো রে! জলদি বেচুয়া মা আর বিজলীকে ডাক্—দেখিস্ আমাদের মা যেন সে সঙ্গে না আসেন"।

তদবস্থ সেদো কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষুদ্রগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মাগো! বাদ্‌লার বড় খুন নিক্‌লেচ্ছে; ঠাকুর বিজলীর সঙ্গে তোমাকে ডেকে পাঠালে। আর কেউ যেন না আসে"।

শ্রবণ মাত্রই ত্রস্তা হওতঃ আয়েষা দণ্ডায়মানা হইল। কিন্তু তাহার পা উঠিল না। সহচরীকে অর্দ্ধমূর্চ্ছাপন্না দেখিয়া সে আবার বসিল এবং তাঁহার মস্তক বুকের উপর রাখিয়া বলিল, "বাদ্‌লার আঘাতে তুমি এত কাতর কেন? তুমি সুস্থির না হইলে, আমি যাইতে পারিব না এবং সে ন্যূনপক্ষে কিঞ্চিৎ সুস্থ না হইলে, সখাও তোমার নিকট আসিতে পারিবেন না"।

শুষ্ককণ্ঠে ও জড়িতভাবে সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আমাকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ কেন, সই? আমি বাদলের বদন ও তাঁহার চরণ দু' খানি দেখিয়াই ফিরিয়া আসিব"।

প্রেমের গতি বুঝিয়া আয়েষা মুগ্ধ। কিন্তু সে সময়ে সে ভাব গোপন করিয়া সে বলিল, "শোণিতস্রাবদর্শনে তুমি কাতর হইবে, ইহা ভাবিয়াই প্রণয়ী সখা আমার তাঁহার প্রাণেশ্বরীকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন"।

"ও সই! আমার যে কপাল ভাল নহে। তিনি সুস্থ থাকিলে সকলেই সুস্থ হইবে। আর তাঁর কিছু"—সন্ন্যাসিনী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ ও দেহ কম্পান্বিত। অন্তরে অতিশয় কাতর হইয়াও আয়েষা কহিল, "তিনি অসুস্থ হইলে, এত সাবধান পূর্ব্বক আমাকে কে ডাকিয়া পাঠাইল? আমার ছেলে বলিয়া কি সেদোও পণ্ডিত হইয়াছে? এই না তোমাকে বলিতেছিলাম—তিনি ঘোর রজনীতে অজ্ঞাত স্থানেও বাদলকে মাত্র সহায় করিয়া একদল দস্যুকে হস্তস্থিত শিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন"।

আয়েষার কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াই সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "এ দুঃসময়েও তোর পণ্ডিতের মত কথাতে আমার যে আরও প্রাণ উড়ে যায়"।

"আমি একে মুসলমানী, তাতে যদি সাধুভাষাতে কথা না কই, তা'হলে যে সখা আমাকে সহচরী-কায থেকে ডিস্‌মিস্ করবেন। তুই যে বলেছিস্ 'সিঁতেয় সিন্দুর, আর মুখে ঘোম্‌টা দিবার পূর্ব্বে, যবনীবদনে কখন অসাধু কথা শুনবি নে'। কি জানি যদি একটা আধটা ডাকাত এখনও ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে

ব'সে থাকে, তাই বলি দোর্‌টী এঁটে দিয়ে চুপ্‌টী করে ব'সে মহাপুরুষ ভাব—আমি এখনই বাদলাকে ভাল করে আর সখার গলায় আঁচল দিয়ে তোর পদপঙ্কজে হাজির হব"। এই কথা বলিয়া বিজ্‌লীর সহিত আয়েষা গৃহবহিস্কৃতা হইল। তাহার ইঙ্গিতমত লছ্‌মণিয়া দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিল।

বাদল আহত হইয়াছে এবং তাহারই চিকিৎসার জন্য সন্ন্যাসী আয়েষাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, সেদো এই ভাবের কথাই বলিয়াছিল এবং শব্দার্থে ও ব্যাকরণের নিয়মানুসারে রমণীগণ দূরে থাকুন, কোন উৎকৃষ্ট শাব্দিক, বৈয়াকরণ বা কূটতার্কিকও সে কথায় অন্য ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না, পারেন না কিম্বা পারিবেনও না। কিন্তু বাদলের আঘাতের উল্লেখে, সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর জন্য ব্যাকুলা হইলেন—তিনি তাঁহার কর্ণ-দ্বয়কে সৎসাক্ষী এবং সজীব মস্তিষ্ককে পক্ষপাতশূন্য বিচারপতি মনে করিলেন না। কার্য্যপদ্ধতির নিয়মানুসারে ইষু (Issue) ধার্য্য বা তাহার বিচার না করিয়াও, অস্ফুটস্বরে বা ইঙ্গিতে হৃদয় যাহা তাঁহাকে বলিল, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিয়া আকুল হই-লেন। আয়েষা তীক্ষ্ণধার মস্তিষ্কের সাহায্যে সাক্ষীকথিত বাক্য-রূপ প্রমাণ দর্শাইয়া সহচরীকে সময়োপযোগী সান্ত্বনা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়াও তাহার দুশ্চিন্তা জাগরূক করিয়াছিল।

গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়াই সে শূন্যনয়নে ও শুষ্ককণ্ঠে সেদোকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাদলা কোথায়"? কিন্তু সে সময়ে তাহার নয়ন দেখিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত যে, উক্ত প্রশ্ন তাহার শুষ্ক জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের—তাহার অন্তরের প্রশ্ন

পৃথক। পাছে অশুভ সংবাদ শুনিতে হয়, এই ভয়ে সে স্পষ্টতঃ সেদোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, 'ঠাকুর ত ভাল আছেন'? হৃদয়বানই হৃদয়ের নিঃশব্দ প্রশ্ন শ্রবণ করে। সেদো তাহার জননীসমা যবনীর প্রশ্ন সুস্পষ্ট শ্রবণ করিয়াছিল। কিন্তু স্থূল চর্ম্মমাংসময় কলুষিত জিহ্বা বা ওষ্ঠে সে অন্তরের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারাতেই, সে কর্ম্মকারের ভ্যস্ত্রার ন্যায় উদ্বেলিত হইতে হইতে আয়েষার পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুধারায় ভূমিতল ভাসাইতে লাগিল।

বোধ হয় আয়েষার শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহার শরীর কাষ্ঠবৎ ও মস্তিষ্ক শক্তিবিহীন। নির্নিমেষনয়ন হইয়া আয়েষা কি আকাশের নীলবর্ণ দেখিতেছে? না। তাহার অন্তর এক্ষণে প্রাণ ভরিয়া দয়াময় খোদাকে ডাকিতেছে। বোধ হয় তাহার প্রার্থনা এই যে, 'যদি সথার জীবন-আশা না থাকে, তাহা হইলে যেন এ দাসীর এ নশ্বরদেহে আর চৈতন্য সঞ্চার না হয়'!

সাগর বা প্রশস্ত নদীবক্ষে ভাসমান তরণীমধ্যস্থ লোক যেমন রুদ্ধশ্বাসবৎ স্বভাবের স্থিরভাবে ঝটিকার আশঙ্কায় পুনঃপুনঃ উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে ঘোর ঘনঘটাদর্শনে ভীত হয়, নিরব ও নিষ্কম্প আয়েষার উপস্থিত ভাবেও সেদো উর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহার মেঘাচ্ছন্নবৎ বিষণ্ন বদন দেখিয়া তেমনই শঙ্কান্বিত হইল। অস্থির হইয়া অসভ্য পুরুষ কাতরস্বরে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, "ঠাকুরের ধড়ে এখনও পরাণ ত আছে। তুমি একবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলি তিনি এখনই নড়ে চড়ে ঝেড়ে পেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠবে"।

আয়েষা অন্তর্দৃষ্টিতে বিজলীবৎ একরূপ আলোক দেখিল।

সে জ্যোতিতে তাহার চিত্ত সে সময়েও আনন্দিত হইল। তাহার কর্ণে যেন কে বলিল ‘চল, বিলম্বে কার্য্যহানি হয়, ইহা কি আজিও জানিলে না’? চমকিতা হইয়া সে অধোদৃষ্টিতে চাহিল। সেদোর অশ্রুপূর্ণবদন দর্শন ও তাহার সরল সকরুণ বচন শ্রবণে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। সে বলিল, “চল বাপ, কোথায় সখা, আমাকে দেখাইয়া দাও”।

চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সেদো অগ্রে ও বিশুষ্কবদনে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে আয়েষা পশ্চাতে চলিল। কিঞ্চিদ্দূর হইতে সে দেখে, ভিখারী কাঁপিতে কাঁপিতে যেন কোন গুরুভার দ্রব্য নাড়িতেছে চাড়িতেছে—কভু বা কিঞ্চিৎ তুলিতেছে, আবার নামাইতেছে। তাহার সেই কৃষ্ণবর্ণ দেহের নানাস্থান হইতে রুধিরধারা বহিতেছে। কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। কৃষ্ণ ডোমের প্রহ্লাদপুত্রের দৃষ্টি তাহার সম্মুখস্থ নিশ্চেষ্ট, ও শয়ান শিবদেহোপরে। এক্ষণে আয়েষার বসনাভ্যন্তরস্থ বক্ষঃস্থলে নয়নপাত হইলে সাগরোর্ম্মি অথবা ঝটিকাঘাতে প্রশস্তা নদীর উদ্বেল স্মৃতিপথে উদয় হয়। তাহার নয়ন স্থির—সে আর পা উঠাইতে পারিতেছে না। যে মাত্র সন্ন্যাসিনী-সহচরী সখার সুপ্তবৎ দেহ দেখিল, তাহার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। মস্তিষ্কে ঝটিকার ও হৃদয়ে তুফানের বেগে অনিচ্ছাসত্বেও সে ধীরে ধীরে অবশেন্দ্রিয়ার ন্যায় ভূতলশায়িনী হইতেছে দেখিয়া, সেদো চীৎকারস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, “মা গো! তুমি গা ঢাল্‌লে, বাবা আর ওঠবে না। মাজায় কাপড় বেঁধে, খাড়া হও মা”।

সেদোর কথা তাড়িতের কার্য্য করিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আয়েষা অগ্রসর হইল, এবং দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিল, ভিখারী

ডাক্তার না হইয়াও হৃদয়ের বেগে সখার দেহ সঞ্চালিত করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার রুদ্ধশ্বাস ধীরে ধীরে মুক্ত হইতেছে। আশ্বস্তা হইয়া প্রথমে ধমনী স্পর্শ ও তৎপরে বক্ষঃস্থলে কর্ণ সংযোগান্তে সে জানিল, তাহার সখার প্রাণবায়ু ক্ষণকালের জন্য কেবল স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাঁহার দক্ষিণ জানুর চর্ম্ম দস্যুর আঘাতে স্থানচ্যুত হইয়াছে। তীব্রনয়নে সে স্থান পরীক্ষা করিয়া আয়েষা অর্দ্ধোক্তিতে বলিল, "চাম্‌ড়ার উপর দিয়াই গিয়াছে"। সহসা পতন-জন্য সন্ন্যাসীর নাসিকা ও কপাল হইতে রুধির নির্গত হইতেছে দেখিয়া আয়েষা চিন্তাকুলিতবদনে তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্দিকের জটা উঠাইয়া প্রতি স্থান পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিল, কেবল একটী স্থানের চর্ম্ম লাঠীর আঘাতে পিশিত হইয়াছে—অস্থি ভগ্ন হয় নাই। দেহের অন্য কোন স্থানে অপর কোনরূপ আঘাতচিহ্ন না দেখিয়া সহৃদয়া সখী ভক্তিভাবে খোদার নাম স্মরণ করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত উৎফুল্লা হইয়াছে বুঝিয়া ভিখারী তাহার চরণধারণপূর্ব্বক অতীব কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভয় ত নেই মা" ? অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে আকাশের দিকে তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আয়েষা বলিল, "ইষ্টদেবকে স্মরণ কর বাবা! তিনিই রক্ষা করিবেন"। অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসা-ইতে ভিখারী বলিল, "এ নরাধমের সর্ব্বস্বধন ত ঐ শ্রীচরণ! এ চণ্ডালের আর অন্য ভাণ্ডার নাই। ঠাকুরই আমার বাবা, আমার বংশের সকলের ইষ্টদেবতা। ঠাকুর গো! ওঠ, কৃপাদৃষ্টিতে আবার এ পাপিষ্ঠকে দেখ—সে মিষ্ট কথায় আবার এই চণ্ডালকে 'ভিখারী রে' বলে ডাক"।

সেদো কাঁদিয়া আকুল। অর্দ্ধোক্তিতে সে বলিল, "আর

মোরে ডাক আর না ডাক, মোর মাদের মুখি হাসি বা'র করে দাও। মুই আর তাঁনাদের কাঁদা মুখ দেখ্‌তি নারি"।

নয়ন হইতে সহস্রধারা বর্ষাইতে বর্ষাইতে সেদোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আয়েষা বলিল, "বাবা! তোমার সে মার নিকটে যে ছোরা আছে, তা চেয়ে নিয়ে এস। দেখ, ঠাকুরের এ হালের কথা কিছু বল না"।

চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সেদো দৌড়িতে যাইতেছে, এমন সময় ইতিপূর্ব্বে অলক্ষিতা বিজ্‌লী বলিল, "রহঃ—ময় যা'উঁ"।

সস্নেহে বিজ্‌লীর বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আয়েষা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তু মেরি বাত্ সম্‌ঝি"?

বিজ্‌লী উত্তরে বলিল, "ছুরি ত মাঙ্গে হেঁ? বিজ্‌লীর বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানে আয়েষা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল, "ছুরি বাদলকে ওয়াস্তে দরকার্ হুয়া হায় বোল্ না; ঠাকুর্‌কা হাল শুন্‌নেসে, মা ছুরি নেহি দেগি"। এই কথা শুনিয়া বিজ্‌লী তাহার নয়নকোণের জল মুছিতে মুছিতে ক্ষুদ্র গৃহাভিমুখে নক্ষত্রগতিতে ছুটিল।

বিজ্‌লীরস্বরে দারোদ্ঘাটিত হইল। সে বাহির হইতেই ছোরা চাহিতে চাহিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সরযূ করযোড়ে ও অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে স্বর্ণবর্ণ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় উপাস্য দেবচরণে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়াছেন। এতকালের হারানিধি হাতে পাইয়া পাছে আবার সে ধন হারান, এই চিন্তায়—এই ভয়ে তিনি কাষ্ঠবৎ। জীবিতেশ্বরের জীবনভিক্ষা প্রাপ্তির আশায় তিনি তাঁহার প্রাণ জগন্নাথের চরণযুগলে নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রেমের গতিদর্শনে বঙ্গকামিনী মুগ্ধা। ক্ষণকাল স্থির থাকিবার

পর, সে সরযূর কর্ণে তীব্রস্বরে পুনরায় বলিল, "বাদল্‌কে ওয়াস্তে বিবিসাহেব ছোরা লেযানে কহা। ঠাকুর নে জল্‌দি যানেকো ফর্‌মায়া"।

সরযূ চমকিতা হইলেন। বিজ্‌লী পুনরায় তাহার কথা বলিল। মনে মনে ইষ্টদেবচরণে প্রণিপাত করিতে করিতে তিনি নয়নের অশ্রু মুছিলেন এবং নিরবে বিজ্‌লীর হস্তে অসময়ের সহায় সে তীক্ষ্ণধার ছুরিকাখানি প্রদান করিলেন। বিজ্‌লী তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। দ্বার আবার রুদ্ধ হইল।

ইতিমধ্যে আয়েষা সচিন্তিতভাবে ও সভয়চিত্তে ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিতে করিতে সহসা ভূপৃষ্ঠে উপবেশন করিল এবং প্রভূত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে কোন লতার পত্র এবং কাহারও বা মূল সংগ্রহ করিতে লাগিল। লীলাময়ের লীলার ভাবেই তাহার চক্ষেরজল বাহির হইয়াছিল। আর্ত্তের আরোগ্যের জন্য তিনি ওষধি নিকটেই রাখিয়া থাকেন—আহত সৎলোকের জন্য ওষধি উদ্ভূত করিয়া দেন বলিয়া বোধ হয়। অন্তরে স্তব করিতে করিতে আয়েষা আসিয়া বিজ্‌লীকে সে পত্র—সে মূল সুপরিষ্কৃত প্রস্তরে পেষণ করিতে বলিল। আপনি ছুরিকাহস্তে সন্ন্যাসীর মস্তকের যে স্থানে লাঠীর আঘাত হইয়াছিল, সে স্থান হইতে জটা কাটিতে বসিল। তাহাতে প্রলেপ দিয়া ও সমস্ত মস্তক ওষধির জলে উত্তমরূপে ভিজাইয়া সে ভিখারীকে তদুপরি ক্রমাগত বাতাস দিতে আজ্ঞা করিল। সন্ন্যাসীর নাসিকা, কপাল ও জানুর নিম্নে আবশ্যক মত ঔষধ দিয়া আয়েষা বাদল, শ্যামলাল, ও চাম্‌রেকে দেখিতে গমন করিল।

চিকিৎসার সুবিধার জন্য ও সহচরীকে শুশ্রূষাকার্য্যে ব্যাপৃত

করিবার মানসে আয়েষা সেদো, শিউবক্স ও বিজ্‌লীর সাহায্যে কোনরূপে একে একে তাহাদিগকে সেই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

সর্ব্বাগ্রে আয়েষা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দস্যুদিগের নির্য্যাতন ও বাদলাদি পুত্রসম লোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থার কথা প্রকাশ করিল এবং সহচরীকে বলিল, 'শৃঙ্খলাবদ্ধ দস্যু ও পুলীসের লোকদিগের সহিত সখা ও রক্তাক্ত ভিখারীকে আবার অনতিদুরবর্ত্তী পুষ্করে যাইতে হইয়াছে। তাঁহারা তথা হইতে যানবাহন ও বাহক আনিলে বা পাঠাইলে বাছাদিগকে লইয়া আমরাও তথায় যাইতে পারিব। ইতিমধ্যে আইস আমরা, বাদল শ্যামলাল ও চামরের যতদুর শুশ্রূষা করিতে পারি, করি"।

সখীর বদনে দুর্ভাবনার চিহ্নমাত্রও না দেখিয়া সরযূ সেরূপ সন্দিগ্ধা হইতে পারিলেন না। তিনি কেবল সহচরীকে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি অঙ্গে কোনরূপ আঘাত পান নাই ত"? আয়েষা সহাস্যে বলিল, "সখার শ্রীঅঙ্গ শত্রুভাবে স্পর্শ করে, এমন দস্যু আজিও মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে নাই। উপরন্তু আমার সেদো ধনুর্ব্বাণ-হস্তে পিতৃপৃষ্ঠ রক্ষা করিতেছিল"।

সরযূ বলিলেন, "আবার সাধুভাষা"!

হাসিয়া আয়েষা বলিল, "হায় হায়! যখন সাধুর কেশমাত্রও দেখা যাইত না, তখন সাধুভাষা বিস্মৃত হইলে, তুমি রোষকষায়িত লোচনে আমাকে কতই ভর্ৎসনা করিতে। এখন সাধু সমাগমেই সাধুভাষায় তোমার অঙ্গ জ্বলে যায়। জানি না অঙ্গে অঙ্গ মিশাইলে কিরূপ ভাষায় তোমার সে অঙ্গ শীতল হইবে"।

"মরণ আর কি"! এই কথামাত্র বলিবার পর, সরযূর দৃষ্টি

সেদো, শিউবক্স, ও বিজলীবাহিত ভগ্নমস্তক, রক্তাক্ত কলবর ও অজ্ঞানাভিভূত চাম্‌রের উপর পড়িল—আর অমনি তিনি আতপতাপে শুষ্ক কুসুমবৎ মূর্চ্ছাপন্না হইয়া পড়িলেন।

'তাহার কৃষ্ণবর্ণ শোণিতাক্ত কেশস্তূপ এবং শববৎ দেহ দেখিয়াই চিন্তাজীর্ণা সরযূ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। আয়েষা তৎক্ষণাৎ ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত পত্র স্বহস্তে দলিত করিয়া সহচরীর নাসারন্ধ্রে ধরিল এবং তাহারই অনুরোধে লছমণিয়া তাঁহার বদনে জলসিঞ্চন করিল। ক্ষণপরেই ক্ষীণ অথচ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সখি, তিনি কোথায়" ?

আয়েষা সখীর কর্ণে ওষ্ঠসংলগ্ন করিয়া বলিল,

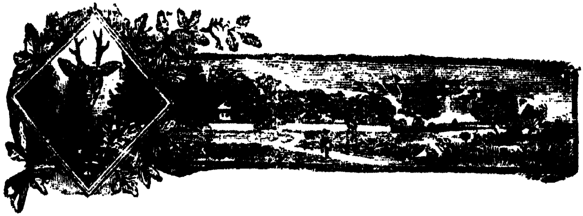
"সাগর পারে নাগর ছিল, সুস্থ ছিলাম সই,
চোখের উপর রেখে তাঁরে, চম্‌কে বলি কই"।

"আহতের চিকিৎসা ফেলে তোমাকে নিয়ে বসেছি। তিনি এই সময়ে এসে তোমার এ ভাব দেখে মূর্চ্ছিত হ'ন—আর আমি তোমায় ফেলে তাঁকে নিয়ে বসি—তা হ'লেই যাদের মাথা ভেঙ্গেছে, তারা হাস্‌তে হাস্‌তে অমনি উঠে বস্‌বে আর কি। তুমি পাশটী ফিরে, চুপটী করে একটু শুয়ে থাক। আমি ওদের দেখে শুনে দাওয়াই দিয়ে তোমার কাছে ফিরে এসে হুকম দেব, 'লেয়াও তাঁরে রে'।

"তিনি নিশ্চয়ই ভাল আছেন, তা না হ'লে কি আমার প্রাণের সখীর এত স্ফূর্ত্তি থাক্‌ত", এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া সরযূ উপবিষ্টা হইবার চেষ্টা করাতে, আয়েষা তাঁহাকে ধরিল।

"ওলো ভয় নেই, আমাদের যম অনেকদিন ভুলে গিয়েছে।

ছেড়ে দে, ছেলেদের কি হয়েছে, তা দেখ্‌তে পেলেও আমার প্রাণটা অনেকটা ভাল থাকৃবে"। সরযূ এইরূপ কথা বলিলে আয়েষা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। সে ভাবিল এইরূপে অন্যমনস্কা না থাকিলে, তিনি সন্ন্যাসীর ভাবনায় আবার মূর্চ্ছিতা হইতে পারেন।



অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুষ্কর।

সর্ব্বাগ্রে বেচুয়া চাম্‌রের আহত স্থান সকল পরীক্ষা করিতে বসিল এবং একটীর পর একটী আঘাত দেখিতে দেখিতে বাম-কর্ণের উপর মস্তকের আঘাত দর্শনে শিহরিয়া উঠিল। খেয়া-ওয়ালাকে দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার পদের অস্থি একস্থানে মাত্র ভগ্ন হইয়াছে—খণ্ড খণ্ড হয় নাই এবং সেই জন্যই তাহাকে বলিল, "তোমাকে ছয় সাত দিবস শয্যাগত থাকিতে হইবে"। "রাম নাম সত্য হায়, ইয়ে তো হাম্‌কো জল্‌দি শুয়ে নেহি পড়ে গা"? স্মিত বদনে খেয়াওয়ালা এইরূপ উত্তর করিয়া উদ্বিগ্ন-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "চাম্‌রে ক্যাসা হায়, উওঃ তো জিয়ে গা"? "মাহিনা ভোর দাওয়াই লাগানেসে চাম্‌রে উঠ্‌ সাকে গা", এই কথা বলিয়া বেচুয়া বাদলকে দেখিতে বসিল।

বাদলের আঘাত কেবল মাংসের উপর বুঝিয়া আয়েষা বলিল,

"আর কখন লাঠী ধর্‌বে"? বাদল উত্তর করিল, "মা কি মাসীকে যদি কোন শালা ভয় দেখায়, আমি এখনই লাঠী ধর্‌ব। শালোদের পেশো যায় পা দুট একটু থেঁৎলেছে বৈত নয়। চাম্‌রে বাঁচ্‌বে ত"? 'বাঁচ্‌বে' বলিয়া আয়েষা পুনরায় চাম্‌রের নিকট আসিল।

সে ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত কতকগুলি মূল, পত্র, ও লতা সহচরী ও পূর্ব্বোক্ত গুহাবাসিনী রমণীকে পরিষ্কার করিয়া বাটিতে বলিল এবং অগ্রে সন্ন্যাসিনীর উক্ত ছোরাদ্বারা চাম্‌রের মস্তক মুণ্ডন করিয়া ক্ষতস্থানের চর্ম্মগুলি কাটিতে কাটিতে আবার পরিহাস আরম্ভ করিল। "দেখ্‌ সই! আমি তোর কাছে কত ঋষি, তপস্বী ও সন্ন্যাসীসন্ন্যাসিনীর কথা শুনেছি। কিন্তু আজ তোরা যা দেখালি, এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার পরাশর বেদব্যাস কিম্বা বাল্মিকি কৃত্তিবাস, কেহই দেখাতে পারেন নাই। তাঁহারা নাশ কর্‌তে যত সুপটু, সৃজন কর্‌তে তত ছিলেন না।

ঋষি-অভিশাপে সগরবংশ মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু কোন সন্ন্যাসী সহসা সে বিপুলবংশের ন্যায় একটী বংশ সৃজন করেছেন, কোন শাস্ত্রে এরূপ পড়েছিস অথবা শুনেছিস কি? আর তোদের দেখ্‌, কাল রাত্রে তোকে একজন সন্ন্যাসী পৃষ্ঠ-দেশে বয়েছিল মাত্র, আর ইহারই মধ্যে তোর একগণ্ডা সবলকায় প্রাপ্তযৌবন 'বাছা' হয়ে বসেছে। আমি ডাক্তার, আমার একটী বিশেষ লাভ হয়ে গেল! তোর একটু নখের কণা আর তোর সন্ন্যাসীর একগাছী দাড়ির চুল একত্র করে বন্ধ্যা নারীর কটিদেশে বেঁধে দেব, আর সে চোখ নিচু করে দেখ্‌বে, তার কোলে ন্যূনপক্ষে একটী ছেলে হাত পা নেড়ে খেলা কর্‌ছে"।

সন্ন্যাসিনী মোহনহাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুই সাবধান থাকিস। নড়তে চড়তে দৈবক্রমে তোর পেটে যদি আমার নথ আর তাঁর দাড়ী একবার ঠেকে যায়, তা হ'লে তোর চিরকুমারী থাকার প্রতিজ্ঞা একবারে সাগরপারে পালিয়ে যাবে। যবনীর মুখখানি যেন আঁস্তাকুড়! আমার পায়ের নখে আর তাঁর দাড়ীর চুলে কেমন করে একত্রিত হবে, তুই আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস্ না?

বেচুয়া কহিল, "বুঝিয়ে কেন, তোকে আমি দেখিয়ে দেব"।

এই সময়ে চাম্‌রে সে অজ্ঞানাবস্থাতেও একরূপ ভয়ঙ্কর অব্যক্ত কাতরধ্বনি মুখনির্গত করিয়া উঠিল। তাহার মস্তকের ফাটার মধ্যে যে সকল প্রস্তর ও শুষ্কপত্রকণাদি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আয়েষা তাহা স্থির দৃষ্টিতে সুস্থিরভাবে বাহির করিতেছিল। সে ভয়াবহ শব্দে সন্ন্যাসিনী ও উক্ত গৃহবাসিনী রমণী হতচেতনার ন্যায় গুহাতল-শায়িনী। আয়েষা কাহাকেও দেখিতেছে না। অন্য কোন শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না। চাম্‌রের ক্ষতস্থান সকল সুপরিষ্কৃত হইলে, সে তৎসমস্ত বিজ্‌লী কর্তৃক আনীত জলে ধোয়াইয়া প্রলেপ দিবার জন্য পিশিত মূল পত্রাদি চাহিল। কে দিবে? তাহার সহচরী কি আপনাতে আপনি আছেন! শনৈঃ শনৈঃ বিজ্‌লী তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া ঔষধ আয়েষার নিকট আনিয়া দিল। তাহারই সাহায্যে যে স্থানে যাহা দিতে হয়, তাহা দিয়া, আয়েষা চাম্‌রের সমস্ত ক্ষত সুন্দররূপে বন্ধন করিল। আর তাহার মুখে সে ভয়াবহ শব্দ নাই। তাহার অঙ্গের জল মুছাইতে মুছাইতে আয়েষা হাসিতে হাসিতে সখীকে বলিল, "এইবার তোমার এ বাছা খাবার চাইবে। গোদুগ্ধ না

পাও ত স্তন্যদানে তার কান্না নিবারণ কর্‌তে পার্‌বে ত” ?

এই সময়ে বিজ্‌লী বলিল, “মা ত বেঁহোস্‌ হো গেয়ি”। আয়েষা সখীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, তিনি ও উক্ত রমণী উভয়েই একরূপ হতচেতনা। সে লছ্‌মণিয়ার দাইকে তাঁহাদিগের বদনে জলসিঞ্চন করিতে বলিল।

সন্ন্যাসিনী গাত্রোত্থান করতঃ কাতরস্বরে বলিলেন, “কৈ, চাম্‌রের ত এখনও জ্ঞান হ'ল না ! তুই তাকে তবে এত যাতনা দিয়ে কি কর্‌লি” ?

হাসিয়া বেচুয়া বলিল, “ঘুম্‌ ভাঙ্গালেই তোমার ‘বাছা’ খাবা-রের জন্য চীৎকার কর্‌বে। তখন তুমি কি কর্‌বে ? আগে খাবার আনাও, তার পর আমি তাকে জাগিয়ে দেব, আর আহ্লাদে গোলে গিয়ে তার হাসি দেখো আর আধ আধ বাণী শুনো”।

সরযূ বলিলেন, “বাঁচলাম সই, বুঝ্‌লাম যে চাম্‌রে বাঁচবে। তুই আয়, আমার পায়ে ধ'রে বোস, আমি তোকে বর দেই”।

আয়েষা খেয়াওয়ালার নিকট যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিল, “আগে তোর বর তুই ধ'রে বোস, আমি দেখি, তার পর অন্য লোককে বর দিস্‌”।

আয়েষা সানন্দে পৃষ্ঠদেশে আর একটী সুকোমল করাঘাতের সুখানুভব করিল এবং প্রাণসখীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বিজ্‌লী এমন সময় কোথায় গেল” ?

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, “কোনরূপ যান, কতকগুলি লোকও কিছু অধিক পরিমাণ দুগ্ধ আনিতে পাঠাইয়াছি। কি জানি পুষ্কর হ'তে যানবাহন পাঠাতে যদি বিলম্ব হয়”।

আয়েষা কহিল, "পতিপুত্রের জন্য এরূপ পরিণামদর্শিনীনা হ'লে, তাঁহাদিগের সেবা ও পালন যে কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়্‌বে"।

আয়েষার আর একটী করাঘাত লাভ হইল।

সে খেয়াওয়ালার ভগ্নাস্থি মিলিত করিবার জন্য সন্ন্যাসিনীকে সাহায্য করিতে বলিল। খেয়াওয়ালা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "অগর্ মেরা পায়ের সড়্ যায়, তব্ ভি মাইকো ময়্‌নে ইয়ে কাম্ কর্‌ণে নেহি দুঙ্গা। আপ্‌নে হাকিম হায়, যো খুসি করিয়ে"।

খেয়াওয়ালা কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না, ইহা জানিয়া অস্থি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিবার জন্য, আয়েষা সেদোকে সাহায্য করিতে বলিল। রুদ্ধশ্বাস ও আরক্তবদন ভিন্ন, বাক্যে, স্বরে, অঙ্গভঙ্গি দ্বারায় বা অন্য কোনরূপে শ্যামলালের অনুভূত যাতনার লেশমাত্রও প্রকাশ পায় নাই। তাহার পদের দুই পার্শ্বে দুইখানি সুপরিস্কৃত কাষ্ঠখণ্ড বন্ধন করিয়া, আয়েষা তাহার উপর পিশিতপত্রের প্রলেপ দিল। বাদলের পদেও প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে বহুলোক আগমনের শব্দে সন্ন্যাসিনী উক্তা রমণীর সহিত সভয়ে দণ্ডায়মানা হইলেন। সেদো বিস্ফারিতনয়নে আশ্রমদ্বারে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে বিজ্‌লীমূর্ত্তিদর্শনে নিশ্চিন্ত হইল ও 'বিজ্‌লী লোকজন আনিয়াছে—ভয় নাই', এই কথা বলিয়া, আয়েষার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। বন্যস্ত্রী বিজ্‌লী, নিশ্চয়ই আবশ্যক হইবে বুঝিয়া, নিকটবর্ত্তী বিলতীর বা বনমধ্যে যে সকল গ্রাম্যলোক মহিষাদি চরাইতেছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে দুগ্ধ ও কতিপয় ভুঁইশশা প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছিল এবং অর্থদানে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোককে পীড়িত ব্যক্তি-

বহনে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল। অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহারা লঘুভার কঠিন শাখাখণ্ড বনজাত শক্ত লতাদ্বারায় বন্ধন পূর্ব্বক কতকগুলি যান প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল।

সন্ন্যাসীর জন্য আয়েষার মস্তিষ্কে দুশ্চিন্তাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সহচরীর ক্লেশ নিবারনার্থে ও তাঁহাকে অন্যমনস্কা রাখিবার অভিপ্রায়ে এবং আহতদিগের চিকিৎসা অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচনায় আয়েষা প্রাণ বাঁধিয়া সহাস্যবদনে চিকিৎসা-কার্য্য করিতেছিল। এত অল্প সময়ে বিজ্‌লী অভিপ্রেত খাদ্যসামগ্রী ও লোক সংগ্রহ করিতে সফলকামা হইয়াছে শুনিয়া, তাহার হৃদয়ে সমধিক আশার সঞ্চার হইল। ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে সে হাসিয়া সন্ন্যাসিনীকে বলিল, "এখন ছেলেদের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু তাদের কাছে ব'স—আমি দেখি যানবাহনাদি বিজ্‌লীর সংগৃহীত, না সখার প্রেরিত। সখার আদেশ 'সত্বর সকলকে লইয়া পুস্করতীর্থে যাইতে হইবে'।"

বাহিরে আসিবার সময় সেদোর ইঙ্গিতে লছ্‌মনিয়ার দাসী পুনরায় দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিল—কি জানি যদি কোন দস্যু সুযোগ পাইয়া সহসা সে ঘরে প্রবেশই করিয়া ফেলে।

বঙ্গদেশের গোপগণ গোময় বহনজন্য যেরূপ মাচা ব্যবহার করিয়া থাকে, বিজ্‌লীর আদেশে তাহার আনীত লোকেরা, সেই রূপ যান প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার উপর সুকোমল বৃক্ষপত্রের শয্যা প্রস্তুত হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সন্ন্যাসীর দেহ তাহার একটীতে অতি সাবধানে উঠান হইল। সন্তর্পণে বাহকগণ সে মাচা তাহাদিগের স্কন্ধে তুলিল। ভিখারীর একহস্ত মাচার কাষ্ঠে ও অপর হস্তে সুদীর্ঘ লাঠী। তাহার নয়ন গুরুর কুঞ্চিত ভ্রূ-

যুগলের উপর। ধনুর্ব্বাণ হস্তে সেদো অগ্রে ও লাঠীহস্ত শিউবক্স পশ্চাতে। পার্শ্বস্থা আয়েষা সতত "হুঁসিয়ার্ সে, হুঁসিয়ার্ সে" বলিতে বলিতে অল্পক্ষণ মধ্যে দেখিল তাহার সখাকে সমতল ভূমিতে আনা হইয়াছে।

মনে মনে ভগবানের নাম করিতে করিতে সে পুনরায় পর্ব্বতারোহণ করিল এবং পূর্ব্ববৎ সাবধানে বাদলা শ্যামলাল ও চাম্‌রেকে কানন মধ্যে পাঠাইয়া দিল। চাম্‌রের যান সর্ব্বপশ্চাতে ছিল। অনতিবিলম্বে যখন সেদো আসিয়া তাহাকে বলিল যে, ভিখারী ও বিজ্‌লী সন্ন্যাসীর যান লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, তখনই সে সন্ন্যাসিনী লছ্‌মনিয়া ও তাহার দাসীকে বাহিরে আসিতে বলিল। ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইয়াই সরযূ ইতস্ততঃ পতিত, হত, আহত ও নিশ্চেষ্ট দস্যুদিগের দেহ দেখিলেন এবং জলভারাক্রান্ত-নয়ন ও গদগদ বচনে আয়েষাকে বলিলেন, "সখি, এদের কে দেখ্‌বে"? সেদো আর থাকিতে পারিল না। সে দুঃখের সময়েও দন্ত বাহির করিয়া সে বলিল, "যম শীগ্‌গীর না দেখে ত, মুই ফিরে এসে সব শালোরে খ্যাথ্‌ব আর কাঁড়্‌ব"। এই সময়ে কেহ সন্ন্যাসিনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া একখানি প্রস্তরখণ্ড সবেগে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ভাগ্যে নিকটস্থ আহত দস্যুদিগের পতিত দেহের উপর সেদোর তীব্রদৃষ্টি ছিল, নচেৎ আজি বোধ হয় সন্ন্যাসিনী ঠাকুরাণীকেও পদব্রজে গমন করিতে হইত না। লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে সে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর ধরিয়া সেদো চক্ষের নিমেষে তাহা নিক্ষেপকারীর মস্তকে মারিল। একরূপ অব্যক্ত কাতরস্বরে সরযূর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাপ সাধু!

আর অনর্থক নিষ্ঠুরের কায কর না"। সেদো করযোড়ে বলিল, "মিছে মারি নি মা, বাবারে না পেরে শালো তোমারে ঘা'ল্ কর্ত্তে গিয়েলো"।

সেদো "বাবারে না পেরে" এই কথা বলিয়া যে বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে আয়েষার মনে আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য সে সহসা বলিয়া উঠিল, "চিরজীবি হও বাপ। কে বলে আমার ছেলে বোকা"।

সন্ন্যাসিনীও ঈষৎ উল্লাসিতা হইয়া বলিলেন, "তুই যবনী কি না—তাই জবাই দেখ্‌তে তোর এত আমোদ"।

আয়েষা হাসিয়া বলিল, "তুই এখন সাবধানে চল্। একে বন, তার উপর ডাকাত– তায় আবার সখা সঙ্গে নাই। নিরাপদে বাসায় গিয়ে ব'সে যত পারিস, ও সুন্দর মুখখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বকিস্"।

সকলের পশ্চাতে চাম্রের মাচা, তাহারই পার্শ্বে রমণীগণ চলিতেছেন। সন্ন্যাসীর জন্য আয়েষার প্রাণ অস্থির, সুতরাং মধ্যে মধ্যে সহচরীর সঙ্গ পরিত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করতঃ সে বলিল, "মাচার ঝাঁকুনিতে আস্ত হাড় ভাঙ্গে, আর খেয়াওয়ালার ভাঙ্গা হাড় কি যোড়া লাগ্‌বে? তোরা ভাই আস্তে আস্তে আয়। এক একবার তাকে না দেখে আমি স্থির থাকৃতে পাচ্ছি না"।

"আবার শীগ্‌গীর এসে আমায় বলিস্ শ্যামলাল আমার কেমন আছে", বিষন্নবদনে সন্ন্যাসিনী এই কথা বলায়, আয়েষা তাহার চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর চঞ্চলপদবিক্ষেপে সখার যানপার্শ্বে উপস্থিত হইল। সে যানের পশ্চাতে শিউবক্স ঘনসন্নিবিষ্ট পত্র-বিশিষ্ট একটী বৃক্ষশাখা হস্তে চলিতেছে। ভিখারীর আদেশ,

যেন তাহার গুরুর অঙ্গে উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণ স্পর্শ না করিতে পারে। শত্রু বা শ্বাপদ গমনের কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, এই জন্য সে সম্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগে, মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু তাহার কাতর-নয়ন গুরুর বদনের উপর পুনঃপুনঃ ক্ষণকালের জন্য স্থিরভাব ধারণ করিতেছে। আয়েষা উপস্থিত হইবামাত্র প্রিয়শিষ্যের আদেশে বাহকগণ ঈষৎ অবনত হইল। সখার ধমনী-পরীক্ষা ও নয়নের-মণি দর্শন করিয়া সে কিঞ্চিন্মাত্রও বিষণ্ণ হইল না বুঝিয়া, দস্যু ভিখারী উর্দ্ধদৃষ্টিতে শ্রীভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে, এই অনুমানে আয়েষা তাহাকে বলিল, "ভয় নাই বাবা, এই পাতাগুলি রাখ, শুকাইতে না শুকাইতে ইহার রসে গুরুর মাথা আবার ভিজাইয়া দিও"।

অশ্রুবেগে কম্পান্বিত কলেবরে ভিখারী অর্দ্ধোক্তিতে বলিল, "গুরুর দয়ায়, বামনের হাতে চাঁদ পাওয়ার মত, আমি তাঁর পা পেয়েছি—কেমনে দেবতার মাথায় হাত দেব"?

আয়েষা বলিল, "গুরুর সেবার জন্য মাতৃআজ্ঞায় তুমি স্বচ্ছন্দে তাঁর মাথায় হাত দিও"।

একবার সন্ন্যাসী, আরবার সন্ন্যাসিনীর নিকট পুনঃপুনঃ গতায়াতেও আয়েষা বিশেষ ক্লান্তিবোধ করে নাই। তাহার কারণ এই যে, সন্ন্যাসীর অবস্থা মন্দ হয় নাই এবং বাদল শ্যামলালের ভাবে ও প্রশ্নে সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, গুরুর চিন্তায় তাহারা নিজ নিজ যন্ত্রণা একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছে।

যাহা হউক, ভালয় ভালয় সকলে অপরাহ্নে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইল এবং রোগীদিগকে একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত বাটীর মধ্যে শয়ান দেখিল। আয়েষার আজ্ঞায় সত্বরই গোদুগ্ধে বাদল শ্যাম-

লাল উদর পূর্ণ করিল। চাম্‌রের বদনে জলসিঞ্চন দ্বারায়ও যেরূপে সে পিশিতপত্রের আঘ্রাণ লইয়াছিল, তাহাতে আয়েষা বুঝিল, চাম্‌রের গলাধঃকরণের শক্তি জন্মিয়াছে। তখন সে সেদোর দ্বারা তাহার মুখব্যাদান কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া হাসিতে হাসিতে সহচরীকে বলিল, "এখন ছেলেকে দুদ্‌ খাওয়াও"। সন্ন্যাসিনী অতি সাবধানে তাহার বদনে দুদ্‌ ঢালিতে লাগিলেন। অজ্ঞানাবস্থাতেও সে চক্ষুলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রায় অর্দ্ধসের দুগ্ধ উদরসাৎ করিল। আবার হাসিয়া আয়েষা বলিল, "পাষাণে আছড়ালেও তোমার এ ছেলে এবার মর্‌বে না। এখন উঠ, পুষ্করতীর্থে অবগাহন কর, আর আমার নমাজ সমাপনের পূর্ব্বে আহ্নিক সমাধা করে শুষ্কবদনে জলযোগ কর"।

"সে মলিন বদন দেখ্‌লে পরে
বকৃবে আমায় ঘুরে ফিরে"।

অস্ফুটস্বরে সন্ন্যাসিনী সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়"?

আয়েষা পূর্ব্ববৎ ভাবেই বলিল,

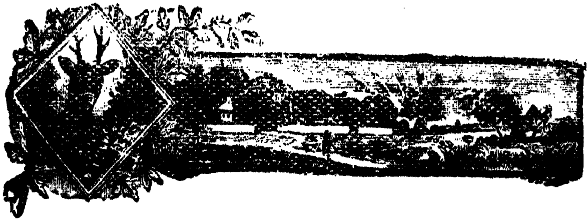
"ভিজিয়ে জটা, নেয়ে ধুয়ে
দেখা দেবেন তিনি রম্ভা খেয়ে"।

"শুন্‌ছি তিনি এখনি আসবেন। তুমি শীগ্‌গীর ডুবটা দিয়ে নাও"।

আয়েষার তাড়ায় সন্ন্যাসিনী আর ভাবিবার সময় পাইলেন না। তিনি সিদ্ধির গোলাসদৃশ পুষ্করের পবিত্র সলিলে মলা ভাসাইতে চলিলেন, কিন্তু আয়েষার নমাজ করা হইল না। যে নিভৃত কক্ষমধ্যে সন্ন্যাসী যত্নসহকারে গোপনে রক্ষিত হইয়া-

ছিলেন, সে দ্রুতপদবিক্ষেপে তথায় উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরক্ত-পাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকের আহত স্থান হইতে কিঞ্চিৎ রক্তমোক্ষণ করিল। তৎপরেই নাসারন্ধ্রে পিশিতপত্র ধরাতে তাঁহার শিরঃকম্পন হইতে লাগিল। দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা আয়েষার আদেশে একজন পাণ্ডা তাঁহার বদন ধরিল—অপর জন তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধ দিতে লাগিল। সখার বদনপ্রতি আয়েষার নয়ন স্থির। কণ্ঠনালির গতিতে যখন সে বুঝিল, তাঁহার উদর মধ্যে দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছে, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। অবশভাবে ভূমিতলে উপবিষ্টা হইয়া সে ক্ষণকাল নিরবে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিল। তৎপরে পুনরায় গৃহপ্রবেশ করিয়া সে পূর্ব্বোক্ত পত্ররসে তাঁহার মস্তক সম্পূর্ণরূপে সিক্ত করিল এবং ঈষৎ প্রফুল্লভাবে "ভয় নাই, বাবা' বলিয়া ভিখারী সেদো ও শিউবক্সকে স্নান করিতে বলিল।

ক্ষণকাল পরে পাণ্ডাদিগকে সখার শ্রীঅঙ্গে শনৈঃ শনৈঃ ব্যজন করিতে বলিয়া সরযূর প্রাণসহচরী স্বয়ং স্নানার্থে গমন করিল।



ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেবা।

যে আজন্ম ব্রহ্মচারী স্থির ও শুদ্ধচিত্তে সূর্য্যদেবকে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে, কায়মনোবাক্যে স্তুতিগীত শুনাইতেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুর দস্যুর আঘাতে হতচেতন দেখিয়াই যেন, নলিনী-নাথ বিধাতার নির্ব্বন্ধ অনিবার্য্য ভাবিয়া লজ্জা ও ক্ষোভে অস্ত যাইতেছেন। তাঁহারই লোহিতচ্ছটায় রঞ্জিত জলদে দেখাইয়া তিনি যেন বলিতেছেন, 'দেখ, সজ্জনগণ, নবীন সন্ন্যাসীর ব্যথায় আমার হৃদয়ে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাত দেখ'।

এই সময়ে আয়েষা বাসায় প্রত্যাগত হইয়া দেখে, সরযূ বিশুষ্ক-বদন ও করযোড়ে পশ্চিমাভিমুখে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতে-ছেন। তাহার ইচ্ছা সরযূর জলযোগান্তে তাঁহার নিকট সখার বর্ত্তমান দশার কথা প্রকাশ করে। উক্ত অভিলাষে সে বলিল, "অবাক্‌—তুমি না হয় উপবাসে সুপটু সন্ন্যাসিনী ঠাক্‌রুণ! এ

খোট্টানী ছুটোর যে ভোচ্কানি লাগ্‌বে, তা একবার ভাব্‌লেও না!" ? স্নিগ্ধপরিমলপূর্ণা নয়নানন্দরূপিনী নিজরমণী নলিনীকে যিনি অনায়াসে পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন, তাঁর আবার উপাসনা। উঠ, উঠ—রোজা ভাঙ্গ, নাস্তা খোল"।

হাসিয়া সরযূ বলিলেন, "অমন করে আমাকে যবনী কোরে নিলে, তোর সখা যে আর আমাকে ছোঁবেনা"।

আয়েষা হাসিয়া বলিল, "আর তুই আমাকে হিন্দু করে নিলে, শয়া যে আমায় ছাড়্‌বে না"।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সরযূ বলিলেন, "সই, এমন দিন আমার কবে হবে? ভাল, ইনি এখনও এলেন না কেন"?

"পুলীসস্পর্শ পরে সান্ধ্যস্নান ও উপাসনা সমাপন না কোরে তিনি কি আগে সরযূবদনখানি দেখ্‌তে আসবেন? নাও, নাও, এখন একটু সর্‌বৎ খাও ও আমাদের দাও। তার পর দু' এক খানা বর্‌ফি, কি দু'ট একটা পেঁড়া দিতে পার, লোকে তোমারই খোস্‌নাম কর্‌বে"।

অগত্যা সরযূ নিজে জলযোগ করিয়া সহচরী ও সঙ্গিনীদিগকে খাওয়াইলেন—করেন কি, তিনি না খাইলে তাহারা যে খায় না

"তোমরা একটু বোস, আমি সখার সংবাদটা নিয়ে আসি"। এই কথা বলিয়া আয়েষা সে স্থান হইতে প্রস্থান করতঃ সন্ন্যাসীর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিয়া পাণ্ডাদিগের প্রমুখাৎ শুনিল, তাহার সখা দুই একবার হস্তপদ সঞ্চালন করিয়াছেন। গাত্রস্পর্শ ও নাড়ীপরীক্ষা করিয়া সে বুঝিল, জ্বর আইসে নাই। অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লবদন ও বিস্ফারিতনয়নে সে দেখিল, তিনি যেন কিছু বলিতেছেন, অথচ তাঁহার শুষ্কবদন, রসনা ও ওষ্ঠ-

দ্বয়ে শব্দ নির্গত হইতেছে না। অমনি শশব্যস্তে সে ছায়াবৎ-সঙ্গিনী বিজ্‌লীকে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের আয়োজন করিতে বলিয়া অতি-শয় দ্রুতপদে সহচরীসকাশে গমন করিল এবং তাঁহাকে বলিল, "অন্যমনস্কে আস্‌তে আস্‌তে পড়ে গিয়ে সখার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। একে সমস্ত দিনটা অনাহার, তাতে আবার পড়ে যাওয়া। শীগ্‌গীর এসো, তাঁর মুখে একটু দুদ্‌ দেবে"। কোন পথে যে সন্ন্যাসিনী সহচরীসঙ্গে সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। বিজ্‌লীপ্রদত্ত দুগ্ধ হস্তে লইয়া যখন তিনি সন্ন্যাসীর কাছে বসিলেন, তখন দ্বারদেশ হইতে আয়েষা বলিল, "হাতে করে অল্প অল্প দুদ্‌ মুখের ভিতর দেও। সখা বড় ক্লান্ত হয়েছেন, এখনও বোস্‌তে বা কথা কইতে পারবেন না"। সাধ্বী রমণীর অনুরাগে মৃত সত্যবান পুনর্জ্জীবন পাইয়া-ছিলেন। আমাদের আদর্শ সতীর সেবায় সন্ন্যাসী নয়ন উন্মীলন না করিবেন কেন? তাঁহার নয়ন ফুটিল—অমনই অবগুণ্ঠনে সরযূ বদন ঢাকিলেন। ইহাও কি আয়েষা সহিতে পারে? পাণ্ডাদিগকে চট্‌পট্‌ চম্পট দিতে বলিয়া সহচরী নিঃশব্দে অথচ সরোষপদ-বিক্ষেপে সখীর নিকট আসিয়া বসিল এবং তাঁহার অঙ্গে অঙ্গুলি-পীড়ন করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে অথচ সদর্পে বলিল 'ঘোম্‌টা খোল্‌ বল্‌ছি'।

সরযূর চক্ষে তখন সহস্রধারা ও তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ। তদ্দর্শনে যবনীনয়নে ধারা বহিল। তাহার আর সখীকে শাসন করা হইল না। এ দিকে সখার নয়নপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখে, তাঁহারও নয়ন নিদ্রায় নিমীলিত হইতেছে। ইঙ্গিতে বিজ্‌লীকে বাতাস করিতে বলিয়া সে সখীর গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক অপর

কক্ষে গমন করিল। সরযূ কাঁদিয়া আকুল। প্রাণ বাঁধিয়া আয়েষা এখনও বাহ্যিক কোপ প্রকাশ করতঃ বলিল, "চক্ষের জল ফেলে অকল্যাণ করিস্ না বল্‌ছি"। বিলম্বে বাক্যস্ফুরণ হইলে সরযূও গদগদ ভাবে বলিলেন, "প্রাণের সৈ রে, আমি সব বুঝেছি। এ হতভাগিনীর জন্যে ডাকাতের মারে নাথের আমার এ অবস্থা। আহা মরি মরি! নাকটী একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে, কপালের ও হাঁটুর চামড়া নেই, জানি না মাথায় ব্যথা পেয়েছেন কি না। বিধাতা অভাগিনীর কপালে যে কি লিখেছেন, তা তিনিই জানেন। হরি হে আর যে সহ্য ক'রতে পারি না নাথ! শ্রীপাদপদ্মে কাঙ্গালিনীকে স্থান দাও। পাছে এ চিরকাঙ্গালিনী সহচরী কষ্ট পায়, এই ভাবনায় প্রাণসখীও মরে।"

আয়েষা আর থাকিতে পারিল না। লছ্‌মনিয়া ও তাহার দাসীর সম্মুখেই সে সরযূর পদানতা হইয়া নয়ননীরে তাঁহার পদযুগল আপ্লুত করিতে লাগিল। দুইটী কর-পল্লব প্রাণসখীর পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া সরযূও অবনত মস্তকে তাহার কেশরাশি সিক্ত করিতে লাগিলেন। উভয়ে বাক্‌শক্তিবিহীনা। লছ্‌মনিয়া ও তাঁহার দাসী অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে পর, প্রভূত অশ্রু-বিসর্জ্জনবশতঃ বিকৃতস্বরে সরযূ আয়েষাকে উঠিতে বলিলেন। আয়েষাও তাঁহার পদযুগলে মস্তক রাখিয়াই রুদ্ধপস্বরেই বলিল, "আগে বল, সুস্থচিত্তে তোমার প্রাণেশ্বরের সেবা ক'র্‌বে, তবে আমি পা ছাড়্‌ব, তবে এ মুখ আবার দেখাব।" সবেগে ক্রন্দন করিতে করিতে সরয বলিলেন, "প্রাণের সই রে! কেমন করে সুস্থ হই বল্"। আয়েষা থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি বই

তোমার সইয়ের আর কে আছে সই? যখন সেই সই তোমায় শপথ কোরে বল্‌ছে, তার সখার প্রাণসম্বন্ধে কণামাত্র আশঙ্কা নেই, তখন তুমি কেন মনসুস্থ ক'রতে পা'রবে না সই"।

সরযূ বলিলেন, "তোমার এমন কথা শুনে ইচ্ছা হয় সুস্থ হই, কিন্তু পারি কই সই। এ কাঙ্গালিনীর জন্যে নাথের এত ক্লেশ, এ কথা ভাব্‌তে গেলেও অন্তরে যে দারুণ ব্যথা পাই—প্রাণ যে ফেটে যায়"।

আয়েষা বলিল, "ও বোন, আমার কথায় মন শাসন না ক'রতে পার, একবার মহাত্মার কথা স্মরণ কর। তিনি সুখের মিলন হবে বলেছেন। তাঁর কথা বিশ্বাস কর—আর প্রাণ ভরে তাঁকে ডাক"।

"নিশি অবসানে যুগলমিলনে
জুড়াবে স'য়ের মন।
সখা উঠি বসি মুখে হাসি রাশি
হেরিবে অমূল্যধন।"

স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মার নামোল্লেখে সরযূর মনের বেগ ফিরিল। মায়া, প্রেম ও ভক্তি, এই ত্রিবেণীর সম্মিলনে তাঁহার অস্থিরতা কতকাংশে বিদূরিত হইল। তিনি আর দূরে থাকিতে পারেন না। প্রাণেশ্বরের সেবার জন্য তিনি তখনই উঠিলেন। নিকটে উপস্থিত হইলে সহচরী তাঁহাকে ধরিয়া বসিল এবং বলিল, "শাস্ত্রে লেখা এই যে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর দেহে ও শঙ্কা বা চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে কখন পীড়িত প্রিয়জনের সেবা ক'রতে নাই। প্রাতঃস্নানের সময়ের পূর্ব্বে সখার এ সুনিদ্রা ভঙ্গ হবে না। বিজলীর হাতে পাখা থাক্‌তে আপাততঃ তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হ'তেই পারে না। তাই

বলি, দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এ বসনখানিও ছাড়—যবনী ছুঁয়েছে কি না—তার পর নিজে কিছু জঠরে দাও। এ প্যাঁজভোজী পয়জারখাগীকেও কিছু দিলে, সে ফেলে দেবে না। উপরন্তু, দয়া থাকে ত এ দুটো ছুঁড়ীকেও বঞ্চিত করো না। দেখ তুমি উপবাসী থাক্‌লে, আমরা কিছু হেসে হেসে খেতে পার্‌বো না।”

বিষণ্ণভাবে সরযূ বলিলেন, “সই তোর আমার পেটের জ্বালা বড়। তা না হ’লে, সে অল্প বয়সে কি আমরা তেমন মা বাপ খেতে পার্‌তাম! যা হোক তোর কথায় গালে দিলেও গলায় নাব্‌বে কেন!” উভয়েরই আবার নিরবে অশ্রুপাত।

আয়েষা বলিল “গালে দিয়াই দেখ না। ভগবানের এমন কল নয় যে, দাঁত জিব থাক্‌তে খাবার গলায় নাবে না।”

শ্বাস-প্রশ্বাসের ভাবে সরযূ প্রাণেশ্বরের সুনিদ্রা বুঝিয়া আয়েষার কথামত অন্য কক্ষে বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলকে আহার করাইলেন এবং আপনিও কিঞ্চিৎ আহার করিতে বাধ্য হইলেন।

তৎপরে ভিখারী, সেদো ও চাম্‌রের সংবাদ লইয়া সরযূ সহ-চরীর সহিত প্রাণকান্তের শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। বিজ্‌লী ক্ষণকালের নিমিত্ত ছুটী পাইল।

পাছে প্রাণেশ্বরের শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হয়, এই ভয়ে ধীরে ধীরে বাতাস দিতে দিতে সরযূ অবিশ্রান্ত অশ্রুমোচন করিতে-ছেন দেখিয়াও আয়েষা সহচরীকে পতিসেবা হইতে বিরত হইতে বলিল না। কারণ সে জানিত, সুশ্রূষায় মন নিবিষ্ট থাকিলে, বৃথা দুর্ভাবনায় এত কাতর হইতে হয় না। কিন্তু সখী একই হাতে বহুক্ষণ সমভাবে বাতাস দিতেছেন,—হস্তের পরিবর্ত্তন নাই, ইহাতে সে বুঝিল নিজ শরীরের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল

না। কায়মন সম্পূর্ণভাবে পতির উপরেই স্থাপিত রহিয়াছে। সন্ন্যাসীর নাসিকার ক্ষতস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। তাহা না হইলে, তাঁহার নয়নে এরূপ অবিরল জলপ্লাবন সম্ভবপর হইত না। 'সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতং, নীতিশাস্ত্রের এই সারগর্ভ উপদেশ স্মরণ করিয়া আয়েষা সখীর হস্ত হইতে পাখা নিজহস্তে লইল এবং বলিল, "খানিক ক্ষণ পাশাপাশি করে শোও না। তা দেখে, এ দুঃখের সময়েও তোমার সখীর মনে একটু সুখ হবে।"

অধিকতর কাতরপ্রাণে অস্ফুটস্বরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সই, "এমন সময়ে তোমার অমন সা'ধ হ'ল! ওরে, আমার মাথা খাস, আমায় ছুঁয়ে বল্, ভাবনা ত কিছু নেই?"

তদ্রূপ অস্ফুটস্বরেই আয়েষা বলিল, "আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা সরযূর কেশ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্য্যন্ত, স্পর্শ কেন, সজোরে ধ'রে এলাহি আক্‌বরের নাম কর্‌তে করতে আমি স্পষ্ট করে বল্‌ছি, সখার প্রাণের ভাবনা দূরে থাক্, তিনি কাল প্রাতঃকালে তাঁহার পবিত্র কলেবরে বেদনার লেশমাত্রও অনুভব কর্‌বেন না বোধ হয়। যা হোক্ ভাই, যে ভালবাসে সেই মজে। যাকে ভালবাসে তারই মজা। তুমি বসে কাঁদ আর হাত ব্যথা কর— আর সখা নিরুপদ্রবে নাসিকাধ্বনিতে অন্যের কর্ণ বধির ক'রে সুনিদ্রার সুখভোগ করুন। এ লাঞ্ছনা দেখে আর ভুগে যে ভালবাসা ছাড়্‌তে পার্‌লাম্ না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? যা হোক্ সই, সখার জন্যে আমার এখন আর ভাবনার লেশও নাই। এখন ভাবনা তোর জন্যে। বুক ফাটিয়ে কেঁদে কেঁদে তুই কি একটা বিভ্রাট ঘটাবি! তোর হাতে ধ'রে

বলি, তুই একটু শো।”

কাঁদিতে কাঁদিতে সরযূ সেইরূপস্বরে বলিল, “সই, বল কোন প্রাণে, কে কেমন ক’রে এ সোণার অঙ্গে এমন করে মেরেছে? নাথ যে আমার দুর্ব্বলের বল, অন্ধের যষ্টি, আমাদের হারানিধি! আমার অকুল পাথারের কাণ্ডারীর এরূপ দশা দেখ্‌বার আগে আমি কেন মোলাম্‌ না সই”?

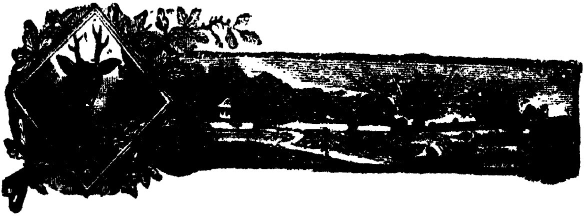
সরযূর বদনে আর বাণী নিঃসরণ হইল না। তাঁহার বস্ত্রাবৃত বক্ষঃস্থল সাগরোর্ম্মির ন্যায় মুহুর্মুহুঃ উঠিতেছে ও পড়িতেছে। আয়েষা প্রাণের বেগে সহচরীকে নিজ বক্ষস্থলের উপর ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, “আমি কি তোমার পর? যদি সখার জীবনের কণামাত্র আশঙ্কা থাকৃত, তা হ’লে কি প্রাণ বেঁধে হাস্‌তে হাস্‌তে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার্‌তাম। নিমগাছের ছাল লোকে লইয়াই থাকে। তাতে তাদের রোগ নিবারণ হয়। কিন্তু নিম্‌গাছের কিছুই হয় না। দু দিন একদিন ছাল ছাড়ান জায়গাটা দেখ্‌তে ভাল দেখায় না বইত নয়! তুমি আমার কথা শোন— জগন্নাথের নাম ক’রে সখার পদতলে শোও। রাত্রি শেষে দেখ্‌বে, সখা ঐ মুখে আবার হাস্‌বেন এখন।”

আয়েষার এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সন্ন্যাসিনী মস্তকের কেশরাশিতে সন্ন্যাসীর পদতল স্পর্শকরতঃ জগন্নাথের নাম জপ করিতে করিতে নিঃশব্দে শয়ন করিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, সহসা সমূলোৎপাটিত পুষ্পপত্রশোভিত স্বর্ণলতা পতিত সালবৃক্ষের মূলদেশে লুটাইতেছে।

কখন আয়েষা, কখন লছ্‌মনিয়া সন্ন্যাসীর অঙ্গে বাতাস করিতেছে, আবার বিজ্‌লী বা লছ্‌মনিয়ার দাসী অভিমানব্যঞ্জক

নয়ন ও বদন দেখাইয়া তাঁহাদিগের হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইতেছে। আয়েষা মধ্যে মধ্যে সুপ্ত সন্ন্যাসীর ধমনি পরীক্ষা করতঃ প্রফুল্ল বদনে সখীর দিকে চাহিতেছে। তাহার সখা বিজয় হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সরযূ অনেকক্ষণ কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট পতির আরোগ্য প্রার্থনা করিতে করিতে হাঁপাইয়া পড়িতেছেন এবং সেই সময়ে চমকিতভাবে ও ভয়বিহ্বল-নেত্রে সহসা উপবিষ্টা হইয়া নাথের বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-ছেন—এই সময় সহাস্তবদনে অস্ফুটস্বরে আয়েষা বলিতেছে,—"বেশ আছেন, কোন ভাবনা নাই—ঐ শোন না, ছেঁড়া নাকের ডাকে ডাকাতও পালায়।"

সখীর কথা শুনিয়াও সরযূর বদন বিষণ্ণ ও নয়ন জল-ভারাক্রান্ত। তিনি ভাবিতেছেন, "ঘোর বিকারবশতঃ এরূপ গাঢ় নিদ্রা হয় নাই ত"। মায়ার কর্ম্মই এই।



ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সখি! বাঁচালে।

অভ্যাসের গুণ যাবে কোথায়? ডাকদিবার পূর্ব্বক্ষণেই সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনার্থে তিনি গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন। আয়েষা সখীর কর-পল্লব দুইটী সখার বিশাল বক্ষস্থলের উপর রাখিয়া হাস্যব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "উঠিতে দিও না। কি জানি যদি অসুখঃবৃদ্ধি হয়"। ব্রীড়াবনত বদনে সরয়ূ হস্ত সরাইতে যাইতেছেন, আয়েষা সে হাত সে স্থানে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। সে অবস্থাতেও প্রবোধের অপার আনন্দ। ক্ষণকাল পরে সলজ্জভাবে হাসিতে হাসিতে তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। আয়েষা বলিল, "এখনও রাত্রি আছে। সূর্য্যোদয় হইলে বুঝে সুঝে বাহিরে যাইতে দিব"।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার হ'য়েছে কি"? ধন্য আয়েষার চিকিৎসাকৌশল, ধন্য তাহার ঔষধের বীর্য্য"। সন্ন্যাসী

মস্তকে বা শরীরের কোন স্থানে কোনরূপ বেদনা অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

আয়েষা হাসিয়া বলিল, "একবার সখীর নয়নদুটী ধার করে আপনি আপনার নাকটী দেখুন, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আপনার কি হ'য়েছে"। সখীর কথায় নাকে হাত দিয়া প্রবোধ বলিলেন, "তাই ত, নাকে আমার কেহ কিল মেরেছ না কি"? আয়েষা হাসিয়া বলিল, "কিল্ কে মেরেছে, তা জানি না—নাক ভাঙ্গাটী আমার সখীর বটে।"

পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসী বাহিরে গমন করিলেন এবং সরযূ প্রেমের পুলকে সখীর গলদেশ ধারণপূর্ব্বক অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে অর্দ্ধোক্তিতে শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুলীসের লোক হত আহত দস্যুদিগকে পুষ্করে আনিয়াছিল। পেলারামের কঠিন প্রাণ এখনও তাহার সবল দেহ হইতে বিমুক্ত হয় নাই।

আমাদিগের রমণীগণ মুখপ্রক্ষালন ও তীর্থস্নানাদি সমাপন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কেহ পূজার অনুষ্ঠান, কেহ কেহ বা রন্ধনাদির আয়োজন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আয়েষা সন্ন্যাসিনীর আহত বৎসদিগকে দেখিতে যাইবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে সেদো দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া বলিল, "মা একবার এসে বাবার রকমটী দেখে লাও। ওদের সর্দ্দার শালোরে তিনি যে গো-বেড়ান বেড়িয়েলো, তা দেখলি আর গালের ভেতর দাঁত রাখা যায় না। এখন তিনি তারে কোলে করে বসে কেন্দেছে, আর তার ভালর জন্তি হুগ্‌গিরে কত কি বল্‌ছে। হুগ্‌গির

ত আর কাম লেই। বাবা তোমাকে ডাকৃতি পাঠালে। একটু জল্‌দি এস। শালোর ঝ্যান কসাইয়ের পরাণ। তা না হলি, এখনও শুনৃছে কেম্‌নে? বাবারে ছ্যান করিয়ে দিতি পাল্লি মুই ঠাণ্ডা হই"।

ত্রস্তেব্যস্তে আয়েষা সেদোর সহিত চলিতে লাগিল। বিজ্‌লী তাহার সঙ্গেই দৌড়িল। সরযূ লছমনিয়া ও তাহার দাসীর সহিত তাহাদিগের অনুগামিনী হইলেন।

পুষ্করের বাঁধাঘাটের পূর্ব্বে পুলীস, পাণ্ডা ও অন্যান্য বহুলোকের মধ্যস্থলে সন্ন্যাসী পেলারামের ভগ্নমস্তক নিজ ক্রোড়দেশে সন্তর্পণে ধরিয়া গলদশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেদোর কথায় তাঁহার পশ্চিমদিকস্থ লোক সকল দক্ষিণে ও বামে সরিয়া যাইলে, আয়েষা তাঁহার সখার নিকটে স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইল। পুরুষ মণ্ডলীর মধ্যে যাইতে না পারিয়া কিয়দ্দূর হইতে পতির সে ভাব দর্শনে সরযূ এককালে মুগ্ধা হইয়া শ্রীহরির চরণ স্মরণ করতঃ প্রার্থনা করিতেছিলেন, "হে হরি! নাথকে যেন আর এরূপ সঙ্কটে পড়িতে না হয়। এ কাঙ্গালিনীর জন্যই তাঁহাকে স্বজনের সহিত কত ক্লেশই ভোগ করিতে হইয়াছে। জানি না কত লোক আহত বা এককালে হত হইল। আমি পাপীয়সী, তাহা না হইলে আমার জন্য এত হইবে কেন? দয়াময়! আমার কপালে যাহা লেখা আছে, তাহাই হউক। কিন্তু এ পাপিষ্ঠার পাপে যেন নাথের কোন ক্লেশ না হয়"।

অজ্ঞাতসারে তাঁহার করপল্লব যুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং নয়নদ্বয় হইতে দরদর ধারা বহিতেছে।

সন্ন্যাসীর কাতরবদন ও অশ্রুপূর্ণনয়ন দেখিয়া বেচুয়া মুগ্ধা

হইল ও ভাবিতে লাগিল, সখাকে দেখিলে মহাভারতে বর্ণিত ভীষ্মদেবের কথা অলীক বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। নিজের জীবন হননোদ্যত শত্রুর প্রাণের জন্য যদি এই কলিকালেও সখা আমার এত কাতর হ'তে পারেন, তা হ'লে সে দ্বাপরের শেষ বা কলির প্রারম্ভে জাহ্নবীসুত শান্তনুনন্দন নরনারায়ণকে আপনার মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিয়া তীক্ষ্ণধারশর-শয্যার উপর শয়ানাবস্থায় শান্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও শান্তিপর্ব্ববর্ণন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে যবনেরও কুণ্ঠিত হওয়া, অবিশ্বাসী মনের পরিচয় দেওয়া মাত্র। এই সময়ে অতিশয় কাতরস্বরে সখা সখীকে বলিলেন, "আর বিলম্ব ক'র না, ব'স,—ক্ষতস্থান পরীক্ষা কর। এ দস্যু রক্ষা পাইলে, আমি মনে করিব, আমার জীবন লাভ হইল। যদি দয়াময়ের ইচ্ছায় পেলারাম পুনর্জ্জীবিত হয়, তাহা হইলে তোমারও জীবন সার্থক হইবে"।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সেদো বলিয়া উঠিল, "আর তা হলি আরও কত মেয়ে মান্ষির মাতা ফাট্‌বে, কত ইস্ত্রীলোককে ধ'রে লে যাবে, আর সন্নিসী ঠাকুরদেরও যমের বাড়ী পাঠাবে। ও বাবার হাতে মরছে, তাই ওর ভাগ্যি। এখন মুই ওরে চিন্‌ছি। মোর মাসাত ভাই কেলোরে যে মাটী দেছে, মুই তারে ছাড়ব না। একবার উঠে বস্‌লি ত হয়! মুই ওর প্যাটের মদ্দি বাণ চালায়ে মুখ দে তা টেনে বার ক'র্‌ব—আর সেই সঙ্গে শালোর জিব্‌টে কেটে লে, শেয়ালকে দে খাওয়াব"।

তৎপরে আয়েষা মনোযোগের সহিত পেলার দেহ পরীক্ষা করিল এবং বলিল; "পূর্ব্বজন্মের কোন পুণ্যফলে পেলারাম এ পুণ্যধাম পুষ্করতীর্থে দেহত্যাগ করিবে। এ পবিত্র মৃত্তিকায়

তাহার মস্তক রাখিয়া আপনি সকলের সহিত ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করুন। আপনি ভিন্ন এ সময়ে তাহার এ পরমবন্ধুর কার্য্য আর কে করিবে" ?

অশ্রুতে আপ্লুতবদন সন্ন্যাসী সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি এর জীবনরক্ষার কোন আশা নাই" ? আয়েষা "কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে" বলাতে, "জয় হরশঙ্কর, হে শিব মঙ্গলকর" বলিতে বলিতে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং পরক্ষণেই নয়নের জল মুছিয়া অধোদৃষ্টিতে দেখিলেন, দস্যুনেতার অন্তিমকাল উপস্থিত। অমনি বহুবার শ্রুত, সুতরাং অভ্যস্ত, "ওঁ গঙ্গা নারায়ণঃ ব্রহ্মঃ" তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইতে লাগিল। পশ্চিমদেশবাসী সকলে "রাম নাম সত্য হায়" বলিতেছে, এমন সময়ে দুলীরামের সহোদর তাহার দেহভার পরিত্যাগ করিল।

পেলারাম হিন্দু। পরিণামে যাহাতে তাহার সৎকারের ব্যবস্থা হয়, হস্তধারণপূর্ব্বক পুলীসকর্ম্মচারীদিগকে সেইরূপ অনুরোধ করতঃ, গম্ভীরভাবে যেন কিছু ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সহচরীর সহিত বাসার সম্মুখভাগে উপবেশন করিলেন। তিনি এতই অন্যমনস্ক যে, অদূরে যে তাঁহার হৃদয়ের আনন্দদায়িনী বিষণ্ণবদনে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে নির্নিমেষনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহা তিনি দেখিতেও পাইলেন না। পেলারাম যে তাঁহারই লাঠির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, ইহাতেই তিনি আপনাকে ঘোর মহাপাতকী মনে করিতেছিলেন। এ দিকে আবার 'শ্মশান বৈরাগ্য' তাঁহার অন্তরে মধ্যে মধ্যে 'উঁকি ঝুকি' মারিতেছে। তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে শরৎকালের মেঘের ন্যায় সংসারের অন্ধারম্ভ স্বপ্নদৃষ্ট

চিত্রের মত প্রতীয়মান হইতেছে। সেই সংসারে বিশিষ্টরূপে লিপ্ত হইবার চেষ্টা কি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? শূন্যনয়নে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আয়েষা শ্রুতিমনোহর জলতরঙ্গের স্বরে রঙ্গ করিয়া বলিল, "পিতৃমাতৃবিয়োগে লোকে এরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে—আবার শোকসন্তাপে নিদ্রার আবেশে, সে মৃত পিতৃমাতৃবদন স্বপ্নাবেশে দেখিয়া কতই অশ্রু-মোচন করে। পেলারাম আপনার কে? জীবন হননোদ্যত নিষ্ঠুর রাক্ষসবৎ দস্যু। সফলকাম হইলে সে আপনার পতিকাঙ্গালিনী, সুপ্রণয়িনী সহধর্ম্মিনীকে চিরবিরহিণী বা যমপুরীগামিনী করিত। সৎসঙ্গগুণে এ পবিত্রস্থানে ঘোর মহাপাতকের গুরুভারে ভারাক্রান্ত দেহভার পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, সে যে আপনার বদনে ভগবানের নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছে, হে বৈরিবন্ধু! ইহাতে আনন্দিত না হইয়া আপনি এত দুঃখিত হইতেছেন কেন"?

সন্ন্যাসীর চমক ভাঙ্গিল। স্বপ্নদৃষ্টা জননীর আদেশ তাঁহার স্মরণপথে আসিল। শ্রীগুরুর আজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ তিনি বলিলেন, "সখি! তুমি বিপদের সুহৃদ্—আর শ্মশানের বন্ধু। ভাব্ছিলাম পেলারাম আমার হস্তেই মরিল।" ব্যস্ত হইয়া আয়েষা বলিল, "না না, তা নয়। সে, যথা সময়ে চিকিৎসা করিলে, নিশ্চয়ই বাঁচিত। ঠিক সেই সময়ে যদি সে রাক্ষসের পুত্র ক্রোকস্ পশ্চাদ্দিক হইতে আপনার মস্তকে লাঠী না মারিত, আর সে আঘাতে আপনার জ্ঞানলোপ না হইত, তাহা হইলে পেলার জীবনের খেলা এখনও শেষ হ'ত না।" সন্ন্যাসীর আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তিনি বলিলেন, "বাঁচালে সখি"। সখার কথায় সুখের অশ্রু

মুছিতে মুছিতে আয়েষা নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনার অঙ্গের কোনস্থানে কোনরূপ বেদনা নাই ত"? সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া বক্ষঃস্থলের উপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংলগ্ন করিলেন। অঙ্গুলি নির্দ্দিশের অর্থ এই যে যতদিন সখার মনে অশান্তি ততদিনই সখার হৃদয়ে বেদনা। আয়েষা সে তর্জ্জনী সঙ্কেত দেখিয়া কৃত্রিমকোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "দর্শনান্তে সহচরীকে অঙ্কে ধারণ করিবার পরও ভণ্ড তপস্বীদিগেরই হৃদয়ে বেদনা থাকিতে পারে। সে সুকুমার দেহস্পর্শে অন্য সকলের পুরা তিনটা না হউক, গোটা দুই তাপ ত একেবারেই দূরীভূত হয়, শুনেছি"।

সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ উচ্চ হাস্য হাসিয়া বলিলেন, "কতজন তপস্বী বা অন্য লোকের অঙ্কে তোমার সহচরীকে বসাইয়া তোমার এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমাকে দুই একটী দেখাইয়া দিলেই, আমি তোমার কথায় আর অবিশ্বাস করিব না"।

আয়েষা হাসিয়া বলিল, "এইবার নগরে যাইয়াই আমি ঘটকী হইব। যদি সহচরী তাহাতে নিতান্ত কুপিতা হন, তাহা হইলে ব্রহ্মোপম সখা আমার দুই চারিটী পুরুষ সৃজন করিয়া দিবেন। আমি তাহাদিগকে সখীর অঙ্কে, বক্ষে, পৃষ্ঠে ও উরু-দেশে বসাইয়া আপনাকে দেখাইয়া দিব, তাহারা ত্রিতাপজ্বালা ভুলিয়া মোহনহাসি হাসে কি না। বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা দূরে থাক্, যদি সে হাসিদর্শনে আপনিও অন্তরের হাসি না হাসেন, আমি চিরজীবন—চিরজীবনই বা বলি কেন, জন্মজন্মান্তর আপনাদিগের কেনা দাসী হ'য়ে আমার মনের সাধ মিটা'ব। বেলা

হয়েছে, এখন চলুন, আপনি তীর্থে স্নান করিবেন, আমি ওষধি সংগ্রহ করব। চাম্‌রে, শ্যামলাল ও বাদ্‌লাই বা কেমন আছে, তাহা এখনও দেখ্‌তে সময় পাই নাই”।

সন্ন্যাসী কহিলেন, “আজন্ম কুগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানা যাতনা সহ্য করতঃ, সহিষ্ণুতা যে সুন্দর তপস্যা, তাহা শিক্ষা করিয়াছি। সেই জন্য আপনার জ্বালায়, আপনার বিপদে, আপনার অপমান বা অভাবে আর কোনরূপ ক্লেশানুভব করি না। কিন্তু আপনি সুস্থ থাকিয়া পরের রোগের যাতনা দেখিলে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। পরের বিপদুদ্ধারে প্রাণপণে যত্ন করিতে না পারিলে আমি পাগল হইয়া যাই। আবার যে নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, যে মুমূর্ষু হইয়াও আমার উদরপূর্ণ দেখিলেই সন্তুষ্ট, আমার অঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ হইলে, যাহার মনে শেলাঘাত হয়, বল, সখি, বল, তাহার অন্তরে কোনরূপ ক্লেশ থাকিলে কি স্বর্গলাভেও আমার হৃদয়ে কখন প্রসন্নতা আসিবে” ?

আয়েষা কহিল, “শরতের পূর্ণিমায় বেদনার পসরা মাথায় করে কে আবার আপনার নিকট আসিল? এখন চলুন স্নান করিবেন। আমারও সত্বর ঔষধ সংগ্রহ কর্‌তে হবে”।

“যাও সখি, শীঘ্র যাও। আমার বোধ হয়, তোমার পদ্মহস্তস্পর্শেই বৎসগণ আরোগ্যস্নান করিতে পারিবে”, এই কথা বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসী সরযূর প্রতি একবারমাত্র কটাক্ষপাত করতঃ স্নানে গমন করিলেন।

সে জনতার মধ্যে বারম্বার প্রেমদাদর্শন আজন্ম ব্রহ্মচারীর পক্ষে এতই লজ্জার বিষয় হইয়াছে। আহা! ইচ্ছা হয় জীবন-

বিনিময়ে যদি সে লজ্জার লেশমাত্রও পাই, তাহা হইলে তাহা স্বমুখে মাথাইয়া মুকুরে দেখি, আর অন্য পরের কথা দূরে থাক্, আমি আপনার বদনের শোভায় আপনি মোহিত হই।

তাঁহার স্নানাহ্নিক সমাপন হইবার পূর্ব্বেই আয়েষা নানাবিধ মূল, পত্র ও লতা সংগ্রহ করিয়া পুষ্করতীরে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিল। পরে সখার সহিত আসিয়া রোগীদিগের গৃহদ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কশাই না মশাই।

গৃহমধ্যে যাহা অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে সন্ন্যাসী মুগ্ধ, আয়েষা প্রফুল্ল। আমাদিগের সন্ন্যাসিনী-ঠাকুরাণী কটিদেশে গেরুয়া বসন জড়াইয়া নিমপাতার উষ্ণজলে চাম্‌রের ক্ষতস্থান সযতনে ধোওয়াইয়া দিতেছেন। পাছে লজ্জা বশতঃ তিনি সে শুভ কার্য্য হইতে বিরত হন, এই জন্য সন্ন্যাসী সেইরূপ লুক্কায়িত ভাবেই তাঁহাকে অনন্যমনে ও নির্নিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা সহাস্যবদনে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "এইরূপে কিছুকাল আমার ফার্ ফরমাইস তামিল করিতে করিতে তুমিও একটা কেষ্ট বেষ্ট গোছ্ ডাক্তার হ'য়ে পড়্‌বে আর কি"।

আয়েষার কথায় নিঃশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "নীতিশাস্ত্রে, 'তথাপি জাতিমাহাত্ম্যং' এ কথাটা কি অনর্থক লিখিত আছে? 'যবাই করা,' 'দগ্ধে মারা,' যাদের

ধর্ম্ম, তারাই বাছাদের এ অবস্থা দেখেও পরিহাস ক'রতে পারে। আবার যে কাঙ্গালিনীর জন্য তারা প্রাণ বিসর্জ্জন করছে, তারই সঙ্গে পরিহাস, তোরই সাজে। এত প্যাঁজ রোসুন খেলি, তবু পরিহাস ক'রবার সময়, তোর জিব্‌টা আড়ষ্ট হয়ে যায় না"।

এ সময়ে প্রস্ফুটনোন্মুখ কমলসদৃশ সন্ন্যাসিনীর বদন ঈষৎ রক্তিম, তাঁহার ইন্দীবরতুল্য দীর্ঘায়তন নয়নদ্বয় এক্ষণে অশ্রুতে পরিপূর্ণ। সে বদন, সে নয়ন—তাঁহার সে সুন্দর নাসিকারন্ধ্রের ঘন ঘন আকুঞ্চন বিস্ফারণ দেখিয়া সন্ন্যাসী বিহ্বলভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই দ্বারদেশে নিমেষশূন্যনয়নে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রণয়িণীর বচন-সুধাপানে তাঁহার হৃদয়ে যে কিরূপ প্রবাহ বহিতেছিল,তাহা আমার বলিবার অপেক্ষা সুপ্রেমিক প্রেমিকারা অধিকতর বিশদরূপেই বুঝিতে পারিবেন।

আয়েষাও সন্ন্যাসিনীর ভাবদর্শনে ও তাঁহার সে মুনিমনলোভা বদনের কঠিন কথা শ্রবণে অন্তরে সুখী, কিন্তু প্রকাশ্যে সে বলিল, "তোমার বাছারা আর তোমার জন্য না হ'ক, আমার মত হতভাগিনী যবনী বা অন্য চিরবিরহিণী রমণীর জন্য আবার কত লাঠী মারবে, লাঠী খাবে, মাথা ভাঙ্‌বে ও মাথা ভাঙ্গাবে। ওরা সব রক্তবীজের বংশপরম্পরা—রক্তপাতেই ভাল থাকে ও চিরজীবী হয়"।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই, সবেগে ক্রন্দন করিতে করিতে সন্ন্যাসিনী সহচরীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, "যবনি! তুই না বলেছিলি, আমার কথায় কখন অভিমানিনী হবি না! তবে আপনাকে 'হতভাগিনী' বল্লি যে? কি বল্‌ব, বাছাদের জন্য তোর ঐ চাঁপারকলির মত আঙ্গুলগুলির

আবশ্যক আছে, তা না হলে ওগুলিকে, হাতি যেমন পদ্মবন ভাঙে, আমি তেমনি করে ভাঙ্‌তাম"।

আয়েষা কহিল, "মরণ আর কি! এরা কোথাকার কে তার সাকিম নেই, এদেরই হাত পা ভাঙ্গা দেখে কেঁদে মরছেন। উঁনি আবার ওঁর আয়েষার আঙ্গুলগুলো স্বয়ং ভেঙে দেবেন। তোর কথায় তোর বেচুয়া মানিনী হবার পূর্ব্বে কবরশায়িনী হবে লো। তোর যেরূপ অবস্থা হয়েছিল, তুই হাত পা নেড়ে কিছুক্ষণ উঠ্‌তেই পারতিস্ নে। আমি কেমন ডাক্তার দেখ্ দেখি! এক হতভাগিনী মন্ত্রপাঠে কেমন তোকে চাগিয়ে তুল্‌লাম"।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "এখন তোর সাপের মন্ত্র রাখ্। আগে বাছাদের ঔষধ দে। ভাল, তাঁকে কোথায় রেখে এলি"?

আয়েষা সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকাহস্তে চাম্‌রের পার্শ্বে গম্ভীর বদনে বসিয়াছিল। কিন্তু সখীর শেষ কথায় তাঁহার দিকে স্পষ্টতঃ এবং পার্শ্বদৃষ্টিতে সখার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,

"ক্ষণেক না দেখে তাঁরে, আমি মরে যাই।
পলকে প্রলয়জ্ঞান, বুঝি বা হারাই"।

শত্রুর মরণে যাঁর এত রোদন, "প্রাণেশ্বরীর ভোজনের জন্য তিনি রন্ধনের আয়োজন কচ্ছেন, এ কথাটাও কি তোমার স্থূল বুদ্ধিতে উদয় হ'ল না"?

সন্ন্যাসিনী বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "এখনও আমোদে তুই আট্‌খানা হ'স্ না। জিজ্ঞাসা কর্ গিয়ে, মাঝে মাঝে তাঁর মাথার ভিতর চিড়িক মার্‌ছে কি না। বাছাদের ওষুধ দিয়ে তুই তাঁর ব্যবস্থা কর্, তার পর আমি তোর পোড়া পেটে প্যাঁজ পুড়িয়ে পয়জার দিব"।

আয়েষা বলিল, "তুই যে ভাই ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেলি। তুই হাকিম্, বদ্যি, বা ডাক্তার ন'স। সখার মাথার চিড়িক তোর মনে ঘা দিল কেমন করে? সখা ত কিছু বলেন নাই। তবে মাথার ঘায়ে কুকুরও পাগল হয়। কিন্তু তুই তাঁর জন্যে আর ভাবিস না। ওরূপ চিড়িক মারা আমি ফুসমন্তরে ভাল কর্‌ব। তবে হ'ল এই যে, তাঁকে দিনকতক ধরে ওষুধ খেতে হবে, আর তোদের রীতিমত যুগলমিলন দেখবার বড় সাধ মেটাতে একটু অপেক্ষা কর্‌তে হবে"।

"মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" যে বলে, আমার হয়েছে তাই"—তৎপরে এই কথা বলিয়া আয়েষা ছুরির পরিবর্ত্তে ছোরাহস্তে পূর্ব্ববৎভাবে চাম্‌রের ক্ষতস্থান তীব্রনয়নে অঙ্গুলিস্পর্শ দ্বারা পরীক্ষা করিল। তাহার পর যখন সে ক্ষতস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানচ্যুত চর্ম্মগুলি কাটিতে ও সেই ছোরার অগ্রভাগ দ্বারায় ক্ষতমধ্যস্থ ক্লেদাদি তুলিতেছিল, তখন চাম্‌রে যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে অঙ্গসঞ্চালন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। আবার ক্ষতমধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ মাংসগুলি কাটা হইবার সময়, তাহার বিকৃতবদন হইতে 'গোঁ গোঁ' শব্দ নির্গত হওয়ায়, সরযূর নয়ন মুদিত হইল ও তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দেওয়াল স্পর্শ করিল। এইবার ঈষদুষ্ণজলে ক্ষতস্থান পুনরায় সুপরিষ্কৃত হইলে, তদুপরে প্রলেপ দেওয়া হইল। বস্ত্র-খণ্ডে রোগীর মস্তক রীতিমত আবদ্ধ হইলে বিজ্‌লী আদেশানুযায়ী উষ্ণ দুগ্ধ আনিল। তখন আয়েষা আবার হাসিয়া হাসিয়া সখীকে বলিল, "আবার বাছারে দুধ খাওয়াও"। সহচরীর সে হাসিতে সরযূর মেঘাচ্ছন্ন মুখশশী হইতে বাক্যস্ফুরণ হইল। তিনি বলিলেন, "যদি মুসলমান জাতিতে কশাইয়ের জন্ম না হইত,

তা হ’লে আর তুই সেরূপ প্রাণবিদারক শব্দ শুনেও, অমন করে হাসতে পারতিস নে। কাট্, ছেঁড়্, আর যা খুসি হয় তাই কর্, আমায় একবার স্পষ্ট ক’রে বল্—এ যন্ত্রণার পরও বাছা বাঁচবে ত’’? আয়েষা সেই ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুই দেখছি ডাক্তারি শিখতে পার্বি নে। আজ তোর বাছা অনেক ভাল আছে—তার জ্বর কমেছে, সংজ্ঞাও হ’য়ে আসছে। বোধ হয় অপরাহ্ণে তার কথা ফুট্বে। তখন বুঝ্বি মুসলমান কশাই কি মশাই”।

বিজ্লী চাম্রেকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনীর সহিত আয়েষা ও শ্যামলাল বাদলের ঘরে গেল। আয়েষাকে দেখিয়াই তাহারা উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী ইতিপূর্ব্বেই তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়া ও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। আয়েষাই গুরুদেবকে সুস্থ করিয়াছে, এই জন্যই তাহাদিগের চক্ষে এ সময়ে জল—এ জল কৃতজ্ঞ হৃদয়নিঃসৃত সুধা। দস্যুর নয়নে সে সুধা দর্শনে সরযূ ও আয়েষা অতীব মুগ্ধা। বাক্যস্ফুরণ হওয়াতে তাহারা উভয়েই কাতরস্বরে চাম্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আয়েষা সখীর কর্ণে বলিল, “সহোদরে সহোদরে বিবাদ, আর দস্যুতে দস্যুতে সদ্ভাব দেখ”। চাম্রে অনেকটা ভাল আছে শুনিয়া রুদ্ধকণ্ঠে শ্যামলাল আয়েষার পদধূলি লইবার জন্য হস্তবিস্তার করিল এবং বাদল সন্ন্যাসিনীকে বলিল, “ওমা! তবে আর ত ভাবনা নাই। দেখছি শ্যামলাল কিছুতেই মর্বে না। যদি ওর কপাল বড় মন্দ হয় ত, না হয় খোঁড়া হ’য়ে চল্বে। তাই বলি মা, আমায় পেট ভরে প্রসাদ দাও—আমি আর পেটের জ্বালায় বাঁচি না”।

সন্ন্যাসিনী চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে স্নেহস্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "শ্রীহরির কৃপায় তোমরা সকলে ভাল হ'য়ে উঠ বাবা, তা হলেই আমার সকল সার্থক"।

আয়েষা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বালাই! কেন গা আমার শ্যামলাল খোঁড়া হবে—তার পদাঘাতে কত পেলার পেট ফাটবে"।

এই সময়ে বাষ্পগদগদ স্বরে কে বলিল, "মা গো! চণ্ডাল প্রণাম করে"। চমকিতা হইয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে উভয় সখী দেখেন, ভিখারীর প্রকাণ্ড দেহ দণ্ডবৎ পতিত রহিয়াছে। তাঁহারা গদগদ বচনে বলিলেন, "চিরজীবী হও বাছা! জন্ম জন্ম যেন তোমার মত পুত্র পাই। শ্রীরামের সহায় হনুমান, আর আমাদের সহায় ভিখারী"।

"জ্বর নাই বলিলেই হয়" এই কথা বলিয়া আয়েষা শ্যামলালের নিকট হইতে বাদলের শয্যার পার্শ্বে আসিতেছে, এই সময়ে বাদল হাসিয়া বলিল, "এই দেখ, আমি উঠে বসি- আর বল ত লাফ দিতেও পারি। প্রলেপের কড়ারে পা দুটো একটু আড়ষ্ট আছে বৈ ত নয়"।

হাসিতে হাসিতে আয়েষা দ্বারপার্শ্বে আসিয়াই ভিখারীর সমস্ত অঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিল। রোদন করিতে করিতে সে বলিল, "শালারা আমার কেবল চামড়াই ছিঁড়েছে। উড়ো কাঁটায় যে দু' একটা গর্ত্ত হয়েছিল, মা'র ওষুধে তা এক দিনেই পুরে গেছে। গুরুদেবকে দেখেই মাথায় বজ্রপাত হ'য়েছিল। তা আমাদের মা'র কাছে ধন্বন্তরিও কলম ধরতে পারেন না"।

আবার হাসিতে হাসিতে আয়েষা সন্ন্যাসিনীকে টানিয়া স্নানার্থে যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে রমণীগণ শুনিলেন,

সন্ন্যাসী পাণ্ডাদিগকে আহারের আয়োজন করিতে বলিতেছেন। পাছে তাঁহার সরযূ লজ্জিতা হন, এই জন্য তিনি যথা সময়ে সরিয়া গিয়াছিলেন।

বাসার বাহিরে আসিয়াই সরযূ শিউবক্সকে দেখিলেন। সে নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারা আউরৎকো নাম গঙ্গা হায় না" ? সে বিস্মিত ও বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "হাঁ মাই"। "উওঃ মেরী ভালা লেড়্‌কী হায়"। তাহাকে এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী পুষ্করাভিমুখে চলিলেন। সেও মুগ্ধভাবে কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

আয়েষা সখীকে বলিল, "তুই তবে কেবল সন্ন্যাসিনী ন'স। আজ হতে তোকে মাঝে মাঝে আচায্যি ঠাকরুণ বলে ডাক্‌বো"।

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "এখন পরিহাস কর্‌ছিস, কর্‌। যে দিন হস্তরেখা দেখে তোর বিয়ের দিন, আর বুক ও মুখের শিরাদৃষ্টে তোর বরের বর্ণ ব'ল্‌ব, সেই দিনই তুই অন্তরে অন্তরে বুঝ্‌বি, আমি কত বড় আচায্যি ঠাকরুণ"।

তীর হইতে আয়েষা দেখিল সন্ন্যাসিনী কটিদেশ পর্য্যন্ত জল-মগ্ন করিয়া ঝুনা নারিকেল হস্তে কোটী কোটী শিঙিমৎস্য ও দু' একটী ঢোঁড়াসর্প পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মানা হইয়াছেন, আর মূর্খ পাণ্ডা ইষ্টদেবের পরিবর্ত্তে "অষ্টাদিব নমুনাদিকং" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া "হাম্ পুষ্কর আস্নান করিষ্যে" বলিতেছে। সেই রাশি রাশি ক্ষুদ্রজীবপূর্ণ সবুজবর্ণ জলে সাক্ষাৎ গৌরী-সদৃশী সন্ন্যাসিনীর নিমজ্জন ও পুনরুত্থান দেখিয়া আয়েষার নীল-জলে কমলেকামিনীর ছবি মনে হইল। কলসপূর্ণজলে আয়েষাও বিধৌত হইলে পর, সকলে সত্বরপদে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকা প্রেমিকে।

আজি আমাদিগের সন্ন্যাসিনী পাচিকা। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপনান্তে সন্ন্যাসী যখন সারণ স্বরে ভক্তিভাবে একান্তমনে স্তব প্যাঠ করিয়াছিলেন, তখন আয়েষা ও তাহার সখীর কথা দূরে থাক্, সে স্বরে তত্রস্থ নরনারীগণ মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেছিল। সে স্তবের প্রতিঅক্ষর ভক্তিপ্রদ। সন্ন্যাসী-পত্নী স্তবের ভাবে ও পতির স্বরে ভক্তিপরিপূর্ণ হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। আয়েষাও সহচরীর ভাবে ও সখার স্বরকম্পণে মুগ্ধা হইয়া দুই এক বিন্দু নয়নের নীর নিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এখনও চাঁয়ের অচেতন। জ্বরবেগ থাকাতে, দুগ্ধপানান্তে খেয়াওয়ালার ক্ষুধার জ্বালা তত হয় নাই। কিন্তু বাদলের দু এক সের দুগ্ধে কি হয়? পদের বেদনায় পদই কাঁদিবে, উদর

দগ্ধ হয় কেন? এতদ্রূপ চিন্তা করিতে করিতে সে ক্ষুধিত বিড়ালের ন্যায় ঠাকুরের প্রসাদের অপেক্ষা করিতেছিল। এ দিকে সকলেই পূর্ব্বরাত্রের অনিদ্রা ও পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত। সেই জন্য স্তব-পাঠ সমাপন হইলেই ঠাকুর আহারের জন্য আহূত হইলেন। অন্য আচমনের জন্য আসন পরিত্যাগ করিতে সন্ন্যাসীর অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ, সন্ন্যাসীর বেশগ্রহণের পর এই প্রথম তিনি রমণীরন্ধন-রসাস্বাদন করিলেন। এ রমণী আবার যে সে রমণী নহে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সহচরী এত দিনের পর গোপনে সখাকে মধ্যে মধ্যে সলজ্জভাবে দেখিবেন, কখনও বা তাঁহার প্রেমপূর্ণভাব দেখিয়া ও রসপূর্ণ সুমধুর বচন শুনিয়া মৃদুমধুরহাস্য করিবেন এবং পতির পূর্ণ উদর দেখিয়াও তাঁহাকে আরও কিছু আহার করিতে অনুরোধ করিবেন, এই আশায় প্রাণসখী আয়েষা সকলকে সন্ন্যাসীভোজন দেখিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং লুক্কায়িতভাবে মধ্যে মধ্যে রন্ধনশালায় দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, তখন তাহার সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। সহচরী অবগুণ্ঠনবতী, সখার ভোজনের প্রতি মনো-নিবেশ নাই। তিনি সতৃষ্ণনয়নে সখীর প্রতি অঙ্গের সঞ্চালন নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু প্রণয়িনীর বদনদর্শন বা বচন শ্রবণ করিতে ব্যাকুল হইতেছেন না। মনোরথপূর্ণ না হওয়াতে আয়েষা সখার উপর প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিল।

তাঁহার ভোজনান্তে আয়েষা প্রভৃতি অন্যান্য সকলেই আহার করিল। অজ্ঞান অবস্থায় চাম্‌রে ও সজ্ঞানে খেয়াওয়ালা পুনরায় দুগ্ধপান করিল।

সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর প্রসাদে বাদলের উদর আর পূর্ণ হয় না

দেখিয়া বিজ্‌লীর মুখে আর হাসি ধরে না। ঘোর বিপদের পর পূর্ণোদরে কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। আমাদিগের তীর্থযাত্রীরাও সেইজন্য ক্ষণকাল বিশ্রামসুখভোগ করিতে লাগিলেন। শয়নের পূর্ব্বে সন্ন্যাসিনী সখীর রোষকষায়িতলোচন দেখিয়া হাস্য করাতে সখী বুঝিল লজ্জার ভিতর সহচরীর কোন কথা আছে। আয়েষা ভাবিতেছে সখীকে কিছু বলিবে, এমন সময়ে বিজ্‌লী রুদ্ধশ্বাসে বহির্ভাগ হইতে আসিতে আসিতে অতিশয় উৎসাহের সহিত যে কি বলিতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না। সকলেই জানে যে, সে একখানি সুলভমূল্যের সংবাদপত্র। হাসিতে হাসিতে হিন্দীতে সন্ন্যাসিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধুয়া কি আবার বাঘ মেরেছে"? সেও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিজভাষায় বলিল, "না, মাই! এবার সর্পমশায় দস্যু ধরেছে। সাধুয়া পুলীসের সঙ্গে যেতে চায়"।

সন্ন্যাসিনী পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, "আর তোমার ঘরে থাক্‌তে প্রাণ হাঁপায়। তা যাও, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরে এস"।

ক্রমশঃই সাপে মানুষ ধরার গোল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঘরে বাহিরে সকলেরই মুখে ঐ কথা। দিবসের শেষভাগে বিজ্‌লীর কলরবে আয়েষা সন্ন্যাসিনীকে লইয়া সত্বর গবাক্ষদ্বারে গেল। বহির্ভাগে দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রই অতিকষ্টে শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে সন্ন্যাসিনী কণ্টকিত অঙ্গে 'মা গো' বলিলেন এবং পরক্ষণেই সুকোমল লতার ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। দৃশ্যও ভয়ঙ্কর। একটী সুদীর্ঘ বোয়া-কনষ্টিক্টর জাতীয় সর্প একজন সবলকায় বাণবিদ্ধদস্যুর উরুদেশ হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে। প্রতিপাকের উভয়পার্শ্বস্থ মাংস স্ফীত ও রুধিরাক্ত। দৃষ্টিক্ষেপমাত্র সকলেই বুঝিতেছে, লোকটীর পঞ্জরের অস্থিসমস্ত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্প শোণিতাক্ত—তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, হৃৎপিণ্ডপেষণে দস্যু ঝলকে ঝলকে রুধিরবমন করিয়াছে ও তাহার রুধিরাক্তনয়ন কিয়ৎপরিমাণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়াতে তাহার লোলজিহ্বা প্রায় কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়াছে। বিমুক্তবদন ও শুভ্রদশনে তাহাকে এককালে বিকটদর্শন করিয়া তুলিয়াছে। সর্পের দেহও নানা-স্থানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং তাহার গলদেশ তখনও মৃতদস্যুর বজ্র-মুষ্টিতে সুদৃঢ়রূপে ধৃত। নিজ নিজ ভাষায় বহুলোক বলিতেছে, "ডাকাতের ধরায় সাপও মরিয়াছে"। বাস্তবিকও সরীসৃপের মুক্তবদনমধ্যে ভয়ানক দন্তশ্রেণী ও দীর্ঘ অগ্নিশিখাবৎ লোলজিহ্বা দেখিলেই বোধ হয়, সে যেন পরিহাসচ্ছলে তাহার শিকারের অনুকরণ করিতেছে। যদিও দস্যু ও সর্প উভয়েই মৃত, তথাচ কেহ কেহ বলিতেছে 'সাপ এখনও কষ্‌ছে'। কাহারও কাহারও মতে 'ডাকাত এখনও সাপের গলা টিপ্‌ছে"। এই জন্যই কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিতেছে না। এক মাগী যখন বলিল, "আহা! পেটের চামড়াটা ফেটে নাড়ীভুঁড়ী গুলো বেরিয়ে আস্‌ছে—তখনই লোকে নির্ভয় হইয়া সে ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

এ সুসংবাদ দিবার জন্য বিজ্‌লী বাটীর মধ্যে আসিল এবং সন্ন্যাসিনীকে ভূতলশায়িনী এবং গবাক্ষদ্বারে আয়েষাকে চিত্রা-র্পিতার ন্যায় দণ্ডায়মানা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকার যুগপৎ ভিখারী ও সেদোর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহারা

উভয়েই চকিতনেত্রে তাহাদিগের ঠাকুরকে একরূপ হতজ্ঞান দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিল। বিজলীর কথায় কতকাংশে ব্যাপার বুঝিয়া তিনি দাসদ্বয়ের সহিত দ্রুতপদে গৃহমধ্যস্থ হইলেন এবং দেখিলেন, প্রণয়িনী জ্ঞানহীনা। ত্রস্তেব্যস্তে অমনি তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরীর সুকেশশোভিত মস্তকে এবং তাঁহার সুবর্ণবদনে সজোরে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সখী সংজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় ব্রতী হইল। সন্ন্যাসী শূন্যনয়নে ও বিশুষ্কবদনে তৎক্ষণাৎ প্রণয়িনীর মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কাতরভাবে আয়েষার বদনপ্রতি ভীত শিশুর ন্যায় দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আয়েষা 'ভয় নাই' বলিয়া সংগৃহীত পত্র হস্তে দলিত করিয়া সখীর নাসারন্ধ্রে ধরিল। নিমেষ মধ্যেই সন্ন্যাসিনী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন, "আয়েষা রে! দেখ্, যদি বাছারে বাঁচাতে পারিস্। না জানি এ দৃশ্যে নাথের সদয় হৃদয় কতই ব্যথিত হয়েছে"।

তৎশ্রবণে সন্ন্যাসী মহাশয়ের সে সবলদেহ বেগে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং বদন ও নাসিকানিঃসৃত গর্জ্জনের সহিত তাঁহার নেত্রাকাশ হইতে অবিরল ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় জড়সড়ভাবে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, আয়েষা তাঁহাকে ধরিয়া বলিতেছে, "সহসা উঠিলে আবার মূর্চ্ছিতা হইবে। সখা আমার বাঘও নয়, ভালুকও নয়। একটু থাক না,তোমার আয়েষার চক্ষু সার্থক হউক—তুমিও সুস্থ হও"। আয়েষা সে সময়ে আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার নয়নে এক্ষণে সহস্র ধারা। তাহার বদন সন্ন্যাসিনীর বক্ষঃস্থলের উপরে। সে তাহার দুইহস্তে সন্ন্যাসিনীর বদন

ধরিয়া কাঁপিতেছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরও সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নয়ন-জলে নিজবক্ষ ও প্রাণেশ্বরীর কুঞ্চিত কেশ সিক্ত করিতেছেন। আবার এ সুখের মিলন দর্শনে গুহাস্থা রমণীর পতির বদন হৃদয়ে উদিত হইয়াছে। তিনিও তজ্জন্য মুগ্ধা হইয়া সন্ন্যাসিনীর শ্রীচরণে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার ঈষদুষ্ণ নয়ননীরে তাহা ভাসাইয়া দিতেছেন। যতই হউক বিজ্‌লী রমণী,—নারীস্বভাব তাহার কোথায় যাইবে—সে অর্দ্ধোক্তিতে কত কথা বলিতে বলিতে ঈষৎ জীল্ আওয়াজে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। পার্থক্য এই যে, আমাদিগের মহাশয় মহাশয়ারা নিরবে, আর সে অসভ্যা নারী সরবে ক্রন্দন করিতেছে।

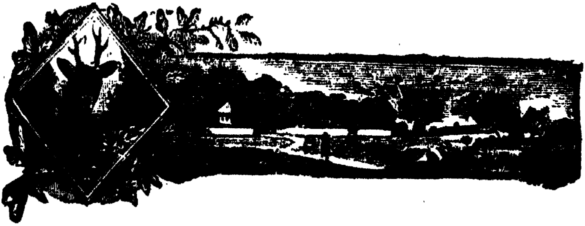
শাস্ত্রে বলে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রম আর নাই। এই আশ্রমই সকল আশ্রমের আদি। ইহা না থাকিলে প্রজারই অভাব হইত। বাণপ্রস্থ বা পরিব্রাজক হইত কে? তাই বলিতেছি, গৃহবাসী ভ্রাতৃগণ! এ সুন্দর আশ্রমের সুখ দেখিতে চাও, একবার এ সময়ে দ্বার হইতে উঁকি মারিয়া চিরবিরহী-বিরহিণীর যুগলমিলন দেখিয়া যাও। স্বাভাবিক ঝটিকা-আলো-ড়িত সাগরতরঙ্গ-দর্শনে প্রাণী মাত্রেরই প্রাণ বিকম্পিত হয়, আর এরূপ নির্ম্মল প্রেমসাগর উথলিয়া উঠিয়াছে দেখিলে, মনুষ্য মাত্রেরই—মনুষ্যই বা বলি কেন—দেবতাদিগেরও হৃদয় অননুভূত স্বর্গাৎ স্বর্গীয় সুখে ভাসিতে থাকে। এত সুখ কি মনুষ্য হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে!

শত বৎসরান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনসুখ সাক্ষাৎহ্লা-দিনীশক্তি শ্রীমতীই স্বশরীরে ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি বিদ্যুৎরূপিণী হইয়া তাঁহার গোলক ধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

যে 'নিঠুর' শ্যাম শত বৎসর প্রেমময়ী রাই বিনোদিনী, বাৎসল্যের দৃষ্টান্তরূপিনী যশোদা জননী, সখার আদর্শ রাখালগণ ও সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকাঙ্গালী শ্রীবৃন্দাবনবাসীদিগকে বিরহানলে দগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারই ভক্ত আমাদিগের সন্ন্যাসী অপেক্ষাকৃত কঠিন, সেই জন্য তিনি এ বেগ সহ্য করিলেও করিতে পারেন। গোপীভাবাপন্না কুসুম-সমা আমাদিগের চিরবিরহিনী সন্ন্যাসিনা-ঠাকুরাণী উঠিয়া বসিলে বাঁচি। শ্রীরাধাও ত দিন কতক শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। প্রেমদাতা ও প্রেমভিখারী শ্রীহরি কি আমাদিগের সন্ন্যাসিনীকে সন্ন্যাসী-সেবা করিতে সবলা করিবেন না? হাঁ করিবেন বৈ কি। তাহা না হইলে যে, তাঁহার 'দয়াল' নামে কলঙ্ক হইবে।

অতঃপর সন্ন্যাসীকে সহচরীর মূর্চ্ছারোগকারণ সর্পবেষ্টিত দস্যুর শবদেহ দূর করিতে বলিয়া বেচুয়া লজ্জাবনতবদনা সন্ন্যাসিনীকে তুলিয়া বসাইল। ঠাকুর গৃহবহিস্কৃত হইলে সন্ন্যাসিনী অন্যের অলক্ষিতে আয়েষার কটিদেশে চিমটী কাটিতে লাগিলেন। সে, প্রাণের হাসি হাসিতে হাসিতে, তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল, "আমার এ স্থানটী চুলকাইতেছে, কিন্তু এ সময়ে আর তোমার চিম্‌টীর সুখ ভোগ কর্‌তে পার্‌লাম না। আমি যে মেয়ে ডাক্তার—চারিটী রোগী হাতে পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে আবার একজন বড় লোক। আমার কি এখন মাথা চুলকাইবার অবকাশ আছে? দরিদ্রদের যা হয়, হবে। বড় লোককে ভাল করে জমিয়ে জমিয়ে দেখ্‌তে হবে। ন্যায্য দর্শনীতে যা পাইবার তা ত পাইবই, উপরন্তু তাঁহার বিশেষতঃ চারুহাসিনী পাত্র-কাঙ্গালিনী গৃহিনীর নিকট বিশেষ পুরস্কার পাইবার আশা

রাখি"। অন্যের অদৃষ্টভাবে বেচুয়ার উরুদেশে ভালবাসার ফল স্বরূপ একটী পদাঘাত করিয়া সন্ন্যাসিনী অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "চিকিৎসা আরম্ভের পূর্ব্বেই আমি তোকে এই পুরস্কার দিলাম"। বেচুয়াও হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ বক্‌সিসে আমার পেট ভ'রবে না। তোমাদের কৃষ্ণ কেবল রাইচরণস্পর্শে সুখী হন্‌ নাই—শিবও আদ্যাশক্তির শ্রীচরণধারণে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করেন নাই—কালাচাঁদ সোনারচাঁদ রাইচরণে 'দাস' লিখিয়া ও রজতগিরিসন্নিভ শ্রীমন্মহাদেব আদ্যাশক্তির চরণতলে নিপতিত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করেছিলেন, আমাকেও তোমার বামচরণতলে দাসী লিখ্‌তে দিবে, তবে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে দুটী হাত তুলে খোদার নাম করে আশীর্ব্বাদ করবো, "জন্ম এয়োস্ত্রী হ'য়ে সহস্র বৎসর তোমার মেড়ার নাকে দড়ি দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িও"।



ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পতিরেকোগুরুঃস্ত্রীণাং।

সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া আয়েষা সহচরীকে বলিল, "এই বেলা চল, আর একবার চাম্‌রে প্রভৃতিকে দেখে কাপড় কেচে আসি গিয়ে। বিদেশ বিভুঁইয়ে রাতে ঘরের বার হওয়া বড় যন্ত্রণা।"।

চাম্‌রের জ্বরবেগ প্রায় সমানই রহিয়াছে—তবে তাহার ক্ষত-স্থানের অবস্থা অনেকটা ভাল দেখিয়া আয়েষা সহচরীকে বলিল, "উৎকণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই"। চাম্‌রের অবস্থার কথা শুনিয়া শ্যামলাল নিরুদ্বেগ হইল, এবং গদগদস্বরে জীবনদায়িনীকে বলিল, "মা গো! বাদ্‌লা বুঝি তোমার ভালবাসার ছেলে! সে কম্‌লে বাছুরের মত চারিদিকে নেচে নেচে বেড়াতে লাগ্‌ল, আর আমি কোমরভাঙ্গা ঢোঁড়ার মত কেবল এই ঘরে গড়াগড়ি দিচ্ছি"।

দুই সহচরীই এ কথা শুনিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা! তাই ত! বাদল গেল কোথায়"?

শ্যামলাল বলিল, "দু জনে কথায় বার্ত্তায় তবু ছিলাম ভাল, সে যায় দেখে, 'বলে দিব' বলাতে, সে বলে ছিল, 'এখন আমার পা হয়েছে। তুই বলে দিলে তোর মুখ লাথিয়ে ভাঙ্ব। সে আমায় মারুক তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু বাবার মাথায় যে লাঠী চালিয়েছিল, তার মুখে যে আমি একটা লাথিও মারতে পার্লাম না, এ দুঃখ আমার, মা, মলেও যাবে না"।

তাহার আর জ্বর নাই দেখিয়া আয়েষা স্মিতবদনে বলিল, "রাত্রিতে বেশ করে রুটী খাও। দু একদিনে তুমিও হাঁটতে শিখবে বাবা"।

ঐ দেখ, বাৎসল্যরসে দস্যুও সিক্ত। শ্যামলালের নেত্র বারি-পরিপূর্ণ।

বাসার বাহিরে আসিয়া সকলে দেখেন, বিজ্লী তাঁহাদিগের নিকটে নাই। 'হতভাগি যেমন ধূর্ত্তা, তেমনই চঞ্চলা,' এই কথা আয়েষার মুখ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই সকলে দেখেন, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। অনতিবিলম্বে নিকটস্থ হইয়া সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিজ ভাষায় বলিল, "সেদোর ক্ষিপ্রহস্ত-নিক্ষিপ্তবাণ-বিদ্ধ হওয়াতেই পেলারামের পুত্র ঠাকুরের মস্তকে দ্বিতীয় আঘাত করিতে পারে নাই। তাহাতেই রক্ষা, নচেৎ আমাদিগের কপালে যে কি হইত বলা যায় না। গুরুদেবের পতনে সেদো একরূপ হতজ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া সে মনের সাধে পেলার বংশলোপ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই অজাগরের গরলে না হ'ক, সর্পের বেষ্টনে যে তাহার সাধ পুরিয়াছে, ইহাতে

সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতেছে, 'আমি এই পুষ্করেই মনসা পূজা করিব'। ঠাকুরের চক্ষের জলে বাদলা হাসিবার অবকাশ পাইতেছে না। সে সেদোকে তোমাকে ডাকিতে বলিল, কিন্তু সে কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ না করাতে, আমি এ সংবাদ দিতে আসিলাম"।

ত্রস্তা হইয়া সকলেই সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সকাতরে আয়েষা বলিল, "অদৃষ্টের গতি দেবতারাও রোধ কর্ত্তে পারেন না। নিষ্ঠুরদের যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল ফলেছে। এরূপ কাতর হলে আপনার আবার অসুখ বৃদ্ধি হ'বে। এ দিকে আবার প্রাণেশ্বরের অসুখ দেখে যদি এ ক্ষীণদেহে সহচরীর আবার মূর্চ্ছা হয়, তা হ'লে সকলকে একেবারে অস্থির হ'তে হবে। তাই বলি সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, স্নানাহ্নিক কর্‌বেন আসুন"। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে সন্ন্যাসী বলিলেন, "সখি! বুঝি বা পেলারামের জলগণ্ডূষের প্রত্যাশাও লোপ হইল"। আয়েষা বলিল, 'সাগর ছেঁচে দিলেও পেলার রৌরব নরকের যাতনা নিবারণ হবে না। জলগণ্ডূষ লোপে তার ক্ষতি কি"?

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে পুষ্করতীরে পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। রমণীগণ সান্ধ্যকৃত্য সমাপনার্থে গমন করিলেন। সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর নৈশ জলযোগান্তে সকলে শয়ন করিলেন। দিনের দারুণ পরিশ্রম-নিবন্ধন অল্পক্ষণ মধ্যে সকলেই নিদ্রিত হইলেন। আয়েষার চক্ষে নিদ্রা নাই। সে ভাবিতেছে, লজ্জার ভিতর সখীর কোন কথা আছে। কিন্তু প্রাতে পেলারামের চিতারোহণে, বৈকালে তাহার পুত্রের ভয়ানক পরিণামদর্শনে, তদুপরে এতগুলি

লোকের চিকিৎসার চিন্তায় এবং প্রাণসখীর পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছার ভাবনায় আয়েষাকে অতীব কাতরা দেখিয়া জননীসমা প্রকৃতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অতি আদরের দুহিতার নিকট তিনি অনতিবিলম্বেই সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীকে প্রেরণ করিলেন। ক্রমশঃ লোল হইতে হইতে তাহার ইন্দীবর তুল্য নয়নযুগল নিমীলিত হইল। সন্ন্যাসিনী কখন বিষধরঘৃত দস্যুর মৃতশরীর স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন, কখন বা তাঁহার নাথের জলপূর্ণনয়ন মনে করিয়া গলিয়া যাইতেছেন। সংসারের অনিত্যতায় সন্ন্যাসীর হৃদয়ে কভু বৈরাগ্যোদয় হইতেছে, কভু বা তাহাতে প্রণয়িনীর সুন্দর বদন ও প্রেমপূর্ণনয়ন প্রতিফলিত হওয়াতে আশার সঞ্চার হইতেছে। দোলনায় শুয়াইয়া যেরূপে স্নেহময়ী জননী শিশুসন্তানের নয়নে নিদ্রাকর্ষণ করেন, মাতৃস্বরূপা প্রকৃতিও তেমনই যত্নে প্রিয় প্রবোধ ও সরযূর চিত্ত দুলাইয়া তাঁহাদিগের নিদ্রার অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারই নিয়মানুসারে, তড়াগতীরে থাকিয়া তৃষ্ণাতুর কখন সুস্থির থাকিতে পারে না, স্মিতবদনে এতদ্রূপ চিন্তা করিয়াই যেন, তিনি বহির্ভাগে যুবাপুত্র প্রবোধের ও গৃহাভ্যন্তরে যুবতী কন্যা সরযূর কর্ণে ঝিল্লীরবের আশ্রয়ে 'ঘুমপাড়ানে মাসি পিসি' গীত গাহিতেছেন। প্রকৃতির সঙ্কল্প বিফল করে, কাহার সাধ্য? যুবক যুবতীর অঙ্গেও অলস আসিল— তাঁহাদিগের নয়নও নিদ্রায় নিমীলিত হইল।

মন চঞ্চল থাকিলে নিদ্রা গাঢ় হয় না। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মন স্বভাবতই চঞ্চল থাকা সম্ভব। আয়েষা সখাসখীর জন্য অস্থিরমনা। রাত্রি দুইটার পর তিন জনেরই নিদ্রাভঙ্গ

হইয়াছিল। কুটীরাভ্যন্তরে আয়েষা সখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "যাঁকে দেখবার জন্যে এত ব্যাকুল ছিলে, তাঁকে পেয়ে কেমন ক'রে অমন ক'রে আছ? আমি জানি আমাকে তুমি কোনরূপে পর ভাবনা, ভাবতেও পার না। তা যদি ভাব্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তাম, আমার কাছে লজ্জা করে বলেই, কথা কইতে পার্‌ছ না। আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি, কেন এমন আড়াআড়ি ভাবে চলছ"।

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন, "গাদা পিটে ঘোড়া কেউ কর্‌তে পারে না—তোকেও আমি মানুষের মত কর্‌তে পাল্লাম না। বড় তৃষ্ণার সময় সহসা জলপানে গলা চিরে যায়। অতিশয় ক্ষুধার সময় সহসা কিছু গলাধঃকরণ কর্‌তে গেলে বুকে খাবার বাধে। বিদ্যুৎগতিতে সৌভাগ্য উপস্থিত হ'য়েছে। একটু সহিষ্ণু হয়ে ভোগে রত না হ'লে ক্লেশ পেতে হবে। আমার আবার দেবতাদিগের নিকট কতকগুলি 'মানত' আছে। তাঁদের পরিতোষ না করে আমার জীবনের ব্রত পতিসেবায় রীতিমত রত হ'তে পারব না। বিশেষতঃ এখন আমি আর সন্ন্যাসিনী নহি—গৃহিনী হয়েছি। আশ্রিত লোকের যা আবশ্যক আছে, তা পূরণ না করে, নিজে সুখের ইচ্ছা করলে, গৃহীর ধর্ম্ম অপ্রতিপালনে যে পাপ হয়, আমারও সেই পাপ হবে। জানিস নে, সই, "দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি"। প্রথমে ত দর্শনে আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হই, তার পরে যা বল্‌বি তা না হয় কর্‌ব। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে গেলেই হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ' হ'তে হয়। বিশেষতঃ ছেলে মেয়ে ভেসে বেড়াবে, আর আমরা কর্ত্তা গিন্নি হেসে হেসে গড়িয়ে পড়্‌ব, সেও কি ভাল দেখায়"?

আয়েষাও স্মিতবদনে কহিল,"ঐ যে বলে না,'গাছে না উঠ্‌তে এক কাঁদি'। মেঘ কোথায় তার ঠিকানা নাই, বৃষ্টিতে দেশ ডুবে গেল। তোদের দেখা শুনা ত আজ রাত পোহালে দুদিন; এর মধ্যে ছেলে মেয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিসে ভাস্‌ছে লো"।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "মূর্খ ব্রাহ্মণের হাতে চণ্ডীর পুথি, বানরের গলায় মুক্তার মালা, আর যবনীর ভালে সুদীর্ঘনয়ন, একই প্রকার অনর্থক দেখ্‌ছি। তা না হলে, তোরই ছেলে সাধু, তোরই মেয়ে বিজ্‌লী, আর তুই দেখতে পাস্‌নি, তারা শরে বেঁধা কপোত কপোতীর মত ছট্‌ফট কর্‌ছে"।

সহচরীর কথায় আয়েষা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "কে বলে যবনকামিনী হিন্দুরমণী অপেক্ষা অধিক বিলাসিনী? অবগুণ্ঠনের ভিতর নয়ন থাকাতেও সংযতেন্দ্রিয়া সন্ন্যাসিনী যাহা বুঝিল, উপভোগে অতৃপ্তকামা যবনী তার ইন্দীবর তুল্য নয়ন বিস্ফারিত করিয়াও তাহা জানিতে পারিল না। এ বিষয়ে তোদের কবি মহাশয়েরাই সকলকে প্রতারিত করেছেন। যে হিন্দুরমণীরা পতিসঙ্গে ত্রিভুবন ভ্রমণ কর্‌তে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদিগকে তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা বলেছেন। যে কামিনীরা করযোড়ে যে সূর্য্যদেবকে প্রণাম না ক'রে জল গ্রহণ করেন না, সেই মার্ত্তণ্ড দেব তাঁহাদিগকে দেখেন না, এ কথাটী কি মিথ্যা নহে? বাদসা, নবাব বা আমীরের জানানা দেখিয়া আইস, অসূর্য্যম্পশ্যা কাকে বলে বুঝ্‌তে পার্‌বে। প্রাণ বিনির্গত হইলেও যবনীর দেহ আবৃতাবস্থায় পৃথ্বীতলবাসিনী হ'তে যায়। তাই বল্‌ছি, সই, প্রেম বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা তোদের দৃষ্টি তীব্র"।

এই সময়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া আয়েষা

পুলকিতভাবে ও সহাস্যবদনে প্রাণসখীর অঞ্চল ধারণপূর্ব্বক বাহিরে সখা-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তিনিও আনন্দে ও সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কি সুনিদ্রা হয় নাই"? আয়েষা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "আমাদের ত 'সু' আপনি। আপনি বাহিরে, আমার সখীর নিদ্রার সহিত 'সু' কিরূপে যুক্ত হবে? তাতে আবার, সই আমার পুত্রকন্যার বিবাহের জন্যে দারুণ উৎকণ্ঠিতা। কারণ, আপনি এখনও যেন পূর্ব্বের ন্যায় সন্ন্যাসী। গৃহস্থ হয়েছেন, তা যদি মনে থাকৃত, তা হ'লে আর আপনার সেরূপ নাসিকা-ধ্বনি উঠিত না"।

সন্ন্যাসী অজ্ঞাত ভাবেও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমি কি, সখি, গৃহস্থ হয়েছি। স্নেহময়ী জননীর স্বর্গারোহণের পর, আমি প্রবাহের তৃণ হয়ে, যে গৃহবাসসুখের আশায় দেশে দেশে, বিজন বিপিনে, পর্ব্বতকন্দরে বা সাগর-সলিলে এতদিন ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি, গতকল্য হ'তে সে আশা পূর্ণ হয়েছে মনে করেও সুস্থ হ'তে পাচ্ছি না। চাঁদ হাতে পেয়েছি, তবু চোক্ চেয়ে তার মাধুরী দেখ্‌তে পাচ্ছি না। সম্পূর্ণ গৃহবাসী হ'লে ত তার কর্ত্তব্যসাধনে ব্যস্ত হব"।

এতদুক্তি শ্রবণে আয়েষা সবেগে অথচ অনুচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমাদিগের সন্ন্যাসিনীর নয়নও সে সময়ে শুষ্ক ছিল না। উপরন্তু সখীর গাত্রসংলগ্ন তাঁহার দেহও তিন্তিড়ী পত্রবৎ কম্পিত হইতেছিল।

নয়নধারায় সন্ন্যাসী গেরুয়া বসন সিক্ত করিতে করিতে দেখিলেন, সে সময়েও অবগুণ্ঠনবতী তাঁহার প্রাণেশ্বরী অপরাধি-

নীর ন্যায় করযোড়ে নিরবে সময় বা ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। আর কি যুবা সন্ন্যাসী স্থবিরের ন্যায় সুস্থ শরীরে উপবিষ্ট থাকিতে পারেন। কষ্টেস্‌ষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে বাক্যনিঃসরণ করিয়া তিনি গদগদ স্বরে বলিলেন, "প্রবোধময়জীবিতে! প্রাণেশ্বরি! তুমি শত বৎসর অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিলেও আমি সেরূপ কষ্ট বোধ করিব না। এ দারুণ বিরহের পর আমি তোমার যুক্ত কর দেখিতে পারি না। ভূতভাবন শ্রীশ্রীমহাদেবই আদর্শ সতী জগন্মাতা অন্নপূর্ণার নিকট করপ্রসারণে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি তোমার স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের ভিখারী। যুক্ত করে আমারই দণ্ডায়মান থাকা উচিত"। ঠাকুরের শ্রুতিগোচর হয়, অথচ অস্ফুটস্বরে ও সলজ্জভাবে সরযূবালা সখীর কর্ণে বলিলেন, "শিরঃপীড়া (চিড়িকমারা) সম্পূর্ণরূপে ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে স্বপ্নাদেশ মান্‌তেই হবে। বিশেষতঃ এখনও একটী সংস্কার বাকি আছে। আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক। দাসী তাহার সর্ব্বস্বধন একমাত্রগতি পরম ধার্ম্মিক স্বামীকে আর কি বলিবে"!

সন্ন্যাসী অর্দ্ধাঙ্গিনীর তদ্রূপ সদুক্তি শ্রবণে পুলকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বাহুদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ বলিলেন, "ভগবন্! সকামে মধ্যে মধ্যে আমার ক্ষুদ্রপ্রাণ ভরিয়া আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। তাহার ফলেই আমি আজি শচীপতি অপেক্ষাও ধন্য হইলাম। কে বলে আমার সরযূ মানবী! সহস্রমুখ হইলেও আমি এ নারী-রত্নের গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। সরযূ দেবী-প্রধানা। তাঁহার সঙ্গগুণে—তাঁহার সংশ্রবে আমি আর নিকৃষ্ট দ্বিপদ ক্ষুদ্র নর নহি। সখি! আজি হইতে আমাকে 'দেব' বলিয়া ডাকিও"।

সখা সখীর এরূপ প্রেমের তুফানে তাঁহাদিগের দেহতরীর অনিষ্ট হইতে পারে, এরূপ চিন্তা করিয়া সুচতুরা আয়েষা সে হিল্লোলে বচন-তৈল ঢালিয়া দিল। সে বলিল, "আমি যবনী, সংস্কৃত ত জানি না। আমি আপনাকে 'দেব' না পারি, 'দে' বলিয়া ডাকিব। লোকে না হয় আপনাকে কায়স্থ মনে করিবে। তাহাতেই বা দোষ কি! আমার সখী ত স্ত্রী-জাতি। হিন্দুরা স্ত্রীমাত্রকেই ত শূদ্রবৎ বিবেচনা করিয়া থাকেন। সেই শূদ্রের নিকট যখন আপনি করযোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, তখন আপনাকে শূদ্র-প্রধান কায়স্থ ব'লে আমি আমাকে অপরাধিনী জ্ঞান কচ্ছি না"।

সন্ন্যাসিনী সখীর গাত্রে অঙ্গুলিপীড়ন করিলেন। সন্ন্যাসী সে অবস্থাতেও মৃদুহাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রেমের তুফান হীনবল হইল। সেদোর প্রেমের বার্ত্তা বহিল।

সেদো-বিজ্‌লীর ভালবাসা সম্বন্ধে আয়েষা সহচরীর প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিল তাহা সন্ন্যাসীকে বলিল। বিজ্‌লী সেদোর প্রতি মধ্যে মধ্যে যেরূপ কটাক্ষপাত করিত, তাহা তাঁহার স্মরণপথে আসিল। সম্মুখে সেরূপ অনুরাগচিহ্ন দর্শন করিয়াও তিনি কিছুই অনুমান করিতে পারেন নাই, আর তাঁহার প্রাণেশ্বরী কেবল বিজ্‌লীর নয়ন ও বদনে তাহার অনুরাগ জানিতে পারিয়াছেন— ইহাতে তিনি মীমাংসা করিলেন যে, তাঁহার সরযূর হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ; কারণ, নিজ হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম না থাকিলে, অন্য হৃদয়ের প্রেমবার্ত্তা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় না।

তৎকালপর্য্যন্ত বিজ্‌লীর বিবাহ হয় নাই শুনিয়াও তিনি সাধু-বিজ্‌লীর মিলন অসম্ভব মনে করিলেন না; কারণ, তিনি জানিতেন যে, সাঁওতাল বা তদ্রূপ অন্য বন্যজাতিদিগের কন্যা অবিবা-

হিতাবস্থায় স্বেচ্ছাচারিনী থাকে। তাহাতে কেহই তাহাকে নিন্দা করে না। বিবাহিতা হইলে সে সতীসাধ্বী হয়। এ কথায় যেন কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদিগের বিজ্‌লীর চরিত্রে কোন দোষ ছিল—কি জানি যদি সেদো তাঁহাকে তাহার ধনুক দেখায়।

তাহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ন্যূনপক্ষে এ সম্বন্ধে অনেক কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মহাত্মারা তাহাদিগকে সুসভ্য জাতির মধ্যে গণনা করিলেও করিতে পারেন।

প্রাতে সাধুর জাতিকুলের পরিচয় দিয়া আয়েষা বিজ্‌লীকে তাহার সহিত বিবাহের কথা বলিল। সে হর্ষোৎফুল্লা হইয়া সন্ন্যাসিনীর অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিল। তিনি আনন্দের সহিত মত প্রকাশ করাতে, তাহার আর এ বিবাহে কোন আপত্তি রহিল না। ফলকথা, যে দিবস সাধুয়া একবাণে শার্দ্দূলের প্রাণ-নাশ করিয়াছিল, সেই দিবস হইতেই তাহার প্রতি বিজ্‌লীর অনুরাগ আরম্ভ। এদিকে সন্ন্যাসীর আজ্ঞা, সাধুর বেদ। কথায় বলে 'সেধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়'?

এ বিবাহ-সংবাদ শ্রবণে পল্লীস্থ নরনারী সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ। পুষ্করের অদূরবর্ত্তী গ্রামনিবাসী বিজ্‌লীর স্বজাতীয় একটী লোক একটী অনুচ্চ মাচার উপর বসিলেন। সাধুকে ভূমিয়ে উপবেশন করিতে হইল। বিজ্‌লী মস্তকোপরি একটী জলপূর্ণ কলস আনিতেছে। তাহার পশ্চাতে সে পল্লীর রমণী সকল গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী যুবকগণ মাদল বাজাইতে বাজাইতে প্রফুল্লভাবে সে সঙ্গীতে যোগ দিয়াছে। কলস মাচাস্থ ব্যক্তির নিকট রক্ষা করা হইল। তিনি সে জলে

তাঁহার পদ ধৌত করিতে লাগিলেন। সেই পাদোদকে স্নাত হইয়া সাধুর বিজাতিত্ব দোষ প্রক্ষালিত হইল। আর ইণ্টার্ ম্যারেজের কোন বাধা রহিল না। সেই রজনীতেই সন্ন্যাসিনী ও আয়েষা নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ও বিজ্‌লী যাবজ্জীবন পুত্রবধূরূপে তাঁহাদিগের সেবা করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাকে ধন্যা মনে করিয়াছিল।

এক্ষণে সুস্থকায় বাদল কখন বিজ্‌লীকে, কভু বা সাধুকে নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিল। ভিখারী তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলে নাই।

সেদো-বিজ্‌লীর বিবাহের পূর্ব্বকৃত্য সমাপন করিতে বেলা নয়টা বাজিয়াছিল। তৎপরে আয়েষা দেখিল খেয়াওয়ালার অস্থি সম্বন্ধে আর কোন গোল নাই। কেবল তাহার পদদ্বয় এখনও পর্য্যন্ত অল্পমাত্র স্ফীত আছে। তাহার মতে সে তৎপর দিন স্বচ্ছন্দে পথভ্রমণ করিতে পারিবে; কিন্তু চাম্‌রের জ্বর মগ্ন হইলেও, তাহাকে সুস্থ-কায় হইতে ন্যূনপক্ষে একপক্ষ অতীত হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকাতে আজি সন্ন্যাসীও প্রাতঃস্নান করিতে পারেন নাই। বেলা দশ ঘটিকার পরই সকলে পুণ্যতোয় পুষ্করে অবগাহন করিলেন। শঙ্করার্জ্জুন যুদ্ধ ও আশুতোষের তৃতীয় পাণ্ডবকে পাশুপত অস্ত্রদানের কথা সন্ন্যাসীর স্মরণপথে আসিল। গয়াধামে ভবসাগরের সেতুস্বরূপ বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল, ঠিক সেরূপ না হউক, আজি সন্ন্যাসীর নয়নে অবিরল বারিধারা দর্শনে উপস্থিত পুষ্করবাসী সকলে তাঁহাকে অপূর্ব্ব পুণ্যবান ও পরম ধার্ম্মিক বলিতে লাগিল। সকলে ক্লান্ত ছিলেন বলিয়া সাধ্যমত দীন দুঃখী

ও পাণ্ডাদিগকে দান করিতে করিতে সন্ন্যাসী বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

আহারান্তে আয়েষা সহচরীকে বামপার্শ্বে বসাইয়া সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইল। অবগুণ্ঠনের ভিতর তাহার সখী হাসিলেন—প্রকাশ্যে ঠাকুর সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। আয়েষা সখীর দিকে চাহিয়া বাহ্যিক কোপ প্রকাশ করতঃ মুখখানি ঘুরাইয়া বলিল, "আ মর্! শিবের সাঙ্গোপাঙ্গ না হয় ভূতপ্রেত,—বিষ্ণুর সঙ্গী ও ভক্তগণ ত নারদাদির ন্যায় পূজ্য। তুই না দিবারাত্রি হরি হরি বলিস্? তবে এ সাধুকে প্রণাম না কর্‌বি কেন লা? আমার মত প্রণাম করবি ত কর্, তা না হলে, তোর ঐ গেরুয়া বসন কেড়ে নিয়ে তোকে বিজ্‌লীদের মত কাপড় পরিয়ে দেব"।

সে গৃহে অন্য কেহই ছিল না; সুতরাং সখীর তাড়নায় সরযূ পতিচরণে প্রণতা হইতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসীও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পত্নীর মস্তক স্পর্শ করিয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "পতিব্রতে! আর যেন কখন তোমাকে পতিবিরহ সহ্য করিতে না হয়"।

আয়েষা হাসিয়া বলিল, "সখা ত রাহু নহেন যে, তোমার বদনশশী দর্শনমাত্রেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইবেন। বিবাহ-কালেই ত শুভদৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। অবগুণ্ঠনটী ত্যাগ কর, তার পর যত ইচ্ছে তত মন্ত্র পড়ে তোমরা উভয়েই এ ভণ্ডের বেশ ত্যাগ করিও—আমি তখন শঙ্খধ্বনি করিব আর করতালি দিব বা 'কার্‌ফা' নেচে গান করিব"।

সম্পূর্ণ না হউক আয়েষার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমাদিগের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন অর্দ্ধোন্মুক্ত হইল। দিবসেই নিষ্কলঙ্ক শশীদর্শনে

বিমোহিত হইয়া সন্ন্যাসী প্রণয়িণীর বচনসুধাপানে লোলুপ হইয়াছেন বুঝিয়া আয়েষা সুকৌশলে তাঁহাকে বারম্বার "ধার্ম্মিক-প্রবর" বলাতে,লজ্জাশীলা সরযূ পতির শ্রুতিগোচর হয়,অথচ অস্ফুট মৃদুমধুর স্বরে আয়েষাকে তৃতীয়পাণ্ডব ও তরবারি চতুষ্টয়ের গল্পটী বলিয়াছিলেন।

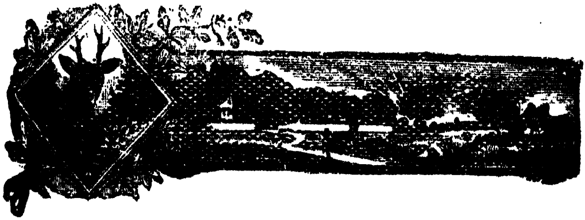
গল্প শেষ হইলে, সন্ন্যাসী শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একে সে গল্পের ভাব তাঁহার মন হরণ করিয়াছিল, তাহাতে আবার তাহা তাঁহার হারানিধি প্রাণেশ্বরীর মুখনিঃসৃত। আয়েষা সহজেই সখীর কথায় মুগ্ধ হইত। আজ আবার সে কথা শুনিয়া সখা পুলকিত হইয়াছেন। সুতরাং তাহার আনন্দের আর সীমা ছিল না। অধিকন্তু গল্পের ভাবে গলিয়া গিয়া সে সখীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং প্রণয়পরিপূর্ণ স্বরে বলিল, "মেঘে ঢাকা চাঁদের আভায় আর বাক্সয় বন্ধ বীণাস্বরে যখন সখা আমার এরূপ মুগ্ধ হয়েছেন, না জানি পূর্ণিমার শশীর জগৎ ভাসান জ্যোৎস্নায় ও অনাবৃত বীণাধ্বনিতে তাঁহার কি অবস্থাই হ'বে"।

সন্ন্যাসিনী পূর্ব্ববৎ সলজ্জভাবে সখীর কর্ণে বদন সংলগ্ন করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "বড় যে ধার্ম্মিক ধার্ম্মিক বল্‌ছিলি। তোর কথা শুনে আমার মনে হ'চ্ছে, "ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী"। ধ্রুব প্রহ্লাদ কোথায় গেল, ভক্ত হ'লেন তোর সয়া। "ধর্ম্মস্য পন্থা নিহিতং গুহায়াং"—গিরিগুহায় যদি ধর্ম্মের পথ পাওয়া যায়, তা হ'লে আমি বরং একটু ধর্ম্ম পথে গিয়াছি; কারণ, সত্য সত্যই আমি গুহাবাসিনী হ'য়েছিলাম"।

সখীর কথায় আর সখার ভাবে আয়েষার হৃদয়ের যে ভাব

হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুমান করাই ভাল। সে হাসিয়া তাহার জীবনদাতাকে বলিল, "আমি আপনাকে ধার্ম্মিক বলাতে, সই আমার গল্পচ্ছলে দেখাইয়াছে যে, কৃষ্ণসখা নরনারায়ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকেও ধার্ম্মিক বলা যায় না। এ কথার সমুচিত উত্তর না দিলে, স'য়ের আর অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়বে না"।

সন্ন্যাসী আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "সখি! যদি তোমার সখীর পদ মাটীতে না পড়ে, তাহা হইলে আমি শিবাচার অবলম্বন করিব। 'হারাইলে হারি মানি, হারিলে সে জিতি', এ কথার সার্থকতা এইস্থানে"। পতি, পদানত হইবেন, বলিলেন। এইজন্য ত্রস্তা হইয়া সন্ন্যাসিনী গলবস্ত্রে পতিচরণে প্রণতা হইলেন। তাহাতেই বা তাঁহার ও আয়েষার কতই আনন্দ। সখীর গল্পের উত্তরে একটী গল্প শুনিবার জন্য আয়েষা পুনঃপুনঃ সখাকে অনুরোধ করায় তিনি হাসিয়া জ্ঞান, অজ্ঞান, সুসময় ও দুঃসময়ের গল্পটি বলিয়াছিলেন। তাহাতে সুসময় অপেক্ষা দুঃসময়ের প্রবল প্রতাপ ও পরিণামে বৃশ্চিকদংশনসম পার্থিব অসহ্য যন্ত্রণাতেও অক্ষুন্ন-জ্ঞানের জয় দেখান হইয়াছিল।



চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাবিত্রীমন্দিরে।

প্রাতঃকাল হইল। 'সুফলদানে' অনায়াসে ধনী সে স্থানবাসীগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সে সময়ের শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে 'কাকাবাসী' সিদ্ধির কথা ভাবিতে লাগিলেন। খেচরগণ খেচরী মুদ্রায় পারদর্শী, সুতরাং তাহারা সবিতাদর্শনে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া শূন্যে ঊর্দ্ধদেশে যাইতে যাইতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। আর নিশি নাই, কুঞ্জবিলাসের সহায়তা কে করিবে, ইহা ভাবিয়া কৃষ্ণসখা রাখালগণ গোমহিষাদি সঙ্গে দুর্ব্বাদল অন্বেষণে প্রান্তরে যাইতেছে। যাত্রীগণ নিজ নিজ পাণ্ডাসমভিব্যাহারে পুণ্যতোয় পুষ্করগর্ভে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিতে বসিলেন। যিনি এই পবিত্র স্থানে পিতৃমাতৃপিণ্ড সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন, পুষ্করে পিণ্ডদান পুত্রের পক্ষে কত সুখের। লোকে যে স্থানেই পিণ্ডদান করুন না কেন, তাঁহাকে বলিতে

হয়, "হে পুষ্কর! এইস্থানে আগমন করুন"। সাক্ষাৎ সেই পুষ্করে পিণ্ডদান করিলে যে আনন্দ হয়, তাহা বিধর্ম্মী বা এ পর্য্যন্ত পুষ্করধামে অনাগত ব্যক্তিকে সম্যক্‌রূপে বুঝান যায় না। কিন্তু মাতৃপিতৃস্মরণে সৎপুত্রের যে আনন্দ হয়, তাহা এরূপ পিণ্ডদান-দর্শকমাত্রেই ইচ্ছা করিলেই অনুভব করিতে পারেন। জননী জীবনান্তের পূর্ব্বে অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার বধূমাতাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সন্ন্যাসী রুদ্ধকণ্ঠ। দস্যুর ছুরিকা-ঘাতে মাতার মৃত্যুস্মরণে সরযূ গলদশ্রু। তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া আয়েষারও তথায় পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। এ জন্মে সে আশা পূর্ণ হইবার নহে ভাবিয়া সে সাবিত্রীপথে বালুকার উপর উপবেশনপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে স্নেহময়ী জননীর দস্যুহস্তে নিধনব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অন্যমনস্কা হইয়া সে তাহার সুকোমল করপল্লবে অনেকগুলি বালুকাপিণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিল। শ্রাদ্ধান্তে আগমনকালে সন্ন্যাসিনী সহচরীর সে অবস্থা দেখিয়া কাতরা হইলেন। সন্ন্যাসী কি আর তাহা সহ্য করিতে পারেন! তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্তামগ্না আয়েষাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সখি! শান্তমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রও পিতার তৃপ্ত্যর্থে বালির পিণ্ড দিয়াছিলেন। অশ্রুজলে স্নাত হইয়া তুমি যে বালির পিণ্ড দিয়াছ, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমার জনক জননী তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের আর কোন ক্লেশ নাই। এক্ষণে উঠ। তোমার সখী আর তোমার এ অবস্থা দেখিতে পারিতেছেন না"।

চমকিতা হইয়া আয়েষা দাঁড়াইল এবং চক্ষের জল মুছিয়া দেখিল সহচরীর বদনে ধারা বহিতেছে।

সন্ন্যাসিনীর ইচ্ছা সহচরীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া গমন করেন। আয়েষার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতে একান্ত অভিলাষ। প্রণয়িণীর অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত সন্ন্যাসীর হৃদয়ে আর সহ্য হয় না বলিয়াই তিনি সখীকে তাঁহার উক্তরূপ অভিলাষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ন্যাসীকথিত জ্ঞানাজ্ঞান গল্পের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষ প্রকাশ করতঃ আয়েষা কহিল, "আমি কবরসদৃশ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শয়ান হইতে পারিব না! স্বয়ং বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করা দূরে থাকুক, কাহারও সে যাতনা যেন আমাকে কখন দেখিতে না হয়। জ্ঞানের যদি ঐ পথ হয়, যবনী কস্মিনকালে জ্ঞানী হইতে চাহিবে না। সখী আমার ভক্তি-মার্গের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে জ্ঞান-মার্গীদিগকে ভক্তি করিতে পারেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলে, পাছে জ্ঞানপথাবলম্বীর গাত্রে লোহিতবর্ণের লম্বা বৃশ্চিক দেখিয়া ফেলি, সেই ভয়ে প্রাণসখীর পশ্চাতে থাকিয়া ভক্তির হিল্লোলে হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া যাই। নিষ্কাম প্রহ্লাদে আমার রুচি নাই। যদি ভাগ্যক্রমে সকাম ধ্রুবকে পাই, তাহা হইলে একবার বেগম্ সাহেব সাজিয়া ধ্রুবলোকে বাস করিয়া লই।"

সন্ন্যাসিনী এ সময়ে সহচরীকে স্পর্শ করিবেন না, সুতরাং তাঁহার করকমল হইতে প্রাণসখীর গাত্রে বালুকা বৃষ্টি হইল। তিনি মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া তাহাকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জীবিত সকাম ক্ষত্রিয়েরা যবন-গৃহে কন্যাদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ত এ পর্য্যন্ত যবনকন্যা গ্রহণ করেন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় ধ্রুব কি অতঃপরও তোর প্যাঁজ রশুন খেগো মুখ, আর ঐ বিলাস-

সরোবরের ন্যায় চোক্ দেখে মুসলমান হবেন না, যে তুই তাঁকে নিয়ে বেগম হবার সাধ মিটিয়ে নিবি ?”

আয়েষা বীণানিন্দিত স্বরে হাস্য করিয়া বলিল, “যদি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী পাহাড়বাসিনী একটা নিরলঙ্কারা মেয়ে মানুষকে দেখে কালা পেড়ে ধুতি পর্‌বার জন্যে পাগল হয়, তা হলে কি ঢল ঢলে যৌবনে কটাক্ষ কর্‌তে কর্‌তে আমার মত নৃত্যগীতে পারদর্শিনী যবনী সন্ন্যাসী অপেক্ষা একটু বড় একটা ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিতে পার্‌বে না ?”

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, “সে ছোঁড়ার ছুঁড়ী হ’তে গেলে, তোকে বুড়ীর বুড়ী তস্য বুড়ী হ’তে হবে, তার উপর আবার অনেক গোময় আর গঙ্গার জলে যদি তোর মুখ হতে প্যাঁজ রোশুনের গন্ধ যায়”।

আয়েষার আর উত্তর করা হইল না। তাহার সখা সখী সাবিত্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডা মহাশয়গণ ও তাঁহা-দিগের ভৃত্যেরা মন্দির-প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ত্যক্তা সাবিত্রী অপেক্ষা আয়েষার বদনে অনেক অধিক মাধুরী দেখিতেছিলেন। মন্দিরস্থ পাণ্ডারাও যত শীঘ্র পারেন, যাত্রীর কার্য্য সারিয়া যবনী-বদন দর্শনের জন্য বাহিরে আসিতেছেন।

এ পুণ্যধামেও ক্ষিপ্তের সংখ্যা এত অধিক দেখিয়া আয়েষা সাবিত্রীদেবীকে সম্বোধন করতঃ মনে মনে বলিতেছিল, “হে ব্রহ্মাঙ্কবিলাসিনি ! তোমার মন্দিরের নিকটে থাকিয়াও আমি এ সময়ে তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি না। কারণ, ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা—সৃষ্টজীব নাশ করিতে তাঁহার কখনই ইচ্ছা হইবে না। বিষ্ণুও স্থিতিকারণ—এ সময়ে তাঁহাকেও মনে পড়িতেছে না,

সেইজন্যই আমি আপাততঃ সংহারকর্ত্তা মহাদেবকেই ডাকিতে বাধ্য হইলাম। 'হে ভূতনাথ! তুমি একবার অল্পক্ষণের জন্য সাবকাশ লইয়া এ অলস পাণ্ডাদিগের উন্মত্ততা নিবারণ করিয়া যাও। অসংখ্য কীটময় ও সিদ্ধির গোলাসদৃশ পুষ্করহ্রদতলবাসই এরূপ উন্মাদ রোগের সুন্দর ঔষধ'।" ফলকথা প্রাণসখীর জন্য সরযূ যে সর্ব্বাগ্রে সাবিত্রীকরে খাড়ু পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর তাহার দেখা হইল না। তাহাকে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী দর্শনাদি সমাপন করতঃ সাবিত্রীর পাহাড় হইতে পুষ্করবাসী-পাণ্ডাকথিত প্রভাস সরোবর দর্শনান্তে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে আসিতে আসিতে তাঁহা-দিগের মধ্যে যে কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু গুপ্ত কথায় দুইজন মগ্ন থাকিলে, যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নীতিশাস্ত্রানুসারে লোকে তাহাকে মূর্খ বলে।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

দ্বযোস্তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্
কেনাস্মি মূর্খো বদ কারণংতৎ ॥

কিন্তু আখ্যায়িকা লেখকদিগের কর্ণ বেতাল পঁচিশীর 'ভোগবিলাসী' ও 'শয্যাবিলাসী'র রসনা ও ত্বক্ অপেক্ষা অনেক অধিক তীব্র। আমি সেইজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও দূর হইতেই তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া ফেলিয়াছি। পাছে সকলে আমাকে গণ্ডমূর্খ বলেন, এই ভয়ে সে সকল কথা প্রকাশ করিব না। কিন্তু ভগবান যখন মুখদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দেন

নাই, তখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু থাকিতে যে আমার এ মুখ একবারও খুলিবে না, ইহা হইতেই পারে না। স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্য কিরূপে করি! আমি শুনিয়াছিলাম, সন্ন্যাসিনী বলিতেছেন।

"অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণবিরহে সম্ভবতঃ সহসা এরূপ বলহীন হন নাই যে, তিনি সামান্য দস্যুদিগের হস্ত হইতে কৃষ্ণরমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। দস্যুদিগের সহিত দস্যুবৃত্তিতে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না!" কিয়ৎক্ষণ পরে আবার শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, "আমার বামাঙ্গ বিরহিণী—কাঙ্গালিনী থাকিবে, আর দক্ষিণাঙ্গ দেবতা স্বরূপ পতির সেবায় পুলকিত হইবে, ইহা ত আমার সম্ভবপর বোধ হয় না।" তৎপরে তাঁহারা বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। সৎসঙ্গ গুণে বাদল ও খেয়াওয়ালা সে পুণ্যধামে পিতৃপিণ্ড দিয়াছিল।

তৎপরদিবস প্রত্যূষে চামরে ভাগ্যক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে চৈতন্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু ৫।৭ দিবসের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই শুনিয়া, সন্ন্যাসী তাঁহার পাণ্ডাকে চামরের ভার গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। বেচুয়াপ্রদত্ত ঔষধের প্রলেপ তাহার ক্ষত স্থানে দিতে হইবে এবং প্রত্যহ দুইবার করিয়া তৎপ্রদত্ত ঔষধ তাহাকে সেবন করাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহার পথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে, সে সুস্থকায় হইয়া প্রস্থান করিতে পারিবে। অতএব তাহার শুশ্রূষা ও পথ্যাদির ব্যয়ের নিমিত্ত ঠাকুর পাণ্ডার হস্তে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা প্রদান করিলেন। পুষ্করের পাণ্ডা হাসিয়া বলিলেন, "আমি ইহা দ্বারায়, চামরে দূরে থাক্, তাহার পিতৃকার্য্য পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া দিব।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সহোদরে সহোদরে।

আজমীরবাসিনী প্রতিপালিকার আশ্রম ত্যাগ করিয়া আয়েষা আত্মগোপনমানসে তাহার নাম পরিত্যাগ করিয়াছিল। মাতৃ-স্বরূপা রাজলক্ষ্মীর আজ্ঞায় তাহার সে নাম ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। আজি আবার সে সেই বাল্যসহচরী ললিতার সহিত সেই আজমীর দর্শনে গমনোন্মুখ হইয়াছে। সেই কিশোর বা প্রথম যৌবনের কত কথাই উভয় সখীরই মনে আসিতেছে। পুষ্করও তাহাদিগের পূর্ব্বপরিচিত তীর্থ। আশ্রয়দায়িনীর পূর্ব্ব—স্নেহ ও পরব্যবহার মনে করিয়া আয়েষা বিষণ্ণা হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসিনী হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, "আজমীর ছেড়ে বেচুয়া নাম ধরেছিলি। আজ সে নাম পুষ্করের পুণ্যজলে ছেড়ে, তোর আয়েষা নাম ধরে, আজমীরে চল্। তা হ'লেই লোকে বল্‌বে, তীর্থপ্রভাবে যবনীও কপটাচরণ পরিত্যাগ করেছে।"

আয়েষা বুঝিল যে, তাহার বিষণ্ণ বদন সহচরীর সহ্য হইতেছে

না বলিয়াই, তিনি এ সময়ে উক্তরূপ পরিহাস করিতেছেন। সেইজন্ম সে তাঁহারই সন্তোষার্থে একটী বৃক্ষপত্রে নথাঘাতে 'বেচুয়া' লিখিয়া, সে পত্র পুষ্করের জলে নিক্ষেপ করিল এবং সখীকে বলিল, "আমি যেমন তোর এক কথায় আমার এত-দিনের নামটী এই পুষ্করের জলে—কুমীরের মুখে ভাসিয়ে দিলুম, তুইও তেমনই আমার কথায় নির্লজ্জ কুলটার হৃদয়ে তোর বৈষ্ণবী লজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে, আমি যা বল্‌ব, তা কর্‌বি বল্।

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "আ মর্! তোর কোন্ কথা তোর সই শোনে না লা? তোর কথায় আমি এই যে, একজন দশাসই পুরুষের কাছে ঘোমটা খুলে কত কথাই বল্‌ছি—তা বুঝি তুই ঐ দুটো বড় বড় চোখে দেখতে পাস্ না?

আয়েষা যাত্রার দূতীর ন্যায় হস্তসঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "অয়ি বিকচনলিনি! তোমার পদ্মিনীর অভিনয় আমার অন্তরে ব্যথা দিতেছে। পতির উদয়ে পঙ্কজিনী হাসে—তার মুখ ফোটে, কিন্তু সে পঙ্কপরিত্যাগ করে না—পতির কাছ ঘেঁসে না। তোমার নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় বদনখানি বলে, তুমি পঙ্কজিনীর অনুকরণ ক'র না। বলে, "হুড়্‌কো বৌ আর চোরা গাই, গৃহস্থের পক্ষে বড় বালাই"।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আর তোমার এ বদনে ছাই। হরির পায়ে কত মাতা কুটেছি, তবে তোর স'য়ারে পেয়েছি। তুই তাঁর মুখে হরিনাম ফোটা, তার পর তোর কথা না শুনি, তা হ'লে, যত পারিস্, দিস্ খোঁটা"।

আয়েষা বলিল, "সখা আমার শিবভক্ত। রুদ্রাক্ষ তাঁর ভূষণ, বিল্বপত্র তাঁর পরমানন্দ। বেলের অরুণবর্ণ ক্ষুদ্রপল্লব দিনে দিনে

কত বাড়ে—আবার রামবর্ণে বিভূষিত হ'য়ে কত লোককে নির্ম্মল করে—কত লোকের জ্বর ছাড়িয়ে দেয়। আমার স'য়াও, দেখ্‌ছিস্ না, কত দস্যুর মলা ছাড়ায়—কত বিরহিনীর কত জ্বর ভাল করে, আর নিজেও কেমন যশোধনে বেড়ে বেড়ে মিত্রের মনে সুখ, আর শত্রুর মুখে ছাই দিচ্ছেন। আবার দেখ, বেলগাছে ফল ফলে। সে ফলের শাঁস অমৃতসমান। তাতে আবার আটা আছে। সে আটায় যোগীর যোগ আঁটে ও উদাসীনের গৃহবাস ঘটে। আর তুলসী পাতায় কি হয় না? সে পাতা নিজেও যেমন ছোট, তাঁর ভক্তকেও তার নিজের মনে তেম্‌নি ছোট করে দেন। তুলসীগাছে মানুষের ভোগ্য ফল হয় না, তাঁর ভক্তও ঘুরে মরে, ফল পায় না—ফল চায় না। তবে কেন না, আমি সয়াকে হরি বলিয়ে বেলপাতা ছেড়ে তুলসীপাতা ধরাব? এখন আর ত তোরও তুলসীতে অত ভক্তি ভাল দেখায় না"।

সন্ন্যাসিনী পূর্ব্ববৎ স্মিতবদনে বলিলেন, "পেঁজভোজী পয়-জারখাকীরা বুঝি জানে না যে, 'বড় হবি ত ছোট হ'। তুই তোর সয়াকে বড় দেখ্‌তে চাস্ ত, তাঁকে রাধাকৃষ্ণ পড়া"।

আয়েষা বলিল, "তুই তাঁকে তোর করদাঁড়ে বস্‌তে দিবি বল্, তা হ'লে, আমি তাঁকে আত্মারাম বা রাধাকৃষ্ণ পড়াই"।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ময়নার কান ফোটা। সে কপ্‌চাতে শিখুক—তার দাঁড়ের ভাবনা কি? একটার বদলে তাকে জোড়া জোড়া দাঁড় দিব"। আয়েষা হাসিতে হাসিতে পশ্চাদ্গামী সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল। তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে, সে তাঁহাকে বলিল, "আপনাকে হরের সঙ্গে হরিরনামও কর্‌তে হবে। হরি হর ত ছাড়া ন'ন, তা তা'তে দোষই বা কি"?

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "ও সখি! ও কথাটী আর ব'ল না। যদি এ বারে তোমার স'য়ের দেখা না পেতাম, তা হ'লেই আমি সর্ষের ফুল দেখ্‌তাম। তাহাতেই আমার পীতবসন নাম গ্রহণ করা হইত। তার পরেই কৃষ্ণবর্ণ সরিষা দেখে কৃষ্ণ মনে প'ড়্‌ত, আর তা হ'লেই ভিটেয় সরিষা বুনে হরিবোলা হ'য়ে পড়্‌তাম্। "হরি হরি বোল, বৃন্দাবন্‌মে ডোল"। যেমন সরিষার ভিতর স্নেহরস তৈল, তেমনই কৃষ্ণের ভিতর স্নেহরস প্রেম। রগে তেল মাখি, আর হরি বলি—অঙ্গে লাগাই গোকুলধূ'ল। হরিছাড়া হ'য়ে থাক্‌তেও পারি, লক্ষ্মীছাড়া গা'ল সইতে নারি।

বেল্‌পাতায় বড়াই বাড়ে
তুলসী বসে শেষে ঘাড়ে
বৃন্দের পায় বড়াই বুড়ি
শেষে হয় সে ফচ্‌কে ছুঁড়ি।
ভাঁটার টানে আরও ঘাটে
আমার আমি যায় রে হাটে।
[illegible]টী তবে বশে আসে
যায় তবে সে কৃষ্ণ পাশে।
ললিতা দাও আলো জ্বেলে
ধোঁয়ায় চক্ষু যায় রে জ্বলে॥

সখার কথা শুনিয়া আয়েষা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাংলায় আমি অনেক বালক বালিকার মুখে ঠিক ঐরূপ 'ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম্ চিক্‌ড়ি' শুনিয়াছি"।

বীণা ঠিক বাঁধা হইয়াছে কি না, ইহা বুঝিবার নিমিত্ত সঙ্গীত-পারদর্শী ব্যক্তি দ্রুতগতিতে সকল পরদায় আরোহণ অবরোহণ

ভাবে ধ্বনি বাহির করেন। সেই ধ্বনিনিন্দিত স্বরে মৃদু হাসি হাসিয়া সরযূ সখীর কাণে কাণে কত কি বলিলেন। পশ্চাৎ হইতে ঠাকুর মহাশয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে দেহ অবনত করিয়া তাঁহার শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়াছিলেন।

না চাইলে পায়
চাইলে রামধনু মত, প্রাণ কাঁদিয়ে যায়।
না নেয়ে না খেয়ে ছোটে
যেন পর্মিটের মুটে।
ঘাড়্‌টী ভাঙ্গে, নাক্‌টী কাটে
কত দুঃখ হায়!—সে না চাইলে পায়।

ফুল্লদলসম সরযূর অধর মুদিত হইলে, সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন,

কে পেয়েছে তায়
জেগে জেগে যোগে যাগে কেবলই হাঁপায়।
মঙ্গল আরতি দেখে
সে, গোপী চন্দন মাথে
সদা হরি বলে মুখে
ননীর আশায়—পেতে কৃষ্ণ পায়।

* সরযূ সখীর কর্ণে সন্ন্যাসীর কবিতার ব্যাখ্যা বলিয়া দিয়াছিলেন। "সদনুষ্ঠান ও সৎকার্য্যসাধনে যে প্রতিষ্ঠা হয়, 'বেলপাতায়' অর্থাৎ শিবপূজায় তাহা বৃদ্ধি পায়। সেরূপ প্রতিষ্ঠায় যখন শিবভক্তের তৃপ্তি জন্মিয়া যায়, তখনই তাহার স্কন্ধে তুলসী স্থান পান অর্থাৎ তাহার হরিভক্তির অঙ্কুর হয়। বৃন্দাদেবীর পদতলে অর্থাৎ তুলসীপূজনে পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ বড়াইয়ের চাকচিক্য থাকে না; সেই জন্য বড়াই সে সময়ে বৃদ্ধা অর্থাৎ 'বুড়ী' হইয়া

যায়—হরিভক্তির প্রভাবে সে আপনাকে ক্ষুদ্র অর্থাৎ নীচ মনে করিতে থাকে। সে প্রবীণা হইয়া পূর্ব্বে নবযুবতীদিগকে ঘৃণা করিত। এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা নবোঢ়াদিগকে আপনার সমান জ্ঞান করে। সেই জন্য তাহাকে 'ফচ্‌কে ছুঁড়ী' বলা হইয়াছে। এক্ষণে অভিমান লয় পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই জন্য 'ভাটার টানে' তাহা আরও ক্ষয় পায় অর্থাৎ 'ঘাটে'। পরিশেষে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবার পর 'আমি' ও 'আমার' অর্থাৎ অহঙ্কার দূরীভূত হয়। তৎপরেই চঞ্চল মন আয়ত্তাধিন হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থির হয়। এই অবস্থায় ভক্তের সালোক্য বা সাযুজ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে—তিনি কৃষ্ণপাশে গমন করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসী বলিতেছেন, "এখনও অনেক জানিতে ও ভোগ করিতে বাকী আছে—অহঙ্কার-নাশ এক্ষণে সুদূরবর্ত্তী। সেই জন্য যাহাতে উত্তরোত্তর শুভ বাঞ্ছার তৃপ্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাহাই কর—'আলোক জ্বালিয়া দেও'। অজ্ঞানাবস্থা অন্ধকারবৎ। এ অবস্থায় মনুষ্য দুঃখ ভোগ করে ও চক্ষের জলে ভাসে।

সখীদ্বয় ও লছমনিয়া এতদ্রূপ নানা কথায় আসিতে আসিতে যখন পুষ্কর পাহাড়ের শিরোদেশে উঠিলেন, তখনই সন্ন্যাসিনী ও আঁয়েষার গতিরোধ হইল। সন্ন্যাসিনীর বদন চিন্তান্বিত ও গম্ভীর—বেচুয়ার নয়নে ধারা। অগ্রবর্ত্তী ভিখারী ও সেদো তাঁহাদিগের সে ভাব দর্শনে কাতরভাবে অধোবদনে রহিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী বিজলীর নয়ন সেদো হইতে তাহার মাই লোকদিগের বদনের উপর পড়িল। তাহার এত সুখের সময় 'মাই

লোক' কেন কাঁদে, তাহা না বুঝিতে পারিয়া সে অবাক্ হইয়া রহিল। পশ্চাদ্বর্ত্তী সন্ন্যাসী প্রণয়িনী ও সহচরীর মনের ভাবে মুগ্ধ। বাদল শ্যামলাল ভাবিল, 'পাছে এক টানে তিন কোশ চ'লে গায়ে পায়ে আবার ব্যথা হয়, এই জন্যই মা বাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে'।

বেচুয়ার দৃষ্টি নিম্নস্থ রাজপথের বামপার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত সরোবরের উপর। সে কতদিন আশ্রয়দায়িনীর পার্শ্বে ও ওস্তাদের সম্মুখে বসিয়া ততীরে 'মল্লার' সাধিয়াছে। ঠাকুর তাঁহাদিগের ধ্যানভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "গতানুশোচনা সদ্বিবেচনার কার্য্য নহে"। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বেলা দশটা বাজিয়াছে। সকলে আজমীর পাহাড়ের শিরোদেশে উঠিয়াছেন। সেস্থান হইতে সে নগর দর্শনে সকলেরই একরূপ মনের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে! কেবল আয়েষার নয়ন সহরের একদেশভাগে এবং সন্ন্যাসিনীর নয়ন অপর প্রান্তে স্থির। এমন সময়ে একজন সাহেব ও দুইজন পশ্চিমাঞ্চলবাসীদিগকে সেই দিকে আসিতে দেখা গেল। রমণীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া একদেশে সঙ্কুচিত ভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন। কেবল বিজ্লী মুখ ঢাকিলে হাঁপিয়ে উঠে বলিয়া, সে ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া সাহেব দেখিতে দেখিতে মাই লোকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব রমণীদিগকে দেখিতে দেখিতে সে স্থান অতিক্রম করিয়া যে মাত্র সন্ন্যাসীর নিকটে আসিলেন, অমনি সাধুর অঙ্গে সাহেবের পদাঘাত হইল। সাহেব রক্তিম বদনে ম্লেচ্ছ ভাষায় তীব্র স্বরে কত কি বলিতে লাগিলেন। সাধুঅঙ্গে পদাঘাতদর্শন অসহ্য

হইয়াছে বলিয়া, সাহেবসঙ্গীদ্বয় তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভিখারী, শিউবক্স, সাধু, বাদল ও শ্যামলাল লাঠী হস্তে উগ্র মূর্ত্তিতে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, ঠাকুর হাসিতে হাসিতে হস্তসঞ্চালনদ্বারায় তাহাদিগকে স্থির হইতে বলিলেন এবং স্থিরভাবে সাহেবকে তাহার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সাহেব তাহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি সাহেবকে এরূপে ধরিলেন যে, ধর্ম্মাবতার উদ্বাহু হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া পড়িলেন। ক্রোধ, লজ্জা, ও অপমানে তাঁহার নয়নে ধারা বহিল—সে অবস্থায় তিনি মৌনী থাকিয়াই জীবনত্যাগ করিতে পরিতেন, কিন্তু বিজলীর পদাঘাতে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা রহিল না। ফেনপুঞ্জশোভিত রক্তিম বদনে তিনি তাহাকে বহুবার অশ্রাব্য গালি দিয়াছিলেন। ভাগ্যে আমাদিগের সতীগণ তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারেন নাই—বুঝিলে তাঁহারা কতই লজ্জা পাইতেন। বলবিক্রমপ্রকাশ সম্বন্ধে এককালে নিরাশ্বাস হইয়া, সাহেব দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, "ছোড়্ ডেও"। সন্ন্যাসী স্থিরভাবে উৎকৃষ্ট ম্লেচ্ছ ভাষায় বলিলেন, "তুমি যে সকল অশ্রাব্য গালিতে তোমার রসনা ক্লেদযুক্ত করিয়াছ, লালা ও ফেণপতনে সে ক্লেদ দূর হইলে ও নয়ন বারিতে স্নাত হইয়া তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে, তোমাকে ছাড়িব। তোমাদিগের দেশের লোক যে সভ্যতার অভিমান করে, তোমার কথা শুনিলে ও তোমার ব্যবহার দেখিলে, তাহাদিগের সে অভিমান দূর হইবে না কি? এ দেশের অতি ইতর জাতীয় লোকও তোমার মত ভাষায় তাহার জিহ্বা কলুষিত

করে না। তত্রাচ তুমি তাহার গুরুর গুরুর মত লোককেও পশু বলিতে কুণ্ঠিত হও না।”

সাধুর অনর্গল সুললিত ভাষায় ও তাহার সতুচ্চ ভাবে সর্প বেষ্টিত শৃগালের অক্ষির ন্যায় ফিরিঙ্গীর নয়ন বিস্ফারিত হইল। সেই জন্যই তখন সে তৃষ্ণাতুর বানরের মত কাতর নয়নে বিনীত ভাবে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া মুক্তি চাহিল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সহসা এরূপ হতজ্ঞান হইয়া অকারণে আমার অঙ্গে কেন পদাঘাত করিয়াছিলে?

রোরুদ্যমান হইয়া সাহেব গদগদ ভাবে বলিল, “আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, এক সাধুর পরামর্শে আমার চির উপার্জ্জিত ধন দস্যু-কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। আমি আগরতলার কন্‌সারণের—ব্যব-সায়ের অর্দ্ধাংশের অধিকারী ছিলাম। অদ্য আমি পথের ভিখারী। এই জন্যই সাধুর বেশ দেখিলেই আমার ক্রোধোদয় হয়—আমি জ্ঞান হারাই।”

সাহেবের কথায় সাধুর মন কাতর হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন “সাহেব! তুমি কি জানন৷ যে, ‘যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ’রে,ও যে বৃষ্টিতে দেশ ভাসায়, তাহাতে আবার জীবন-প্রদ শস্য জন্মায়। এক সাধুবেশধারীর পরামর্শে তোমার ধননাশ হইয়াছে, অনুমান করিয়া, সকল সাধুর প্রতি রোষপরবশ হওয়া, তোমার বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই। কোন না কোন সাধু হইতে আবার তোমার ধনাগম হইতেও পারে।”

প্রভুর পদে কুক্কুরকে লুটাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু সাধুর পদে সাহেব যে রূপে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আমি কখন দেখি নাই। সন্ন্যাসী রমণীদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ববৎ আজমীরাভিমুখে

আসিতে লাগিলেন। সাহেব বিনীতভাবে নিজ বৃত্তান্ত ও আগর-তলার দস্যুবৃত্তির কথা বলিতে বলিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি প্রহরী ও কর্ম্মচারীদিগের নামে নালীশ রুজু করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "যদ্যপি তুমি বৈরনির্য্যাতনপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর—তোমার অধীনস্থ লোকদিগকে আর কোনরূপ কষ্ট না দেও, তাহা হইলে ভগবানের ইচ্ছায় ন্যূনপক্ষে যাহাতে তুমি তোমার হৃত ধনের অর্দ্ধাংশও পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পার, আমি এরূপ চেষ্টা করিব।"

সাহেব আবার সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "সাধো! যদি ভাগ্যে উক্ত ধন পুনঃপ্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমি আর এ জীবনে কাহাকেও কোন কষ্ট দিব না। আমার একমাত্র কন্যা ও পরিবার লইয়া স্বদেশে যাইব। আর আমি সে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিব না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি একবার তোমার আগরতলার কুঠী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু যদি একথা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমি কখনই তোমার সংস্রবে থাকিব না।

সাহেব পূর্ব্ববৎ বিনীত ভাবে বলিল, কার্য্যোদ্ধার করিতে আমরা সকল সাজই সাজিতে পারি। আমার বদন হইতে এ ব্যাপারের একটী বর্ণও বহির্গত হইবে না। এ অসম্ভব ব্যাপারে আপনি কৃতকার্য্য হইলে, টমাস্ কাটসন্ আপনার চিরানুগত থাকিবে।"

৩।৪ দিবস আজমীরে বিশ্রাম করিবার পর আয়েষাকে লইয়া সকলে প্রায় পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রামে গমন করেন।

সেই গ্রাম আয়েষার আশ্রয়দায়িনীর জন্মস্থান। আয়েষা সেইস্থানে কিছুদিন বাস করিতে ইচ্ছা করিলে, সন্ন্যাসীর পরামর্শমত সন্ন্যাসিনী তাহাকে বলিলেন, "তোর স'য়া একবার আগরতলা ও তন্নিকটস্থ আমাদের কারাগারস্বরূপ কবরস্থান দেখ্‌তে যাবেন। তুই কি তাঁকে আর একা যেতে দিতে পার্‌বি? সে অঞ্চল হ'তে পুনরায় এই গ্রামে আসা যাবে। তখন তোর যা কর্ত্তে ইচ্ছে হয়, তাই করিস—আমি একটী কথাও বল্‌ব না।"

নিকটে থাকিয়া সরযূর দ্বিতীয় প্রাণ আয়েষা একাকিনী থাকিবে, আর তিনি মনের সাধ মিটাইয়া পতির সেবা করিবেন, ইহা অসম্ভব বুঝিয়াই আয়েষা কিছুদিন দূরবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল। কিন্তু সখীর কথায় সে বুঝিল, আপাততঃ সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না এবং সেইজন্যই সখীসঙ্গে সে অঞ্চলে গমনে সম্মতা হইল।

সেই দিবসেই সকলে আজমীরে প্রত্যাগত হইলেন। দিবসদ্বয় পরে চাম্‌রে আরোগ্যলাভ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিল। সাহেব আর এখন সন্ন্যাসীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন না করিয়া ছোটা হাজ্‌রীর সময়, সুরা দূরে থাক্‌, জলও স্পর্শ করেন না। সাধু পরদিবস আগরতলা যাত্রা করিবেন শুনিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলবাসী সঙ্গীদ্বয়ের সাহায্যে যান ও প্রচুর আহারীয় সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন।

একে সন্ন্যাসীর দল, তাহাতে সাহেব সঙ্গে থাকাতে, সকলে নিরুপদ্রবে আগরতলার কুটীর নিকট উপস্থিত হইলে, ঠাকুর আপাততঃ সাহেবের নিকট বিদায় লইলেন। সাহেব অর্দ্ধাবনত হইয়া তাঁহাকে সেলাম করতঃ বিনীতভাবে পদযোড়ে জিজ্ঞাসা

করিলেন, প্রত্যাগমন কালপর্য্যন্ত তিনি সেই কুটীতেই অবস্থিতি করিবেন কি না। সন্ন্যাসী তাঁহাকে তাহাই করিতে বলিয়া অন্যান্য সকলের সহিত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। পথের অদূরে জনৈক মনুষ্যের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ পতিত রহিয়াছে দেখিয়া সন্ন্যাসী লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক যান হইতে ভূমিতল স্পর্শ করিলেন; সুতরাং সকল যানই স্থির হইল। সন্ন্যাসিনী ও আয়েষা যে দিকে যাইতেছিলেন, লছমনিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে বিজ্‌লীর সহিত সেইদিকে যাইতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসী অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন "এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত আছে।" তাঁহার এ কথায় সন্ন্যাসিনী ও আয়েষা আগ্রহের বেগে সেইদিকে দৌড়াইলেন। আয়েষা রোগীর সমস্ত দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "অনাহারেই বেচারার এ অবস্থা। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগৃহীত হইলে ইহার জীবন-রক্ষা হইবার সম্ভাবনা।" সেস্থান শিউবক্সের পরিচিত। সেই জন্য সে অবিলম্বে নিকটস্থ গ্রামে গমন করিয়া দশ বারটী মহিষ দোহন করতঃ অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ সংগ্রহান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহার হস্তে দুগ্ধ দেখিয়া সজলনয়নে আয়েষা বলিল, "বেটা, তোম্ নে এস্‌কো জান দিয়া"। তাহার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দর্শনে সন্ন্যাসিনী হস্তপ্রক্ষালন দ্বারায় সস্নেহে তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। সকলে বেহারী দস্যুর নেত্রে জল দেখিতে পাইল। সতীর স্নেহে কে না মুগ্ধ হয়?

বদনে বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ দেওয়াতে পতিত লোকের কণ্ঠদেশ মধ্যে মধ্যে ঈষৎ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার গলাধঃকরণ-শক্তি হইয়াছে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাহার অবস্থা এরূপ যে, তাহাকে যানে লইয়া

যাওয়া আয়েষার যুক্তিসিদ্ধ মনে হইল না। সেইজন্য ভিখারী প্রভৃতি সকলে তাহাকে অতিসন্তর্পণে বহন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহার বদনে দুই চারিবার দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

গ্রামের সকলেই শীর্ণ। তাহারা কোনমতে জীবনধারণ করিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায়, সবল লোক দেখিলে তত্রস্থ সকলেরই প্রাণে ভয় হয়—পাছে তাহারা তাহাদিগের মুষ্টিপ্রমাণ গোধূম বা কেশগুচ্ছপরিমাণ তৃণ হরণ করিয়া লয়। এ অবস্থায় কে অতিথি-সৎকার করিয়া থাকে। আমাদিগের ঠাকুর দয়ালু ও পরিণামদর্শী। তিনি সমভিব্যাহারে যথেষ্ট আহারীয় ও তৃণ আনিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সকলে গৃহস্থের ভার না হইয়া তাহার আদরভাজন হইয়াছিলেন। বুভুক্ষু আহার পাইলে যে কত তৃপ্ত হয়, তাহা যিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক না দেখিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন না।

গ্রামবাসীদিগের অবস্থা দর্শনে সন্ন্যাসিনী, আয়েষা ও লছ্‌মনিয়া অতিশয় কাতরা হইয়াছেন দেখিয়া সন্ন্যাসী বিষণ্ণ বদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এ গ্রামে দূর হইতে দুর্ভিক্ষের বাতাসমাত্র আসিয়াছে। তোমরা যদি ইহার মধ্যেই এত কাতরা হও, তাহা হইলে, যে স্থানে সে তাহার করাল কবল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সেস্থান দর্শনে তোমাদের অবস্থা কি হইবে!"

পতির কথায় সরযুর নয়নে দরদর ধারা পতিত হইতেছে দেখিয়া আয়েষা তাহার সখাকে বলিল, "আমার সই প্রাণ দিয়ে আর্ত্তের সেবা কর্ত্তে পারে, কিন্তু তার দুঃখের বর্ণনা শুন্‌তে পারে না। অধিকক্ষণ সাধুর মুখে ওরূপ বর্ণনা শুন্‌লে সে নিশ্চয়ই

মূর্চ্ছাপন্না হবে”।

আয়েষার কথায় ও পত্নীর বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে প্রবোধের মনে যে কি ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুমান সুসাধ্য। রমণীদিগের যত্নে ও শুশ্রূষায় দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের রাত্রিমধ্যেই চৈতন্য হইয়াছিল। প্রাতঃকালে বাক্‌শক্তি পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়া সে ক্ষীণ স্বরে বলিয়াছিল, “আমার দাদা কোথায়? অনাহারে যদি দাদার কিছু হয়ে থাকে, তোমরা দয়া করে আমার গলায় পা দাও। দাদাকে না দেখে—এরূপে দাদা স্বর্গে গেছেন শুন্‌লে,—আমি কিছুতেই বাঁচব না।”

তাহার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসিনী বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর রুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বসিলেন। লছ্‌মনিয়া অশ্রুজলে বসন ভিজাইতেছিল, বিজ্‌লী ও অন্যান্য সকলের নয়নও শুষ্ক ছিল না। কেবল আয়েষা আরক্ত বদনে বলিতেছিল, “তোমার দাদা ভাল আছেন। তুমি ভাল করে আহার কর—সবল না হলে দাদার নিকট যেতে পার্‌বে না। তোমার দাদা শীঘ্র তোমাকে দেখ্‌তে না পেলে, কি জানি, যদি কিছু করে বসেন।” শীর্ণ ব্যক্তি কম্পিত অথচ ক্ষীণস্বরে বলিল, “তবে খাবার দাও, খাই।”

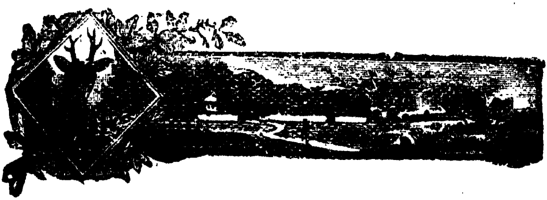
তৎপর দিবস তাহারই অস্থিরতায় তাহাকে লইয়া আবার সকলে অগ্রগামী হইলেন। সেইদিন অপরাহ্নে তাঁহারা একটী দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, আর একজন অস্থিচর্ম্মময় ব্যক্তি ভূমিতলে বদন সংলগ্ন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর দুইজন অপেক্ষাকৃত সবল যুবা তাহাকে বলিতেছে, “আরে সাধুকী কৃপাসে সব্‌কো খানেকো মিল্‌তা। তু ন থাকে কাহেকো

চোলা ছোড়্তা হায়।” ক্ষীণস্বরে সে বলিতেছে, “মেরা ভাই কাঁহা গিয়া। ভাইয়া ন দেখ্‌কে ময়্ এক বুঁদ পানি বিন পিউঙ্গা।” তাহাকে দেখিয়া ও তাহার কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল। কম্পান্বিত কলেবরে তিনি সেইস্থানে বসিয়া তাহার মস্তক নিজ ক্রোড়দেশে উঠাইয়া লইলেন। তাঁহার চক্ষের জলে তাহার বদন সিক্ত হইয়া গেল। অতিকষ্টে গদগদ ভাবে তিনি তাহাকে বলিলেন, “কালুয়া পিছে আওয়েহে। বেটা! তু কুছ্ খা লে, নেহি তো তোম্‌কো দেখ্‌কে তোমারা ভাইয়া রোণা সুরু করে গা।” কালুয়া নাম শ্রবণ-মাত্রেই উক্তব্যক্তি আহার চাহিল। অল্প পরিমাণ আহারান্তেই সে উঠিতে উদ্যত হওয়াতে সন্ন্যাসিনী তাহাকে ধরিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় যে যানে কালুয়া ছিল, সেই যান নিকটস্থ হইল। যান হইতে কালুয়া তাহার দাদার বদন দেখিয়া ক্ষীণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “সাধু আওর মাই লোক ঝুট্ নেহি বোলা। ভাই লোক মুঝে উঠাকে মেরে ভাইকে পাস্ রাখ্ দেও,—কালুয়াকা দেল বি ঠাণ্ডা হো যায় গা, ভাই বি উঠ্-সকে গা।”

সহোদরের স্বর শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ক্রোড়স্থ রামা মূর্চ্ছা-পন্ন। তিনি ত্রস্তা হইয়া তাহার বদনে জলসিঞ্চন করিতে করিতে কাতর প্রাণে আয়েষাকে ডাকিতেছেন। ইত্যবসরে ভিখারী ও বাদল কালুয়ার দেহ রামার দেহে সংলগ্ন করিয়া দিল। যেমন কালুয়া রোদন করিতে করিতে একবার বলিল, “ভাইয়া রে”, অমনি রামা হস্তবিস্তারপূর্ব্বক কালুয়াকে ধরিল।

ওদিকে একটী রমণী ক্ষীণ দেহে রক্তবমন করিতেছিল

দেখিয়া আয়েষা তাহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় ব্যাপৃত। ভগবানের ইচ্ছায় সে বার তাহারও জীবন রক্ষা হইয়াছিল। আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সে দিনযামিনী আমাদের সকলেই এইরূপে কাদ-রের সেবা করিয়াছিলেন।



ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পতি পত্নী।

সন্ন্যাসীর পরামর্শে বিকানীর, যোধপুর ও মিবারের মহারাজদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অধীনস্থ ঠাকুর অর্থাৎ জমিদারগণ নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীদিগের শস্য হরণ করিতেছিলেন। ভয়ে যাহারা মূল্যগ্রহণে সম্মত হইয়াছিল, তাহাদিগকে হয় মূল্য, আর না হয় মূল্যপরিমাণ টাকার লিখন দিয়া তাহাদিগের শস্যাদি গ্রহণ করা হইতে লাগিল। সাধুরই পরামর্শে অপেক্ষাকৃত সবল স্ত্রীপুরুষ দুর্ব্বলের সেবায়, আর তদপেক্ষা কর্ম্মঠ ব্যক্তিগণ পর্ব্বতসন্নিকটে পুষ্করিণীখননে অথবা মূষিকহত্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপ্রারম্ভেই মনুষ্য আহার ও পশু তৃণ পাওয়াতে আর সেরূপ মহামারী উপস্থিত হয় নাই।

জীবনদাতা বলিয়া প্রত্যহ কত লোক সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইতে আসিত। এইরূপে পাঁচ সাত দিবস অতিবাহিত হইলে পর,

বিকানীর, যোধপুর ও মিবারের মহারাজত্রয় ঠাকুরগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সন্ন্যাসীদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সে কৃতজ্ঞতাস্রোতে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াও কোনমতে চির অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মানসিংহ গলদশ্রু হইয়া তাঁহার জানু স্পর্শ করিলেন। বাঁধ ভাঙ্গিল,—সে জলহীন দেশেও তাঁহার নয়নে নদী বহিতে লাগিল। তাঁহার সে সময়ের কাতর, সলজ্জ ও আরক্ত বদনের যে কত শ্রী, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। অন্যের কথা দূরে থাক্, বিস্ফারিতনেত্রে সে অপূর্ব্ব শ্রী দর্শন করিয়াও আমাদিগের সরযূ ও আয়েষা তাহা পরে বর্ণনা করিবার ভাষা পান্ নাই—সে বদন মনে হইলেই তাঁহাদিগের নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইত এবং তাঁহারা নিরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

বহুক্ষণ রুদ্ধকণ্ঠে থাকিবার পর, সন্ন্যাসীর স্বর শ্রুত হইয়াছিল। বর্ষাকালীন পার্ব্বতীয় নদীর বেগে তাঁহার মনের ভাব বিনা চেষ্টায় বহির্গত হইয়া শ্রোতাদিগকে স্পন্দরহিত করিয়াছিল। কে তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিবে! কে সেই স্বর্গীয় ভাষা পুনঃপ্রসব করিবে! মাদৃশ মূঢ়জন সে অপূর্ব্ব বক্তৃতার স্থূল মর্ম্মমাত্র বলিতে সক্ষম।

তিনি বলিয়াছিলেন, "হা ভূতভাবন চন্দ্রশেখর! হা ত্রিলোকপালক জগৎস্থিতিকারণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণো! হা প্রজা-বৎসল শ্রীরামচন্দ্র! হা রামদাস অঞ্জনানন্দন! আমি কে! এই সকল জগদ্বিখ্যাত রাণারাঠোরচোহানাদি মহাবীরবংশোদ্ভূত মহাশয়গণ কেন এ কীটানুকীটকে প্রশংসাবাক্যে অলঙ্কৃত করিতেছেন? সুদৃশ্য কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া, যদি বাটালী

অহঙ্কার করে, কাষ্ঠে তাহারই সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে যদি সে কাষ্ঠও তাহারই পক্ষীয় সাক্ষী হয়, তাহা হইলে মুদ্গার কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সে বাটালীর অঙ্গে চপেটাঘাত করিয়া দাম্ভিকের স্বরে তাহাকে বলে, "মূঢ়, আমারই আঘাতে কাষ্ঠ কর্ত্তিত হইয়াছে, তুই কে রে ?" আবার মুদ্গরের অহঙ্কারে মিস্ত্রি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নীরস দেহে পদাঘাত করতঃ বলে, 'রে চৈতন্যবিহীন মুদ্গার! তুই আমারই হস্তস্থিত হইয়া আমারই বলপ্রয়োগানুসারে বাটালীর উপর আঘাত করিয়াছিস্। তোর্ এত দাম্ভিকতা কেন ?' মিস্ত্রির কথায় মুগ্দর বাটালী উভয়েই কুণ্ঠিত, উভয়েই নির্ব্বাক হয়। হে অনাথনাথ, আমি বাটালীও নহি। 'কৃমিবিট্ ভস্ম' যে দেহের পরিণাম, তাহাকেই আমি আমার আমিত্ব মনে করি। আমি কে, তাহাও জানি না। আমি আমার উপকার করিতে শিখি নাই। আমি অন্যের উপকার করিয়াছি! মহারাজত্রয়! হে মহাবীরগণ! আপনারা কি পরিষ্কার বুঝিয়াছেন যে, আমি সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত! সেই জন্যই কি আপনারা আমার মত অপাত্রকে এরূপ সাধুবাক্যে এত প্রশংসা করিতেছেন ? পিতৃতুল্য মান্‌সিংজী! অন্যের মুখে এরূপ অলীক কথা শ্রবণে যদিও জীবন রাখিতে পারি, আপনার এরূপ নিষ্ঠুর বাক্যে আমার হৃদয় দ্বিধা হইয়া যায়। ভাই সকল! স্থির জানিও যে, যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই রক্ষা করিয়া থাকেন। কাহারও একগাছী কেশ স্থানভ্রষ্ট করিবার ক্ষমতা তিনি অন্য কাহাকেও দেন নাই। যে দিনে আমাদিগের কর্ত্তৃত্বাভিমান দূরীভূত হইবে, জানিও ভাই, সেই দিবসেই আমাদিগের চক্ষু আর নিমীলিত থাকিবে না। আমাদিগের স্বপ্ন ভাঙ্গিবে। আমরা সেই দিবসেই দেবাদিদেব,

পঞ্চবদন, কারণেরকারণ আদিকারণের কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কর্ণকুহর জুড়াইব। স্রোতোবাহিত তৃণ হইয়া আমরা যেন পুরুষকারের অভিমান না করি। 'নিমিত্ত মাত্র,' এই দৃঢ় বিশ্বাসে যেন আমরা তাঁহার সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হই। এক্ষণে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ, এরূপ বেগে বাক্যের উপর বাক্য আসিতেছে যে, আমি আর এক মুখে তাহা বলিতে পারি না। আইস ভাই! আমরা সবাই হর হরি, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে, বলি – আমাদের সকল আপদ, সকল বিপদ, সকল ভয় দূরীভূত হইবে।"

পরে সন্ন্যাসী বহুক্ষণ উর্দ্ধবাহু হইয়া দর দর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে একরূপ অবশভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন। সে নৃত্যে মহারাজ হইতে দরিদ্র জন পর্য্যন্ত কায়মনে যোগ দিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী বিবাহিত শুনিয়া দাতাগ্রগণ্য মহারাজদিগের তাঁহাকে ধনবান করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সে বীরবংশোদ্ভূত মহারাজগণও সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার সম্মুখে সে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। পরবৎসর সু-ফসল হইলে, সাধুর জন্য তাঁহারা মানসিংজীর হস্তে তিন লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। ভক্ত গৃহীর ভার ভগবান এই রূপেই বহন করিয়া থাকেন।

দুই এক দিবসের পর লছমনিয়া ও মতিলালের মিলন দেখিতে সন্ন্যাসী মানসিংহভবনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে বলিলেন, "সখীকে তাহার আশ্রয়দায়িনীর জন্মস্থানে পাঠাইবার এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, পথে তাহার কোনরূপ ক্লেশ না হয়। তাহার অর্থ ও তাহার সঙ্গে

নাই, সেইজন্য তাহার সহিত ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারিলে ভাল হইত।”

সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন,“পথের ব্যবস্থা ও ব্যয়ার্থ অর্থসংগ্রহ করিতে আমার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। বাদল, শ্যামলাল, সেদো, শিউবক্স ও বিজ্‌লী ত সখীর সহিত যাইবেই। তদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন রজপুত বীর তাহার রক্ষী হইতে পাইলে, তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থজ্ঞান করিবে। কিন্তু তুমি স’য়ের অদর্শনে আহার করিতে ও নিদ্রা যাইতে পারিবে ত?

সজলনয়নে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, “যাহা শুনিয়াছি, তাহা যদি ভগবানের মনে থাকে, তাহা হইলে আমি সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারি ও পারিব।” সখীর অদর্শনে অতিকষ্টে থাকিতে হইবে, ইহা মনে করিয়াও আয়েষার যে মানসিংহ ভবনে যাইতে হইবে না, এ কথা শ্রবণে সে বরঞ্চ আনন্দিত হইয়াছিল। ফল কথা, আয়েষা আশ্রয়দায়িনীর জন্মস্থানোদ্দেশে প্রস্থান করিল। আমাদিগের ঠাকুর ঠাকুরাণী অতিকষ্টে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মানসিংহ সমভিব্যাহারে তাঁহার ভবনে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে যোধপুর ও বিকানীর মহারাজদিগের দপ্তর হইতে উক্ত সাহেব ও তাঁহার অংশীদারগণকে এই মর্ম্মে পত্র লেখা হইয়াছিল যে, তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত তদ্দেশজাত শস্যাদি ক্রয়দ্বারা যে লভ্য পাইয়াছেন, তদ্বাদে অপহৃত সমস্ত টাকা ও লুণ্ঠিত মালের খরিদা মূল্য আগামী ফস্‌লী বৎসরে পাইবেন। ইহাতে ক্ষতি বোধ না করিয়া তাঁহারা মনে করিবেন যে, অসংখ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি তাঁহাদিগের এতদ্রূপ সাহায্যে জীবন রক্ষা করিতে পারিল। তাঁহাদিগকে ইহাও জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে,

অর্থ প্রলোভন দ্বারা বারান্তরে এ প্রদেশস্থ দরিদ্র ও মূর্খ প্রজাদিগের জীবনধারণোপায় সমস্ত শস্যাদি ক্রয় করিলে, অপহরণ বা লুণ্ঠন-জন্য মহারাজেরা আর কখন এরূপেও ক্ষতিপূরণ করিবেন না।

মহারাজগণ ভিখারী প্রভৃতিকে আশাতীত পুরস্কার দিয়াছিলেন। মজিলালপ্রদত্ত পুরস্কার যোগ করিয়া ভিখারী দেখিল, সে পঞ্চদশ সহস্রের অধিকারী, ও বাদল, সেদো, রামলাল প্রত্যেকে অষ্ট হাজারী এবং শিউবক্‌স ও চাম্‌রে সহস্রদ্বয়ের মালিক হইয়াছে।

ছায়াময়ী নিশি প্রান্তর, রাজপথ, বৃক্ষাদি ও গ্রাম বা পল্লী প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই কালিমা বিস্তার করিয়া দিয়াছেন! সখী-বিরহকাতরা সরযূর হৃদয়ও অপেক্ষাকৃত তমসাচ্ছন্ন থাকাতে, সে অন্ধকারে তিনি অসুখ বোধ করিতেছিলেন না। ধার্ম্মিকবর তাঁহার পতি ও বীরশ্রেষ্ঠ মানসিংহ অশ্বারোহণে সম্মুখ দেশে এবং পুত্রসম ভিখারী ও অন্যান্য কতিপয় রাজপুত বীর পশ্চাতে চলিতেছেন, ইহাতে তাঁহার মনে ভীতির লেশমাত্রেরও সম্ভাবনা ছিল না। স্বর্গপথআকাশগামী খেচর খেচরী আর 'তিমিরারে' বলিয়া ডাকিতেছে না—তাহারা এক্ষণে রুদ্ধ-স্বরে হয় সবিতার ধ্যানে রত, আর না হয় নিদ্রাভিভূত। আমাদিগের সরযূও নিরবে সখীর বদন চিন্তা করিতেছিলেন।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় অশ্বারোহীগণ ও মূল্যবান বস্ত্রে আবৃত শকট মানসিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন ও হইল। সিংহজী দ্বারবানদিগকে মজিলালজীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা বিনীতভাবে উত্তর করিল,'বেয়ালু'অর্থাৎ নৈশ আহার সমাপনান্তে

করযোড়ে অশ্রু মোচন করিতেছেন।" দ্বারবানদিগের এই কথা লছমনিয়ার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার দেহ নত হইয়া পড়িল এবং নয়ন জলে তিনি সরযূর বক্ষঃস্থলের বসন সিক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার স্বর্ণলতাসম অঙ্গের কম্পনে সরযূর সীতা-উদ্ধারের দিবস স্মরণপথে আসিল এবং সেই জন্যই তিনি পতিবিরহকাতরা রমণীকে বলিলেন, "সতীর চরিত্রে মনুষ্য-নাম-ধারণোপযোগ্য পুরুষের কখন সন্দেহ হয় নাই—হইবেও না! বানরাদি চতুষ্পাদদিগের সন্তোষার্থেই রামচন্দ্র মা জানকীর অগ্নিপরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন। সেই পাপে প্রজা-বৎসল সীতাপতিকেও লক্ষ্মীছাড়া হইতে হইয়াছিল। মতিলালজী সুধার্ম্মিক ও একান্ত সুপ্রণয়ী। মন্দ আশঙ্কা প্রণয়ের ধর্ম্ম—এই জন্যই, ভগ্নি! তোমার হৃদয় আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়াছে। তুমি ভীতা হইও না। কৃতজ্ঞতা-স্নাত হৃদয়ে দয়াল হরিকে ডাকিবার সময়ই ত এই। তাই বলি, বোন! স্থির চিত্তে হরি বল—সুমঙ্গল দেখিবে।"

সরযূ ও লছমনিয়া অন্দরে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া জগতের পত্নী ও অন্যান্য সকলের যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব। বিষণ্ণা জগৎললনা অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র সরযূকে বলিয়াছিলেন, "আমার প্রাণপ্রতিমা আয়েষা আমাকে দেখিতে আসিল না।" সরযূ আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বর্ণমৃণালবৎ বাহু-ধৃতা হইয়া সে অঙ্গনা তাঁহার কণ্ঠহার হইলেন—সন্ন্যাসিনীর নয়নের নীরে তাঁহার বসন ভিজিতে লাগিল। তাঁহার 'প্রাণপ্রতিমা' কথাটিতে সরযূর সখীঅদর্শনযাতনা প্রশমিত হইয়াছিল। এ রমণী তবে কি সরযূর

সহচরীর দ্বিতীয় মূর্ত্তি ?

এদিকে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াই মানসিংহ মঙ্গিলালজী বলিয়া ডাকিলেন। তিনিও পত্নীর জন্ত স্বস্ত্যয়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহজীর সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মানসিং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সাধু মহারাজকে চরণ লেনা।" অমনি ত্রস্তভাবে মঙ্গিলাল সন্ন্যাসীর জানু স্পর্শ করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর সব্ আচ্ছা হায়!" সন্ন্যাসীও পুলকিত ভাবে উত্তর করিলেন, "খবর আচ্ছা সে আচ্ছা—বহুত আচ্ছা হায়্। লছ্মনিয়াকী খবর মিলি। আবি হেতিয়ার লেকে ঘোড়েপর হামরা সাৎ আপকো যানে হোগা, আওর দো দশ ডাকুকে সং লড়্কে লছ্মনিয়াকো উদ্ধার করণে হোগা।"

মঙ্গিলাল নির্ব্বাক। তিনি ফেল্ ফেল্ করিয়া সাধুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার নয়নে ধারা বহিতেছে দেখিয়া মানসিং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহারাজ! জোয়ান ডরে, তো বুঢ্ঢেকো সাৎ লিজিয়ে।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "সাধু লোক মন্ত্র সে বি সবকুছ্ করণে সক্তে হেঁ। মোনাসিফ্ হোয়্ তো, ময়্ মন্ত্র পড়্হুঁ।"

মঙ্গিলাল পূর্ব্ববৎ নিরব। মানসিংজী স্মিত বদনেই বলিলেন, "পূজনা সন্ত, ছোড়্না ছল্। কাঠ্মে গঙ্গা, আগ্‌মে জল্। মন্তর্ পড়নে মৌজ্ হো গেয়া, ডাকু ভাগা, লছ্মনিয়া আগেয়া।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ভকতকী বাত্ হাত্তীকা দাঁত। ভিতর যাকে দেখো, সেঠজী, লছ্মনিয়া আয়া কি নেহি।"

সাধুকে অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিয়া, সিংজী সেঠজীর হস্তধারণপূর্ব্বক অন্দরে গমন করিলেন। বদনাবৃতা হইয়া জগৎ-

রমণী অবগুণ্ঠনবতী লছ্‌মনিয়ার হস্তধারণপূর্ব্বক সাধুচরণে প্রণতা হইতে আসিতেছেন, এমন সময় সে সম্প্রতি দস্যুকারাগারনিষ্কৃতা সেঠবধূ অচেতনা হইয়া পড়িলেন। অগ্নিবর্ষণ ও তুষারপতনে জীব সমভাবেই ক্লেশ পাইয়া থাকে। সহসা সম্পদোদয় ও বিপদপাতে তাহার একই রূপ যাতনা হইয়া থাকে। তথাপি মনুষ্য সম্পদকল্পনায় সুখী, আর বিপদ সম্ভাবনায় সঙ্কুচিত হইয়াই থাকেন—এ উভয় অবস্থাতেই তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। আনন্দানীত অজ্ঞানাবস্থায় তিনি স্বজনের সহিত হাসেন, আর বিষাদসম্ভূত ক্ষিপ্তভাবে সবান্ধবে কাঁদিয়া থাকেন—'বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা' বারেক মাত্রও মনে করেন না।

মুক্তদ্বারপার্শ্বে সহধর্ম্মিনীর সে অবস্থা দর্শনে মঙ্গিলালজীকেও ভূতল স্পর্শ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, নৈশ জলযোগান্তে রমণীদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে যখন তাঁহার কৃশাঙ্গী সহধর্ম্মিনী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি পূর্ব্বসংকল্পানুরূপ অমিয় বচন বলিতে পারেন নাই। উভয়ে পরস্পর দর্শনে কিছুক্ষণ শুষ্ক নয়নে নিরব হইয়াছিলেন। তৎপরে পরস্পরের যাতনা শ্রবণ ও বর্ণনে সুখের নিশির অবসান বা সুপ্রভাত হইয়াছিল। ভগবানের নিকট আরেবার মিলন-প্রার্থিনী হইয়া জগৎগৃহিনী ও সন্ন্যাসিনী যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, লছ্‌মনিয়াও সেই ব্রতের অভিলাষিণী হওয়াতে, সেঠজীর নয়নে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল। সরযুকে হীরকখচিত বিশুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা না করিয়া লছ্‌মনিয়া পত্নী-ব্রত পুনরায় আরম্ভ করিবেন না, ইহা শ্রবণ করতঃ সেঠজীর অশ্রুসিক্ত অবাধ্য ওষ্ঠদ্বয় গৃহিণীর জৈষমুক্ত বিম্বাধরের

নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি স্বচ্ছ তীক্ষ্ণধার দন্তাগ্র ও উদ্ধোত্তলিত আরক্ত করতল দর্শনে তাহাদিগকে সঙ্কুচিত ভাবে পশ্চাদ্‌পদ হইতে হইয়াছিল।

রজনীশেষে ভাক্তদিবায় ঠাকুর স্নানপূত হইয়া শ্রীভগবদারাধনার্থে নির্জ্জন কক্ষে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বারোহীর বেশে মানসিংজী তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। আশীর্ব্বাদ করতঃ সাধু তাঁহাকে বলিলেন, "জগন্নাথ দেখ্‌না, সাধুকা কাম।"

মানসিংজী স্মিতবদনে বলিলেন, "বল্‌দেওজী জগন্নাথকে সাত্‌ হর্‌বক্ত রহেতেঁহে, আওর বরাবর রহেঙ্গে। থোড়া রোজকা ওয়াস্তে বুঢ্‌ঢে রাণাকো দো চার্‌ দফে জগন্নাথকো দেখ্‌নে দিজিয়ে। আপ্‌কা ওয়াস্তে ঘোড়েকা বন্দবস্ত বি হায় নেহি।"

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী পিতাকে পুত্রমুখদর্শনার্থে গমন করিতে অনুমতি করিয়া ছাদ হইতে দেখিলেন, বৃদ্ধ রাণার কশাঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব তারকাস্খলনবৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরে বীরে।

পেশোয়ারে উপস্থিত হইয়া জগৎ সহরপেশোয়ারবাসীর বেশ পরিধান করিলেন এবং সেই বেশেই খাইবারপাশ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আলীমসজিদ অতিক্রম করিবার পর, জনৈক আফ্রিদি তাঁহার দরিদ্রপেশোয়ারীর বেশে প্রতারিত না হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সামান্যতঃ আহত ও ক্ষত্রিয়ের পদাঘাতে শতহস্ত নিম্নে পতিত হইয়া সে পথিক-আক্রমণের অভিলাষ অন্তর হইতে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

আফ্রিদিদিগের রমণীরা অতীব সুন্দরী। পথিমধ্যে কতক-গুলি অঙ্গনা হাস্যপরিহাস করিতেছিল। তাহারা আগন্তুক জগৎসিংকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু জগৎ তাহাদিগের বিপরীত দিকে নয়ন স্থির রাখিয়াই চলিতেছিলেন। কতিপয় আফ্রিদি

দূর হইতে তাঁহার এই সদাচরণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হয় এবং তিনি নিরাপদে গমন করিতে পারিবেন বলিয়া, তাঁহার সহিত একজন সম্মুখবর্ত্তী পল্লী পর্য্যন্ত গমন করে। তাহার প্রমুখাৎ সে পল্লীস্থ আক্রিদিয়া জগতের সদ্ব্যবহারের কথা শুনিল এবং পরপল্লী পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত একজন লোক পাঠাইল। সুতরাং পথে বিপদ হওয়া দূরে থাক, তাঁহার আহার নিদ্রারও কোনরূপ ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু পিতৃকথিত শিখরদেশে তিনি সে যবন যুবকরত্নকে দেখিতে পান নাই। দুই চারি দিবস অনুসন্ধানের পর, এক দিবস রজনীতে জগৎ কিছু দূরবর্ত্তী একটী নির্জ্জন শৃঙ্গে নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, কে বলিতেছে, "লোকালয়ে থাকিলে নানা বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় বলিয়া, আমি বহুদিবস হইতে গুহাবাসী হইয়া আছি। এ স্থানেও পশু পক্ষী লতা গুল্মাদি আমার মন চঞ্চল করে। এইজন্য আমি তমসাচ্ছন্ন গুহামধ্যে থাকিয়াই দিবস অতিবাহন করি এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে বারেকমাত্র গুহা হইতে বহিষ্কৃত হই। কিন্তু নাথ! এত করিয়াও ত তোমাকে দেখিতে পাইলাম না। যত্তপি এ জীবনে কিছুতেই তব চরণ দর্শন পাইব না, এমন হয়, তাহা হইলে এ দেহ নাশ করিয়া সত্বর দেহান্তরের ব্যবস্থা কর; কারণ অসহিষ্ণু হওয়াতে মধ্যে মধ্যে আমার আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়। তোমার সৃষ্টির সকল বস্তুতেই তোমার আশ্চর্য্য শক্তি ও অসীম বুদ্ধিমত্তা নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু মানব-দেহে ঐশ্বরিক শক্তি এরূপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে যে, সে দেহ নষ্ট করিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। সেই জন্যই তোমার অদর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াও আমি আত্মহত্যা করিতে

পারি না। কিন্তু প্রভো! আর যে তোমাকে না দেখিয়া জীবন-ভার সহ্য করিতে পারিতেছি না। কি করি নাথ!"

লোক নিস্তব্ধ হইল। জগৎ পূর্ব্বেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ক্ষত্রিয়বীর বলিলেন, "অস্ত্রসঞ্চালনে কিরূপ সুপটু হইয়াছি, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত আমি বহুদূর হইতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আপনি তরবারিহস্তে গাত্রোত্থান করুন্।"

যবনযুবা সাহাস্যে বলিলেন, "ফকীরের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে যদ্যপি বীরপণার পরীক্ষা হইত, তাহা হইলে আপনাকে আর বহু ক্লেশ করিয়া আমার নিকট আসিতে হইত না। সূর্য্যকিরণে আকাশে অসিসঞ্চালন করিয়া ও হুঙ্কারে স্বদেশ-বাসিনী রমণীদিগকে ভীতা করিয়াই, আপনি আপনাকে অসম-সাহসী বীর মনে করিতে পারিতেন। আপনি হয় বালক, না হয় ক্ষিপ্ত। তাহা না হইলে সংসারত্যাগী নির্জ্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসী বা ফকীরের সহিত আপনার যুদ্ধের সাধ হইত না।

জগৎ কহিলেন, "যে ব্যক্তি নিশীথ সময়ে তস্করের ন্যায় শিবিরে প্রবেশ করিয়া বীরশ্রেষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ক্ষিপ্ত লোকে সংসারত্যাগী মনে করে, করুক্, কোন ক্ষত্রিয়সন্তান তাহা করে না। তদ্রূপ যবন-যুবকের অস্ত্রে অস্ত্র ঘর্ষণ, আর কুসুমসমা রমণীদিগকে ভয়-প্রদর্শন, একই কথা, ইহা অবোধ শিশুতেই বলিতে পারে। সেই জন্য বলিতেছি, আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন্।"

যবন মুগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তুমি কি আমার

পিতৃতুল্য বীরাগ্রগণ্য মানসিংহের একমাত্র জগদ্বিখ্যাত পুত্র জগৎসিং? আমার নিকট প্রতারণা করিও না। যদ্যপি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আমি তোমার জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের সহিত কনিষ্ঠের যুদ্ধ শাস্ত্রবিগর্হিত ও অস্বাভাবিক"।

জগৎসিংহ উত্তর করিলেন, "যুদ্ধপিপাসুর পরিচয় জিজ্ঞাসা নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। যদ্যপি আপনার অনুমানও সত্য হয়, তাহা হইলেও আপনি মনে করুন্, পিতার যবনযুবকের নিকট পরাজয়কলঙ্ক দূর করিতে পুত্র আপনার সম্মুখীন হইয়াছে"।

সুহাস্যবদনে যবন কহিলেন, "পুত্রের এরূপ প্রয়াসে ত পিতার কলঙ্ক বৃদ্ধিও হইতে পারে। যাহার নিকট রণপণ্ডিত পিতা কলঙ্কিত হইয়াছেন, সুপুত্রের তাহাকে গুরু জ্ঞান করিতে হয়। তাহার সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা, পুত্রের পক্ষে ধৃষ্টতা প্রকাশ করা মাত্র"।

জগৎসিংহ কহিলেন, "মহাশয় ভুল বুঝিতেছেন। পিতা বৃদ্ধবয়সবশতঃ যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন, যৌবনাবস্থায় পুত্র যদ্যপি তাঁহার শোণিতপাত করিতে পারে, তাহা হইলে সে শোণিতে পিতার কলঙ্ক বিধৌত হইবে। অথবা পিতার কলঙ্ক দূর করিবার আশায়, যদ্যপি পুত্র তরবারিহস্তে সমরক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হয়, সে পুত্রের শোণিতেও পিতা নিষ্কলঙ্ক হইবেন। যবন অপেক্ষা হিন্দুসন্তানদিগেরই শাস্ত্রে অধিক বিশ্বাস আছে। যুক্তিযুদ্ধেও তাঁহারা ম্লেচ্ছ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই ধারণ করেন। অতএব আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া আপনি অস্ত্র গ্রহণ করুণ। ঐ দেখুন, আমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশে চন্দ্র উঠিতেছেন"।

অগত্যা যবনযুবা অসিহস্তে জগতের সম্মুখীন হইলেন। স্থানপরীক্ষান্তে তাঁহাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই শিক্ষা-নিপুণ,—দুই বীরই রণকুশল। বহুক্ষণ অসিসঞ্চালনে কেহ কাহারও কেশস্পর্শ করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে একটী অলক্ষিত বিলমধ্যে যবনের পদতল প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাঁহার দেহ সহসা নত হইয়া পড়িল। জগৎসিংহ অসাধারণ অসিসঞ্চালন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করাতে, তাঁহার করস্থিত অসি যবনযুবার অঙ্গ স্পর্শ করিল না। যবন সানন্দে 'সাধু' 'সাধু' বলিতে বলিতে অসি পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'আমি পরাজিত হইলাম'।

জগৎসিংহ বলিলেন, "হিন্দুসন্তানেরা দেবতার দাস—দৈবানুকূল্য নিয়তই প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহারা শুভগ্রহের সাহায্যে শত্রুপরাজয় করিয়া কখন আনন্দ ভোগ করেন না। অসি গ্রহণ করুন। অবিলম্বেই ক্ষত্রিয়বাহুবল আপনার হৃদয়ঙ্গম হইবে"।

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই ঘণ্টা পরে যবনের আর সে প্রকার ক্ষিপ্রতা দেখা গেল না। ক্রমশঃই তিনি নিস্তেজ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার দেহ পর্ব্বতগাত্রসংলগ্ন হইল—তিনিও অসি পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, "হিন্দুকুল-গৌরব! প্রতিদ্বন্দ্বীবধে যশ ও খ্যাতি লাভ কর"। জগৎসিংহ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে নিজ তরবারি যবনের পদতলে রক্ষা করিয়া ভূমি স্পর্শ করতঃ তাঁহাকে বারম্বার সেলাম করিতে লাগিলেন।

যবনযুবা গদ্গদ স্বরে জগৎকে বলিলেন, "পরাজিত হইয়া

জীবিত থাকা যে কত ক্লেশকর, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। আমার পুত্র নাই যে, সে জেতার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার কলঙ্ক দূর করিবে। তবে তুমি আমাকে বধ করিলে না কেন"?

কিছুক্ষণ রুদ্ধকণ্ঠে নিস্তব্ধ থাকিবার পর, কষ্টেস্বষ্টে জগৎ কহিলেন, "আর একটী সাধ মিটাইবার জন্য আপনার জীবননাশ করি নাই। অনুগ্রহ করিয়া যদ্যপি আপনি আমার সে সাধ পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হন্, আমি অকপটে আপনার নিকট আমার মনের কথা বলি"।

যবনযুবা সহাস্যবদনে জগতের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, মানসিংহ-পুত্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া যবনের জানু সদৃঢ়রূপে ধরিলেন। কিয়ৎকাল অবিরল ধারায় অশ্রুত্যাগের পর, তিনি গদগদ স্বরে বলিলেন, "সহোদর! দাদা! আপনাকে একবার কনিষ্ঠের সহিত তাহার জন্মস্থান দর্শন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে হইবে। অসম্মত হইলে, কনিষ্ঠ আপনার সম্মুখেই জীবন-বিসর্জ্জন করিবে"।

যবন কম্পান্বিত কলেবরে রোদন করিতে করিতে জগৎকে তুলিয়া নিজ-বক্ষের উপর ধরিলেন এবং গদগদ স্বরে বলিলেন, "ভাই! তোমার কথায় আমি পৃথিবীর প্রান্তেও গমন করিতে পারি—নরকবাসেও আমি ক্লেশ মনে করিব না। জগৎ! নির্জ্জনে এ যবনজীবনাতিবাহন আমার দৃঢ় ব্রত। কিন্তু উপযুক্ত কারণ শুনিতে পাইলে তোমার তৃপ্ত্যর্থে আমি নিশ্চয়ই এ ব্রতও ভঙ্গ করিব"।

গদগদ স্বরেই জগৎ কহিলেন, "দাদা! যদিও তুমি ভাবিতে-

ছিলে যে, ভগবান তোমাকে দর্শন দেন না, আমি দেখিতেছিলাম, তিনি তোমার চতুষ্পার্শ্বে যশোদাদুলালের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। সেই জন্যই তোমার নিকটস্থ হইবামাত্র আমার হৃদয় ক্ষণকালের জন্য ত্রিতাপশূন্য হইয়াছিল। আমরা সংসারের লোক; সুতরাং সর্ব্বদাই তাপিত। মধ্যে মধ্যে জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার নিকটস্থ হইব, এই সাধেই তোমাকে স্বদেশে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। নির্জ্জনবাস তোমার অভিপ্রেত হইলে, আমরা তোমাকে ভূগর্ভস্থ গিরিগুহাসদৃশ গৃহে বাস করিতে দিব"।

এক্ষণে প্রাতঃকাল হইয়াছে। সূর্য্যের বালকিরণে পর্ব্বতোপরিস্থ লতাবৃক্ষাদির কত শোভাই প্রকাশ হইতেছে- কত শত সুদর্শন পক্ষী সে কিরণে সুরঞ্জিত হইয়া সুমধুর স্বরে সকলের মনোহরণ করিতেছে। এই সময়ে—এই শুভক্ষণে এলাহিবক্স তাঁহার কুন্দনিন্দিত দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে মিবারদেশে যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই! পথ অতি দুর্গম এবং এ দেশবাসী যবনেরা অতিশয় দুর্দ্দান্ত। তোমাকে ভালয় ভালয় পিতৃচরণপ্রান্তে লইয়া যাইতে পারি, তবেই ত মঙ্গল!

জগৎ হাসিয়া বলিলেন, "দাদা! এইবার আপনার সত্য সত্যই পরাজয় হইল। পূর্ব্বপরাজয়ে আপনার যবনপ্রকৃতিসুলভ কপটতাই প্রকাশ হইয়াছিল। অবসাদের ভাণে আপনি যে রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে জগৎ চিরকাল মুগ্ধ থাকিবে। এই ভয়ানক পথে কনিষ্ঠ একাকী আসিয়াছে। দুই জনে যাইতে জ্যেষ্ঠ যে ভয় করিতেছেন, তাহাতেই যুগপৎ কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ ও জ্যেষ্ঠের পরাজয় প্রতিপন্ন হইল"।

আহারান্তে এলাহি ও জগৎ হিন্দুস্থানে আগমন করিবার জন্য

পদসঞ্চালন করিলেন। পথে পরিচিতের ন্যায় জগৎ সমাদৃত হইতেছেন দেখিয়া, এলাহির আর আনন্দের সীমা ছিল না। এক দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা পেশোয়ারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মানসিং তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা ও সেবার্থে পূর্ব্ব হইতেই তথায় উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন। ভয়ানক ও দুরারোহ পথে কয়েক-দিবস বহু ক্লেশ পাইবার পর, অদ্য তৃপ্তিকর সুখাদ্য আহারে উদরপূর্ণ করতঃ তাঁহারা উভয়েই সমস্ত রজনী সুখে নিদ্রায় যাপন করিলেন। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া জগৎ পিতৃপ্রেরিত ভদ্রলোককে পিতার নিকট তাঁহাদিগের আগমন সংবাদ প্রেরণ করিতে বলিলেন। অভিবাদনপূর্ব্বক সে লোক বলিল, "এ স্থানে আপনাদিগের পদার্পণ হইবামাত্র, তৎসংবাদ লইয়া লোক দ্রুতগামী অশ্বে প্রভুর নিকট গমন করিয়াছে"। সেই সময়ে এলাহি জগতের সম্মুখীন হইলেন। জগৎও তাঁহাকে পিতার স্নেহের কথা বলিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। স্নানাহার, বিশ্রাম, নানাবিধ কথোপকথন ও পেশোয়ারের ক্যাণ্টনমেণ্টে পরিভ্রমণে দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে উভয়ে বাসার নিকটস্থ হইয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিকে অতিশয় দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ শ্রবণে, উভয়েই সেই দিকে চাহিলেন। নিমেষমধ্যে অশ্ব নিকটস্থ হইল। অশ্বারোহী কে? আরক্তবদন বীরশ্রেষ্ঠ মানসিংহ।

অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিতে না করিতেই জগৎ পিতার পদতলে পতিত হইয়া রোদন করিয়া ফেলিলেন। মানসিং প্রণত এলাহির মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ সস্নেহে পুত্রকে গাত্রো-থান করিতে আজ্ঞা করিলেন। পুত্রের নয়নে জল দেখিয়া

মানসিং তাঁহাকে বলিলেন, "বেটা! আশীস্ কর্‌তা হুঁ, তোমারা এ্যাসেহি দো লেড়্‌কে হো। বড়ে লেড়কেকো লে-আনে-কে লিয়ে ছোটে লেড়াকাকো টেরামে ভেজ্ দিজিও। তব্ তোমারে সমজমে ঠিক আওয়েগা কে, লেড়্‌কেকা সুরত দেখ্‌নে-কে লিয়ে শওয়া কোশ ঘোড়েপর আওনা কেত্‌না থোড়া কাম্ হায়"।

জগৎ ও এলাহী মুগ্ধ ও রুদ্ধকণ্ঠ। বীর মানসিং স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা করিয়া জগৎ ও এলাহীর প্রথম দর্শন, কথোপকথন ও সমরবিবরণ শ্রবণ করিতে করিতে গলদশ্রু হইয়াছিলেন। আহারান্তে এলাহী বিশ্রামার্থে শয়ন করিলে, তিনি পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসিনী তাঁহার পুত্রবধূর সঙ্গিনী না হইলে, বধূ পতি ও আয়েষার চিন্তায় নিশ্চয়ই উন্মত্তা হইতেন। সন্ন্যাসীর জ্ঞানগর্ভ সুমিষ্টবচনে তিনিও স্বয়ং সুখে দিনাতিপাত করিতে পারিয়াছিলেন। নিতান্ত অভিলাষিণী হওয়াতে ঠাকুরজী আয়েষাকে তাহার প্রতিপালিকা বাইজীর জন্মস্থান—একখানি পল্লীগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। বিজ্‌লী ও সাধুয়া সর্ব্বদা তাহার নিকটেই আছে। সাধুর আদেশানুসারেই বাদল শ্যামলাল ও শিউবক্‌স অপরিচিতের ন্যায় গ্রামাভ্যন্তরে থাকিয়া তাহার রক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। এ কথাতেও জগৎ চিন্তিত হইলেন দেখিয়া মানসিং সস্নেহে বলিলেন, "আয়েষাকে নিজালয়ে রাখিতে আমি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম কিন্তু সুশীলা বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করায় আমাকে সে যত্ন হইতে বিরত হইতে হইয়াছিল। উক্ত গ্রাম আজমীরের নিকটবর্ত্তী। সে সহরে থাকিয়া বিশজন অশ্বারোহী জোয়ান আয়েষার শত্রু-

দমনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহার অন্য কোন চিন্তাই নাই”। তৎপরে পিতা পুত্রকে আরও কোন গোপন কথা বলিয়া, তাহাকে শয়ন করিতে বলিলেন এবং স্বয়ংও শয়ন করিলেন।

তৎপরদিবস আহারান্তে তিনজনেই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পরিশেষে মিবারে না যাইয়া, সন্ন্যাসীর পরামর্শ-মত সকলে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, পথিমধ্যে সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আজমীরের বামভাগস্থ অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়ের পশ্চিমাংশে যে মসজিদ্ আছে, তাহাতেই এলাহীর বাসের বন্দবস্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার সেবার্থে নিযুক্ত ভৃত্যদিগের মধ্যে কেহই আহূত না হইলে তাঁহার নিকট যাইত না। সন্ধ্যার পর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া এলাহী স্বাস্থ্যরক্ষার্থে একবার অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া আসিতেন।



অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"আমার আর কি আছে?"

আয়েষা ওরফে বেচুয়ার প্রতিপালিকা বাইজী এক্ষণে কবর-শায়িনী। যে গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামবাসী ও বাসিনীদিগের দুঃখমোচন করিয়া আয়েষা পরলোকগতা প্রতিপালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার অর্থ বেঙ্গলবেঙ্কে থাকাতে, সে তাহার উক্ত অভিলাষ পরমবন্ধু জীবনদাতা সন্ন্যাসীকে জানাইয়াছিল। সন্ন্যাসী মানসিংহের নিকট হইতে তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছিলেন। সেই অর্থের দ্বারায় সে উক্ত গ্রামস্থ সকলের অর্থকষ্ট নিবারণ ও সুচিকিৎসার দ্বারা পীড়িতের পীড়া দূর করিয়া ২।৪ দিবসের মধ্যেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই আন্তরিক ভালবাসার পাত্রী হইয়াছিল। রাত্রি এগারটার পর, সে বিজলীর সহিত গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিত। কোথায় কে কিরূপ কষ্টে আছে, তাহাই জানা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। গ্রামের চতুর্দ্দিকে গোচারণ বা পথ ছিল।

সেই পথের একস্থান আজমীরের রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছিল। একদা রাত্রিতে, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়, সে সেই পথের উক্ত মিলনস্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে সে দেখে, দূর হইতে রাজপথে একজন সুবেশধারিণী ভদ্রমহিলা অতিশয় ভয়ব্যঞ্জকস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার কিয়দ্দূর পশ্চাতে দুইটী সশস্ত্র বলবান লোক তাহাকে ধরিবার জন্যই যেন দৌড়িতেছে। দেখিবামাত্র আয়েষা আত্মবিস্মৃতা হইল। পরদুঃখ দেখিলে তাহার আত্মস্বার্থ মনে থাকিত না। সে চীৎকার করিয়া উক্ত রমণীকে "ভয় নাই ভয় নাই', বলিতে বলিতে তাহার দিকে ধাবিতা হইল। এই সময়ে রাজপথের অপরদিকে অশ্বপদশব্দ শুনিয়া সে সেই দিকে চাহিল এবং চীৎকারস্বরে অশ্বারোহীকে বলিল, "বীরশ্রেষ্ঠ! সত্বর আসিয়া দস্যুহস্ত হইতে রমণী-জীবন রক্ষা করুন্"। ভয়ার্ত্তা রমণীকণ্ঠনিসৃত করুণবাক্যে অশ্বের গতি অধিকতর দ্রুত হইল। অবিলম্বে অশ্বারোহী রমণীর ও উক্ত সশস্ত্রলোকদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। এই সময়ে দস্যুতাড়িতা রমণীর পদস্খলন হওয়াতে, তিনি রাজপথে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আয়েষা বিজলীর সাহায্যে তাঁহাকে সত্বর গ্রামের উক্ত গোচারণমধ্যে লইয়া গেল। বিজ্‌লীকে উক্ত রমণীর পার্শ্বে বসিতে বলিয়া, আয়েষা অশ্বারোহী ও দস্যুদ্বয়ের যুদ্ধ দেখিতে অল্প অগ্রসর হইল। তাহার অভিপ্রায় এই যে, যদি অশ্বারোহী পরাস্ত হন, তাহা হইলে দস্যুরা ভ্রান্তিক্রমে তাহাকেই ধরিয়া লইয়া যাইবে—পূর্ব্বোক্ত রমণী নিরাপদে স্বজনের নিকটস্থা হইতে পারিবেন।

ও আয়েষা ! তুমি একবার গোপালদলকর্ত্তৃক ধৃতা হইয়া নরকযাতনা সহ্য করিয়াছিলে—আর একবার দস্যুস্কন্ধে সরিষার ফুল দেখ। তাহাতেও দস্যুকর্ত্তৃক ধৃতা হইতে তোমার ভয় হইতেছে না !

আহা ! পরোপকারে যে কত সুখ, তাহা একবার যিনি ভোগ করিয়াছেন, সুবিধা বা সুযোগ পাইলে, তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। আপনার ক্ষতি, বিপদ বা জীবন নাশের কথাও তখন তাঁহার মনে পড়ে না। যে স্থানে এ অভিলাষ প্রকাশ পায়, ধরাতলে সে স্থান স্বর্গতুল্য হয়। স্বশরীরে কেবল যে পাণ্ডবপ্রধান মহারাজ যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাহা নহে। নিঃস্বার্থে যিনি পরের বিশেষ উপকার করেন, তিনিও ন্যূনপক্ষে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বর্গের সুখ ভোগ করেন। সে সুখভোগ কি আমাদিগের সন্ন্যাসীর 'বিলাসিনী' যবনী ত্যাগ করিতে পারে ?

দস্যুদ্বয়ের সহিত অশ্বারোহীর ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় দস্যুদিগের মধ্যে একজন ভূতলশায়ী হইল। তদ্দর্শনে আয়েষা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে বলিয়া উঠিল, "ইয়া আল্লা এলাহী আকবর"। এক্ষণে তাহার দেহে যেন নূতন জীবন সঞ্চার হইল। পূর্ব্বের ন্যায় তাহার শ্বাস আর রুদ্ধ নাই। সে এক্ষণে ক্ষীণ অথচ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্বারোহীর মঙ্গলার্থে ভগবানকে ডাকিতেছে। কিয়ৎকালের পর আহত হইয়া অপর দস্যু পলায়ন করিল। দস্যুতাড়িতা রমণীর জন্য আর কিছু করিতে হইবে কি না, ইহা জানিবার কি বুঝিবার নিমিত্ত অশ্বারোহী অশ্বের উপর থাকিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার আসন সুস্থির নহে দেখিয়া, আয়েষা চিন্তিতা হইতেছিল। কিন্তু তাহার সে চিন্তা সত্বরই ভয়ে পরিনত হইল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহীর মস্তক একবার ঝুঁকিয়া পড়িল। তৎপরেই তিনি ভূতলশায়ী।

আয়েষা ক্ষিপ্তাপ্রায় হইয়া 'ভগবান কি করিলে' বলিতে বলিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরোপকারী হতচেতন অশ্বারোহীর রক্তাক্ত কলেবরের নিকট উপস্থিত হইল, এবং সিহরিয়া দেখিল, একটা সুদীর্ঘ বর্ষার ফলা সেই সহৃদয় পুরুষের বক্ষঃস্থলে গভীরভাবে বিদ্ধ রহিয়াছে। শূন্যমনে ও বিশুষ্কনয়নে আয়েষা অন্যমনস্কে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "বিজ্‌লীরে! সকলকে শীঘ্র ডাক্"।

অবিলম্বে বাদল ও শ্যামলাল, শিউবক্‌স ও সেধো আয়েষার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া আয়েষা রোদন করিতে করিতে বলিল, "বাপ সকল! এ পবিত্র পুরুষের পবিত্রদেহ অবিলম্বে গৃহে লইয়া চল। যদি ভগবান এ সাধুকে রক্ষা করেন, তবেই ত ভাল। তা না হলে, আমি আর এ পাপভারে ভারা-ক্রান্ত পৃথিবীতে থাকিব না"। কাতর প্রাণে তাহারা অশ্বা-রোহীর দেহ অতি সাবধানে বহন করিতে লাগিল। আয়েষার দৃষ্টি উক্ত বর্ষা-ফলকের উপর। গ্রামবাসিনী কত রমণী অচেতন অশ্বারোহীর শোণিতাক্ত দেহে বাতাস করিতে করিতে আর্ত্তনাদ করিতেছে। বিজ্‌লী উক্ত অচেতনা রমণীকে গ্রামবাসিনীদিগের সাহায্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বাটী উপস্থিত হইয়া আয়েষা সাধু, বাদল প্রভৃতি সকলকে গ্রামবাসিনীদিগের সাহায্যে উক্ত হত-চেতনা রমণীর দাঁতকপাটী ভাঙ্গিয়া দিতে বলিয়া

তাঁহার মস্তক ও বদনে গোলাপজলসিঞ্চন করাইতে বলিলেন। সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ হইলে, তাঁহাকে অল্প পরিমাণ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দিতে বলিয়া সে বিজ্‌লীর সহিত অশ্বারোহীর নিকটে গেল। সে স্থানে সে সময়ে বরফ পাওয়া যাইত না। এজন্য বিজ্‌লীকে শীতল জল ও পরিষ্কৃত সুকোমল ছিন্ন বা অখণ্ড বসনের আয়োজন করিতে বলিয়া, আয়েষা স্বয়ং আবশ্যকীয় ঔষধ ও অস্ত্র বাহির করিতে লাগিল। সমস্ত বস্তু নিকটে সুসজ্জিত হইলে, সে গৃহের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া বিজ্‌লীকে অশ্বারোহীর দুইটী হস্ত সুদৃঢ়রূপে অথচ সন্তর্পণে ধরিতে বলিল এবং আপনি বহুক্ষণ ফলাকাবিদ্ধ স্থানের চতুর্দ্দিকে হস্তার্পণ ও অঙ্গুলী-সংস্পর্শ দ্বারায় বুঝিতে লাগিল, ফলাকা কতদুর ও কিরূপে বিদ্ধ হইয়াছে। তৎপরে একখানি শাণিত ছুরিকা হস্তে সে উর্দ্ধদৃষ্টিতে একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশুষ্কবদনে অস্ফুটস্বরে বলিল, "খোদা! ইয়ে তোমারী বাঁদীকে হাত! তোমারা কেরামত দেখ্‌লাও"। ভগবানকে স্মরণ করিবার পরই অস্ত্রচিকিৎসায় নিপুণা আমাদের আয়েষা অশ্বারোহীর বক্ষে ছুরিকা বসাইল। তখন তাহার নয়ন স্থির এবং হস্তের কিছুমাত্র কম্পন নাই। নিমেষমধ্যে ফলাকা ধরিয়া সে উর্দ্ধদিকে টানিল—ফলাকাও তৎক্ষণাৎ তাহার সেই সুকোমল হস্তে উঠিল। জলের উপর জল, ক্রমাগত শীতল জলপ্রদানে শোণিতস্রাব মন্দীভূত হইল। তখন ক্ষতস্থানে ঔষধসিক্ত সুকোমল বসনখণ্ড দিবার পর, তদুপরি সুকোমল কার্পাস বিস্তৃত করা হইল। তৎপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে আয়েষা অশ্বারোহীর বক্ষঃস্থল শুভ্রবসনে আবৃত ও তদুপরি সুকোমল সূত্রগুচ্ছ বন্ধন করিয়া দিল।

কিয়ৎকাল পরে অশ্বারোহীর দাঁতকপাটী ভাঙ্গিয়া দিয়া, বিজলীর সাহায্যে আয়েষা তাঁহার বদনে অল্প অল্প উষ্ণ দুগ্ধ দিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ তাঁহার গলাধঃকরণ হইতেছিল। এইবার আয়েষার নয়নে জল আসিল এবং তাহার কর যুক্ত হইয়া গেল।

তিনটী দিবসরজনী আয়েষার স্নানাহার বা নিদ্রা হয় নাই। উক্ত রমণী সুস্থ হইয়াছে শুনিবার পর, সে, অর্থাৎ আয়েষা উক্ত ললনার পরমোপকারিণীদর্শনের অভিলাষে কর্ণপাতও করে নাই। চতুর্থ দিবস প্রাতে অশ্বারোহী নয়নোন্মীলন করিলেন। আয়েষা তদ্দর্শনে হৃষ্টা হইয়াও তর্জ্জনীদর্শন দ্বারায় তাঁহাকে বাক্যস্ফুরণ করিতে নিষেধ করিল। কিছুক্ষণ পরেই, ঔষধ হস্তে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সে বলিল, "ঔষধ খান্"। অশ্বারোহী মুখব্যাদান করিয়া ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন। আয়েষা সাশ্রুনয়নে আবার ভগবানের নাম করিতে লাগিল। তাঁহার পুনর্জ্জীবনসম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। ঔষধের প্রভাবে অশ্বারোহী আবার নিদ্রিত হইলেন। পাছে নিদ্রিতাবস্থাতেও তাঁহার বক্ষঃস্থল সঞ্চালিত হয়, এই ভয়ে আয়েষা সে সময়েও তাঁহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া তৎপার্শ্বেই উপবিষ্টা রহিল। মধ্যাহ্নের পর অশ্বারোহীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। কথা কহিতে নিষেধ করাতেও, তিনি অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আপনি যদি এই দণ্ডেই স্নানাহার করিতে না যান, আমি চীৎকার করিব। তাহা হইলে রক্তস্রাব হইবে, আর আপনার রক্ষিত লোক মরিয়া যাইবে। যদ্যপি 'মানুষ' দাওয়াই না দেওয়া হইয়া থাকে, আর তাহা দেওয়া ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আমার বদনে যৎকিঞ্চিৎ

সে ঔষধি প্রদান করিয়া আপনি অবিলম্বে স্নানাহারে গমন করুন্। আমি সম্পূর্ণ সুস্থির হইয়া থাকিব"। আয়েষা গদগদ স্বরে বলিল, "ভগবানকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি দাসীকে তাঁহার বীরশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাকুশল প্রিয়পুত্রের সেবায় নিয়োজিতা করিয়াছেন। আমি আপনার আজ্ঞাপ্রতিপালনার্থে যাইতেছি। রুগ্নাবস্থায় সুবিজ্ঞ লোকেও অস্থির হন বলিয়াই, বিনীতভাবে সাবধান করিতেছি, যেন বক্ষঃস্থল কোন মতে সঞ্চালিত না হয়"।

রোগী কহিলেন, "আমার দেহ হইলে আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতাম। আহত হইবার দিবস হইতেই এ দেহ আপনার। ইহাকে আপনি যে ভাবে রাখিতে ইচ্ছা করিবেন, ইহা সেই ভাবেই থাকিবে। আমার যদি পৃথক সত্ত্বা থাকে, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনার ক্রীতদাস"।

অশ্বারোহীর কথায় আয়েষার হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাছে তিনি আরও অধিক কথা কহেন, এই ভয়ে আয়েষা অবিলম্বে সে গৃহ ত্যাগ করিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া সে দেখে, তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দস্যুতাড়িতা রমণী দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তিনি তাহার পদতলে পতিতা হইতে যাইতেছেন দেখিয়া, আয়েষা তাঁহাকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিল। ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "যাবজ্জীবন ও পদসেবা করিলেও আমি ঋণের শতাংশের একাংশও পরিশোধ করিতে পারিব না। হৃদয়ের ভক্তি প্রকাশ করিতে বাধা দিলে, আমি যে অন্তরে ব্যথা পাইব"।

আয়েষা মুগ্ধা হইয়া বলিল, "আর ও সোণার প্রতিমা যবনীপদতলে দেখিলে যে, লোকে যবনীকে পঞ্চত্ব পাওয়াইয়া দিবে।

তুমি বুঝি আমাকে তোমার সহোদরা ভাবিতে পারিলে না? যদি তাহা পারিতে, তাহা হইলে আর এমন করিয়া পায় পড়িতে যাইতে না"।

রমণী সাশ্রুনয়নে আয়েষার হস্তধারণপূর্ব্বক অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। আয়েষা তৈলমর্দ্দনার্থে উপবিষ্টা হইলে, রমণী তাহার কুঞ্চিত কেশরাশিতে তৈল দিতে লাগিলেন। আয়েষা 'ছি ভাই' বলাতে, রমণী বলিলেন, "সহোদরা বুঝি সহোদরার চুলে তেল দিয়া দেয় না"। আয়েষা হাসিয়া বলিল, "দাও বোন্! আমি আর তোমাকে মানা করিব না। ব'সে ব'সে, চুলে তেল দিতে দিতে, তোমার পরিচয়টী দাও দেখি"। রমণী কহিলেন, "আহারান্তে নিদ্রার পর পরিচয় দিব আর পরিচয় লইব"।

মুসলমানীর আশ্রয়ে থাকিয়া উক্তরমণী পরিচয় দিতে কুণ্ঠিতা হওয়ায়, আয়েষা আর সে সম্বন্ধে কিছু বলিত না। রমণী বলিয়াছিলেন যে, আপনার পরিচয় না দিয়া তিনি সে সুখের আশ্রয় হইতে অন্য স্থানে যাইবেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে স্থির হইয়াছিল যে, তাঁহারা পালা করিয়া এলাহীর শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিবেন। এ বন্দোবস্তে আয়েষার স্নানাহার ও বিশ্রামের আর ব্যাঘাত হইবে না, ইহা ভাবিয়াই রমণী হৃষ্টা।

যে দিবস রমণী সর্ব্বপ্রথমে পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন, সেই দিবস এলাহী নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহাকে দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। রমণী তদ্দর্শনে মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার কিছু আবশ্যক হইয়াছে কি? অকুণ্ঠিতভাবে আজ্ঞা

করিলে, আমি তাহা অবিলম্বে প্রতিপালন করিব। আমি আপনার সেবার জন্যই এস্থানে উপস্থিত আছি"।

এলাহী রমণীর কথার কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে হাস্য করিলেন এবং হস্তসঞ্চালনদ্বারায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে সময় তাঁহার বাক্যস্ফুরণের উপায় ছিল না। তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল কি না, ইহা জানিবার জন্য রমণী ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও প্রাণ ধরিয়া সে সময়ে তিনি তাঁহার সহোদরাসমা আয়েষার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন নাই। বিশ্রামান্তে আয়েষা সে গৃহে প্রবেশ করিলেই, রমণী উৎকণ্ঠিতার ন্যায় বিস্ফারিত নেত্রে ও ভয়সূচকস্বরে বলিলেন, "বোধ হয়, বীরশ্রেষ্ঠের বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে"।

সেই সুবর্ণমৃণালের ন্যায় বাহুতে রমণীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া আয়েষা সহাস্যবদনে রমণীকে বলিল, 'অশ্বারোহণ ও অস্ত্রসঞ্চালনের শক্তি থাকিলেই ত তোমার ভয় দূর হইবে। বাক্‌শক্তি থাক্ বা যাক্, তাহাতে তোমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি বোন্!

রমণী হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচলাম্, যে অবলাসহায়ের কোন বিশেষ অসুখ হয় নাই। বাক্‌রোধে আমার না হোক্, তোমার ত বিশেষ ক্ষতি"?

আয়েষা অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার কথা যে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না"।

রমণী কহিলেন, "কথা শুনিতে না পাইলে, আর কিছু হউক বা না হউক, চিকিৎসার ত অসুবিধা নিশ্চয়ই হইবে। আবার এ দিকে চিকিৎসককে অন্য কিছু দিতে না পারিলেও

রোগী বাগ্দানেও কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিতে পারেন”।

আয়েষা রমণীকে আর কিছু না বলিয়া এলাহীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইল। তিনি বলিলেন, “আপনার আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে না পারিয়াই আমি কাপুরুষের ন্যায় জনৈক রমণীরত্নের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সাবধানে বাক্যনিঃসর” করিতে অনুমতি দিলে, দাস চরিতার্থ হয়”।

আয়েষা বলিল, “পাছে আবার রক্তস্রাব হয়, এই ভয়ে আমি আপনাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলাম্। আপনার ‘মা মুই’ ঔষধে বিশেষ উপকার হইয়াছে, দেখিতেছি। আপনি সুচিকিৎসক। আমি কখনই বিশ্বাস করিব না যে, আপনি এমন কোন কার্য্য করিবেন, যাহাতে আরোগ্যের বিলম্ব হইতে পারে”।

এলাহী কহিলেন, “জীবনদায়িনি! ঔষধ আমার, ইহা আপনি আর মুখনিঃসৃত করিবেন না। এ জগতে আমার আর কিছুই নাই। দেহের সহিতই জগতের সম্বন্ধ। আমার এ দেহ আপনার হইয়া গিয়াছে। তবে আর এ পৃথিবীতে আমার কিছু থাকিবে কিরূপে?

এই সময় রমণী এলাহীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “আমি আপনার চিকিৎসকের একরূপ সহোদরা। ভগ্নীর দ্রব্যে আমারও একরূপ অধিকার আছে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, আমি না বলিলে, আপনি আমার এ সহোদরার আশ্রয় ত্যাগ করিবেন না। আমার রক্ষক হইলেও, সহোদরার অধিকারসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন”।

দিন দিন এলাহী আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপ হাস্য পরিহাসে দুইদিন, চারিদিন, সপ্তাহ অতীত হইল। তিনি এক্ষণে উপবেশন করিয়া আহার ও শনৈঃ শনৈঃ গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিতে পারেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

অষ্টম দিবস সন্ধ্যার পর, দাসী অসিয়া উক্তা রমণীসন্নিকটে উপবিষ্টা আয়েষাকে দুইজন বলিষ্ঠ বীরপুরুষের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া কহিল, "তাঁহারা আপনার দর্শনলালসায় বহুদূর হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়াছেন"।

আয়েষা বিজ্‌লীকে আগন্তুকদিগের পরিচয় লইতে বলিতেছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "হিন্দুসন্ন্যাসীগণ বিলাসিনী যবনীর নিকট আত্মপরিচয় দেন না। যবনী হিন্দুকুলগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ মানসিংহের পুত্রবধূহরণদোষে পাছে বিপদে পতিতা হয়, সেই ভয়ে সন্ন্যাসী এ দূরবর্ত্তী গ্রামেও তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন"।

স্খলিত পদে আলুলায়িতকেশা আয়েষা অবশেন্দ্রিয়ার ন্যায় কম্পান্বিত কলেবরে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে তাহার নয়নে বারি বহিতেছে,—কিন্তু বদনে

বাণী সরিতেছে না। তাহার ভাবদর্শনে ঠাকুর মহাশয়ও সুস্থির থাকিতে পারিতেছেন না। আবার তাঁহাদিগের উভয়ের ভাবে দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা রমণীও মুগ্ধা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় তিনিও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সোপানাবলির উপরিভাগ হইতে সে ভাবদর্শনে মানসিং নয়নে রুমাল দিতে দিতে গদগদ স্বরে পুত্রবধূকে বলিলেন, "গোড়্ লেনা, বেটী, গোড়্ লেনা"।

মানসিংহের কথায় সকলের চমক হইল। অয়েষা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া লজ্জাবনতবদনে ও বিনীত ভাবে বারম্বার সেলাম্ করিতে করিতে মানসিংহের অভ্যর্থনা করিল। রমণী অবগুণ্ঠনাবস্থায় প্রথমে সাধুর, তৎপরে শশুরের 'গোড়্ লইলেন'—অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। মানসিংহ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই কহিলেন, "ময়্ তো ভুখা হুঁ"।

ব্যতিব্যস্ত ভাবে আয়েষা মুসলমান গৃহে তাৎকালিক রাজপুতের আহারোপযোগী খাদ্যসামগ্রী ভৃত্যদিগকে আয়োজন করিতে বলিতে যাইতেছে দেখিয়া, মানসিং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠায়ের যাও বেটী। যো কুছ্ ঘর্‌মে হায়, তুরন্ত্ লে আনে বোল্ দেও। ময়্ মাড়োয়ার্‌কা রজপুত হুঁ। মেরা পাস মিসি রোটী আওর ওম্‌দা পোলাওমে কুছ্ ফারাক্ হায় নেহি"।

আয়েষা কি করে। যে কিছু মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলাদি গৃহে ছিল, তাহাই বীরাগ্রগণ্যের সম্মুখে আনীত হইল। আয়েষা কিছু দূরে করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া, কেন জানি না, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মানসিং হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীকে

কহিলেন, 'মুসলমানকা ঘরুমে খানা খানে রজপুতকা আওর সরম্ হায় নেহি'। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'ইয়ে যবনী আধা সন্ন্যাসিনী হায়'।

সন্ন্যাসীকে দর্শন করা অবধি আয়েষা প্রাণসখীর সংবাদের জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিল। হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই সে এতক্ষণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহার বদন বাক্‌শক্তি রহিত হইলেও, তাহার সতৃষ্ণ নয়ন সখাকে সখীর সংবাদ দিতে বলিল। সন্ন্যাসী সে ভাষা সুস্পষ্ট বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি সত্বরই তোমার প্রাণসখীকে তোমার নিকট আনিয়া দিতেছি। তিনি স্বয়ংই নয়নদ্বারায় নয়নের প্রশ্নের উত্তর দিবেন"। আয়েষার নয়নদ্বয় অধিকতর বিস্ফারিত হইল, কিন্তু তাহারা জলভারাক্রান্ত হওয়াতে চীৎকারস্বরে সখীর সংবাদ চাহিতে পারিল না। সন্ন্যাসী সখী আনিতে প্রস্থান করিলেন।

আহারান্তে মানসিং বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী আয়েষার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চনে কাঞ্চন জড়িত হইল। পশ্চাৎ হইতে সন্ন্যাসী সে শোভা দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই আবার সন্ন্যাসিনীর চরণপ্রান্তে জগৎসিংহের স্বর্ণলতা পতিত হওয়াতে, জড়িতা লক্ষ্মীসরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে চম্পকদামের শোভা হইল।

স্বভাব অধিকক্ষণ সুখের দৃশ্য দেখাইতে ভাল বাসেন না। এই সময়ে গৃহাভ্যন্তর হইতে পীড়িতের প্রাণবিদারক আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, কে যে কোন পথে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। মানসিং তাঁহার বিশ্রাম

ভবনে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে চীৎকার করিতেছিলেন।

আয়েষা মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নিকট উপবিষ্টা হইল। ক্ষণপরেই তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া সে কাতরস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায়—কিরূপ কষ্ট হইতেছে"?

'যাই, যাই', বলিতে বলিতে মানসিং ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তিনি কোন মতেই আয়েষার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "যদি সকলের সম্মুখে রোগের কথা বলিতে না পারেন, এইজন্য আমি বলি, সখী ব্যতীত আমরা সকলে একবার গৃহান্তরে যাই"।

সকলে প্রস্থান করিলে আয়েষা মানসিংকে বারম্বার অসুখের কথা বলিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "বলিলে কি হইবে? তুমি কি আমার অসুখ ভাল করিতে পারিবে?

কাতরে আয়েষা বলিল, "বাবা! সাধ্যমত ত চেষ্টা করিব"!

মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে লোকে যেরূপে কথা কহিয়া থাকে, সেইরূপে মানসিং কহিলেন, "যদ্যপি তুমি প্রতিশ্রুত হও—প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার অসুখ দূর করিতে তোমার যাহা কিছু সাধ্য আছে, তাহা তুমি করিবে, তাহা হইলেই আমি আমার অসুখের কথা তোমাকে পরিষ্কার করিয়া বলিব"।

সাশ্রুনয়নে ও কাতরস্বরে আয়েষা বলিল, "বাবা! আপনার কণামাত্র অসুখ দূর করিতে, যদি আমার জীবনবিসর্জ্জন করিতেও হয়, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে আমি যে তাহা করিব, ইহা কি আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন না?"

গদ্‌গদ স্বরে মানসিং কহিলেন, "মা গো! তুমি আমার এমনই সুশীলা কন্যাই বটে। কিন্তু মা, রোগ অতিশয় দুরূহ।

যাহা হউক, যখন তুমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তখন আমাকে রোগের কথা বলিতেই হইয়াছে"।

এই সময় মানসিং আয়েষার করপল্লব ছুইটী নিজ কঠিন হস্তে ধরিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, "মা! আমার কুলক্ষয় হয়। তুমি তাহা নিবারণ কর। আর না হয়, আমাকে কোন তীব্র বিষ দাও, আমি তাহা সানন্দে ভক্ষণ করিয়া এই মুহূর্ত্তেই দেহত্যাগ করি"।

আয়েষা ভাবিল জগৎসিংহের পত্নীর বাধকাদি কোন রোগ আছে। সেই জন্যই সে মানসিংহের হস্তে নিজহস্ত থাকিতেই বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হউন। যদ্যপি আমার ভগ্নী স্বভাবতঃ বন্ধ্যা না হন, তাহা হইলে আপনি সত্বরই পৌত্রমুখ দর্শন করিবেন"।

মানসিং পূর্ব্ববৎ বিস্ফারিত নয়নে বলিলেন, "এমন ঔষধও কি আছে! তুমি একে স্ত্রীলোক, তাহাতে অদ্যাবধি প্রবীণাও হও নাই। তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হইতেছে না"।

আয়েষা কহিল, "বাবা! এই বাড়ীতেই অন্য একজন বিজ্ঞ সুচিকিৎসক ভদ্রলোক রুগ্নাবস্থায় বাস করিতেছেন। দুর্ব্বল থাকিলেও, তিনি সানন্দে আপনাকে দেখিতে আসিবেন। আপনার অনুমতি হইলে, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাই। আমি আপনাকে যাহা বলিলাম, বোধ হয় তিনিও তাহাই বলিবেন"।

মানসিং উক্ত লোককে ডাকিতে বলিয়া আয়েষাকে বলিলেন, "যখন সে ভদ্র ব্যক্তি আমার নিকট আসিবেন, তখন তোমাকে গৃহান্তরে যাইতে হইবে। তাহা না হইলে, আমি মনে করিব, তুমি তাঁহাকে তোমার কথা গোপনে বা ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেছ"।

পুত্রবধূর নিরুদ্দেশজন্ত চিন্তা ও কুলক্ষয়ের আশঙ্কায় মানসিংহের মস্তিষ্ক কিয়ৎপরিমাণে বিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া আয়েষা বিনীতভাবে বলিল, "আপনার আজ্ঞামত আমি অন্ত গৃহে যাইব"।

আহূত হইয়া যে মাত্র এলাহী মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আয়েষা সে গৃহ ত্যাগ করিল। কিন্তু যাইতে যাইতে যাহা শুনিল, তাহাতে সে বুঝিল, এলাহী মানসিংকে পিতৃবৎ ভক্তি করেন এবং ক্ষত্রীয় বীরও তাঁহাকে পুত্রবৎ ভালবাসেন। এলাহীও আয়েষার ন্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

আয়েষা, সহচরী ও জগৎপত্নীর নিকটস্থা হইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "পীড়া ত বাবার নয়"! সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "তুই এমনই ডাক্তারণী বটে। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ব্যথা"। আয়েষা আবার হাসিয়া বলিল, "তুই বাজে লোক। চিকিৎসার কথা তুই বুঝ্‌বি কেমন করে। রোগ আমাদের এই বোনের—ছট্‌ফটানি ওঁর শশুরের"। সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আহা! রোগে দেখ্‌ছি, আমাদের ভগ্নী জীর্ণা শীর্ণা হ'য়ে গেছেন"। আয়েষা কহিল, "অবোধে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে। আমাকে যেমন করিয়াই হ'ক্ ভগ্নীর ন্যূনপক্ষে একটী গর্ভসঞ্চার করিয়া দিতে হবেই হবে। তাতে আমার ভাব্‌না কি! তুই সথার একগাছী দাড়ীর চুল নিয়ে আয়। আমি তোর একটু নখ কেটে সেই চুলের সঙ্গে বোনের কটীদেশে বেঁধে দেই। তা হলেই, তার কোলে ছেলে খেলা কর্‌বে, আর সিংজী মহাশয় আহ্লাদে সৈন্তাধ্যক্ষের বাঁশফাড়া গলায় চীৎকার ক'রে বেড়াবেন"।

সন্ন্যাসিনী এই বারে গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তুই ত চিকিৎসার বড়াই করে এ রোগ ভাল কর্‌বি, প্রতিজ্ঞা করিস্ নি?

আয়েষা হাসিয়া কহিল, "আমার এ ঔষধ অব্যর্থ—কেন প্রতিজ্ঞা কর্‌ব না লা"?

সন্ন্যাসিনী বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "তুই ভাল করিস নাই। দাড়ীর একগাছী চুল দূরে থাক, তোর মথার মাতার সমস্ত চুল, আর আমার হাত পায়ের সকল নখ একত্র কর্‌লেও, আমাদের ভগ্নীর উদরাধ্মানও হইবে না"।

আয়েষা সচিন্তিতভাবে সখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আমাকে এমন ক'রে নিরুৎসাহ কর্‌ছিস্ কেন বল দেখি?"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "ওরে কম্‌বক্তি! ওরা যে দুজনে একগৃহে নিদ্রাও যায় না। এখন ভাব্ দেখি, তোর ঔষধে কিরূপে ওর গর্ভসঞ্চার হবে?"

এইবার আয়েষা জগতের পত্নীর দিকে চাহিল। তিনি মৃদুমন্দ হাসিতেছেন দেখিয়া, সে কহিল, "ভগ্নি! আমার মাথা খাও, আমাকে ব্যাপারটা খুলে বল দেখি?"

রমণী কহিলেন, "ভগ্নি! তুমি আমার দুর্গতিনাশিনী। আমাকে মাথার শপথ কেন দিলে! এ যে আমাদের অতিশয় গোপন কথা। কি করি! তোমার আজ্ঞা আমি অবহেলা করিতে পারি না। তার উপর আবার শপথ! অতি গোপন কথা হইলেও, যখন তোমার নিকট আমার তাহা প্রকাশ করিতেই হইবে, তখন বলি শুন। আর তোমার সহচরী একে সন্ন্যাসিনী, তাহাতে আবার তিনি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী। তাঁর কাছে আর গোপন করিয়াই বা কি করিব। কে একজন অতিশয় সচ্চরিত্রা

ও সুন্দরী যবনী আমাদের ওঁর সাংঘাতিক পীড়ার সময় প্রাণপনে শুশ্রূষা করেছিলেন। তিনি না কি তাঁর একান্ত অনুরাগিণী ও প্রণয়িণী। আমাকে বিবাহ করিবার পর, উনি এ কথা জান্‌তে পেরেছেন। আমাদের সেরূপ উপকারিণী সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিবেন, আর আমরা দাম্পত্যসুখভোগ করিব, ইহাও কি হইতে পারে? সেই জন্যই আমরা ভিতরে ভিতরে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী"।

রমণীর কথায় আয়েষার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল। অবসন্নদেহে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সে ভূমিতলশায়িনী হইতেছে দেখিয়া, সন্ন্যাসিনী সাশ্রুনয়নে তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। হৃদয়ের বেগে আয়েষার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়াছিল। সহচরীর নয়নবারিতে তাহার হৃদয়ের ফোয়ারা ছুটিল। সবেগে সে যে কত কাঁদিল, তাহা আর কি বলিব! সখীর যত্নে কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সে দুইটী হস্তে রমণীর গলদেশ ধারণ করিল এবং হৃদয়বিদারক করুণস্বরে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার সে চেষ্টা রমণীর আঁখিনীরে সবেগে ভাসিয়া গেল। আয়েষাই তাঁহার পতির শুশ্রূষাকারিণী, আয়েষাই তাঁহার পতির প্রণয়িণী, ইহা যেন এই প্রথম জানিয়াই রমণী আত্মহারা হইয়াছেন এবং সেই জন্যই গদগদ ভাবে বলিতেছেন, "ভগবন! হয় সহোদরার প্রেমাধার মিলাইয়া দাও, নচেৎ এ কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী পুত্র কন্যাকে তোমার পদতলে স্থান দাও"।

ওদিকে এলাহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে এই রূপই অভিনয় হইতেছিল। সন্ন্যাসী এলাহীকে বলিয়াছেন যে, তিনি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছেন, "যতদিন না জগতের শুশ্রূষাকারিণী পরিণীতা

হইবেন, ততদিন জগৎ ও তাঁহার পত্নী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর ভাবেই কালাতিপাত করিবেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর, এলাহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে যবনযুবতীর কোনও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি"? সন্ন্যাসী কহিলেন, "তিনিই আপনার চিকিৎসা করিতেছেন"। এলাহী বেগসম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবিরল ধারায় রোদন করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ইহা আল্লা! হাম্‌রা জান্‌সে পেয়ারা আয়েষাকো খসম্ মিলায় দেও"।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বন্ধুত্ব দূরে থাক্, অতি অল্পদিনই হইল আপনার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু যে আয়েষা আমার ও আমার ধর্ম্মপত্নীর জীবনাধিকা—যাহার সুখের জন্য আমরা উভয়েই জীবনবিসর্জ্জন করিতে সতত প্রস্তুত ছিলাম, আছি ও প্রাণান্ত পর্য্যন্ত থাকিব, যখন আপনি তাঁহাকে ভাল-বাসেন, তখন আমরা আপনাকে প্রাণের বন্ধু না ভাবিয়া থাকিতে পারি না"।

সন্ন্যাসীর আরও বক্তব্য আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়াও এলাহী এ সময়ের মনোবেগ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সবেগে রোরুদ্যমান হইয়া বলিলেন, "আমি আপনা-দিগের আয়েষাকে ভালবাসি, অনুগ্রহ করিয়া আপনি এ কথা আর বলিবেন না। আমার 'আমার' বলিতে আর কিছু নাই। আমার এ দেহই আয়েষার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার দেহের সহিত জগতের যাহা-কিছু সম্বন্ধ ছিল বা আছে, এক্ষণে তাহা আয়ে-ষার। যদি বলেন, আমার আত্মা ত' ভগবানের, তাহা হইলে আমি বলিব, আমার আত্মা আয়েষার আত্মার অন্তর্ভূ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই যুক্ত-আত্মাই ভগবানের"।

এলাহীর কথায় সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। ক্ষণেক নিরব থাকিবার পর, তিনি গদগদ স্বরে বলিলেন, "আপনার কথায় আজি আমার সাক্ষাৎশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যকে মনে পড়িতেছে। তিনি পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি মানিতেন না। হস্তপদ সঞ্চালনে অশক্ত হইয়া যখন তিনি প্রাণের সহিত প্রকৃতি বা শক্তিকে ডাকিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার শুষ্কজ্ঞানপূর্ণহৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ বহিয়াছিল—সেই প্রবাহই আনন্দলহরীরূপে জগতে প্রকাশ হয়। সেই লহরীতে মগ্ন হইয়া বুধগণ কতই আনন্দানুভব করেন! ভাই! আজই তোমার সেই আনন্দের দিন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তুমিও এক্ষণে প্রকৃতি বা শক্তিস্বরূপা আমাদের আয়েষার ধ্যান করিতেছ। আইস, আমরা দুইজনেই প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানকে ডাকি। তাহা হইলেই পুরুষ-প্রকৃতি মিলিত হইবে, আর আমরা—আমরাই বা বলি কেন—জগৎ সে যুগলমিলনদর্শনে পুলকিত হইবে। হা শ্যামসুন্দর! ও শ্রীরাধে! এ মিলন তোমাদিগেরই মিলনের ছায়া। তোমারাই প্রেমের ভাণ্ডার। যাহাকে সে প্রেমের একবিন্দু দাও, যদি সে তাহা যত্নে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই বিন্দু 'সিন্ধুপ্রায়' হয়—তাহা তোমাদিগের প্রেমপারাবারে মিশিয়া যায়। যে ভাগ্যবতী সে প্রবাহে বাহিতা হইতে পায়, সেই গোপী-ভাবাপন্না হইয়া তোমাদিগের—শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন দেখিতে পারে—গোকুলানন্দ তাহারই অনুভূত হইয়া থাকে"।

"তাই বলি ভাই! তোমাদিগের মিলন ত হইয়াই গিয়াছে। শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য চল যাই, একজন পুরোহিত বা মৌলবী ডাকিয়া আনি"।

সন্ন্যাসীর কথায় রোদন করিতে করিতে এলাহীর স্বরভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে, বহুকাল গুহাবাসী শুষ্কজ্ঞানী বীরযবন অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার পদতল-লগ্ন হইলেন এবং সেই গম্ভীর ভগ্নস্বরে বলিলেন "মহাত্মন্! বান্দা আপনার কথার শেষভাগ বুঝিতে পারে নাই। পুরোহিত বা মৌলবী কি করিবেন"।

সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ মুগ্ধভাবেই বলিলেন, "এলাহী-আয়েষার মিলনসংবাদ ভগবানের টেলিগ্রাফ্ আফিসের নিয়মানুসারে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন"।

এলাহী বলিলেন, "খোদা অন্তর্যামী—হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমের ঢেউ বহিলেই ত তিনি জানিতে পারেন। অতএব এরূপ স্থলে সংবাদদাতার প্রয়োজনাভাব দেখিতেছি"।

গদ্‌গদ স্বরে সন্ন্যাসী কহিলেন, "ভাই! তুমি যাহা বলিলে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম"। 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমে, ভেবনারে ভ্রমে, কামের গন্ধ তাতে আছে। বিবাহ বলিতে, এলাহীমনেতে, সে কাম প্রবেশে পাছে। আমি যাহা বলিব মনে করিতেছি, তাহা বলিতে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে'। শেষ কথাগুলি স্বগত ভাবিয়া সন্ন্যাসী প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি বিজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত—পূর্ব্ব ভুল সংস্কার-বশতঃ কোন শব্দ শুনিবামাত্র বিরক্ত হইও না। সাক্ষাৎ গৌরী-কুমারী-বিবাহ পশুবৃত্তি সাধনোপায় নহে। সে বৃত্তি সাধনের জন্য পণ্ডিতগণ বিধবার বিবাহ বা নেকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রেলওয়ের কলের দুইখানি চাকা যদ্যপি লৌহ-দণ্ডে যুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে বাষ্পপ্রভাবে সে চাকার,

অর্দ্ধাংশ একবার এ পাশ, একবার ও পাশ, সঞ্চালিত হইত—লৌহদণ্ড যোগেই ঐ চাকা সম্পূর্ণরূপে ঘূর্ণায়মান হয়, আর কল ও তৎসংলগ্ন ট্রেণ টার্‌মিনস্ বা গন্তব্য পথের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সবেগে ছুটিয়া যায়। পুরুষ একাকীভক্তি প্রভাবে একস্থানে থাকিয়াই এ পাশ ও পাশ করিতে পারেন—ধর্ম্মপত্নী-দণ্ডসংযোগেই তিনি গতি পান, আর সবেগে ছুটিয়া মনুষ্য-গন্তব্য পথের শেষ সীমা ভগবানের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হন—তখনই তাঁহার গতায়াত রোধ হইয়া যায়, আর তিনি অনন্তদেবের অনন্ত আনন্দলহরীতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তবিশ্রামসুখ অনুভব করেন। যতক্ষণ প্রকৃতিরূপা বামাশক্তির মিলন না হয়, ততক্ষণ পুরুষরূপা দক্ষিণাশক্তি নিষ্ক্রিয়া থাকেন।

বিস্মিত ও আনন্দোৎফুল্ল ভাবে এলাহী বলিলেন, "আগর্ সাদি কুত্তাকা কাম নেহি হোয়, তব্, আয়েষা রাজি হোনেসে ময়্ নে জরুর্ সাদি করুঙ্গা—লেকেন্ আপ্‌কো মৌলবী হোনে হোগা"।

হৃদয়ের গূঢ় ভাব প্রকাশ হইলে, নির্দ্দোষী মনুষ্যেরও একরূপ বিষাদ ও লজ্জা হইয়া থাকে। আয়েষারও তাহাই হইয়াছে। আবার বন্ধুর শুভকামনায় বুদ্ধিমান লোক ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সে বন্ধু, তাহাতে জড়িত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে, তৎকালে কিছুতেই সুখী হন না। উপরন্ত সে সময়ে অভি-মান-রাহু তাঁহাকে গ্রাস করে। সেই জন্য এক্ষণে আয়েষা লজ্জা, বিষাদ, ও অভিমানে জড়ীভূতা। তাহার বদন কখন লজ্জা বা অভিমানোদ্ভূত ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছে, কখন বা বিষাদে দরবিগলিত ধারায় আপ্লুত হইতেছে। প্রাণসখীর কথা এখন তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না,

আর যদি করেও, তাহা হইলে, সে তাহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবে না, ইহা বুঝিয়া, সন্ন্যাসিনী মধ্যে মধ্যে নিরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। কোন কৌশলে একবার তাহার বদন হইতে তীব্র উক্তি বাহির করাইয়া, তাহাকে কুণ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহার উপস্থিত অবস্থা দূরীভূত হইবে, ইহা স্থির বুঝিয়া, আমাদিগের সন্ন্যাসিনী প্রিয়সখীর হৃদয়ে সহসা ক্রোধ উদ্দীপনের আশার তাহার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশপূর্ব্বক সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

আয়েষাও সক্রোধে তাঁহাকে বলিল, "অবস্থান্তর হইলে এই রূপই হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি সনাথ, আর আমি পূর্ব্ববৎ অনাথ। আমার কষ্টে, আমার চক্ষের জলে, তোমার হাসি না আসিবে কেন? শৈশবে মাতাপিতার ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেখাইয়া বিধাতা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমাকে একাকিনী নির্জ্জনে এ নিস্ফল জীবন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাহা না করিয়া এমন একজন বুদ্ধিমতী, ত্যাগশীলা, পুণ্যবতী বিদ্যুল্লতার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হইয়াছিলাম যে, তাহাকে পাইলে লোকের দেবসঙ্গও তুচ্ছ বোধ হয়। এ রূপেই অদৃষ্টের গতিরোধ করিলে,তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয়—আমাকে তাহা করিতে হইবে। প্রথমাবধি একাকিনী থাকিতে পারিলে,কষ্টে স্বষ্টে জীবনটা থাকিত। আর এক্ষণে বিচ্ছেদের প্রয়াসেই, হয় ত জীবনটা যাবে। তা যাক্ আর থাক্, তোমাকে আর এ কাঙ্গালিনী অনাথিনীর দুঃখের ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে না"।

হৃদয়ের বেগে ও নয়নের ধারায় শেষের কথাগুলি আয়েষার বদন হইতে বাহির হয় নাই—আর যদি হইয়াই থাকে, তাহা

হইলে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অস্ফুটভাবেই বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়াছে। সহজে সে আর নিঃশ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাসত্যাগ করিতে পারিতেছে না। নয়নের দুইটি ক্ষুদ্র ছিদ্রে তাহার শোকপারাবার সহজে বাহির হইতেছে না। সন্ন্যাসিনী তাহার বক্ষঃস্থল নিজ হৃদয়ের উপর রাখিলেন—তাহার বদনখানি নিজ গলদেশের উপরে স্থাপিত করিয়া আপনার নয়ননীরে তাহা ভিজাইতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথী মতে 'সল্ট্' লবন মহৌষধি। সে ঔষধে আয়েষার শোকবেগ শমতা পাইল। শরতের মেঘ বড় জোর এক পশ্‌লা বৃষ্টির পর বেগে পলায়ন করে। দুঃখ বা শোক বারিবর্ষণের পর সেইরূপেই দূরীভূত হয়। আবার মেঘ যাইতে যাইতে যেমন লঘু বা গুরু ডাক ডাকিয়া যায়, দুঃখ বা শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তিও সেইরূপেই সুমিষ্ট বা তীব্র স্বরে বাক্যনিঃসরণ করিয়া থাকে। সেই জন্য আয়েষা এক্ষণে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিতেছিল, "আর কেন! এ মৃত যবনীস্পর্শে সন্ন্যাসিনীর দেহ অপবিত্র হইবে—তাঁহার পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইবে"।

সময় হইয়াছে বুঝিয়া ঝিম্ আওয়াজে সন্ন্যাসিনী গাহিলেন—

"ও মরিব মরিব সখি! নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব"॥

এবং বলিলেন, "যাবি ত, মর্‌বি ত, আমি অন্যের কথা বলি না, আমার মত 'গুণনিধি' কারে দিয়ে যাবি লা?"

আয়েষা কহিল, "যার ধন সে নিয়েছে, আমাকে আর দিতে হবে কেন!"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "অসভ্য দেশী-যবনেরা সুসভ্য শ্বেত-যবন-

দিগের সুসঙ্গত আইন ত জানে না। এ দীর্ঘকালে আমার দেহের উপর তোর যে দখলি স্বত্ব জন্মিয়াছে। মালিক কি আর তোকে 'উচ্ছেদ' কর্ত্তে পারেন ?

আয়েষা বলিল, "আমার যে এখন বৈরাগ্য হ'য়েছে। আমি হয় বৃন্দাবনের বৈষ্ণবী, না হয়, মক্কার ফকিরিণী হব"।

এইবার সন্ন্যাসিনী প্রাণসখীর গলদেশটী দুইটী হস্তে বেষ্টন করিয়া তাহার কপোলদেশ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, "তবে সত্বর একজন বৈষ্ণব বা ফকীর জোটা। বৈষ্ণব-পত্নী বৈষ্ণবী ও ফকীর-পত্নী ফকিরিণী হয়। একা আয়েষা, আয়েষাই থাক্‌বে। সে বৈষ্ণবী বা ফকিরিণী হবে কিরূপে ?"

আবার আয়েষার নয়নকোনে জল দেখা দিল। সন্ন্যাসিনী নবপল্লবের ন্যায় দুইটী করতলে সে জল মুছাইতে মুছাইতে কাতর বদনে প্রাণের সখীকে বলিলেন, "আমি তোকে দুএকটী কথা বল্‌বো। ধৈর্য্য ধ'রে সুস্থির ভাবে তুই শুন্‌বি ত ?"

আয়েষা কহিল, "তোর আয়েষা কবে তোর কথা শুন্‌তে অধীর হ'য়েছে লা ?"

সন্ন্যাসিনী সুমিষ্ট ভাষায় জগৎপত্নীকে গৃহান্তরে যাইতে বলিয়া কহিলেন, "দেখ্, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সহস্র হরধনুর্ভঙ্গ কর্‌তে পার্‌তেন। কিন্তু তিনি যদি সে ধনুর্ভঙ্গ করতেন ও সীতাদেবীরও তাঁকে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছা হ'তো, তা হলেও, তাঁর সঙ্গে সীতার বিয়ে হতো না। তাঁর রামের সঙ্গেই বিয়ে হতোই হতো। যে যার পতি, তার সঙ্গে তার বিয়ে হবেই হবে। যদি দৈবকার্য্য-সাধনার্থে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তা হ'লে মেয়েটার না হোক্, পুরুষটার অমঙ্গল ঘটিয়াই থাকে। দেখ্ না কেন,

আয়ান ঘোষ পূর্ব্বজন্মে তপস্যা ক'রে নারায়ণের লক্ষ্মীকে গৃহিণী কর্‌তে চেয়েছিল। হরির আমার ভক্তকে অদেয় কিছুই ছিল না, নাই, ও থাকিবেও না। তিনি তাঁর হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধাকে গোয়ালা আয়ানের হাতে দিয়েছিলেন। ফল হ'ল কি? সে দিনকতক সন্দেহে ঘুরে ঘুরে ও ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে গেল। চর্‌কা যেমন ভোঁ ভোঁ করে, কিন্তু ভ্রমর হতে পারে না, আয়ানও তেমনই পুরুষ হ'য়েও শ্রীরাধার পতি হ'তে পারে নাই। তবে পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে ও রাধাকৃষ্ণদর্শনে শেষে তার সুগতি হয়েছিল।

"বেশ করে আমার কথা বুঝে দেখ্। এখন যা বল্‌বো, তা শুনে যেন চম্‌কে উঠিস্ নে—যেন কেঁদে ফেলিস্ নে। জগতের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হ'তো, তা হ'লে তার কপালে যে কি ঘট্‌তো, তা আমি বল্‌তে পারি না। সে ত আয়ানের মত পূর্ব্বজন্মে তপস্যা করে নি?

জগতের সহিত তোর বিয়ে বিধাতার অনভিপ্রেত। কারণ, তোর হৃদয়ে যে মুহূর্ত্তে প্রেম সঞ্চার হয়েছিল, তার হৃদয়ে তাহা হয় নাই কেন? তোর প্রেম-প্রবাহও ত তার হৃদয় স্পর্শ ক'রে তার প্রেম উৎপাদন কর্‌তে পার্‌ত। তা করে নাই কেন? প্রেম-প্রবাহ ত কিছুতেই প্রতিহত হয় না—তার গতি দেবতারাও ত রোধ ক'র্‌তে পারেন্ না। দেখ্ না কেন, মহাবল-পরাক্রান্ত পবন, জলাধিপতি বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কালান্তক যম এবং নলরাজকে দূত করেও ত মুখগুলি চুণ করে ফিরে গিয়েছিলেন। কৈ দময়ন্তীর প্রেমের গতি ফিরাইতে পারেন নাই? তাই বলি ভাই! তোর প্রেমপূর্ণ হৃদয়-সরোবরে জগতের প্রতিবিম্ব না

ছায়ামাত্র পড়ে ছিল ও পড়ে আছে। সে সরোবরে মগ্ন হওয়া দূরে থাক, জগৎ তোর প্রেমজল স্পর্শও করে নাই। এ দিকে আবার দেখ্, তুই কিছু বিধাতার চির আইবুড়ো গৌতমী পিসি নন্দ, যে তিনি তোর একটা দুর্যাস্ত না হ'ক, সুর্যাস্তেরও বন্দোবস্ত ক'র্‌তে একবারে ভুলে গিয়েছেন। তোর সুষন্ত তোর কাছে আস্‌বে—জগৎ তোর বন্ধু হয়ে থাক্‌বে। তা হলেই তুই জগদ্বন্ধুকে দেখ্‌তে পাবি, আর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আঁচল ধ'রে বৈকুণ্ঠে চলে যাবি। তখন তোর মুখে আর প্যাঁজ রসুনের গন্ধ থাক্‌বে না।

"তোর হৃদয় বিস্তৃত সরোবর। কিন্তু ঢাকা থাকাতে, সে পুকুর আবার উপর হ'তে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তুই তোর অন্তরের চোক বেশ করে মেলে দেখ্ দেখি, তাতে চূড়া, বাঁশী বা শিঙ্গা, ডমরু কিম্বা শিখিবাহনের ময়ূর বা কলমুদ্দীনের মোরগ দেখ্‌তে পাস্ কি না? অস্পষ্ট দেখ্‌লেও, আমাকে বল, আমি তাকে ধ'রে এনে তোর কাছে দেবো"।

কত কি ভাবিতে ভাবিতে আয়েষা প্রাণসখীর বদনপ্রতি বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার ওষ্ঠাধরে প্রত্যূষের জ্যোৎস্নার ন্যায় হাসি দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বদনে অমাবস্যার আবির্ভাব হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসিনী হাস্যবদনে বলিলেন, "দেখ্ সই, লক্ষ্মীপতি নারায়ণের হাতে সুদর্শন চক্র আছে। আবার সতীপতি শঙ্করের হাতে ভয়ানক ত্রিশূল থাকে। তাই বলি সই,জন্মাবধি আমাদের পশ্চাতে ডাকাত লেগেই আছে। আমাদের পতি এমন হওয়া চাই যে, ডাকাতও তাড়াতে পারে, আবার পুণ্যের পথও দেখাতে পারে। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। আবার আগো নারায়ণ না হ'ন, দণ্ডহস্ত ছোট খাট বামন,

কিম্বা ত্রিশূল না হ'ক, মোটা সোটা লাঠিহস্ত শঙ্করের বদলে ভূতনাথ জুটেছে। তুই যবনী, তোর ভাগ্যে শঙ্খ, চক্র, গদা বা ত্রিশূল না হ'ক, ঋষ্যশৃঙ্গের মত একটা শৃঙ্গী ফকীরও ত জুট্‌বে। আর জুটবেই বা বলি কেন? তুইও তোর শৃঙ্গী দেখেছিস্, আমিও তাকে বেঁধে ফেলেছি। এখন আর সেবার কোথায়? তোর শৃঙ্গী গুহাবাসী ছিল। আর আমার ভূতনাথ জলে জঙ্গলে পাহাড় প্রান্তরে ছুটে বেড়াতেন"।

সখীর গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া ও তাহার অঙ্গে অঙ্গটী মিশাইয়া আয়েষা বলিল, "তুই ঘটকী হ'লে, কত আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে"।

হৃদয়ে এলাহীর ছবি দেখিয়াই আয়েষা ঈষৎ স্মিতবদনা হইয়াছিল। তিনি ফকীর; সুতরাং হয় ত তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন না, মনের এইরূপ ভাবেই তাহার বদন আবার বিষণ্ণ হইয়াছিল। 'তিনি গৃহবাসী ফকীর', প্রাণসখীর মুখে এই কথা শুনিয়া আয়েষার প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসীর সুকৌশলপূর্ণ সৎপরামর্শে সরল হৃদয় এলাহী দ্বারপার্শ্ব হইতে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "জীবনদায়িনি! আয়েষা! গুহামধ্যে থাকিয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে বহুদিন ভক্তবৎসল শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছি। সে ডাক তিনি নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখা দূরে থাক, আমি তাঁহার একটী উত্তরও শুনিতে পাই নাই। আমার হৃদয় তজ্জন্য অতিশয় কাতর হইয়াছিল। আমি একরূপ নিরাশাস হইয়াছিলাম। আজি আমার সুপ্রভাত—আমি গুরু পাইয়াছি। ঠাকুরমহাশয়—এই নবীন সন্ন্যাসী আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, ভগবানের নিকট

যাইবার চেষ্টা না করিয়া, তাঁহাকে ডাকাতে—তাঁহাকে সেই গুহামধ্যে আসিতে বলাতে, আমার পাপ হইয়াছে। রাজা বন্দিগী করিতে বাদসাহকে ডাকে না—অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিতভাবে সভয়ে জাঁহাপনার নিকটস্থ হয় ও ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহাকে বারম্বার সেলাম করে। ভগবান সকল বাদসার বাদসা। আর আমি কীটানুকীট তস্য কীট! তাঁহাকে নিকটে আসিতে বলিয়া আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, গুরু বলিতেছেন, তাঁহার নিকট গমনের চেষ্টায় সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমার ভক্তিবাষ্প আমায় চঞ্চল করিয়াছে মাত্র। রেলের কলের ছয়খানি চাকা। আমাতেও ছয়খানি চক্র আছে। ভক্তিবাষ্পপ্রভাবে তাহারা নড়িতেছে চড়িতেছে, কিন্তু প্রকৃতিরূপ দণ্ডসংযুক্ত না হইয়া তাহারা গতি বিহীনই হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু যোগীরা সে চক্র * ভেদ করণানন্তর তন্মধ্যে জ্ঞানরজ্জু প্রবেশ করিয়া দেন। সে জ্ঞানরজ্জু বাঁধা সেই ভগবানের পাদপদ্মে। যোগী সেই চরণ চিন্তা করেন, আর তাঁহাদিগের জ্ঞানরজ্জুতে টান পড়ে। এই আকর্ষণেই তাঁহাদিগের চক্রের গতি হয়, আর তাঁহারা গড়াইয়া যাইয়া সেই চরণে স্থান পান। যোগীপুরুষ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন দেখেন, আর তাঁহাদের চৈতন্যলাভ হওয়াতে মুক্ত হইয়া যান। আমি যবন, সে চক্রভেদ করিতে জানি না, কর্ণের ছিদ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করি, আর 'এলাহী আকবর' বলিয়া চীৎকার করিয়া জনতা-দর্শন করিয়া থাকি। সঙ্গত্যাগ না করিলে যে ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় না, জনতার মধ্যে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা উন্মাদরোগের চরমাবস্থা।"

* ষট্‌চক্রভেদ।

তৎপরে এলাহী সন্ন্যাসীপ্রমুখাৎ নিম্নলিখিত ভগবদ্গীতার অমৃত স্বরূপ পংক্তি কয়েকটীর মর্ম্ম আয়েষার শ্রবণবিবরে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ,
স্মৃতিভ্রংশাৎবুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥



চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মার্জ্জনা।

হৃষীকেশদিগের নৌকা মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাটে লাগিল। চারু সন্ন্যাসীর সংবাদ প্রাপ্তির আশায় নৌকা হইতে তীরে উঠিবার উদ্যম করিতেছে, এমন সময় একটী লোক তাহাকে বলিল, "একি হৃষীকেশ বাবুর অথবা চারুবাবুদিগের নৌকা।" তাহার মুখে ঠাকুরের সংবাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়া চারু 'হাঁ' বলিতে বলিতে তাহার নিকটস্থ হইল। সে লোকটী স্থূলতঃ সাধু ও বেচুয়ার স্থানান্তরগমনবৃত্তান্ত বলিয়া সকলকে বাসায় আগমন করিতে বলিল।

অদ্যাবধি সন্ন্যাসিনীর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, সন্ন্যাসী ও বেচুয়া আজি পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন, এ সংবাদে সকলের মন এতই কাতর হইয়াছিল যে, সে সময়ে উক্ত লোককে কেহই জলমগ্ন মাতার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনিও কাহারও নয়নে জল ও কাহারও

বদন বিষণ্ণ দেখিয়া সে কথার উল্লেখ করা ভাল বিবেচনা করেন নাই। পাছে পুত্রের সুসংবাদ না পান, এই আশঙ্কাতেও তিনি স্বয়ং পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলেন না।

মুঙ্গেরে নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর সংবাদ পাওয়া যাইবে, এই আশায় সকলেই প্রফুল্লান্তঃকরণে চড়ায় কুমীর ও গঙ্গার জলে মকরের মামাত ভাই ঘড়ীয়াল দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল। কুম্ভীর দর্শনে হৃষীকেশ ও রাজলক্ষীর পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহারাই কেবল সেরূপ সুস্থ মনে আনন্দ করিতে পারিতেছিলেন না। সুশীলার কিন্তু যুগলমিলন দর্শনের আশা অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। যাহার হৃদয়ে আশার যেরূপ তীব্রতা হয়, আশাভঙ্গে তাহার সেই রূপই অবসাদ হইয়া থাকে। সেই জন্যই আজি এ সূর্য্যাস্তগমনকালে গড়পরিবেষ্টিত মুঙ্গেরনগরনিম্নে জাহ্নবীর এরূপ চঞ্চলভাবদর্শনেও সুশীলা এককালে অবসন্না। তাহার নয়নে জল ঝরিতেছে ও তাহার পা আর উঠিতেছে না। বেচুয়ার অমৃতসম সন্তাপনাশিভাষা শুনিতে পাইবার আশা থাকিলেও সে কথঞ্চিৎ সুস্থিরা হইতে পারিত। দারুণ দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়াও রাজলক্ষী পুত্রবধূকে বলিলেন, "ওমা, চক্ষের জল ফেলে আমার প্রবোধ সরযুর অকল্যাণ ক'র না। বেচুয়ার মুখে শুনেছ ত, মা আমার পাট্‌নায় আস্‌বার ইচ্ছে করে কল্‌কাতা হ'তে বেরিয়েছিল। পাট্‌নায় গেলেই তাদের দেখ্‌তে পাবো।"

সুশীলা সেইরূপ কাতর অবস্থাতেই রাজলক্ষীর পদধূলি গ্রহণ করিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। পাছে নৃশংস দস্যুগণ সন্ন্যাসিনীকে ধরে বা ধরিয়া থাকে, তাহার আশঙ্কাই এই।

রাজলক্ষ্মীরও যে সেরূপ ভয় হইতেছিল না, তাহা নহে। সেই জন্যই তিনি সুশীলাকে আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নিকট কিছু শুনিতেও চাহিলেন না—পাছে তাহার কথায় তাঁহার ভয়বৃদ্ধি হয়।

এইরূপ অবস্থায় সকলে বাসার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় সুশীলা আনন্দে অস্ফুটস্বরে কিঞ্চিদধিকবেগে কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী সুখদা প্রভৃতি ব্যগ্রভাবে তাহাকে সহসা ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কথা কহিতে পারিল না—তাহার সে সুন্দর তর্জ্জনীনির্দ্দেশদ্বারায় সে কিঞ্চিদ্দূরস্থ ভিখারীকে দেখাইয়া দিল। ভিখারী একটী সুন্দরী বালিকাকে স্কন্ধে করিয়া তাহা-দিগেরই দিকে আসিতেছিল। সে এক্ষণে নীরোগ হইয়াছে। ডাক্তার ইউসুফ্ উদ্দীন তাহাকে প্রাতে ও অপরাহ্নে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করিতে বলিয়াছেন। সে সেই জন্য গঙ্গাতীরে চারুদিগের নৌকা আসিতেছে কি না, তাহা দেখে ও পাহাড় বা নিকটস্থ পল্লীতে দস্যুদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না, ইহা বুঝে। বালিকা সরোজিনী তাহার "ন্যাওটো" হইয়াছে। আজি বৈকালে সে তাহাকে ছাড়ে নাই। সেই জন্যই সে কুমারীকে স্কন্ধে করিয়া তাহার গৌরবর্ণা মা কালীর শত্রুসন্ধানে গমন করিয়াছিল।

চারু দ্রুতপদবিক্ষেপে তাহার দিকে যাইতেছে দেখিয়া, সে অধিকতর দ্রুতগমনে তাহার নিকট আসিল। পরক্ষণেই সুশীলা রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির সন্ন্যাসী-সংবাদ পাইবার আশা আপাততঃ দূরীভূত হইল। কিন্তু উক্ত বিধবা রমণীর ক্রন্দনের স্বর শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রমুখদর্শনের আশা প্রবল

হইয়াছে। স্বস্থকায় সরোজিনী বা তরুবালার হাস্যবদন দেখিবার পর তিনি আশঙ্কা করিবার সময় পান নাই,কারণ বালিকা তাঁহাকে দেখিয়াই দুইটী হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠাকুরমা, মা আর বাবা তোমাদের জন্যে কত কাঁদে। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে"। বিধবা রুদ্ধকণ্ঠে দুইটী বাহু বিস্তারপূর্ব্বক প্রাণাধিকা পৌত্রীকে ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি সহসা দূরীভূত দুশ্চিন্তা ও ইহকাল পরকালের ত্রাতা একমাত্র পুত্রমুখদর্শনাশার বেগ সে চিন্তাজীর্ণ দেহে সহ্য করিতে পারিলেন না। পৌত্রীকে বুকে ধরিয়া তিনি ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন ও গদগদ স্বরে ঠাকুরদিগের নাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। অমনি নয়নজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া রাজলক্ষ্মী সুখদা ও সুশীলা তদ্রূপ অবস্থায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়াও তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন। সরলা প্রভৃতি সকলেই অঞ্চলসঞ্চালনে তাঁহাকে বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ছাদের উপর বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে গঙ্গাদর্শন ও জননী এবং সহোদরাতুল্যা জ্ঞাতি ভগ্নীর অপমৃত্যু নিবারণের জন্য ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, অমৃতলালের দৈনিক কার্য্য হইয়াছিল। সকল কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে স্বামীর সহায়তা করা প্রিয়ম্বদার জীবনের প্রিয়তম ব্রত— সেই জন্য সে, সরোজিনী সুস্থির থাকিলে, অমৃতলালের নিকটস্থ থাকিয়া গঙ্গাদর্শন ও ভগবচ্চিন্তায় যোগ দিত। এই কারণে এখনও পর্য্যন্ত তাহারা জানিতে পারে নাই যে, ভগবান আজি তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন।

পুত্রবৎসলার আর চক্ষেঃ জল দর্শনে অশক্ত হইয়া চারু ভিখারীকে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে সংবাদ দিতে বলিল। ক্ষণপরেই সে দেখিল, চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া তাহারা উভয়েই বিধবা জননীর নিকটস্থ হইয়াছে, কিন্তু অশ্রুবেগে দৃষ্টিবিহীনা হওয়াতে তিনি বা অন্ত রমণীগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইছেন না। অমৃত-লাল ও প্রিয়ম্বদা রুদ্ধকণ্ঠা। কেহই কথা কহিতে পারিতেছে না। সেই জন্ত চারু বৎসহারা গাভীতুল্যা জননীর নিকটস্থ হইয়া বলিল, "ওমা! একবার দেখ, তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ তোমার এরূপ দশা দেখে কিরূপ অবস্থাপন্ন হয়েছে"। অমনি জননী চক্ষের জল মুছিয়া দুইটী হস্ত বিস্তার করিলেন। প্রিয়ম্বদা সরোজিনীকে সরাইয়া লইল এবং অমৃতলাল আবার মাতৃক্রোড়স্থ হইল। শান্তিবারিস্বরূপ জননীনয়ননীরে তাহার মস্তক বদন ও পৃষ্ঠদেশাদি সুশীতল হইতে লাগিল।

ক্ষণপরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অমৃতমাতা, অদূরে ভিখারীকে ও নিকটে চারুকে দেখিয়া সবেগে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "হা মধুসূদন! আমার সে বিপদের কাণ্ডারী, সে ভয়হারী, সে জননী-ভিখারী পুত্র কোথায়! আমি যে সকলই সেইরূপ দেখ্‌ছি, কেবল ঐ লম্বা লোকটার হাত সাপে বাঁধে নাই, আর আবার চারুর বয়েস আমার সে ছেলের বয়েস অপেক্ষা কিছু বেশী"।

রমণীর শেষ কথা কেহই বুঝিল না। একথা তাঁহার প্রলাপ বাক্য, কি ইহার কোন অর্থ আছে, এ সময়ে ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। ওদিকে আবার সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর জন্ত সকলেরই মন কাতর; সুতরাং সে সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলেন না।

আমাদিগের প্রবোধচন্দ্রের জননী, ভ্রাতাভগিনী আদি ও দাসদাসীর সংখ্যা এক্ষণে অনেক অধিক হইয়াছে। সে রাত্রে সকলেরই মুখে তাঁহার, সন্ন্যাসিনীর ও বেচুয়ার নাম শুনা যাইতে-ছিল। তাঁহাদিগের জন্য সকলেরই বদনে দুর্ভাবনার চিহ্ন এবং সকলেরই নয়নে মধ্যে মধ্যে জলকণা দেখা যাইতেছিল। কঠিন মাটীতে অল্প জলসিঞ্চনে কখন কখন কর্দ্দম দেখিতে পাওয়া যায়। আজি ভিখারীকে দেখিয়া এই কথাটী মনে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে সে বেচুয়ার উপদেশ মনে করিয়া কোন মতে দিনাতি-পাত করিতেছিল। এই সময়ে সকলের মুখে ঠাকুরের কথা, শুনিয়া ও সকলের চক্ষে তাঁহার জন্য জল দেখিয়া সে আর গৃহতলে তিষ্ঠিতে পারিল না। অস্থির হইয়া সবলে গমনপূর্ব্বক সে শ্যামলালের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং শুনিল, খেয়াওয়ালার পত্র আসিয়াছে। সে সময়ে পাঠক পাওয়া কঠিন বলিয়া শ্যামলালের পরিবারেরা পত্র-ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়াছিল। ভিখারীর আগ্রহাতিশয়ে সে পত্র বাহির করিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহারই সহিত সহরের অনেক বৃদ্ধপাঠকের নিকট গমন করিল। পাঠক "হুঁয়া লেআওরে" বলিয়া চসমার সুগোল কাচদ্বয় পরিধৃত বসনে সুপরিষ্কৃত করিতে করিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "রাত্রে পড়্না, কেত্না মুস্কিল, দিয়া এলেম্ হায় উওঃ জান্তা"। যাহা হউক আলোক আসিল। কিন্তু হস্তে পত্র ধরিয়া পাঠকমহাশয় বহুক্ষণ স্থিরনয়নে অচলভাবে বসিয়া রহিলেন। ভিখারী আর সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিল, "আরে তোম্ পড়্নে জান্তা, কি নেহি। জান্তা তো পড়্না সুরু কর"। পাঠক হাস্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গোঁয়ার মুরুখ্ আদমী সবকুছ্ লিখা

দেখ্‌তা হায়্‌” এবং তৎপরেই মধ্যে মধ্যে “বাকি বাকি” বলিতে বলিতে পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দুইটী ঘণ্টায় দ্বাদশপংক্তি পত্রখানি তাঁহার শেষ হইল। ভিখারী বুঝিল, সন্ন্যাসিনীমাতার অনুসন্ধানার্থে ঠাকুর আজমীরে গমন করিয়াছেন। সে অস্পষ্টাক্ষরে ইহাও অনুমান করিতে পারিয়াছিল যে, বেচুয়া সন্ন্যাসিনীর সঙ্গিনী হইয়াছে। আর কি সে সুস্থির থাকিতে পারে? আরোহণ-যোগ্য একটী অশ্ব ভাড়া করিয়া সে বাসায় প্রত্যাগত হইল। তৎপরদিবস খেয়াওয়ালার জানিত একজন বলিষ্ঠ লোককে তীর্থ-যাত্রীদিগের রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহারান্তে সসম্বলে সে অশ্বরোহী হইল। অশ্ব সবেগে আজ্‌মীরাভিমুখে দৌড়িল। চারুদিগের নৌকা আবার গঙ্গার জলে ভাসিল। সংখ্যায় নৌকা একখানি বাড়িয়াছিল, কারণ অমৃতলাল সপরিবারে চারুদিগের সঙ্গী হইয়াছিল।

পরিবার ও বন্ধুবর্গের সহিত জলযানে গমন ভাগ্যবানের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। চারুদিগের এরূপ সৌভাগ্যেও কাহারও মনে সুখ ছিল না। অবশেষে যে সন্ন্যাসীও আয়েষার সমবেদনা ও সুমিষ্ট বাক্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহাই সকলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল। যাহাই হউক দিন যায়, থাকে না। ক্রমশঃ বাঁকিপুর, দানাপুর পূর্ব্বদিকস্থ হইল। যতই নৌকা কাশীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই সকলে অধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। ‘পাছে কাল-ভৈরব তাঁহাকে বারানসী দর্শন করিতে না দেন’, এই ভয়ে হরিশ্চন্দ্রের মন মরুত তিন্তিড়ীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। কাশী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বরাত্রে কাহারও নিদ্রা হয় নাই—এতই

মনের চাঞ্চল্য। যাহা হউক তৎপর দিবস কাশীতলবাহিনী জাহ্নবীর সুশীতল জলস্পর্শে সুশীলা প্রভৃতি সকলে যে কি অননুভূত আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, হরিশ্চন্দ্র ও অপর ভক্তগণের হৃদয় যে কিরূপ অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন না, তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জলভাড়াটী দেন, আমি 'সেথো' হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে ভূকৈলাসের অত্যুচ্চ সোপানাবলি, ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকা এবং অভ্রভেদী সোপানশোভিত স্তম্ভগুলি দেখাইয়া দিব।

গঙ্গাজল মস্তকে অর্পণ করিয়া ভক্তির বেগে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বাগ্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে অবতরণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। অপরাপর সকলেই তাঁহার অনুকরণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। সদস্তুষ্টাঙ্গী বৃদ্ধ গঙ্গাপুত্র নানক সকলকে 'ধূলপায়ে' বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করাইয়া বাঙ্গালীটোলার একটী সুবিস্তৃত দ্বিতল অট্টালিকায় লইয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘরটীতে হরিশ্চন্দ্রকে উপবেশন করাইয়া, অন্যান্য সকলের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করণার্থে ব্যাপৃতা হইলেন। হৃষীকেশ যাদবও নানাকারণে ব্যস্ত রহিয়াছেন। কেবল চারু এই সময়ে অনুজের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া কি দেখিতেছে। সুশীলা নাথের এ ভাব দর্শনে অন্য কার্য্যে যাইতে পারিল না। অনতিদূরে থাকিয়া অবগুণ্ঠনবতী দেখে ও শুনে, অঙ্গনে প্রতিবেশিনীদিগের অবিবাহিতা কন্যাগণ ক্রীড়া করিতে করিতে বলিতেছে "সাঁজ ভোজন যে জুতী, ষোল ঘরে ষোলব্রতী, তার এক ঘরে আমি ব্রতী। ব্রতী হলে

ভাগ্লাম বর, ধন পুত্রে বাড়ে 'মা বাপ ঘর'। গোগাছ্ কাঁকুনি গাছ্ ফুটে ধরে মাচা, বাপ গেছেন দিল্লী, তাই হয়েছেন রাজা। হে শিবশঙ্কর, স্বামী হো'ক গুণধর, আমি হই দাসী। বৎসর অন্তর, এক একবার, বাপের বাড়ী আসি। হে শিবশঙ্কর, দীন দয়াল নাথ! কখন না পড়ি যেন মূর্খের হাত"। চারু সেই সুমতি বালিকাদিগের মনোহর হাব ভাব ও সুমধুর কথাগুলি মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিতেছে ও শুনিতেছে এবং তাহার আনন্দাশ্রু নিবারণ করিতে পারিতেছে না। গৃহমার্জ্জনা ও হস্তপদাদি প্রক্ষালনে সকলেই ব্যাপৃত—কাহারও তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য নাই, ইহা বুঝিয়া সুশীলা মৃদুমধুরহাস্যবদনে চারুর নিকটে আসিয়া অমুচ্চ-স্বরে বলিল, "আমিও ছেলেবেলায় ওম্নি করে 'সেঁজুতি' করে ছিলুম। যদি 'সেঁজুতি' শুন্তে তোমার এত সাধ হয়, তা হ'লে আর প্রত্যহ তিনটা করে শিবপূজা করি কেন? ওদের মত গাছ কোমর বেঁধে রোজ রোজ সন্ধ্যার সময় আমিও ওম্নি করে নেচে নেচে সেঁজুতির মন্তর্ পড়্বো। ঠোটে কলায় যদি আমার দেবতা সন্তুষ্ট হন্, তা হলে আর আমার গাছ-নৈবিদ্দির আয়োজনে প্রয়োজন কি"? চারু চতুর্দ্দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একবার সে সহাস্য সুবদনে সপ্রেমে করার্পণ করিয়া বলিল, "সেরূপ সেঁজুতি করেও ত গুণধর স্বামীর পরিবর্ত্তে মূর্খ পতির করেই পড়েছ"! এইবার সুশীলার চক্ষে জল আসিল। সে তাহার সেই সুন্দর ওষ্ঠাধর ফুলাইতে ফুলাইতে বলিল, "আছে ভাত্ তা লুচী চা। ছুকড়ে যা, থাক্তে পা'। যে গুণে এমন রুচি হয়, যাতে পরের দুঃখ দেখে চক্ষে এক ফোটা জলও আসে না, যে বিদ্যের আরও দাও, আরও দাও

বলায়, কিম্বা তার মত আমি পেলাম্ না বলে কাঁদায়, যা আছে তাতে কখনও সুখী করে না, বরঞ্চ মনে অহঙ্কার পুরে দিয়ে রাগায় আর নাচায়, বিশ্বেশ্বর করুন, আমার গুণধরের অন্তরে যেন কখন সেরূপ গুণ প্রবেশ না করে—সে গুণ নয়, সে আগুন, তাতে দগ্ধে মারে, মন জুড়োয় না। আমার গুণধরের যে গুণ আছে, তাতে আমি সুখী, কেবল আমি কেন—আমার দাদা-শ্বশুর, শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, মাস্‌শ্বশুর, ভাসুর, শাশুড়ী, ননদ, জা, মা, বাবা, ভাই, বোন, সকলেই পরম সুখী। আমার গুণ-ধরের গুণে দেবতাস্বরূপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী তাঁকে প্রাণের মত ভাল বাসেন। তাঁর জন্যে স্বর্গের বিদ্যাধরী, বেচুয়া, প্রাণ দিতে পারে—সে আদালতে তাঁর জন্যে সাক্ষী দিয়ে থাকে। তোমার সে গুণ মনের মতন না হয়, তুমি ঢাক ঘাড়ে ক'রে অন্যের কাছে তাঁর নিন্দে কোরো। যে আমার স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দেবতার নিন্দে আমার কাছে কর্‌বে, তার আমি আর কি কর্‌বো! দুই এক ফোটা চক্ষের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে তাকে নন্‌দাই বলে ডাক্‌বো"।

চারু লোলনয়ন হওতঃ গদগদ স্বরে বলিল, "অয়ি ভু-বাগ্দেবি! তোমার বক্তৃতায় দেবপ্রধান সুরেন্দ্রনাথও অবাক্ হইয়া যান—আমার মত নরাধমেরা পুরা বোকা না হবে কেন? তবে নেশার ঝোঁকে মাঝে মাঝে লোককে যা না ব'লবার, তাই বল,—তোমার দোষ তাই"।

যাহা হউক যে বঙ্গবাসিনী কামিনীগণ বালিকা-বয়স হইতেই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও স্বামীর জন্য তদ্রূপ শুভকামনা করেন—সাংসারিক জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া যাঁহারা এরূপ ব্রত শিক্ষা করিয়া থাকেন—স্বার্থপরতা জানেন না—স্বার্থপরতা চাহেন

না, জানি না, পাশ্চাত্য সভ্যতায় সে বঙ্গললনাদিগের কত দুর্দ্দশাই হইবে! আমাদিগের এ দেশেও পত্নীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে—কিন্তু সে অর্দ্ধ বামার্দ্ধ; সুতরাং তাহা নিকৃষ্টার্দ্ধ। পাশ্চাত্য পত্নীরাও তাঁহাদিগের স্ব স্ব পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী; কিন্তু সে অর্দ্ধ দক্ষিণার্দ্ধ—উৎকৃষ্টার্দ্ধ। এই জন্যই এ দেশের পত্নীরা পতির দাসী, আর পাশ্চাত্য পতিগণ স্ব স্ব পত্নীর দাস।

হিন্দুসন্তান যে দিবস তীর্থে উপস্থিত হন, সে দিবস উপবাসী থাকিয়া তাঁহাকে ভগবদারাধনা করিতে হয়। সুতরাং আমাদিগের তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে কেহই অদ্য রজনীতে কিছু আহার করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অদ্য সন্ধ্যার পরই বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে যাইবেন। সেই জন্য চারু ও সুশীলা সে বিশুদ্ধ প্রেমালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন ও ধৌত বসন পরিধান করিয়া আরতিদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতে গমন করিল।

কিছুক্ষণ পরে সকলেই বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। নানক যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া সকলকে পার্শ্বদ্বারসন্নিকটে দণ্ডায়মান করাইল। আরতির আয়োজন দেখিয়া অনেকের মনে ভক্তির উদয় হইতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরের অঙ্গমার্জ্জনার পর, যখন তাঁহার শিরোদেশে পীতবর্ণের চন্দনের ন্যায় কুঙ্কুম স্থাপিত হইল, তখনই পঞ্চজন পবিত্র পুরোহিতমহাশয় পঞ্চাননের আরতির জন্য তাঁহাদিগের পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। দুইজন চামর হস্তে দুইদিকে দণ্ডায়মান হইল। নন্দী-ভৃঙ্গীর অভিনয় করিবার নিমিত্ত দুইজন ভক্ত আরতি আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকে কেশ বা জটাভার। কাহারও হস্তে

ডমরু, কাহারও হস্তে অন্য বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে। ক্ষণপরেই পুরোহিতদিগের পঞ্চপ্রদীপের অধোর্দ্ধগতি আরম্ভ হইল, আর সেই তালে তালে তানলয়বিশুদ্ধস্বরে 'শিব শিব শম্ভো" গান গীত হইতে লাগিল। এই ব্যাপার ও নন্দীভৃঙ্গীর শিরঃকম্পন দর্শনে ভক্তগণ ভূ-কৈলাসে কৈলাসপতির আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিতেছিলেন। সে কৈলাসে কুবের বাস করিয়া থাকেন। স্বর্ণমণ্ডিত ছাদতলদর্শনে ভক্তের মনে সে অভাবও স্থান পায় নাই।

অবলা ও চপলা সকলের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা হইয়াছিল। কিন্তু চপলাকে মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছিল। জনৈক সুবেশধারী রসিকপুরুষ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছিলেন বলিয়াই, তাহার এ সময়ে এরূপ চাঞ্চল্য। সেরূপ জনতায় কাহাকেও অঙ্গস্পর্শদোষে দোষী করিবার চেষ্টা বৃথা—সে সময়ে কোনরূপ গোল করিবারও উপায় ছিল না। এই জন্য অন্য দিনে মনের সাধ মিটাইয়া আরতি দর্শন করিবে, ইহা স্থির করিয়া চপলা কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিয়াছিল আরতি শেষ হইলেই সকলের সহিত বাসায় প্রত্যাগতা হইবে। অপর একটী স্ত্রীলোকও সেই সময়ে আসিয়া তাহাকে বলিল, "বড় ভিড়। আজ ভাল করে আরতি দর্শন আমার ভাগ্যে নাই"। সম ভাগ্যবতীর সহিত আলাপ করিতে কাহার ইচ্ছা না হয়। চপলার সহিত সেই স্ত্রীলোকের যথাসম্ভব সদ্ভাব হইল। বহুদিন কাশীতে থাকায় সে কাশীর সকল বঙ্গবাসী বাসিনীদিগকে জানে ও চিনে, ইহা শুনিয়া চপলা তাহাকে বরিশালবাসী হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে উত্তর করিল, "বরিশালের দুই হরিদাস আছে।

যার সোমত্ত বয়েস্, সে বামন, আর যে বুড়, সে শুদ্দুর”।

চপলা আগ্রহের সহিত বলিল, “তিনি কায়স্থ। আমি তাঁহারই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি”। স্ত্রীলোক বলিল, তৎপরদিবস সে তাহাকে দেখাইয়া দিবে। এই সময় আরতি হইয়া গেল। লোকের ভিড়ে, চপলা আপনাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাইল না। এরূপ অবস্থায় অজ্ঞাতস্থানে সঙ্গীছাড়া হইলে, বঙ্গকামিনীর যে অবস্থা হয়, চপলারও তাহাই হইয়াছিল। তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে ভয়বিহ্বল, ‘বিশ্বনাথ’ শব্দটী শুনিয়া ও তাহার নয়নে জল আসিয়াছে বুঝিয়া, সেই স্ত্রীলোকটী তাহাকে সাহস দিয়া বলিল, “ভয় কি, আমি তোমাকে তোমাদের বাসায় পৌছে দিব”।

মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া স্ত্রীলোকটী চপলাকে বাসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। চপলা বলিল, ‘বাঙ্গালী টোলায়’। স্ত্রীলোকটী অল্প হাসিয়া কত ঘাট, কত ছত্র, কত রাজপথ ও কত গিরির নাম করিল। চপলা তাহা শুনিয়া নিরবেই রহিল। সে সবে সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশী আসিয়াছে। ‘ছত্র’ বলিলে ছাতা না বুঝাইয়া স্থান বুঝায় এবং ‘কেদার গিরি’ শব্দে পল্লী বুঝায়, ইহা সে কিরূপে জানিবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নানক পাণ্ডার নাম করিল। স্ত্রীলোকটী হাসিয়া বলিল, “তোমার পাণ্ডা কাণ্ডার নাম কর্‌তে হবে না। তোমরা যে বাসায় উঠেছ, তাতে উঠান আছে ত”। চপলা ‘আছে’ বলায়, স্ত্রীলোক বলিল, ‘তবে নিশ্চিন্ত হ’য়ে আমার সঙ্গে এস’। কিছুক্ষণ পরে ঐ স্ত্রীলোকের সহিত একটী বাটীতে প্রবেশ করিয়াই চপলা বলিল, “এ বাড়ী ত নয়”। স্ত্রীলোকটী অল্প বিরক্তভাবে বলিল, “তবে কোন বাড়ী বাছা? নূতন যাত্রী তো এই বাড়ীতেই উঠেছে।

তা ওপরে চল, আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করে বাসার ঠিক করে দিচ্ছি"।

নিরবে চপলা উপরে উঠিল। একটী জনশূন্ত কাম্‌রায় তাহাকে বসিতে বলিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাদিগের বাসার ঠিকানা জানিতে গেল। সে কাম্‌রায় একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। চপলা তথায় একাকিনী বসিয়া কত কথাই মনে করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক আর ফিরে না। চপলা অস্থির হইয়া জানালার নিকট গমন করিল এবং দেখিল তৎসংলগ্ন বাটীর একতালার ছাদে যাইতে যাইতে জনৈক তদ্দেশবাসিনী দাসী কাহাকে হিন্দিতে বলিতেছে, "অবস্থা ত ভাল নহে। একে বৃদ্ধ, তাহাতে দিবা-রাত্রি ওরূপ যাতনা—আর কত সহ্য হইবে। শুনিতেছি নাড়ী সব নাকি পচিয়া গিয়াছে"। দাসীর কথা চপলার কর্ণে প্রবেশ করিল, আর তাহার প্রাণের ভিতর কেমন একরূপ যাতনা আরম্ভ হইল। তাহার ইচ্ছা, সে একবার পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিয়া আইসে। এই সময় দ্বারপার্শ্ব হইতে কে বলিয়া উঠিল, "এই যে, না চাইতে জল, হাসি খল খল"। চপলা সে দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়াই তাহাকে চিনিল। সেই রসিক পুরুষই বিশ্বেশ্বর মন্দিরে তাহাকে বিরক্ত করিতেছিলেন।

হরশঙ্কর ও গোপালের আচরণে এবং চক্ষের উপর লোম-হর্ষণ অপঘাত মৃত্যু ও সহসা জ্ঞান-লোপ দর্শনে তাহার মনের ভিন্ন গতি হইয়াছিল। তাহার উপর আবার সন্ন্যাসিনীর সে সুন্দর মূর্ত্তিখানি ও তাঁহার হৃদয়স্পর্শী উপদেশবাক্য তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করাতে, এ বাবুর প্রয়াসে সে যে সুখী হইতেছিল না, তাহা আর প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, মনে

করিতেছি। প্রথম হইতে পাপকার্য্যে যে তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ছিল না, তাহা প্রথম খণ্ডে প্রকারান্তরে দেখান হইয়াছে। উপ-রোক্ত কারণে বোধ হয় সকলে বুঝিতেছেন যে, চপলা এ নর-প্রেতের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে ভাবিতেছিল, "তোমারও একদিন পথে, ঘাটে, মাঠে কিম্বা চোর ডাকাতের হাতে—উঃ হাতের সে হাতকড়ি, পায়ের সে বেড়ী, তাতে আবার জ্ঞান না থাকা অবস্থায় জেলখানায় থাকার কি কষ্ট—বাবা বিশ্বনাথ! আর যেন কোন কালে এ মহাপাতকিনীর পাপে মতি না হয়"।

বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তখনই ঠিক বুঝে-ছিলাম, সঙ্গের বেয়াড়া লোকগুলোর জন্যেই তুমি তখন স'রে গিয়েছিলে। বাবা, শিকিরী বেরাল সব বোঝে"।

চপলা বলিল, "আমি মনে করেছিলাম্ ওবাড়ীর বুড়ো কেমন আছে দেখে, তার পর যা হয় আলাপ টালাপ কর্‌বো। ওর আর কেউ নেই। শেষ সময়ে দিনে রাতে দু চারবার করে দেখ্‌তে গেলে, টাকাগুলি আমাকেই দিয়ে যাবে। তা দিদি কিছুতেই শুন্‌লে না—আগে এ বাড়ীতেই নিয়ে এলো"। বাবু উক্তা স্ত্রীলোকটীর প্রতি কিছু কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওঃ, কি ভয়ানক কালই পড়েছে। আজ পাঁচ খাঁচ বচ্ছর ঐ মাগীকে আমি একরকম প্রতিপালন করে আস্‌ছি। মাগী কি না ব'লে, কতরকম চালাকি করে, কত ভুলিয়ে, কত টাকার লোভ দেখিয়ে, তোমাকে এখানে এনেছে। তোমাকে ব্রেক করে নিজে খাবে। তার কথা ঠিক্ ঠাউরে, এই দেখনা, কত যোগাড় করে একটু মস্‌জিদ্ সংগ্রহ করেছি। বলি, যদি তুমি হাত পা

ছোড়ো, কি আওয়াজ ছাড়, তা হ'লে পান টানের সঙ্গে ও সাদা গুঁড়ো একটু উদরস্থ করাতে পার্লেই মানসসিদ্ধির আর বাধা থাকবে না। বিশ্বাসঘাতকী হারামজাদী। সে কামারের দোকানে ছুঁচ বেচ্তে এসেছে। বেটী আমার কাছ্ থেকে টাকা মথ্বেন। যাক্, ওকথা এখন যাক্। একটু লালজলের অর্ডারটা দি, কি বল"।

চপলা ভয়, ঘৃণা ও ক্রোপ সম্বরণ করিয়া বলিল, "আপনি আগে খবর নিন্ দিকি, ও বাড়ীর বুড়োর অবস্থা কি। যদি সে ভাল থাকে, তা হ'লে আর আজ রাত্রে তাকে দেখতে যাব না। আর যদি রোগ কি যাতনা বেড়ে থাকে, তা হ'লে একবার দেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্ব"।

হাহা করিয়া হাসিয়া বাবু বলিলেন, "ঠিক বোলোছ ভাই, পেছুটান বড় বালাই। আমি তেমন আগুগরুজে নই যে, বলমে, হাতের টাকা গুলো ছেড়ে দিয়ে মজা কর। তবে বেশী দেরী হবে না ত"।

চপলা বলিল, "একবার খবর্টা নিন্ না। যদি ভাল থাকে তো যাবই না, আর যদিই যাই, তা হ'লে সাধ্ করে কি কেউ সে রূপ রুগীর ঘরে নাক্ টিপে বসে থাক্তে চায়"?

বাবু পুনরায় কেতাদোরস্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "চিরজীবী হও বাবা" এবং একজন বৃদ্ধা দাইকে বুড়োর সংবাদ আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

ক্ষণপরে দাই আসিয়া বলিল, "বেমার তো বাড়্ গিয়া"। চপলা সেই দাইয়ের সঙ্গে তাহাকে ওবাড়ীতে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া বলিল, "খানিক পরে দাই যেন আমাকে গিয়ে ডাকে"।

"একটু জল টল্ খেয়ে যাবে না?" বাবু এইকথা বলিলে, চপলা বলিল, "এখন না। তবে দাইকে বলে দেন, আমি একবার দেখে আসি"।

উক্ত অপর বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় চপলার পা আর উঠে না। তাহার বুকের ভিতর কেমন করিতেছে—স্বচ্ছন্দে তাহার শ্বাস বহিতেছে না। সে দেখিল, সে চক্‌মিলান বাটীর অঙ্গনটি বহুদিবস হইতে পরিষ্কৃত হয় নাই। একতালায় অনেকগুলি ঘর আছে, সুতরাং তথায় অনেকগুলি ভাড়াটিয়া বাস করে। সে পুণ্যধামে ক্ষুদ্রগলিমধ্যস্থ ইষ্টকালয়ের নিম্নস্থ ঘরগুলি দিবসেই অন্ধকার—এ ত রাত্রিকাল। কোন কোন ঘর হইতে ক্ষীণালোকের হীনজ্যোতি বাহির হইয়া অন্ধকারকে দৃশ্যমান করিয়া তুলিয়াছে। মোক্ষধাম সেরূপ বিকট অন্ধকারেও নরক হইতে পারে না বলিয়াই দর্শকের অন্তরে মিল্‌টনের "Darkness visible" কথা দুইটী মনে পড়ে না। পীড়িত ব্যক্তি কোন্ ঘরে, তাহা তাহার সমভিব্যাহারিণী দাই জানিত না। চপলা শনৈঃ শনৈঃ বারেণ্ডায় যাইতে যাইতে ভাবিতেছে, সে কাহার নিকটে সংবাদ পাইবে। এই সময় অপর একজন দাই অতিশয় বিরক্তভাবে বকিতে বকিতে আসিতেছিল। "আটানিকা ওয়াস্তে রাত্‌ভোর উস্ ঘর্‌মে কোন্ রহেগা। থুক্, বদ্‌বোসে খানা ছোড় দিয়া"—তাহার এই সকল কথায় চপলা ভাবিল, রোগী সেই দিকের ঘরে আছে। কতিপয় পদ গমন করিতে করিতে সে আবার শুনিল, একটী ঘরমধ্যে জনৈক বঙ্গজা অনুচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "দুয়ার আছে কি, তাও ত জানি না। চাবিকাটিটা লইবার লাগি এত কল্লাম, পাল্‌লাম না। সে দিকি হাত লইবার দেয়

না"। আর কিছুদূর গমন করিবার পর সঙ্গের দাই 'বড়া বদ্‌বো' বলিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইল। অগ্রসর হওতঃ যে ঘর হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছিল, সেই ঘরের দরজায় দণ্ডায়মানা হইয়া চপলা দেখিল, ঘর অন্ধকার এবং শুনিল, কোন জীর্ণ রোগী অতি ক্ষীণস্বরে অসহ্য যাতনা প্রকাশ করিতেছে। সে কাতরস্বরে বলিল, "আহা, ঘরে একটী আলোও নাই"। রোগী ক্ষীণস্বরে বলিল, "চাবিকাটি পাইল না, টাহা মিলিল না, আলো দিবে ক্যান্"? চপলা নিঃশব্দে অপর একটী ঘর হইতে একটী সলিতা জালিয়া আনিল। সেই ক্ষীণালোকে সে তাহার জীর্ণ শীর্ণ পতি হরিদাস গুহকে চিনিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না—অবসন্ন ও কম্পিতদেহে সেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে সে বসিয়া পড়িল। সে সময়ে তাহাকে দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিত, তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। সে ভাবিতেছে, "আহা যদি সেই কুক্ষণে সে ঘোর পাপিষ্ঠের অর্থাদিপ্রলোভনে আমার কুপ্রবৃত্তিতে মতি না হ'ত,তা হ'লে আজ আমি সতীর ন্যায়—সুশীলা সরলাদিগের ন্যায় বিশেশ্বরের নাম করতে করতে পতির সেবা করতে পারতাম্। এ হতভাগীর আর তা এ জন্মে হবে না"।

চপলার প্রাণের খেদ আর কত বলিব। পাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে ও চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সে বাহিরে আসিয়া দূরে অবস্থিতা তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "তোম্ এক আনেকা কড়ুয়া তেল ভ লিয়াও। আগর্ তোম্ ইস্ বারে-মে রাত্ ভোর্ বইট্ রহো, আওর মেঁরা হুকুম্ তামিল করো, তো ময় তোম্‌কো এক্ রূপেয়া দুঙ্গা"।

দাই বলিল, "বাবু সাহেব তো গোস্‌সা নেহি করেঙ্গে"। চপলা বলিল, "কুছ্ পরোয়া হায়নেহি। মর্ কহ ছুক্কা"। দাই "আচ্ছা মাই" বলিয়া তেল কিনিতে চলিয়া গেল। চপলা পতির মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দেখিল, ঘরে রোগীর পথ্যাদি কিছুই নাই। সে পুনরায় বারেণ্ডায় আসিয়া দাইয়ের হস্ত হইতে তৈল গ্রহণ করিল এবং তাহাকে কবিরাজ ডাকিতে বলিল। কিছুক্ষণ পরে একজন বাঙ্গালী কবিরাজ আসিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। চপলা বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে কি" ?

কবিরাজ মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা। রোগ অতি কঠিন। বৃদ্ধবয়সে রক্তামাশয়ের শেষ অবস্থা। ঔষধ ত সেবন করান হউক"।

কবিরাজ চলিয়া গেলেন। চপলা গৃহে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া পতির সেবা আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণপরে ঔষধের অনুপান ও পথ্যাদি সংগ্রহ হইলে, সে সযতনে পতির বদনে ঔষধ প্রদান করিল। ঔষধ সেবনের পর, বদনে প্রচুর সুস্বাদু দাড়িম্বরস পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওতঃ গুহ চপলার বদনপ্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে চপলার নয়নে নদী বহিল! অশ্রুজলবিন্দু হরিদাসের বদনোপরি পতিত হওয়াতে, তাহার ভ্রূযুগ কুঞ্চিত, ও নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইতে লাগিল। তাহার সে অবস্থায় সে তাহারই চপলাকে চিনিতে পারিতেছে না। সে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" পাছে নাম শুনিয়া ক্রোধ বা দুঃখের উদয় হয়, এই ভয়ে চপলা উত্তর দিল

না। অশ্রুবেগে তাহার কথা কহিবার শক্তিও ছিল না। ঔষধ বা পথ্যের গুণে অথবা রোগের ধর্ম্মে হরিদাসের নিদ্রা আসিল। চপলা কত ক্ষোভে কত কি ভাবিতে ভাবিতে পতির অঙ্গে তাহার সুকোমল হস্ত সন্তর্পণে সঞ্চালন করিতেছে। রাত্রি একটা বাজিল, হরিদাস চমকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিল। চপলা তাহার বদনে আবার দাড়িম্বরস প্রদান করিল। সে যেন সম্পূর্ণ সুস্থকায় হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। "তুমি কে? আমি বাচিয়া থাক্‌তে চাবিকাটি দিমু না"।

চপলা করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে গুহর হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া গদগদ ভাবে বলিল, "আমি চাবি কাটি চাই না— আমি টাহা চাই না। কাল বেয়ানে আরও টাহা আনি দিমু। বিশ্বনাথ করেন, আপ্‌নে রোগ মুক্ত হন্‌"।

পাঁচটি টাকা হস্তে পাইয়া এবং আগত কল্য প্রত্যূষে আরও টাকা পাইবে শুনিয়া গুহের পো অবাক্‌ হইয়া গেল। সে এইরূপ সেবায় মুগ্ধ এবং অর্থপ্রাপ্তি ও আরও অধিক্‌ লাভের প্রত্যাশায় অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় বলিল, "তুমি কে"।

চপলা আর থাকিতে পারিল না। সে ক্ষণকাল পতির পদদ্বয়ে মস্তকার্পণ করতঃ অনুতপ্ত প্রাণের অনিবার্য্য বেগে প্রভূত রোদন করিল এবং তৎপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল, 'আমি আপনার অভাগ্যবতী দাসী'।

চপলার কথায় হরিদাসের নয়ন বিস্ফারিত হইল এবং তাহার ওষ্ঠদ্বয় আর সংলগ্ন রহিল না। সে সেইরূপ ক্ষীণস্বরে বলিল, "তোমার মুখ্‌নে আমার চকির লাগ্‌ লয়ে আইস। আমি

এহান হতে ভাল দেখ্‌ছি না। তোমার গলার আওয়াজে আমার চপলাকে মনে পয়ছে”।

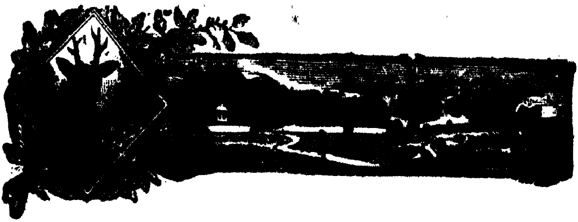
পতির মুখে ‘আমার চপলা’, এইকথা শুনিয়া চপলার যে কি দশা হইয়াছিল, তাহা আমার কঠিন লেখনী লিখিতে পারিল না। অনুতপ্ত হৃদয়ে যদি কেহ কখন পতির অন্তিম্ অবস্থায় এইরূপ স্নেহমাখা অমৃতোপম শব্দ শুনিতে পান, তিনিই চপলার বর্ত্তমান অবস্থা অনুমান করিতে পারিবেন। অন্যের পক্ষে সে অবস্থা সুপরিষ্কার বুঝা দূরে থাক্, তাহার অনুমানও অসম্ভব। পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে ও চক্ষের-জলে অন্ধ হওতঃ চপলা তাহার লজ্জাবনত বদন পতির জ্যোতি-হীন নয়নসন্নিকটে লইয়া গেল। পতি তাহাকে চিনিল। কষ্টেসৃষ্টে সে তাহার প্রায় নিশ্চেষ্ট হস্তে পত্নীর গলদেশ বেষ্টন করিল। বদনে বদন মিশিল। পতির সে শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় সপ্রেমে পত্নীর সে আপাততঃ রক্তিম সুকোমল বদন চুম্বন করিল। কতক্ষণ যে পতিপত্নী এরূপভাবে ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। তৎপরে চমকিতভাবে উঠিয়া পত্নী পতির বদনে আন্তরিক যত্নে আবার বেদানার রস প্রদান করিল। পতি সে অবস্থাতেও গদগদ অথচ ক্ষীণস্বরে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, “সে গর্ভস্রাবের কি অইছে”। চপলা প্রাণ ফাটাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, ‘পাপিষ্ঠের সর্ব্বস্ব গিয়েছে। সে এখন উন্মাদরোগগ্রস্ত”।

যথাসম্ভব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিদাস বলিল, ‘সুখী হলাম্। আমার কন্যার সংবাদ কি’? চপলার মুখে সে ভাল আছে, শুনিয়া হরিদাস তাহাকে ‘সুখে থাক’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিল। চপলা পতির পদানতা হইয়া রোদন করিতে করিতে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। হরিদাস অন্তরের সহিত তাহাকে মার্জ্জনা করিল।

রাত্রি ৪টার সময় হরিদাসের উদরে একরূপ অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইল। চপলা কাতরা ও ভীতা হইয়া কবিরাজ ডাকিতে পাঠাইল। কবিরাজের আর আসিতে হইল না। কাশীর মাটিতে চপলার প্রাণকাঁদান শিবনাম শুনিতে শুনিতে হরিদাস ভবলীলাসম্বরণ করিল। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে চপলার ব্যয় ও যত্নে শব মণিকর্ণিকার ঘাটে নীত হইল। সমস্ত রাত্রি চপলার অনুসন্ধানের জন্য ভ্রমণ করিয়া চারু সেই সময় তথায় উপস্থিত হওয়াতে, সে তাহাকে দেখিয়া,'বাবা গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাসায় এ অশুভ বা শুভ সংবাদ প্রেরণ করিয়াই চারু তাহার চপলা মাসীর গলদেশধারণপূর্ব্বক প্রভূত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিল। নিজমুখনিঃসৃত 'বাবা গো' শব্দে চপলার গাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছিল—কুসঙ্গের বিষময় ফল সে ব্যথিতান্তঃকরণে ভাবিতে লাগিল। গোপালের অঙ্গনে দণ্ডায়মানা হইয়া দীননয়ন হরিদাস বিষণ্ণবদনে তাহাকে একদিন 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিল—আর সেও তাহাকে পিতৃসম্বোধন করিয়াছিল। এই ব্যাপার অগ্নিদাহনাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক হওয়াতে, চপলার সহমরণের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, এমন সময়ে রাজলক্ষ্মী আদি রোরুদ্যমানা রমণীগণ পরিবেষ্টিতা অবলা চীৎকারস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। চপলা ভগ্নীর স্বরে আত্মহত্যা সঙ্কল্প বিস্মৃতা হইল। হৃষীকেশ ও যাদবের যত্নে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে শীতল কাশীতল-গঙ্গাম্বুতে স্নাত হইয়া হরিদাসের শবদেহ চিতারোহণ করিল।

হরিশ্চন্দ্র গম্ভীরস্বরে বিশ্বেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিল। সংসারের উৎসব, উপদ্রব, জ্বালা যন্ত্রণা, সমস্তই কত ক্ষণস্থায়ী, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দর্শাইয়া কাশীবাসী হরিদাস ভবরোগ হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইল। শ্মশানবৈরাগ্যবশতঃ সকলেরই হৃদয় শূন্য। শূন্যমনে চপলা পতির অস্থি গঙ্গাজলে সমর্পণ করনানন্তর সকলের সহিত গঙ্গাস্নানাদি করিল এবং চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বাসাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।



একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নবদম্পতি—আমেদাবাদে।

যে ক্ষণে, যে স্থানে, যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াই থাকে। চির-কুমারী থাকিতে কৃতসঙ্কল্পা শিবরক্ষিতা দক্ষকন্যাকেও সুরভির অভিশাপপ্রভাবে তৃতীয় জন্মে যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভূতা হওতঃ পাঞ্চাল-দেশে দ্রৌপদীনামে পঞ্চপাণ্ডবের গৃহলক্ষ্মী হইতে হইয়াছিল। আমাদিগের প্রেমিকা সুরসিকা সরযূমনোলোভা সুচারুবদনা সুহাসিনী সুভাষিণী আয়েষাকেও আজমীরগিরিশিখরস্থ খোদা-মস্‌জিদে জগৎসিংহপ্রভৃতি সাক্ষীগণ সম্মুখে শৌর্য্যবীর্য্যাদি ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন রাজর্ষিসদৃশ এলাহীর করমৃণালের পঙ্কজিনী হইতে হইল। এ শুভ-বিবাহে ভূচর খেচর সকলেরই পরমানন্দ হইয়াছিল। কত শত মোল্লা মৌলবীগণ কালিয়ে কোপ্তা ও পলায়ে নানারন্ধ্র উন্মাদকর পলাণ্ডুরসুনের সুসৌরভে পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে, আয়েষার শুভ-বিবাহে সাক্ষাৎ গন্ধবহও প্রীতি-

লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আয়েষার সেই দীর্ঘনয়ন দুইটী কোথায়? কাহার পুলকদর্শনে তাহারা বিস্ফারিত হইতেছে? ক্ষুৎপিপাসায় অতীব কাতর ব্যক্তি অন্নজল বদন মধ্যে পাইয়াও তাহার আস্বাদন না করিয়া থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার জিহ্বাসে-বয়সের সময় এই বিবাহের প্রত্যাশায় যাহা করিয়াছেন, তাহা দেবতারাও পারেন কি না সন্দেহ। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক দাম্পত্য-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকা, নরলোক দূরে থাক্, অসুরারিদিগেরও অসাধ্য। আয়েষা দেখিতেছে, তাহার প্রাণসখীর নয়ন, বদন, প্রতিঅঙ্গ, অধিক কি রোমরাজি পর্য্যন্ত আন্তরিক পুলকে নৃত্য করিতেছে। আবার সেই তালে তালে জগৎ ও জগৎরমণী নাচিতেছে। মজিলাল-পত্নী লছমনিয়াই এ নৃত্যদর্শনের সুখানুভব করিয়া নির্নিমেষ ও বাক্‌শক্তিরহিত হইয়াছেন। শিবতুল্য সখার হৃদয় আজি পরিপূর্ণ—কভু বা তাঁহার প্রেমনীর উথলিয়া উঠিতেছে। আনন্দাতিশয্য বৃদ্ধবয়সেও ক্ষত্রিয়বীর মানসিংহকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—তিনি আজি বালকের ন্যায় চঞ্চল—কভু নবযৌবনের উচ্ছাসে সশব্দে হাসিতেছেন, কভু বা "ইয়ে লাও, উসিকো উত্তঃ দেও" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।

এ দিকে আবার বিজলীর সদর্পে পদসঞ্চালন ও মুহুর্মুহুঃ বন্যকামিনীর হাস্যোদ্দীপন দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নববধূ হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেছেন না।

মানসিংহের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রজনীযোগে বাইনাচ হইবে। তাঁহার সেই যৌবনসুলভ উৎসাহে সাক্ষাৎ সন্ন্যাসীঠাকুরও বাধা দিতে সাহসী হন নাই। যখন বহির্ভাগে মজলিস সাজাইতে

সকলে ব্যস্ত, সেই সময়ে আমাদিগের সন্ন্যাসিনী ঠাকুরাণী বাসর-সজ্জা সাজাইয়া বসিয়াছেন এবং এলাহী বাহিরে থাকাতে স্বয়ং বরের অভিনয় করিয়া প্রাণসখীকে কত আদরে স্বক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সুকোমল কণ্ঠনিঃসৃত পিকগর্ব্ব-গর্ব্বকারী স্বরলহরীতে আজি আয়েষাও বিমোহিতা। সে তান-লয়বিশুদ্ধগীতে বোধ হয় উর্ব্বশীরও হিংসা হয়—প্রাণসখী গলিয়া যায়। গান শেষ করিয়া প্রাণসখীর নিকট "উত্তর" চাহিতে গিয়া তিনি দেখেন, সখী রুদ্ধকণ্ঠা ও আনন্দাশ্রুতে তাহার কাঁচলী, বসন ও ওড়না সিক্ত হইয়াগিয়াছে। তাহার সে ভাব দূর করিবার মানসে সরযূ বলিলেন, "তুই জানিস্. এক্ষণে আমি বর, আর তুই কোনে—আমি যা বল্‌ব, তোকে তাই কর্তে হবে।"

আয়েষা কষ্টেসৃষ্টে বাক্যনিঃসরণপূর্ব্বক তাহার কোমল বাহুবল্লীতে সখীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া স্মিতবদনে মৃদুমধুরস্বরে বলিল, "কোনে কি বাসরঘরে বরের সঙ্গে কথা কয়, যে আমি গান কর্‌ব"!

কমলদলসদৃশ হস্তদ্বয়ে সখীর বদন ধারণপূর্ব্বক দূতির অভিনয় করিতে করিতে দূতির স্বরে সরযূ বলিলেন, "অয়ি একাধিক-বিংশতিবর্ষীয়া পীণপয়োধরা এলাহী-মনোহরা ক্ষীণকটি নিগূঢ় নিতম্বিনী যবনী কোনে! আজি তোমার পেঁয়াজভোজী-বদন-নিঃসৃতস্বরে এ রমণীবরের মনোহরণ কর। আমি তোমার করযুগধারণপূর্ব্বক সাধ্যসাধনা করিতেছি। লোকে বলে 'সাধিলেই সিদ্ধি'। আমার সাধনার অপমান করিও না।"

আয়েষা সখীর হৃদয়ে হৃদয় মিশাইল এবং তাঁহার সেই ক্ষিত কর্ণকুহরে নিজ বিম্বাধর অর্পণপূর্ব্বক বলিল, "মিথ্যা

কথা। তুমি কবে অন্যের শ্রোতব্যস্বরে সুর সাধিয়াছিলে? যদি না সাধিলে সিদ্ধি না হইত, তাহা হইলে কি আর তোমার স্বরের ছটায় তোমার সখীর স্বর বদনবিবর হইতে বাহির হইতে কুণ্ঠিত হইত? যাহা হউক, আমার রমণীবরের এই প্রথম আজ্ঞা এ বাসরে আমাকে পালন করিতেই হইবে।”

আয়েষা গাহিল—রমণীগণ জ্ঞান হারাইল। ভাগ্যে পুরুষ কেহ নিকটে ছিল না—থাকিলে যে তার কি দশা হইত, তাহা যাঁহারা উর্ব্বশী ও মেনকার গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

গান শেষ হইলে আয়েষা বলিল, ‘বাইনাচের পর আজি আমি আমার প্রাণের সাধ মিটাইব। আমি আমার সখা-সখীর যুগলমিলন দর্শন করিব ও বাসর জাগিব। আহা! আজি সুশীলা, সরলা, অবলা, চপলা প্রভৃতি সকলে এস্থানে উপস্থিত থাকিলে, তাহাদিগের কত আনন্দই হইত। তাহারা যে এক্ষণে কোথায় কি করিতেছে, তাহা ভগবানই জানেন’।

সখীর কথায় সরযূর নয়নকমলে জলকণা দেখা দিল। তাঁহার বিম্বাধর স্ফুরিত হইল। তাঁহাকে রুদ্ধকণ্ঠা দেখিয়া তাঁহার সখী ও অন্যান্য রমণীগণ অবাক। কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিতস্বরে তিনি বলিলেন, “প্রাণের সই রে! আমার দূরে থাক্, তোমারও ফুলশয্যার এখনও বিলম্ব আছে। যে পবিত্র স্থানে আমার ও তোমার স্নেহের আধার জননী, বক্ষে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ধারণ করিয়াও, এ হতভাগিনী দুহিতাদিগকে জগদম্বা ও খোদার পদে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গাদপিগরীয়সী নিধনস্থানে একবার ধূল্যবলুণ্ঠিত না হইয়া কি আমরা এ দেহের সুখসাধন করিব!

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে প্রাণের উচ্ছাসে কীর্ত্তনের সুরে সরযূ গাহিলেন—

"আমার সেই মা এখন কেমন আছে।
যে মা ঘুমালেও খাওয়াত ননী,
ব'লে আমার ও নিলমণি,
বল্ গো বৃন্দে একবার বল্
কাঙ্গালিনী মা কেমন আছে।"

জড়াজড়ি করিয়া দুই সখী যে কত কাঁদিয়াছিলেন—তাঁহা-দিগের যে কি দশা হইয়াছিল, তাহা সহৃদয় সহৃদয়ারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

পর দিবসেই আহারান্তে সকলে আমেদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

জননীদিগের তদানীন্তন অবস্থা নিয়ত স্মরণপথে আসাতে পথমধ্যে সরযূ ও আয়েষার নয়নাসারপতনের বিশ্রাম ছিল না। ঠাকুরমহাশয়প্রভৃতি সকলের মনও তন্নিবন্ধন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া-ছিল।

আজ্মীর হইতে যাত্রার পর তৃতীয়দিবসপ্রত্যূষে নবীন-সন্ন্যাসী স্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যাসমাপনানন্তর 'ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাশং' বলিয়া ধ্বান্তারির স্তব করিতেছেন। প্রাতঃসূর্য্যের বালকিরণে তাঁহার ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি হইয়াছে—তাঁহার লাবণ্য অপূর্ব্বরূপধারণ করিয়াছে। আহা! যেন কেহ শিল্পামর্ম্মর প্রস্তরে নূতন পালিস দিয়াছে। এত দুঃখের সময়েও সরযূআয়েষা অন্য রমণীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া দূর হইতে সতৃষ্ণনয়নে সন্ন্যাসীর সে শ্রীদর্শনে সকল যাতনাই বিস্মৃত হইলেন। এই সময়ে বাদল, ভিখারী-

আদি ভক্তগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। তৎকালেই দূর হইতে অশ্বগলসংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘণ্টার শব্দে মানসিংহজী ও জগৎসিংহ প্রভৃতি উৎসুক হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং একদিকে সন্ন্যাসীর সে অপূর্ব্ব শ্রী ও অপরদিকে দ্রুতগামী অশ্বের উপর বিশেষসংবাদবাহকের মূর্ত্তি দেখিলেন। সংবাদবহ তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া সসব্যস্তে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মানসিংহ ও জগৎছিংসকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া সাধু প্রবোধচন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা উভয়েই অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত 'কেয়া খবর' জিজ্ঞাসা করাতে, সে বিনীতভাবে উত্তর করিল, 'মহারাজ! রেসিডেণ্ট সাহেবকা চিঠি হায়'। সকলে সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইলেন। তিনি পত্র পাঠান্তে আভ্যন্তরিক ব্যাপার বুঝিয়াই যেন স্মিতবদনে কহিলেন, 'রেসিডেণ্ট সাহেব একবার আমাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন'। কুঞ্চিতভ্রূ মানসিংহ আরক্তবদনে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গীকা নেওতা, আওর বিজলীকা রোসনাই বরাব্বর হায়। ময় বুড্ডাচেলাকা মাফিক সাথ সাথ যাউঙ্গা"।

আহারান্তে সন্ন্যাসী ও মানসিং অশ্বপৃষ্ঠে তীরবৎ মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে বিশেষসংবাদবাহকের অশ্ব ছুটিল। তদ্দর্শনে সরযূআয়েষারও প্রাণ উড়িল। কম্পিতস্বরে অর্দ্ধোক্তিতে সরযূ বলিলেন, "হা সীতা জনকদুহিতা রামময়জীবিতে"!

সীতা কখন নিরাপদে স্বামীসহবাসসুখ ভোগ করেন নাই। তিনি যখনই যাঁহার আশ্রয়ে গিয়াছেন, তখনই তাঁহার বিপদ হইয়াছে। এইকথা স্মরণ হওয়াতেই তিনি স্বামীর বিপদাশঙ্কায়

তদ্রূপ উক্তি করিলেন, ইহা বুঝিয়া আয়েষা কাতরস্বরে বলিল, "রামপ্রিয়া মা জানকীকে কাতরা করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দশস্কন্ধ রাবণকেও সবংশে ধ্বংস হইতে হইয়াছিল। এ কলিকালে কাহারও একটী বই ত মস্তক নাই, আর কুলক্ষয়ের আশঙ্কা সকলেই করে। সখাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়া কে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে সাহসী হইবে"?

আগরতলাকনসার্ণের সাহেব সন্ন্যাসীর কৃপাবলে আশাতীত ধন পাইয়া স্বদেশগমনের পূর্ব্বে রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন যে, মিবার নিরুপদ্রব রাখিবার ভারপ্রাপ্ত রেসিডেণ্ট সাহেবকে সাধুর সহিত আলাপচ্ছলে তাঁহার আভ্যন্তরিক ভাব বুঝিতে ও তাঁহার উপর তীব্রদৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

ঠাকুর রেসিডেন্সীতে উপস্থিত হইবামাত্র সাহেব তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং কুঞ্চিতনয়নে অথচ হাস্যবদনে তাঁহার সহিত নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সতেজভাবে সাহেব বিশেষে সতর্ক হইতে হইবে মনে করিতেছেন, এমন সময় মেলে আগত স্বদেশের পত্র তাঁহার টেবিলে রক্ষিত হইল। রীত্যনুসারে আমাদের সন্ন্যাসীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া তিনি ঐ সকল পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্রের পিতৃতুল্য ভূতপূর্ব্ব চব্বিশ-পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের পত্র পাঠ করিতে করিতে তিনি বহুবার সাধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের ঠাকুরের যেন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

ব্যাপার এই যে, রেসিডেণ্ট সাহেব উক্ত ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট

সাহেবের ভাগিনী-জামাতা। প্রবোধচন্দ্রের ইংলণ্ডবাসকালে রেসিডেণ্টের কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁহার প্রতি প্রণয়াকৃষ্টা হইয়াছিলেন। নবীন সন্ন্যাসী স্বয়ং বিবাহিত বলিয়া নানাকৌশলে তাঁহাকে সে প্রবৃত্তিপ্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে শ্বেতবর্ণা কুমারীকে সুস্থমনা ও বাহালতবিয়তে রাখিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। এ কথা সন্ন্যাসী কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সে সরলা ইংলণ্ডবালা প্রসঙ্গক্রমে ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কন্তার সহিত সাধুর প্রশংসা করিতে করিতে উক্ত ভাবের আভাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 'সাপের হাঁচি বেদেই চেনে'। তিনিও এই আভাসে সমস্তই বুঝেন। সেই সূত্রে সন্ন্যাসীর প্রতিপালক সাহেব উক্ত কথা শুনিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবকে তাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার পুত্রবৎ প্রবোধের পরমবন্ধু হন এবং আবশুক হইলে তাঁহার সহায়তা করেন।

পত্রের পর পত্র দেখিতে দেখিতে রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তে তাঁহার উক্ত ভগিনীর পত্র পড়িল। সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, কাপ্তেন হাবলকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হইয়াছে। এ সংবাদে রেসিডেণ্ট সাহেব পরম পুলকিত হইয়া পত্রের শেষভাগে দেখেন, ভগিনীও প্রবোধচন্দ্রের নানারূপ প্রশংসার কথা লিখিতে লিখিতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপ শাসিতেন্দ্রিয় যোগী-পুরুষ বলিয়াছেন।

তিনি দেখিলেন তাঁহারই কেয়ারে প্রবোধচন্দ্রের নামে ৪।৫ খানি পত্র আসিয়াছে। তন্মধ্যে একখানির শিরোনাম তাঁহার উক্তা ভগিনীর স্বহস্তলিখিত। তাহার উপর "গোপন" শব্দটী লেখা ছিল।

সন্ন্যাসী সে পত্র পড়িতে পড়িতে সতর্কহৃদয়ে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে একবার উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়াছিলেন। আমাদের এ গম্ভীরপ্রকৃতি-পুরুষটী প্রবল মনোভাবও গোপন রাখিতে বিলক্ষণ সক্ষম। এরূপ স্থলেও যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহার কারণ এই যে, সে পত্রে লিখিত ছিল, 'আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি সেই আশীর্ব্বাদের ফলে মনোমোহন পাত্র পাইয়াছি। তাঁহার নাম কাপ্তেন সি হাবলক্। আপনি যে স্থানেই থাকুন, আমার এই পত্র আপনার হস্তে পতিত হইবার পূর্ব্বেই চার্লী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবেন। সম্ভব হয় ত, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎও করিবেন। আপনার সম্মুখে আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করিবার সাধে আমি আগামী শীতকালে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইব এবং সেইস্থানেই বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমার সহোদর এক্ষণে মিবারের রেসিডেণ্ট"।

আগরতলার সাহেবের অভিপ্রায় সফল হইল না। প্রবোধ-চন্দ্রসম্বন্ধে রেসিডেণ্ট সাহেবের মত সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে কতবার তাঁহার ভগিনীর নাম উল্লেখ ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবোধের নয়নে সাধুর ভাব ও তাঁহার বদনে ভদ্রতার কথা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা কিছুদিন প্রবোধচন্দ্রকে মিবারবাসের সুখভোগ করান। কিন্তু আপাততঃ তিনি অন্য কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত আছেন শুনিয়া সাহেব 'তাঁহার কার্য্যের ক্ষতি করিয়াছেন', দুঃখিতান্তঃকরণে এই কথা বলিলেন এবং সত্বর পুনর্দর্শন পাইবার আশা প্রকাশ করতঃ অতিশয় সমাদরে তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য গাড়ী বা রাস্তা পর্য্যন্ত আগ-

মগ্ন করিলেন।

এ দিকে জগৎসিংহ ও এলাহী প্রভৃতি সকলের সহিত শোকস্তম্ভমানা সরযূ ও আয়েষা আমেদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তগমনে ব্যস্ত। আয়েষার পিত্রালয়ের আর সেরূপ ভাব নাই। তাহার যে স্থানে বারাণ্ডা ছিল না, সে স্থানে বারাণ্ডা হইয়াছে। যে স্থানে দরজা ছিল না, সে স্থানে দরজা দেখা যাইতেছে। এক্ষণে সে বাটীতে কত সার্সি খড়্‌খড়ি ঝুলিতেছে। এলা মাটীতে তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিকটস্থ ভূমির যে স্থানে বৃক্ষ ছিল, সেইস্থানে বিপনি, যে স্থানে প্রান্তর ছিল, সে স্থানে প্রাসাদ হইয়াছে। সরযূ ও আয়েষা তাঁহাদিগের কিশোরবয়সের আবাসস্থান চিনিতে পারিলেন না। যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক জলভারাক্রান্তনয়নে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে একরূপ হতাশ্বাস হইয়া তাঁহারা উভয়েই ভূতলশায়িনী হইলেন।

চিরবিরহিনী সন্ন্যাসিনীর একে পতির জন্য দুর্ভাবনা, তাহাতে আবার যে স্থানে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, সে স্থানদর্শনে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইবার আশাভঙ্গে, তাঁহার নয়নের জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সহজে সম্পাদিত হইতেছিল না। "মা গো! আর যে সহ্য হয় না", হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতি মৃদুস্বরে এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে তিনি কম্পান্বিত কলেবরে ভূতলশায়িনী হইলেন। আয়েষার মনও শোকদুঃখভারাক্রান্ত, তাহাতে সম্মুখে প্রাণসখীর সে অবস্থা দেখিয়া সে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতা হইল। ত্রস্তেব্যস্তে সেই পথের ধূলায় ধূসরিত হইতে হইতে সখীর দন্তে দন্ত সংলগ্ন হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য সে তাঁহার বদন মধ্যে সোণারচাঁপার

ন্যায় দুইটী অঙ্গুলিপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মনোহর অথচ চীৎকারস্বরে কাঁদিতে লাগিল। "ওমা! যে মেয়ে নয়নের আড়াল হ'লে তুমি বৎসহারা গাভীর ন্যায় চঞ্চলা হ'তে—স্নেহের বশে কত মন্দ আশঙ্কাই কর্‌তে, আজ একবার এসে সেই মেয়ে, আমার প্রাণেরসখীর দুরবস্থা দেখে যাও মা। ওমা আমায় কোলে ক'রে তুমি, আর সইকে কোলে করে আমার মা, আমাদের রাগা'বার জন্যে, মোহন হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'লতে, আর ব'ল্‌তেন, 'এই আমার মেয়ে, ইয়া মেরি লেড়্‌কী'। হায়! সে মোহন হাসি কি এ পোড়া চোকে আর দেখ্‌তে পাব! ওমা সেই হতভাগিনী মেয়েরা যে আজ ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি যায়—তাদের সেরূপ স্নেহে 'আমার মেয়ে' বল্‌তে এ জগতে যে আর এক প্রাণীও নেই মা! ওমা তোমাদের স্বর্গে কি এতই সুখ যে, তা ছেড়ে সেই প্রাণাধিকা মেয়েদের প্রাণফাটান চীৎকারেও একবার এসে তাদের দেখে যেতে পার না মা! না না না, যখন তোমাদের প্রাণ যায়—সে নিষ্ঠুর ডাকাতদের কালস্বরূপ ছোরা তোমাদের একজনের বুকে ও একজনের গলায় বসেছিল, তখনও যে তোমরা জগদম্বা ও খোদার পদে এই হতভাগিনীদের অর্পণ করেছিলে! নিজের সুখের জন্যে সেই মেয়েদের দুর্দ্দশা-নিবারণের ইচ্ছে আবার তোমাদের হবে না! না না, তাও কি হ'তে পারে! তবে কি মা, সেই নিষ্ঠুর ডাকাত, আর সেই ভয়ঙ্কর ছোরার ভয়ে আস্‌তে পার্‌ছ না মা! ওমা,এখন যে এ হতভাগিনী-দের ডাকাত তাড়াবার লোক হয়েছে, মা"!

এই সময় আয়েষা শ্বাসত্যাগ করিতে অতিশয় ক্লেশ বোধ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সখীর কর্ণে মুখ রাখিয়া বলিল,

"সখী রে বুক্ বুঝি ফেটে যায়—তোর সখী মরে, একবার দেখ্‌লি না"। ধীরে ধীরে সরযূ দক্ষিণহস্তে সখীর গলদেশ বেষ্টন করিলেন। সখী তদবস্থাতেই ধূলিতে লম্বমানা হইল।

এরূপ ক্লেশদর্শনে ও আক্ষেপ শ্রবণে বীরের নয়নে যে কেবল ঈষদুষ্ণ অশ্রু নির্গত হয়, তাহা নহে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়তই নির্গত হইয়া থাকে। জগৎ ও এলাহীর অবস্থাদর্শনে বাদল ও ভিখারী প্রভৃতি মোহমুগ্ধ সুতরাং ক্রোধাচ্ছন্ন। তাহারা উল্লম্ফন প্রলম্ফন পূর্ব্বক লাঠী ঘুরাইতেছে ও ভয়ঙ্কর স্বরে বলিতেছে, "শাস শুশর্, মোকাম্ দেখ্‌লায়ে দে, নেহি তো জান্ লেউঙ্গা"।

কত স্ত্রীপুরুষ এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে। কত স্ত্রীলোকের চক্ষে জল ও বদনে জিল্ আওয়াজ বাহির হইতেছে। কত পুরুষ পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, "কোন্ মোকাম, বাত্‌লাও ত ভাই"।

কে কাহার কথা শুনে! এই সময়ে একজন জীর্ণাশীর্ণা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সে দেশের স্বরে ও ভাষায় ক্রন্দন করিতে করিতে ধনুকবৎ বক্রদেহে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে আয়েষা ও সরযূকে জড়াইয়া ধরিল, এবং "মেরী লেড়্‌কী, মেরী লেড়্‌কী", বলিতে বলিতে তাঁহাদিগের স্বর্গগতা জননীদিগের গুণের উল্লেখ করিয়া বিনাইতে লাগিল। তাহার সে ক্রন্দনে আয়েষা ও ললিতার শোক শমতা পাইল ও তাঁহাদিগের দেহে কথঞ্চিৎ বলাধান হইল। বৃদ্ধা আয়েষার ধাত্রী। সূতিকাগারে সে তাহাকে প্রথমেই স্বক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল। তাহাকে প্রতিপালন করাই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য হইয়াছিল। পরে সে ললিতা ও আয়েষার

উভয়েরই দাইমা হইয়াছিল। সে ভয়ঙ্করা রজনীর ভয়ঙ্কর অভিনয় হইতে এমন রাত্রি যায় নাই যে, রাত্রিতে সে একবারও আয়েষা, ললিতা ও তাঁহাদিগের জননীর নামোল্লেখে চীৎকার করিয়া না কাঁদিয়াছে। আজ আয়েষা ললিতাকে বক্ষঃস্থলে পাইয়া তাহার তাপিত প্রাণ অৰ্দ্ধেক পরিমাণে জুড়াইয়াছে। আবার তাহাকে পাইয়া আয়েষা সরযূর অৰ্দ্ধেক শোকসন্তাপ বিদূরিত হইয়াছে। সেই বৃদ্ধা যখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক আয়েষার পিত্রালয় দেখাইয়া দিল, "দরওজা খোল্ দে, দরওজা খোল্ দে", বলিতে বলিতে সকল লোক সেই দিকে ধাবিত হইল।

আয়েষার আর কেহ ছিল না। তাহার জ্ঞাতি পিতৃব্য তাহার পিত্রালয় ও পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভদ্রাসনের শত্রু অনেকে হয়, ইহা সম্যক্ বুঝিয়া তিনি ঐ বাটী জনৈক বণিককে বিক্রয় করেন। বণিক ইংরাজের আইন্ জানিত, সুতরাং হকিয়তের ফল বহুদূর স্থির জানিয়া, দখল বজায় রাখিবার জন্য, পূর্ব্ব মালিকের দুহিতা সে বাটীতে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে সে তাহার সমস্ত দরজা দৃঢ়রূপে অর্গলাবদ্ধ করিয়াছিল। এলাহী ও জগৎ ক্রোধান্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ বলিতেছেন, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে দ্বার মুক্ত না হইলে, তাহা ভঙ্গ করিবার আদেশ দেওয়া যাইবে"। স্ত্রীলোকগণ কতরূপ স্বরে ও কতরূপ অঙ্গ ও হস্ত সঞ্চালন করিয়া বণিককে কতরূপ গালি দিতেছে ও দরজা খুলিতে বলিতেছে। এই সময় নিকটস্থ একটী বৃক্ষ হইতে তিনটী ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। পরক্ষণেই সকলে দেখিল, লাঠীহস্ত তিনটী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই বাটীর ছাদে

সদর্পে ছুটিতেছে। ভিখারী, বাদল ও শ্যামলাল অকর্ম্মণ্যের ন্যায় কেবল 'দরজা খোল, দরজা খোল' বলিতে পারে নাই। ভয়ের নিকট হইতে আইনজ্ঞান দূরীভূত হয়। সেই জন্য বণিক সভয়ে দরজা খুলিল। রোরুদ্যমানা আয়েষা ও ললিতা নয়নজলে আপ্লুত হইতে হইতে বণিককে বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই। আমরা আমাদের জননীর নাম করিতে করিতে অন্দরে গড়াগড়ী দিয়া চলিয়া যাইব। আপনার বাটী আপনারই থাকিবে"। সে কথায়, সে কান্নায় বণিকও কাঁদিল। আয়েষা ও ললিতা অন্দরে প্রবিষ্ট হইয়াই সেই ভয়ঙ্কর স্থান দর্শন করতঃ মুদিত নয়নে জননীদিগের বক্ষঃস্থল ও গলদেশবিদ্ধ সেই ভয়ঙ্কর ছুরিকা ও তাঁহাদিগের সেই রুধিরাপ্লুত দেহ আর মুমূর্ষু বদন যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিল ও ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়া মূর্চ্ছাপন্না হইল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর, আয়েষা ললতার শোকোচ্ছাসে শ্রোতাদিগের হৃদয় দ্বিধা হইয়া গিয়াছিল। নিশীথকালে তাহারা কোনরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থা হইয়াছিল। বণিকের পরিবারস্থা স্ত্রীলোকগণ সখীদ্বয়ের নিকটে দণ্ডায়মানা হইয়া অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সরযু বিনীতভাবে ও করুণস্বরে বলিলেন, 'মা গো! এ ঘোর রজনীতে আমরা তোমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত করিয়াছি। হয় ত তোমাদিগের আহারাদিও হয় নাই। মাতৃহীনা কাঙ্গালিনীদিগকে মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে বিদায় দাও মা"।

সে রমণীগণ চীৎকারস্বরে রোদন করিতে করিতে আয়েষা ও সরযুকে জড়াইয়া ধরিল এবং কহিল, "ওগো মায়া! আমরা

রাক্ষসী নহি। কোন না কোন কালে এইস্থানে তোমাদিগের জননীদিগের পদধূলি পড়িয়াছিল। সে ধূলিস্পর্শে আমাদিগের হৃদয়েও তোমাদিগের প্রতি স্নেহ আসিয়াছে। এ ঘোর রজনীতে যদি তোমরা চলিয়া যাও, আমরা অন্তরে ব্যথা পাইব"।

ফল কথা আয়েষা সরযূকে সেই বাটীতে সে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এলাহী ও জগৎ প্রভৃতি সকলে বহির্বাটীতে রজনীযাপন করিয়াছিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে সরযূ সখীর সহিত সব্রামতীতে স্নান করিতে গমন করিয়া তৎতীরস্থ কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী নিম্ববৃক্ষটী দেখিতে পাইলেন। অমনই তাঁহার নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল। তদ্দর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি উত্তেজিত হওয়াতে সখীও কাঁদিল। উভয়েই নিরবে সেই বৃক্ষাভিমুখে চলিলেন। দিগ্‌ভ্রান্তা বিজলীও নিরবে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। পতির বিপদ নিবারনার্থে সরযূ সেই নিম্ব-বৃক্ষমূলে প্রণতাবস্থায় লম্বমানা হইলেন। আয়েষা গলদশ্রু হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সখীর নিকটে বসিল। পশ্চিমদিকে এলাহী ও জগৎ এবং দক্ষিণে বাদল ও ভিখারী সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে এই রমণীরত্নদিগকে ছায়াবৎ দেখিতে লাগিলেন ও লাগিল। পাছে তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট হয়, বীরদিগের সতত এই ভাবনা।

এদিকে আমাদিগের ঠাকুরমহাশয় রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীমান মানসিংহজীর সহিত কিয়দ্দূর অশ্বপৃষ্ঠে আগমন করিয়া একনিশায় শতক্রোশগামী উৎকৃষ্ট উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং প্রভাতের পূর্ব্বেই সব্রামতীর অপরতীরে উপস্থিত হন। তথায় বীরদ্বয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমা-

ধানান্তে দ্বিতীয়া সরযূ-তুল্যা পুণ্যতোয়া আমেদাবাদশিরোপ্রবাহিণী মন্দগতি স্রোতে স্নান করিতে করিতে দক্ষিণ পুলিনে নিম্বতরু সন্নিকটে ছায়াবৎ রমণীমূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহারা সত্রাসে জলে জলে সব্রামতী পার হইয়া উক্ত বৃক্ষের দিকে গমন করিতে-ছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে এলাহী ও জগৎ দ্রুতপদে আসিয়া বীর মানসিংহের পদ বা জানুদ্বয় স্পর্শ করিলেন। মানসিংহজী সস্নেহে উভয়ের মস্তকস্পর্শপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর সব আচ্ছা হায়?" উত্তরে 'সকলই ভাল' শুনিয়া, তিনি ঔৎসুক্যের সহিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সামনে্. মালুম হোতা হায়, আয়েষা আওর মা যাতেহেঁ। বহু আওর মল্লি-লালকা আউরৎ কাঁহা হায়"?

তদুত্তরে জগৎ বলিলেন "সমস্ত রজনী সকলেরই জাগরণে অতিবাহিত হইয়াছিল। নিদ্রাবস্থায় তাঁহাদিগকে শয্যার উপর রাখিয়াই বোধ হয়, জননীকাঙ্গালিনীয়া স্নানার্থে নদীতীরে আসিয়াছেন"। নবীন সন্ন্যাসী এ কথোপকথনের এক বর্ণও শ্রবণ করেন নাই। তিনি জগৎ ও এলাহীকে দেখেনও নাই। তাঁহার নয়ন সন্ন্যাসিনী ও আয়েষার উপর নিবিষ্ট। তাঁহার কর্ণ অন্য কিছুশ্রবণ করিবে কেন! তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় সম্মুখস্থা রমণীদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট। তাহারাই বা অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখে কিরূপে!

সর্ব্বাগ্রে সন্ন্যাসী, তৎপশ্চাতে মানসিংহজী, তাহার পর জগৎ ও এলাহীকে দেখিয়া, এতক্ষণের পর, বিজ্‌লী করতালি দিতে দিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, "পেড়্ পূজনেকা আগাড়ি বাবা তো আগেয়া"। আয়েষা ত্রস্থা হইয়া দণ্ডায়মানা

হইল এবং প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে তাহার জীবনদাতা আমাদিগের নবীন সন্ন্যাসীকে হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিমগাছে জগন্নাথ বাস করেন বলিয়া প্রাণসখী আমার সে কিশোরবয়সে, আপনার শুভকামনায় অন্যের অলক্ষিতে, নিম্ববৃক্ষকে প্রণাম করিত। আমি হাসিলে সখী বলিত, 'তোর খোদাই বুঝি মস্‌জীদের অর্দ্ধগোলাকার মাটী, ইট বা পাথরে সিন্নিখাবার জন্যে বসে আছেন'। আমি আজি বিশ্বাস করিলাম নিম্বগাছে জগন্নাথ আছেন। তাহা না হইলে, সখী প্রণতা হইতে না হইতেই কে তাহাকে বর দিল—কে তাহার বর তাহার নিকট আনিল! আপনিও একবার সখীর নিকটে শয়ন করিয়া নিম্বমূলে প্রণাম করুন্।"

সরযূ সে সময়ে গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। আয়েষার আদেশ প্রতিপালনার্থেই যেন নবীন সন্ন্যাসী নিম্বমূলে প্রণাম করিলেন। সখীর নিকট হইতে আয়েষা দুইটী চি্মটী লাভ করিল। সে সখীকে সখার পদে লুটাইত, কিন্তু মানসিংহ প্রভৃতি নিকটস্থ হওয়াতে তাহার সে সাধ এক্ষণে মিটিল না।

সরযূ ও আয়েষা অবগাহনার্থে নদীজলে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া সন্ন্যাসী প্রভৃতি দূরস্থ হইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় বাদল ও ভিখারী দ্রুতপদে নিকটস্থ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। তদ্দর্শনে মানসিংহ পুলকিত হইয়া বলিলেন, "এলাহী জগৎ নে যেয়সা সুবাদার জেনারাল, বাদ্‌ল ভিখারী তেয়সাই হুঁসিয়ার সিপাহী"।

কিয়ৎকাল পরে সকলে আয়েষার পিত্রালয়, এক্ষণে বণিকের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। সূর্য্যোদয় হইতে সে বাটীর সম্মুখে

ইতর ভদ্র শত শত স্ত্রী পুরুষ সমবেত হইতেছিল। সকলের ইচ্ছা একবার তাহাদিগের আয়েষা ললিতাকে দেখে। নিঃসম্পর্কীয় লোকেরাও এত আদর করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন, যদি জননীরা জীবিতা থাকিতেন, আর এ দীর্ঘকাল পরে আমরা এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি শুনিতেন, জানি না কত অধীর হইয়া কিরূপ বিস্ফারিতনয়নে ও কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহারা সেই সোণার বুকে আমাদের ধরিতেন—তখন আমাদিগের দশাই বা কিরূপ হইত, তাহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না"। এতদ্রূপ চিন্তায় সখীদ্বয় অস্থিরা। এই সময় বিজলী তাঁহাদিগকে সংবাদ দিল, সরযূ-পিতৃপ্রভু আয়েষা ও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এ কথায় তাঁহাদিগের হৃদয়ে পিতৃমাতৃ উভয় শোক উথলিয়া উঠিল। কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা অন্দর ও সদরের মধ্যস্থিত একটী ঘরে প্রবেশ করতঃ পিতৃপ্রভুকে তথায় আহ্বান করিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে, কম্পান্বিত দেহে তাঁহারা যে কত কাঁদিলেন, তাহা আর কি লিখিব। তাঁহাদিগের শোকবেগ দর্শনে পিতৃপ্রভুও কাঁদিয়া অস্থির। তিনি কাতরভাবেই বলিলেন, "মা গো! কাশীতে প্রথমদর্শনাবধি আমি যজ্ঞপতিবাবুকে জ্যেষ্ঠ জ্ঞান করিতাম—তাঁহাকে কখনই কর্ম্মচারী মনে করি নাই, তিনিও সেই ভাবে কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার দক্ষতাগুণেই তাঁহার সময়ে আমার জমীদারী ও ব্যবসায়ে প্রভূত আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমার আদিষ্ট বেতন, দস্তরি ও নজরসেলামী ব্যতীত তিনি যে কখনও কাহারও নিকট কপর্দ্দকও লইতেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার উদ্বৃত্ত সমস্ত অর্থ হিসাবসহ

আমারই নিকটে গচ্ছিত হইত। যে অলঙ্কার গুলি আমি তোমার স্বর্গগতা জননীকে প্রণামীস্বরূপ দিয়াছিলাম, সর্ব্বদা ব্যবহার করিবার নহে বলিয়া, তৎসমস্ত আমার নিকট ছিল। এই বাক্সমধ্যে তাহা আছে। তুমি দেবদেবীর কন্যা ও, দেখিতেছি, দেবোপম সাধুর পত্নী। মা গো! এই অলঙ্কার গুলি একবার ব্যবহার কর, আমার চক্ষুসার্থক ও ক্ষোভ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে"।

এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে সরযূ ও আয়েষা বিকলেন্দ্রিয়া এবং বলিতে বলিতে উক্ত পিতৃপ্রভুও গলদশ্রু হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে প্রভু ভঙ্গস্বরে বলিলেন, মা! তোমার পিতার পঁচিশ হাজার টাকা আমার নিকট ছিল। সুদে ও লাভে বৃদ্ধি হইয়া তাহা এক্ষণে ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো পঁচাশী টাকা হইয়াছে। আমাকে বলিয়া দাও, তুমি সেই টাকা নোটে, না নগদ লইতে ইচ্ছা কর"। তৎপরে তিনি আয়েষার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেটী! তোমার পিতা যে কেবল যজ্ঞপতি বাবুর পরম বন্ধু ছিলেন, তাহা নহে। সম্পদ বিপদে আমরা তাঁহাকে একমাত্র মন্ত্রী জ্ঞান করিতাম। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি জীবিতা আছ, তাহা জানিতে পারিলে, তাঁহার সম্পত্তির একটী তৃণ বা কপর্দ্দকও তোমার জ্ঞাতি-পিতৃব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি। তোমার এই পিত্রালয় ও পিতৃসম্পত্তি সমস্তই তুমি পাইবে। বিষয়ের ইতিপূর্ব্বের আয় হইতেও তুমি বঞ্চিতা হইবে না। তোমার এ কার্য্য সাধনের জন্য যদ্যপি আমাকে ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি ও থাকিব—ফলকথা, সুধার্ম্মিক

লোকের সতীকন্যার শুভ উদ্দেশে আমি আমার জীবনপণ করিয়াছি”।

আয়েষা প্রভূত পরিমাণে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে নিরবে তাঁহাকে বারম্বার সেলাম করিতে লাগিল। সরযূ বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিলেন, “হে করুণহৃদয় পিতৃপ্রভু! আপনি যে হিসাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি আমার পিতার স্বহস্তে লিখিত? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা, একবার আমি সে লিখন মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিব”।

দ্বারের বহির্ভাগ হইতে আমাদিগের নবীন সন্ন্যাসী, এলাহী, মানসিংহজী ও জগৎ এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। সরযূর কথা শেষ হইলে মানসিংহজী কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন, “যজ্ঞপতি বাবুকো আব্বলসে কই হাল্ কহে সক্তা হায়্।”

কিয়ৎকাল পরে আয়েষার উক্ত পিতৃব্য কাল্পনিক বা আন্তরিক অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া সরযূর পিতৃধনসম্বন্ধে যাহা হইয়াছে তাহা জানিলেন ও তাঁহার পিতৃপ্রভু আয়েষার পিতৃসম্পত্তিসম্বন্ধে যেরূপ পণ করিয়াছেন, তাহাও শুনিলেন। তিনি পূর্ব্বেই মানসিংহজী ও জগতের বীরত্বের কথা জ্ঞাত ছিলেন—এক্ষণে তাঁহাদিগের মাংসপেশী ও নয়নভঙ্গী দেখিলেন। এলাহী ও প্রবোধচন্দ্রের অঙ্গে ফকির ও সাধুর বেশ দেখিয়া তিনি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির কথা ভাবিয়া কহিলেন, “আমার ভ্রাতৃপুত্রী জীবিতা আছে শুনিয়াই আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে খোদাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী আয়েষা। বাছা তাহা চিরজীবনী হইয়া

ভোগ করে, ইহাই আমার একান্ত কামনা! কিন্তু এই বাটী উপস্থিত অধিকারী বণিক্‌কে বিক্রয় করা হইয়াছে। এক্ষণে আমি কিরূপে ইহা আমার প্রাণাধিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রত্যর্পণ করি!”

তাঁহার এইকথা শুনিবামাত্র সরযূর পিতৃপ্রভু প্রজ্বলিতনেত্রে কহিয়া উঠিলেন, “আরে! তোম্ ইস্ মোকামকো বেচ্‌কে যো রোপেয়া লিয়ে হো, ওক্কে তুম্ তো লোটা দেও গে”!

কুঞ্চিতকপোল ও সচকিতনেত্রে প্রভুর উক্তরূপ বাক্য শুনিয়া পিতৃব্য শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, “রোপেয়া লোটানেমে মুঝকো কোই ওজোর নেহি হায়”।

প্রভু পূর্ব্ববৎ স্বর ও ভাবে পুনরায় বলিলেন “আওর জায়-দাদ্‌সে তোম্ যেস কদর রোপেয়া উস্থল কিয়া হায়, উস্কো বি লোটা দেনেকো লিয়ে তোম্ তৈয়ার হো”?

পিতৃব্য কহিলেন, “উওঃ রোপেয়া তো খর্‌চা হো গিয়া”।

প্রভু কহিলেন,“উস্ রোপেয়াকো লিয়ে তোম আপনে জায়দাদ্ বেচ ডালো, ইয়া গেরো রাখো”।

এই সময়ে বিজ্‌লী মানসিংজী ও প্রবোধচন্দ্রকে অন্দরে ডাকিল। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে আয়েষা তাঁহাদিগকে বলিল, “বিষয়ের আদায়ী টাকার জন্ম সে তাহার পিতৃব্যকে কোনরূপ ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না”। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া অতি বিনীতভাবে প্রভুর কর্ণে আয়েষার কথা নিঃশব্দে বলিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধভাবেই বলিলেন, “হাঁ মহারাজ, আগর্ এহি চাচা আপ্‌নে মোকান্‌মে মুঝে সাত্ লেযায়, আওর ময়্ যো বাকস্ ইয়া সিন্দুক দেখ্‌নে চাহে, উস্কো মুঝে

দেখাদে, আওর আয়েষাকী মাতারিকা জেবর চাচাকী কব্‌-জামে নেহি নিকলে, তো উন্‌কো এক দম্‌ড়ি বি দেনে নেহি হোগা—ইস মোকামকো খরিদ লেনেকে লিয়েভি রোপেয়া মর দেউঙ্গা।"।

প্রভুর কথায় প্রবোধচন্দ্রের নয়ন বিস্ফারিত ও মানসিংহের বদন আরক্ত হইয়া উঠিল। জগৎ ও এলাহীতে অবাক হইয়া প্রভুর সে বদন প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সকলে বুঝিলেন এবং সরযূ, আয়েষা ও অন্যান্য রমণীগণ শুনিলেন, আয়েষার পিতৃব্য তাঁহার পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইবার নিমিত্ত বদ্‌মায়েস্‌ নিযুক্ত করিয়া আয়েষার মাতার জীবনহরণ করিয়াছিলেন। আয়েষার জীবননাশও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নিষ্ঠুর লোকেরা অধিক ধনলালসায় সরযূর জননীর প্রাণনাশ করে। শুষ্ককণ্ঠে আয়েষার পিতৃব্য এরূপ গুরুতর দুর্ণামের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সরযূর পিতৃপ্রভু জনৈক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অতিবৃদ্ধ মুসল্‌মান্‌কে অবিলম্বে সেই স্থানে আনয়ন করাইলেন। যাহারা সরযূ ও আয়েষার জননীবধ ও পিতৃধন লুণ্ঠন করিয়াছিল, সে তাহাদিগরে মধ্যে একজন। সে মুক্তকণ্ঠে সমস্ত কথাই বলিল। যে দুইজনে সরযূর জননীর বক্ষে ও আয়েষার প্রসূতির গলদেশে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বসাইয়াছিল, তাহারা সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে স্বজন বিয়োগ ও কুষ্ঠরোগক্লেশভোগ করিবার জন্যই আজি পর্য্যন্ত জীবিত আছে। বিশেষ প্রমাণ দিবার আশায় প্রভু বলিলেন, "মহারাজ! সতী মর্‌ণেকে দো রোজ বাদ চাচাকী জরু আগ্‌মে জল্‌কে খাক্‌ হো গেয়ি। চাচা নে পাঁচ নেকা কিয়াথা।

উওঃ পাঁচো আওরত্ মর্ গেয়ী। উন্‌কা এক লেড়কা থা, উওঃ কুয়েমে গির্‌কে মর্ গেঁয়া। তব্‌বি শশুরকা হোঁস্ নেহি হুয়া। আব্ হোঁস্ হোগা”।

চাচার সুর ঝুলিয়া পড়িল। তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষু ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন পূর্ব্ব হইতেই সরযূর পিতৃপ্রভু অনেক প্রমান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং এক্ষণে তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য না করিলে, তিনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই যমের ফুফুতো ভাই পুলিসের হস্তে অর্পণ করিবেন। সুতরাং ‘চাচা আপ্‌না বাঁচা’ এই কোরাণসূত্র স্মরণপূর্ব্বক তিনি কহিলেন, “আপনাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে আমার কোন আপত্তি নাই’। তাঁহার এই কথা কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র উচ্চকণ্ঠে প্রভু বলিলেন, “সেটাম্ লেয়াও রে”। ষ্ট্যাম্প হস্তগত হইলেই মুন্সী কবলা লিখিতে বসিল। আয়েষা পিতৃ ও পিতৃব্য-সম্পত্তি সমস্তই পাইল। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহার পিত্রা-লয়ের বহির্ভাগ সরযূর নামে ও অন্দর বাটীর অংশ তাহার নামে লিখিত হয়। সদর বাটীর সম্মুখস্থ ভূমিতে একটী সুন্দর শিবমন্দির এবং অন্দর বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূমিখণ্ডে একটি সুদৃশ্য মস্‌জিদ্ নির্ম্মান জন্য সরযূর পিতৃপ্রভু অনুরুদ্ধ হইলেন। সরযূর অংশের বাটীর নাম অনাথাশ্রম এবং আয়েষার অংশের নাম গরিবখানা রাখা হইল। এতৎসম্বন্ধে ব্যয়ভূষণের জন্য সমস্তই লিখিত পঠিত হইবার পর, সরযূর পিতৃপ্রভুকেই ঐ শুভকার্য্য নির্ব্বাহের ভারগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মন্দির ও মস্‌জিদ্ প্রস্তুত অন্তে তাঁহারা নিশ্চই আমেদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন স্বীকার করিয়া সকলে আয়েষা ও

সরযূর সহিত আমেদাবাদবাসী ও বাসিনীদিগকে কাঁদাইয়া কাশী যাত্রা করিলেন।



দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞপতি।

পথে মানসিংহজীর নির্ব্বান্ধাতিশয়ে আয়েষাকে সখীর প্রমুখাৎ যথাশ্রুত সখীর পিতৃজীবনবৃত্তান্ত বলিতে হইয়াছিল।

যজ্ঞপতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বকৃতভঙ্গ জন্মেজয়ের একমাত্র পুত্র। অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার উনবিংশ বৎসর বয়সে পত্নীবিয়োগ হওয়াতে, অশৌচান্তের পূর্ব্বেই, কত শত কন্যাদায়গ্রস্ত লোক 'সহি সুপারীশ' লইয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। মাতুলের অভিপ্রায়, তিনি ভাগিনেয়ের পাঁচটী বিবাহ দেন। অন্যান্য সম্পর্কীয় সম্পৃর্কীয়াদিগের মধ্যে কেহ দুইটী, কেহ চারিটী বিবাহ দিয়া মোটে যজ্ঞপতির উনপঞ্চাশটী পত্নী করিয়া দিবেন, ইহা স্থির করিলে তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপা জননী কহিলেন, "কিন্তু আমি সকলের সাধ মিটিলে পর একটী মনোমত বধূ আমার বৃদ্ধবয়সে সেবার্থে বরণ করিয়া লইব"। সকলে হাসিয়া

কহিল "তাহা হইলেই যজ্ঞপতি আমাদের 'বাপ্‌কী বেটা, সেপাইকী ঘোড়া' হইয়া যাইবে। সে তারিখ পর্য্যন্ত যজ্ঞপতির পিতা পঞ্চাশটী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যজ্ঞপতির মনঃকষ্ট নিবারণ হয় নাই বলিয়াই তিন চারি মাস বিবাহ স্থগিত ছিল। বড় পীড়াপীড়ি হইলে তিনি মাতুলালয় হইতে পলায়নপূর্ব্বক এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া বেড়াইতেন। একদিবস সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে তিনি কেলেগ্রামের প্রান্তদেশে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন সামান্য গৃহস্থের খিড়্‌কীর বাগানে সহসা পদ্মফুলের মত একটী রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া যুবা নির্নিমেষ হইয়া পড়িলেন। পঞ্চদশবর্ষীয়া বালাও নতনয়ন ও ব্রীড়াবনতবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক। ক্ষণকাল পরে যজ্ঞপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "এটী কি ব্রাহ্মণের বাটী"। কিশোরী মস্তকসঞ্চালনের দ্বারায় ব্রাহ্মণের বাটী বুঝাইয়া দিয়া সত্বরপদে অদৃশ্যা হইলেন। সম্মুখদ্বার দিয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করতঃ যজ্ঞপতি বাটীর কর্ত্তাকে ডাকাতে, একজন প্রৌঢ়া রমণী চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বাহিরে আসিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "বাছা রে! এ বাটীর কর্ত্তা, আমার সোণার ভাই, এ হতভাগিনী ও আমার এক অবিবাহিতা কন্যাকে ফাঁকি দিয়া আজ ন দিন হলো স্বর্গে গিয়েছেন"। যজ্ঞপতির নয়নে দু এক ফোঁটা জল দেখিয়া রমণী তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তিনি শুনিলেন খড়দহের যোগেশ্বর পণ্ডিতের দুই পুরুষের পাত্রের করে ভগ্নীকে অর্পণ করণার্থে সে বাটীর স্বর্গগত কর্ত্তা বিষয়বিহীন হইয়াছিলেন। ভাগিনেয়ীর উপযুক্ত ঘরে বিবাহের নিমিত্ত তিনি ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে

কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। যজ্ঞপতি ফুলে। তিনি প্রকারান্তরে ঐ রমণীর কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রমণী কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা! আমার পুত্রসন্তান নাই। তোমার মত জামাই পেলে আমি মরতেও অসুখী হব না— জেনে যাব ত আমার কন্যা সুখে থাক্‌বে। কিন্তু তোমার মা, বাপ ও মামা রাজী হবেন কেন বাবা"!

যজ্ঞপতির পরামর্শে বাটীতে একজন গোয়ালাকে রাখিয়া রমণী কন্যার সহিত ফরেশডাঙ্গা নিবাসিনী তাঁহার এক ভগ্নীর বাটীতে গমন করেন। ভগ্নী সানন্দে সম্মতা হওয়াতে তাঁহার বাটীতেই যজ্ঞপতির সহিত মনোরমার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। জগদ্দলনিবাসী দুখীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় যজ্ঞপতির মাস্‌শ্বশুরের পুরোহিত। সুতরাং তিনিই এই বিবাহের পৌরহিত্য করেন।

জননী ও মাতুলদিগের কোপ-আশঙ্কায় যজ্ঞপতি শ্বশ্রূদেবী ও পত্নীকে লইয়া কাশী উপস্থিত হন। ছোট বড় দুইদলে নাম লেখানতে মা অন্নপূর্ণার প্রসাদে তাঁহাদিগের আহারের অভাব হইত না। পাঠ্‌শালার শিক্ষায় তিনি হিসাব কিতাবে একরূপ কাটিয়া যোড়া দিতে পারিতেন। অল্পদিনের মধ্যে কায়েতীভাষা শিক্ষা করিয়া সামান্য দোকানদারদিগের হিসাব লিখিতে লিখিতে তিনি বড় বড় ব্যবসায়ীদিগের পরিচিত হন। মুহুরীগিরি হইতে অল্পদিনের মধ্যে মণিম্ অর্থাৎ ম্যানেজারী কার্য্য পাইয়া, তিনি মনোমত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। জননীকে দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়াতে, কয়েক বৎসর পরে শ্বশ্রূ, পত্নী ও পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাকে লইয়া তিনি ফরেশডাঙ্গা

মাস্‌শ্বশুরের বাটীতে আগমন করেন। বিবাহের সময় পুরোহিত দুখীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ইচ্ছানুরূপ কিছু দিতে পারেন নাই। সেই কামনা পূর্ণ করিবার মানসে তিনি এক দিবস জগদ্দলে তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার বালক পুত্রের রূপ ও প্রকৃতিদর্শনে মোহিত হন এবং মাস্‌শ্বশুরের নামে তাঁহাদিগের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। পরদিবস তাঁহারা ফরেশডাঙ্গার বাটীতে গমন করিলে যজ্ঞপতি দুখীরামকে একশত টাকা দিয়া প্রণাম করেন। তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু যখন যজ্ঞপতি সস্নেহে তাঁহাদিগের পুত্র প্রবোধচন্দ্রের হস্তে পাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন বালক টাকা প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিল "নিমন্ত্রণ করেছ, সন্দেশ দাও—টাকা কেমন করে খাব"। সে কথায় সকলে কত হাসিয়াছিল। বালিকা সরযূর সহিত খেলা করিতে করিতে প্রবোধ তাহাকে বড় ভালবাসে। অপরাহ্লে রমণীরা সকলে বালকবালিকার সহিত গঙ্গার ঘাটে আসিতেছিলেন। পথমধ্যে একটা বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ কুকুর ভয়ানক ডাক ডাকিতে ডাকিতে সরযূর পশ্চাতে দৌড়িয়া আইসে, সরযূ তাহাতে কাঁদিয়া উঠে। প্রবোধ সেই জন্যে কুকুরের প্রতি এরূপ সবলে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিল যে, কুকুর তৎক্ষণাৎ নিরবে খঞ্জের মত পলায়ন করিয়াছিল। তাহাতেও বালিকার ভয় যায় না দেখিয়া, প্রবোধ তাহাকে নিজস্কন্ধের উপর তুলিয়া হাসিতে হাসিতে জননীদিগের নিকটে আসিল। তদ্দর্শনে সরযূর মাতামহী প্রবোধের জননীকে বলেন, "তোর ছেলে বাছা, আমার সরযূর ভার নিয়েছে—আর ও ভার সে ফেল্‌বে কেমন

করে”। বৃদ্ধার এইকথা শ্রবণ করিয়া প্রবোধের জননী হাসিতে হাসিতে সস্নেহে সরযূকে বক্ষের উপর ধারণ করিয়া তাহার বদন চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, “ওমা, আমাকে মা বল্‌তে পারবে ত”।

সরযূ কুন্দনিন্দিতদন্তগুলি বাহির করিয়া বলিল, ‘এই যে আমার মা’। সরযূ-জননী প্রবোধের প্রসূতির স্কন্ধদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক স্মিতবদনে কন্যাকে বলিলেন, ‘আর এই যে তোর শাশুড়ী’। সেই দিনে, সেই গঙ্গাপুলিনে, সেই মধুমাখাস্বরে সরযূ প্রবোধের জননীকে শাশুড়ী বলিয়া ডাকিল। সে নব-প্রস্ফুটিত সরোজসমবদনে ‘শাশুড়ী’ শব্দশ্রবণে প্রবোধ-জননীর হৃদয় গলিল এবং সপ্তাহের মধ্যে বালক প্রবোধ ও বালিকা সরযূ দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইল।

ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞপতির পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি এ যাত্রায় তাঁহার জননীকেও সমভিব্যাহারে লইয়া কাশীযাত্রা করেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার জননী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী উভয়েরই ৺কাশীপ্রাপ্তি হয়। কতিপয় মাস পরেই তাঁহার আমেদাবাদের প্রভু কাশীযাত্রা করেন এবং পূর্ব্বোক্তরূপ বেতন ধার্য্য করিয়া তাঁহারই হস্তে আমেদাবাদের জমিদারী ও ব্যবসায়াদি সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন।



ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গুরুভক্তি।

বহু অনুনয় বিনয়েও মানসিংহজী, জগৎ, মঙ্গিলাল ও তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ ক্ষান্ত না হইয়া নবীন সন্ন্যাসী, সরযূ ও আয়েষার সহিত ভূ-কৈলাশ ৺ কাশীদর্শনে অভিলাষী হন এবং কিছুতেই তাঁহাদিগের সঙ্গত্যাগ করেন নাই। পথমধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ ভিন্ন কোনরূপ বিপদ বা দুর্ঘটনা হয় নাই—হইবার সম্ভাবনাও ছিল না; কারণ, এ সকল বীরের সম্মুখে স্বয়ং শমন বা তাঁহার দূত ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি শত্রুভাবে অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারিত না।

এ দিকে আবার গর্ভাধানসংস্কার সম্পন্ন হইবার পর সন্ন্যাসিনী গৃহিণী হইবেন, এই জন্য সকলে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে বারাণসী অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে দূর হইতে আদিতীর্থ ৺ অযোধ্যা-

ধামস্থ অত্যুচ্চ হনুমানগড্ডীদর্শনে মানসিংজী ও জগৎসিংহ ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে স্ব স্ব বদনে পবননন্দনের নামকীর্ত্তন করতঃ 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করিলেন—তাঁহাদিগের সুচরিত্রা রমণীগণ প্রেমে পুলকিত হইয়া রামদাসচরণে প্রণিপাত করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে কতই স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, এলাহী ও মুসলমানী প্রভৃতি সকলে অমর রামকিঙ্করকে ভক্তি-প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত রহিলেন না। প্রবোধের বদন আজি গম্ভীর। তাঁহার হৃদয়ে গুরুদেবদর্শনের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। গুরুদর্শনে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফয়জাবাদের পথে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে হইতে তিনি সুপ্তাবস্থায় যে গুরুর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার সেই গুরুকে মনে পড়িতেছে। তাঁহার সেই আজ্ঞা স্মরণ হইতেছে। বিনা গুরুর আদেশে তিনি কোন্ প্রাণে ও কিরূপে সে বেশ পরিত্যাগ করেন, এই তাঁহার ভাবনা।

শ্রীরামপদে ও হনুমানমন্দিরে ধূলপায়ে প্রণাম করিয়া এবং অদৃশ্য-ভাবে ত্রিতাপ এবং দৃশ্যভাবে ন্যূনপক্ষে একটী তাপনাশিনী সুন্দর পুলিনশোভিতা সুবিস্তৃতা সরযূর সুশীতল জলে অবগাহন করিয়া সকলে বাহ্যাভ্যন্তরে স্নিগ্ধ হইলেন এবং তৎপরে বাসায় আগমন করিলেন। সন্ন্যাসী কিছু আহার করিলেন না দেখিয়া সন্ন্যা-সিনীও সে রজনীতে উপবাসিনী রহিলেন। প্রাণীমাত্রই যখন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত সেই সময়ে সন্ন্যাসী জনশূন্যপথে সরযূর অভিমুখে একাকী যাইতেছেন দেখিয়া পতিব্রতা সন্ন্যাসিনী নিঃশব্দে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। যে গৃহেই থাকুন না কেন, সরযূর প্রাণ প্রবোধের উপরই ন্যস্ত থাকিত। কিয়দ্দূর গমন করিবার

পর তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। যদি তাঁহার হারানিধিকে 'নিশি' পাইয়া থাকে, আর যদি তিনি ভূতাবেশে সরযূসলিলে ঝাঁপ দেন, তবে কি হইবে—এ ঘোর নিশীথকালে এরূপ নির্জ্জন-সরযূতীরে কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? এরূপ দারুণ চিন্তায় অতীব কাতরা হইয়া তিনি তাঁহার একমাত্র গুরুর নিকটস্থা হইলেন এবং সুমধুর গদ্‌গদ বচনে বলিলেন, 'কোথায় যাও'। একান্তমনে গুরুর ধ্যান করিতে করিতে প্রবোধ কোমল পুলিনে নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে গমন করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা রমণীপ্রধানা তাঁহার জীবনাধিকাকে সম্মুখে দর্শন ও তাঁহার সে প্রেমপরিপূর্ণ সুমধুর বচন শ্রবণ করিয়া তিনি মোহমুগ্ধভাবে কেবল যে আপনার গতি-রোধ করিয়াছিলেন তাহা নহে—সুকোমল কমলদলস্পর্শলোভাকৃষ্ট ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার করদ্বয় সরযূর দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সতী সচকিতভাবে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া ভয়ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "আপনার কথা না শুনিতে পাইলে আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অজ্ঞানাবস্থায় এ সময়ে আপনার এরূপ নির্জ্জন-স্থানে আসা হইয়াছে এবং চঞ্চলা হইয়া সাহায্যার্থে চীৎকার করতঃ আমাকে নির্লজ্জা হইতে হইবে"।

ছি ছি অনঙ্গ! একটীমাত্র সরলা অবলার বারেকমাত্র অধর-কম্পনেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে? ঐ যে দেখিতেছি, প্রবোধচন্দ্র সলজ্জভাবে সুস্থিরহৃদয়ে করপুটে গুরুপ্রণাম করিতেছেন।

স্বামী স্ববশে আছেন কি না, এই চিন্তায় সরযূ বিস্ফারিত নয়নে কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মানা। প্রবোধচন্দ্র তাঁহার রমণীরত্নের নিষ্কামভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া গদ্গদ বচনে বলিলেন, "আজি

আমি বুঝিলাম আমার জীবন ধন্য। তোমার মত রমণীরত্নকে যে 'আমার' বলিতে পারে—যে, সে রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিতে পারে; কে তাহাকে পরম সৌভাগ্যবান পুরুষ না বলিবে? যে গুরুর আদেশে আমি এই গেরুয়াবেশ ধারণ করিয়াছি, বিনা আজ্ঞায় কোন্ প্রাণে সে বেশ পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থব্যবহারোপযোগী বেশ পরিধান করিব? অতএব প্রিয়ে! আইস, আমরা উভয়েই সরযূর পবিত্র সলিলে অবগাহন করি এবং এই পবিত্র পুলিনে সংযতমনে গুরুচরণধ্যানে রত হই"।

প্রবোধচন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই স্বর্ণলতা বালি-রাশিতেই লম্বমানা হইলেন। ক্ষণপরে ভক্তিগদ্গদস্বরে সরযূ করপুটে বলিলেন, "শ্রীহরি সদয় হইয়া এত যুগের পর দাসীকে গুরু মিলাইয়া দিয়াছেন। গুরুর আদেশপ্রাপ্তির জন্য আমাকে আর ধ্যানমগ্ন হইতে না হয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিকট এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা—হে জগন্নাথ! আমি যেন অন্তঃকাল পর্য্যন্ত ও চরণ সেবায় আর কখনও বঞ্চিতা না হই"।

"পতিরেকঃ গুরুস্ত্রীণাং"।

সরযূর পীযূষবৎ সুমধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে প্রবোধ-চন্দ্র স্নানার্থে সরযূতে অবতরন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হস্ত পদবিশিষ্টা সরযূও অবগাহনার্থে অগ্রসর হইলেন। সিক্তবসন ও সিক্তদেহে সেই বালিরাশির উপর প্রবোধচন্দ্র যোগাসনে উপবেশন করিলেন। বামে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সরযূও উপবিষ্টা হই-লেন। প্রবোধের বদনের উপর সরযূর স্থির দৃষ্টি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বোধ হইল, স্বামীর বাহ্যজ্ঞান লোপ হইতেছে—শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃই দীর্ঘ ও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, নয়নের নিমেষ ক্রমশঃই

সুদূরবর্ত্তী হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে স্বামী নির্নিমেষ ও রুদ্ধশ্বাস হইয়াছেন দেখিয়া প্রথমতঃ সরয়ূ আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার নয়নে পুলক দেখা গেল। স্বামীর ধর্ম্মভাবে সহধর্ম্মিনী মুগ্ধা। কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইবার পর, তিনি নাথের নয়নে ধারা, তাঁহার জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন, তাঁহার করপুট ও সম্পূর্ণ ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দেখিয়া বুঝিলেন—হয় নাথের গুরুদর্শন ও তাঁহার সহিত কথপোকথন হইতেছে, আর না হয় তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন। শেষোক্ত অনুমান তিনি গ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। প্রথমটী স্থির বুঝিয়া তিনিও তাঁহার গুরুর গুরুচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে গদগদ বচনে বলিলেন, "পরমগুরুদর্শনে অধিনীরও ইচ্ছা হয়, কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা না হইলে দাসীর মনস্কামনা কিরূপে সফল হইবে"।

সেই মুহূর্ত্তেই প্রবোধচন্দ্রের সে পূর্ব্ব ভাব দূরীভূত হইল। বুদ্ধিরূপে সতত তাঁহার হৃদয়ে বাস করিয়া গুরু তাঁহাকে প্রলোভনপূর্ণ সংসারক্ষেত্র ও গৃহস্থাশ্রমের পথে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবেন বলিয়া অদর্শন হইলেন।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরুপ্রণাম করিতে করিতে তাঁহারই আদেশমত প্রবোধচন্দ্র প্রণয়িনীকে বলিলেন, "আমারই দেহে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগুরু তোমাকে দর্শন দিতেছেন। উঠ, প্রিয়ে! দেখ,—জীবন সার্থক কর"। চমকিতভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সরয়ূ করপুটে স্তব করিতে করিতে দেখেন, সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায়

জ্যোতি। ক্ষণপরেই সে জ্যোতি বিলুপ্ত হইল। কিন্তু তৎপরেও তিনি প্রবোধ-দেহে অপূর্ব্বশ্রী দেখিয়া এককালে বিমুগ্ধা হইয়া পড়িলেন। সরযূ ভক্তি ও প্রেমে গদগদ—সুতরাং পদসঞ্চালনে একরূপ অশক্তা। প্রবোধ প্রণয়িনীর কটীদেশ স্বকরে বেষ্টন করিয়া হেলিতে দুলিতে সেই কোমল বালিতে অযোধ্যার ঘাটে আসিতে লাগিলেন। পুনরায় সে ঘাটে স্নান করিতে গিয়া তাঁহারা উভয়েই একজন অপূর্ব্বরূপসী অথচ বর্ষীয়সী সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইলেন, এবং উভয়েই তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। সে সন্ন্যাসিনী আমাদিগের নবীনা সন্ন্যাসিনীকে হাসিতে হাসিতে কত উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের মধ্যে মধ্যে দেখা হইবে। সে কথায় সরযূর আনন্দ, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের বদনে কিছু অধিক পরিমানে পুলক দেখা যাইতেছিল। তাহার কারণ এই যে, সেই সন্ন্যাসিনীর কথায় তাঁহার মনে পড়িল, আবশ্যক হইলে তাঁহার গুরুও তাঁহাকে দেখা দিবেন বলিয়াছেন।

কাক কোকিল ডাকিল। প্রভাতসমীরণ বহিল। আজি আমাদিগের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এ সময়ে প্রবোধের জটাত্যাগ হইল না। কাশীতে বিশ্বেশ্বর দর্শনের পর তিনি ক্ষুরস্পর্শ করিবেন বলাতে, আয়েষার ফুলেল তৈল আয়েষার হাতেই রহিল। জটাত্যাগের পূর্ব্বে তাহার সখী তৈল স্পর্শ করিবেন না বলাতে, অন্যের অলক্ষিতে সে সেই তৈলবিন্দু এলাহীর নয়নে দিল। এলাহীর মুখে হাসি, চোখে জল দেখিয়া সরযূর বদনে হাসি ধরিল না।

দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণান্তে সেই দিবসই অপরাহ্নে উষ্ট্র-

শকটে বা অশ্বপৃষ্ঠে সকলে কাশীযাত্রা করিলেন।

পঞ্চমদিবস প্রদোষকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই 'ব্যোম বিশ্বেশ্বর' শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক প্রবোধচন্দ্র কাশীনাথোদ্দেশে প্রণাম করাতে মানসিংহজী হাস্যবদনে বলিলেন, "ব্যোম মহাদেও, কাশীজীমে পোঁচ্ গিয়া?" জগৎসিংহমঞ্জিলালও 'ব্যোম ব্যোম' শব্দ মুখনির্গত করিলেন। এলাহীও ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে বারম্বার সেলাম্ করিতে লাগিলেন। অঙ্গে মুসলমানের গন্ধ থাকাতেও বড় হরিদাস পরম হরিভক্ত ছিলেন। ৺কাশী নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শুনিবামাত্র সরযূ শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক করপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া ভক্তিপূর্ণভাবে ও অস্ফুটস্বরে কিছু বলিতে বলিতে অবনতশিরে মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য রমণীগণ তাঁহার অনুকরণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। বলা বাহুল্য যে, আয়েষা প্রাণসখীর ওষ্ঠাধরকম্পনপর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হয় নাই— হইবেই বা কিরূপে, একটী ত্রুটি হইলে তাহাকে সাতটী চিম্‌টী খাইতে হইত। পশ্চাদ্বর্ত্তী ভিখারী বাদল প্রভৃতি সকলেই উচ্চকণ্ঠে 'ব্যোম ব্যোম' বলিতে বলিতে মহাদেবকে প্রণাম করিতে লাগিল।

সরযূর ইচ্ছানুসারে সেইস্থান হইতে সকলেই পদব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর মানসিংহজী সহসা হিন্দিতে বলিলেন, "যদ্যপি ৺কাশীর এ দিকে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেন, তাহা হইলে আমি ঐ লাঠীহস্ত দীর্ঘাকার পুরুষকে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাহার অদূরবর্ত্তিনী দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোকটীকে তাঁহার পুত্রবিয়োগকাতরা সহধর্ম্মিনী মনে করিতাম"। সকলের নয়নই উক্ত স্ত্রী পুরুষদিগের উপর ধাবিত

হইল। প্রদোষের ছায়ায় তাহাদিগকে চিনিতে পারা যাইতেছিল না। কিন্তু মানসিংহজীর কথায় প্রবোধচন্দ্রের আর পা উঠিল না। তিনি ক্ষণেক মুগ্ধভাবে স্থির হইয়া থাকিবার পর ঈষৎ কম্পিতস্বরে ডাকিলেন 'ভিখারি'! দ্রুতপদে আসিয়া ভিখারী করপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তর্জ্জনীনির্দ্দেশদ্বারায় উক্ত লাঠীহস্ত পুরুষকে দেখাইয়া দিলেন। দর্শনমাত্রই সুপুত্র মুগ্ধ ও রুদ্ধকণ্ঠ। প্রবোধচন্দ্র শিরঃসঞ্চালন দ্বারায় পুত্রকে পিতৃচরণে প্রণত হইবার জন্য যাইতে বলিলেন। অতিকষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিয়া সে বলিল, "আগে গুরুর চরণে প্রণাম না করে বাবা কি আমার দিকে তাকাবে"? প্রবোধচন্দ্র পূর্ব্ববৎ মুগ্ধভাবেই সঙ্কেতদ্বারায় ভিখারীকে সর্ব্বাগ্রে তাহার পিতৃসন্নিধানে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। ভিখারী কম্পিতদেহ ও সিক্তনয়নে তাহার পিতার পশ্চাদ্দিকে উপস্থিত হইয়া বাহুবেষ্টনপূর্ব্বক 'কেষ্ট ডোম'কে ধরিল, এবং অতিকষ্টে বাক্যনিঃসরণ করতঃ সবেগে রোদন করিতে করিতে বলিল, "বাবা গো, মা অমন করে পড়ে রয়েচে কেন?" পুত্রকে আলিঙ্গন করা দূরে থাক্, তাহার দিকে নয়ন না ফিরাইয়াই 'কেষ্ট' বলিল, "ঠাকুরের খবর কি?"

ভিখারীর জরাজীর্ণা জননী 'কেষ্ট'র পদতলে এখনও নিরবে পতিতা রহিয়াছে এবং তাহার রমণী করযোড়ে শ্বশুরকে কিছু আহার করিতে বলিতেছিল। কিন্তু গৃহিণীর দুর্দ্দশায় এবং পুত্রবধূর কাতরতায় 'কেষ্ট'র ভ্রূক্ষেপও ছিল না। যখন ভিখারী তর্জ্জনী নির্দ্দেশদ্বারায় অপেক্ষাকৃত নিকটে আগত ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ দেখ, তোমার অবস্থা দেখে, গুরুদেব পা আর তুলতে

পার্‌ছেন না"। 'তবে না কি বিশ্বনাথ এ দাসানুদাস কেষ্ট ডোমের কথা শোনেন্ না?' তদ্দণ্ডেই এই কথা আনন্দব্যঞ্জক অথচ সবেগে রোদনস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া 'কেষ্ট' নিমেষ মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল। তদবস্থায় তাহার সমস্তদেহ সবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া কেষ্টর মস্তক করপল্লবে ধরিলেন —কেষ্ট তাহার পদযুগল আপনার মস্তকের উপর টানিয়া ধরিল। ক্ষীণস্বরে ভিখারীর জননী বলিল, "বাবা ভিখারিরে, ওমা বৌমা, মোরে টেনে ঠাকুরের পায়ের গোড়ায় ফেলে দে"। রুদ্ধকণ্ঠে ভিখারী ও তাহার পত্নী জননীর তদবস্থদেহ ঠাকুরের পদপার্শ্বে স্থাপিত করিল। মানসিংহ প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ ভক্তি দর্শনে সাশ্রুনয়ন ও কম্পিতস্বরে 'ভক্তির ভগবানের' নানারূপ নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সরযূ ও আয়েষা প্রভৃতি রমণীগণ নিরবে ও বাদলাদি সরবে রোদন করিতে লাগিলেন ও লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর কেষ্ট এ অবস্থায়ও তদ্রূপস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়, আর বেচুয়া মাই বা কই"?

সে তাহার অন্যান্য পুত্র ও চারুদিগের নিকটে সন্ন্যাসিনী ও বেচুয়ার কথা শুনিয়াছিল। রুদ্ধকণ্ঠা সরযূর দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতিকষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিয়া আয়েষা রোদন করিতে করিতে বলিল, "তোমাকে দেখে তোমার মার কি দশা হয়েছে, তুমি একবার মুখ তুলে দেখ"। আর কেষ্টকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? বেচুয়ার কথায় বারেকমাত্র করযোড়ে উপবেশন করিয়া সে পুনরায় সরযূর

পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে হইতে বলিল, "মা গো! এ নরাধম চণ্ডালের মাতায় একবার রাঙ্গা পা তুলে দাও। ওমা বেচুয়া! তুমিও দাও মা। এ দাস কৃতার্থ হোক্"। এ কথায় রমণী-দিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নিরব ও সরব রোদন শব্দে দিঙ্মণ্ডল যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার কেষ্ট বলিল, "মাগো গঙ্গাস্নানে চণ্ডালস্পর্শদোষ দূর হবে মা।" প্রবোধচন্দ্র তাহার এই শেষ কথা শ্রবণে অস্থির হইয়া সরযূকে কেষ্টর আশা পূর্ণ করিতে বলিলেন। কেষ্ট পূর্ণকাম হইয়া 'গুরু-দেব গুরুদেব, বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর' বলিতে বলিতে আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

পত্নী, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ও কনিষ্ঠপুত্র সমভিব্যাহারে কেষ্ট গুরু ও পুত্ররত্নের জন্য অতিশয় চিন্তাকুলিতহৃদয়ে কাশীতে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধানদ্বারায় হৃষীকেশের বাসায় উপস্থিত হয়। ঠাকুরপ্রভৃতি সকলে আজ্মীর প্রদেশে আছেন, এইমাত্র সংবাদ শ্রবণ করিয়া সে কাশীর পশ্চিমসীমান্তে জোয়ানপুরের রাজপথের সন্নিকটে লাঠীহস্তে পশ্চিমাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এই যে, বিনা গুরুচরণদর্শনে স্নান আহার দূরে থাক্, সে উপবেশনও করিবে না। তৃতীয় দিবস প্রদোষে বিশ্বেশ্বর ভক্তের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

'সেই দিন কি ফিরে এল ?'

আরতিদর্শনান্তে বিশ্বেশ্বরমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে চারু জননী রাজলক্ষ্মীর কর্ণে অস্ফুটস্বরে কিছু বলিল। সুখদার বাম ও দক্ষিণ কর্ণে কামিনী ও সুশীলা কাতরভাবে কোন কথা বলিতে লাগিল। উভয়েই বিষণ্নবদনে মস্তকসঞ্চালনদ্বারায় অনুমতি প্রদান করিলে চারু একখানি চল্‌তি ঠিকা গাড়ী ডাকিল। হৃষীকেশ ও যাদব এককালে বলিয়া উঠিলেন "কোথায় যেতে হবে রে?" কাতরভাবে চারু উত্তর করিল, "দেখি, যদি কেষ্টকে একটু চরণামৃতও পান করাইতে পারি।" বিষণ্নবদনে তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, "যা, যা, প্রাণপণ চেষ্টা করেও যদি কিছু গলাধঃকরণ করাতে পারিস্"। হরিশ্চন্দ্রমহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 'নারায়ণ নারায়ণ' বলিতে লাগিলেন।

নবীন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, বেচুয়া ও ভিখারীর চিন্তায় সকলেই ন্যূনাধিক হতশ্রী হইয়াছিলেন। আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশনে কাহারই সম্যক্ তৃপ্তি লাভ হইত না। রাজলক্ষ্মী, চারু ও সুশীলাকে সহসা দেখিলে চিনিতে পারা যাইত না। কেষ্টডোমকে দেখিবার নিমিত্ত চারু ও অমৃতের সহিত সুশীলা ও কামিনী গিয়াছিল। যেস্থানে কেষ্ট গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতেছিল, সেস্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরে গাড়ী রাখিয়া অন্য সকলের সহিত পদব্রজে আসিতে আসিতে, কি কৌশলে কেষ্টকে কিছু আহার করাইতে পারিবে, এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া যে মাত্র চারু তাহার ঠাকুরমহাশয়ের বদন দেখিল, সেই মুহূর্ত্তেই সে বিকলেন্দ্রিয়ের ন্যায় ভূমিতে বসিয়া পড়িল। সুশীলা চারুর এ অবস্থা দেখিতে পায় নাই। সে তাহার সহোদরাতুল্যা আয়েষা ও সাক্ষাৎ ভগবতী সরযূকে দেখিয়াই সবেগে ও সশব্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতপদে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল ও নিরবে রোদন করিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া চারুকে স্বক্রোড়ে ধরিতে চেষ্টা করিলেন। চারু তাঁহার চরণে বদন রাখিয়া সবেগে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। নয়ননীরে প্রবোধচন্দ্র, সরযূ ও আয়েষার বক্ষঃস্থল ভাসিল। অন্যান্য সকলের বসন সিক্ত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে, প্রভূত অশ্রুত্যাগের পর যেরূপ স্বর হয়, সেই স্বরে প্রবোধচন্দ্র চারুকে বলিলেন, "তোমাদের আকার প্রকারদর্শনে মার জন্য আমার মন সচিন্তিত হইতেছে। তিনি কেমন আছেন!" চারু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা প্রাণে বেঁচে

আছেন মাত্র, শরীর অতি ক্ষীণ। তবে দিদিদের সঙ্গে যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে আসবেন, এ বিষয়ে তাঁর এত দৃঢ়বিশ্বাস না থাকূলে, বোধ হয় তাঁর জীবন রক্ষা হ'ত না"। সরযূ ও আয়েষার সহিত সুশীলা ও কামিনীর যে কত কথা হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব। তাঁহাদিগের সকলের নয়ন আপ্লুত ও স্বর বিকৃত। চারু প্রবোধচন্দ্রের সহিত তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া আবার অধিকতর বেগে কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দন এদেশীরমণীদিগের চিরন্তন ধন—সুন্দর ভূষণ। সরযূ ও আয়েষা প্রভৃতি সকল অঙ্গনাই প্রভূত অশ্রুমোচন করিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও নিতান্ত শক্তি-বিহীন হওয়াতেই চারু এতক্ষণ বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিতেছিল না। এই সময়ে সে সকলকে বাসায় লইয়া যাইবার জন্য অধৈর্য্য প্রকাশ করায়, বৃষ্টির পর বৈকালিক রবিকিরণের শোভা দেখাইয়া আয়েষা কাঁদা মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "একটীমাত্র ভগ্নীকে তোমার নিকট রেখে গিয়েছিলাম, তার শরীরের ত এই দুর্দ্দশা হয়েছে। কোন্ সাহসে আর আমরা তোমার সঙ্গে যাই" ? চারু সলজ্জভাবে মুগ্ধ হইয়াই রহিল। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "দলছাড়া হ'লে গো মহিষাদিও কৃশাঙ্গ হ'য়ে যায়। এখন তোমাদের দল পুষ্ট হ'ল, দেখ্‌বে বৌমাও আবার সবলা হবেন"। আয়েষা হাসিতে হাসিতে বলিল, "অনেকদিন কানন-চারী থাকিয়া আপনি সম্বন্ধবিচার বিস্মৃত হয়েছেন, তা না হ'লে আমাদের ভগ্নীকে কি বৌমা বলে ডাক্‌তেন" ?

কেষ্টডোম অদ্য তৃতীয় দিবস নিরম্বু উপবাস করিতেছে। মিছ্‌রীমিশ্রিত চরণামৃত ভিন্ন তাহার জরাজীর্ণা রমণীও আর কিছু উদরস্থ করে নাই। মানসিংহজী আদি সকলেই ক্লান্ত।

এই সমস্ত বিবেচনায় প্রবোধচন্দ্র সকলকে লইয়া বাসাভিমুখে গমন করিতে করিতে চারুকে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া তাহার সহিত সপরিবারে কেষ্টকে যাইতে বলিলেন। ভিখারীও মাতা পিতার অনুসরণ করে ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কিছুতেই সে রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। ধূলপায়ে দেবদর্শনান্তেই তিনি প্রথমে মানসিংহজী প্রভৃতির বাসোপযোগী একটী বাসা স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় সন্ধ্যাকৃত্যাদি সমাপন করিতে বলিলেন। আপনি, অন্যান্য রমণীগণ ও বাদলাদির সমভিব্যাহারে নানকপাণ্ডা-প্রদর্শিত একটী অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র, 'এই আমাদের বাড়ী' বলিয়া সরযূ আনন্দ করিতে গিয়া ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন। সে বাটিটী একটী বৃহৎ অট্টালিকার খণ্ড মাত্র। তাহাতে অন্য ভাড়াটিয়া বাস করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে নবীনসন্ন্যাসীভক্ত কতিপয় ভদ্রাভদ্র লোক ও কতকগুলি গুণ্ডা সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইল। তিনি কাশীর প্রধান গুণ্ডা বটুকের পিতার কর্ণে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আগতকল্য এই বৃহৎ অট্টালিকাটী ক্রয় করিতে হইবে। যাহা করিতে হয় তুমি অদ্য রজনীযোগেই করিবে"। তৎপরে সকলে চারুদিগের বাসার দিকে আসিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, স্নানপূত না হইয়া কেহই দেবদর্শন করেন নাই।

এ দিকে চারু কেষ্টডোম প্রভৃতির সহিত বাসায় প্রত্যাগত হইলেই রাজলক্ষ্মী প্রফুল্লবদনে চারুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রবোধ, সরযূ ও আয়েষা কোথায়" ? চারুর চক্ষে জল আসিল। সে ঠাকুরমহাশয়ের পরামর্শানুসারেই বলিল, "ভিখারী উপস্থিত হয়েছে। তাকে দেখে ও তার নিকট সংবাদ পেয়ে কেষ্ট

বাসায় এসেছে”। সপরিবারে কেষ্ট রাজলক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে প্রণত হইল। কিন্তু তিনি সচঞ্চলভাবে বাসার সম্মুখস্থ রাজপথে আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, “কই, ভিখারী কোথায়”? চারু স্খলিতবচনে বলিল, “সে একবার বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছে, এখনই আস্‌বে”। রাজলক্ষ্মী অধীরা হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এ বুঝি আমার প্রবোধের বুদ্ধি”। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানেই সুখদা, যাদব ও হৃষীকেশ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন এবং চারুকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, কতই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চারু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে প্রবোধচন্দ্রের নিষেধ ভুলিতে পারে না— কাশীতে দাঁড়াইয়া মাতাপিতার নিকট মিথ্যাই বা বলে কিরূপে? কথায় কথায় ত তাহার ‘হত ইতি গজঃ’ গোছ কথা জোটে না, সুতরাং সে সময়ে সময়ে গণ্ডমূর্খ মূকের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল। পরিশেষে রাজলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ওরে চারু! তোর কোন্ শ্বশুরের হাতে বৌমাদের রেখে নিশ্চিন্ত হ’য়ে আমাদের সঙ্গে কথা বল্‌ছিস্ রে। তুই যা, প্রবোধকে বল্ গিয়ে যে, আমি তাদের দেখে আহ্লাদে মরে যাব না, কিছুদিন তোদের সকলকে নিয়ে সংসারসুখভোগ ক’রে এই কাশীর স্থলে আর ঐ মা গঙ্গার জলে আমার দেহ অবসান ও পরে ভস্মীভূত হবে”। রাজলক্ষ্মীর নয়নে দর দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সকলের কণ্ঠরুদ্ধ হইল। ‘মা লক্ষ্মীর’ স্নেহের ভাবে ও মায়ার কথায় কেষ্ট অধীর। তার আর বিলম্ব সহ্য হয় না। ভিখারী গুরুদেবকে শীঘ্র লইয়া আসিবে, এই আশায় সে অভুক্তদেহে—ও শুষ্ককণ্ঠে কুক্ দিল। সে ‘কুক্’ ডোমপুত্র

ভিখারী শুনিল এবং সে যে পিতার উপযুক্ত পুত্র তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত সেও কুক্ দিয়া তাকে সুস্থ করিল। কাশী কাঁপিল, কাশীবাসী চমকিল। এদিকে হৃষীকেশ প্রভৃতি সকলে কাশীর পবিত্র মাটীতে লুটাইতে ও ওদিকে প্রবোধচন্দ্র ব্যতীত অন্য সকলে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার প্রস্তর ধরিতে লাগিলেন। এ দিকে ভিখারী কাঁদে, 'হায় কি করিলাম'! ও দিকে কেষ্ট বলে "ওমা কি কত্তে কি হ'ল গো"! যাহা হউক ক্ষণপরে পিতা পুত্রের উদ্দেশ্য শুনিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু উভয় দলে সকলের, বিশেষতঃ, অবলাদিগের মনের চাঞ্চল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল। যে নিয়মে পতনোন্মুখ পদার্থের বেগ দূরত্বের বর্গানুসারে বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীতলস্পর্শের পূর্ব্বেই অতিশয় বাড়ে, সেই নিয়মেই বহুদিবস দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিবার পর, লোক যখন স্নেহ বা ভক্তিভাজনের অতি নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই তাহার মনের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে—তখনই মন্দ আশঙ্কা বা ভয়ের বেগ তাহার মনকে অস্থির করিয়া তুলে।

প্রবোধচন্দ্রকে অনতিদূরে দেখিয়া চারু দৌড়িল, এবং নিকটবর্ত্তী হইয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মা আমার কথায় ভুলেন নাই। তিনি কেষ্টর মুখ দেখিয়াই পরিষ্কার বুঝিয়াছেন, যে আপনারা উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখুন, সকলেই রাস্তায় —মা সর্ব্বাগ্রে ও আর আর সকলে তাঁহারই পশ্চাতে দ্রুতবেগে এই দিকেই আস্‌চেন। মা যেন অন্তর্যামিনী"! চারুর কথা শেষ হইতে না হইতেই কিঞ্চিদ্দূর হইতে স্নেহময়ী চারুর জননী রাজলক্ষ্মী নয়ন হইতে স্নেহনীর নিপাত করিতে করিতে গদগদ স্বরে অথচ যথাসম্ভব উচ্চ ও মনোহর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা

প্রবোধ রে! এতকালের পর যদি তোমাদের পেয়ে আহ্লাদে মরি, তাতে খেদ কি বাবা? যাদের না দেখ্‌তে পেলে স্বর্গকেও নরক বোধ হয়, আমার মত পাপীয়সী কি এই কাশীস্থলে— সেই বাছাদের কোলে মোরেও স্বর্গসুখভোগ করবে! এস বাবা, দৌড়ে এস, তুমি আমার কোলে বস—আমার দুই মা দুইপাশে বসুক্—আমার বুক জুড়িয়ে যাক্”।

এইরূপ বলিতে বলিতে প্রবোধচন্দ্রের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া রাজলক্ষ্মী আর চলিতে অশক্তা হইলেন। সহসা ভূমিতে উপ-বিষ্টা হইয়া তিনি দুইখানি স্নেহের বাহু বিস্তার করিয়া দিলেন। প্রবোধচন্দ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয়পার্শ্বে জটাজুট-ভূষিত শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। উভয়পার্শ্বে সরযূ ও আয়েষার সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ আলুলায়িত হইয়া পড়িল। অন্যান্য সকলের মধ্যে কেহ কেহ প্রণত, কেহ কেহ বা স্তব্ধ। রাজলক্ষ্মী রুদ্ধকণ্ঠে দুইটী হস্তে প্রবোধচন্দ্রকে টানিয়া টানিয়া ক্রোড়দেশে বসাইলেন ও সরযূ আয়েষাকে উভয়পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহাদিগের গলদেশ সেই স্নেহমাখা বাহুবল্লীতে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। হে বিশ্বনাথ! সন্তুঃখবিনাশিনী মা গঙ্গাকে জটায় রাখিয়া গঙ্গাধর হইয়াছ—মন্দাকিনীভোগবতীও দেখিয়াছ—আজি এই সময়ে আসিয়া রাজলক্ষ্মী, প্রবোধ, আয়েষা ও সরযূর নয়নবিগলিত অষ্টপুণ্যপ্রবাহ দেখিয়া যাও। যাহারা ভগবানের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়াছে, তাহারা একবার আসিয়া নিঃসম্পর্কীয়া রাজলক্ষ্মীর সহিত মাতৃপিতৃহীন প্রবোধ, সরযূ ও মুসলমানী আয়েষার সম্বন্ধ দেখিয়া যাও। তাহা হইলেই জানিত সম্বন্ধ না থাকিলেও ভগবানের সহিত তোমাদের যে

কত নিকট সম্পর্ক, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে। আহা! ঐ দেখ ঐ চারিটী বক্ষঃস্থলই ভাসিয়া যাইতেছে।

সকলেই মুগ্ধ—সকলেই নিস্তব্ধ। এই সময়ে হরিশ্চন্দ্র গম্ভীর অথচ কিঞ্চিৎ গদগদস্বরে বলিলেন, "মা রে! এ সংসারক্ষেত্রে পিশিত বৃদ্ধের সংসারসুখসম্বন্ধে এককালে বিশুষ্কহৃদয়ে আবার মোহ উদ্দীপন করো না মা! উঠ, পুত্রকন্যার সঙ্গে বাসায় যাও—আর আমাকে হস্তপদবিশিষ্ট মহাদেব মহাদেবী দেখাও। এ শেষ বয়সে সে কুচ্‌নীপাড়ায় যবনী ছুঁড়ীর গান শুনাও"।

হরিশ্চন্দ্র মহাশয়ের এতদ্রূপ উক্তিতেও কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তাঁহার স্বরের কম্পন ও নয়নের নীরে সকলে পূর্ব্ববৎ শুব্ধ রহিয়াছে, এই সময়ে আয়েষা প্রণাম করিয়া কর-যোড়ে পিতামহকে বলিল, "ছুঁড়ীর গান শুনবেন্, নাচ দেখবেন্ না"? একবিন্দু দূরে থাক্, কলস কলস জলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না; কিন্তু একটা কথায় শোক, ভয়, চিন্তা অধিক কি তুমুল সমরস্পৃহাও দূরীভূত হইয়া যায়। আয়েষার কথায় প্রবাহ ফিরিল—, কেহ ঈষৎ স্মিতবদনে, কেহ গম্ভীরভাবেই গাত্রোত্থান করিলেন। প্রবোধ, সরযূ ও আয়েষাকে লইয়া রাজলক্ষ্মী অগ্রসর না হইলে কেহই পদসঞ্চালন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু চারুজননী অবাক হইয়া স্থিরভাবে তাঁহার বেচুয়ার বদন নিরীক্ষণ করিতে-ছেন। দুষ্টা আয়েষা তাহার মস্তক সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত রাখিয়া বলিল, "মা চলুন্, সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন"। রাজলক্ষ্মী সচিন্তিতভাবে যেন স্বগতই বলিলেন, "তাই তো। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা কি কলিতে সতীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন না? হে সতীর আদর্শ, মা অন্নপূর্ণা! যদি আমার আয়েষার পতি না

মিলাইয়াই দিবে, তবে আমার প্রাণে সেরূপ আনন্দ কেন দিয়াছিলে মা ? বাছা যে আমার বিবাহিতা নহে, এ যে আমার এখনও বিশ্বাস হয় না মা"। রাজলক্ষ্মীর নয়নে :আবার জলকণা দেখা দিল। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস বুঝিয়া ও স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া আয়েষা গলিয়া গেল। সরযূ চক্ষের জলে কিছু দেখিতে পাইয়াও রাজলক্ষ্মীর নয়ন অঞ্চল দ্বারা মুছাইতে মুছাইতে গদ-গদ স্বরে বলিলেন, "ওমা, কার সাধ্য সতীর বাক্য লঙ্ঘন করে"। রাজলক্ষ্মী কম্পান্বিত কলেবরে সরযূকে বুকের উপর টানিয়া ধরিয়া বিস্ফারিতনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, জামাই কই" ? সরযূ বলিলেন, "এলাহী মুসলমান, কিন্তু তপস্বী। সে জনতায় মিশিতে চায় না—বিশেষতঃ হিন্দুর জনতা দেখ্‌লে সে দশ হাত্‌ দূরে গিয়ে দাঁড়ায়—মুসলমান-স্পর্শে পাছে তাঁহারা দুঃখিত বা কুপিত হন, এই তার ভয়"। আনন্দোৎফুল্লা হইয়া দুর্গানাম বলিতে বলিতে রাজলক্ষ্মী আস্তে ব্যস্তে প্রবোধচন্দ্রকে বলিলেন, "ডাক, বাবা এলাহীকে ডাক। আমি চক্ষু সার্থক করি"। প্রবোধও রাজলক্ষ্মীর স্নেহে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইয়া ইতিপূর্ব্বেই চারুকে এলাহীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এলাহী কিঞ্চিদ্দূরে সভয়ে দণ্ডায়মান ছিল। এক্ষণে রাজলক্ষ্মীর আজ্ঞায় প্রবোধচন্দ্রের বিশাল হস্ত গলদেশে বহন করিতে করিতে সে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পড়িল। রাজলক্ষ্মী আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়া অস্ফুটস্বরে জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, এমন সময় সুশীলা ও সরলা অবগুণ্ঠনের ভিতর বদন রাখিয়াও এলাহীর দুইটী কাণ ছয়টীবার মলিয়া দিল।

হরিশ্চন্দ্রমহাশয়কে অগ্রগামী করিয়া কেহ কেহ বিশ্বনাথ

অন্নপূর্ণার নাম বলিতে বলিতে, কেহ কেহ বা অন্তরূপে মনের আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে বাসায় উপস্থিত হইলেন। সকলেরই একমুখ শতমুখ হইয়াছে। কে যে কত কথা বলিতেছে নির্ণয় করা যায় না। সহসা সরযূ শশব্যস্তে অনতিদূরবর্ত্তিনী দুইটী কাঙ্গালিনীর নিকট গমন করিলেন। অনুতাপানল বা নরকযন্ত্রণার ভয়ে তাহাদিগের বদন বিশুষ্ক এবং অঙ্গে ভূষণের লেশমাত্র নাই। তাহাদিগের পরিধেয় বসন দেখিলে কখনই বোধ হয় না যে,তাহারা কস্মিনকালেও বেশের পারিপাট্য জানিত। আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় সরযূ তাঁহার সুন্দর ভুজমৃণাল বিস্তার করিয়াছেন দেখিয়া তাহারা দরদরধারা বর্ষাইতে বর্ষাইতে তাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল এবং কষ্টেসৃষ্টে বলিতে লাগিল, "মা গো ! আমরা পাপীয়সী—আমাদের মাতায় পা তুলে দাও।" সরযূ সজলনয়নে অবলা চপলাকে ধরিয়া তুলিলেন,—চারু কাতর-ভাবে বলিতে লাগিল "ও মা, ও মাসি তোমরা ঠাকুরমশায়কে এসে দেখ আর প্রণাম কর"। অবলা ও চপলা অনর্গল বিগলিত ধারায় আপ্লুত হইয়া প্রবোধচন্দ্রের পদযুগলে লুণ্ঠিত হইল। মোহের উপর মোহে প্রবোধ একরূপ জড়বৎ। এই সময়ে রাজপথের দিকের একটী বারাণ্ডা হইতে তদ্দেশবাসিনী জনৈক দাই অর্থাৎ দাসী অত্যন্ত বিরক্তভাবে জীল আওয়াজে বলিয়া উঠিল, "আরি, মার মাৎ"। তাহার কথায় মারা বন্ধ হইল না দেখিয়া উগ্রচণ্ডাভাবে আসিতে আসিতে কর্কশস্বরে সে সকলকে বলিল, "একটী সাত আট বৎসরের বালকের দুইটী হাত মহিষের গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া ডাকাতের মত নিষ্ঠুর গাড়োয়ান তাহাকে সবলে মারিতেছে। আহা ছেলেটার ঘাড় ভাঙ্গিয়া

পড়িয়াছে। সে আর কথা বলিতে পারিতেছে না। বোধ হয় তাহার মা নির্দ্দয় গাড়োয়ানকে করযোড়ে কত বিনয় করিতেছে, হতভাগা গাড়োয়ান সে কথা কাণেও করে না"।

দাইয়ের কথা শুনিবামাত্র প্রবোধচন্দ্র গাত্রোত্থান করতঃ দ্রুতপদে রাজপথের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন "তাই তো, আবার কি সেই দিন ফিরে এল"? যে মাত্র তাঁহার ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে উক্তি হইল, "আরে নীচ! মারো মাৎ" গাড়োয়ানের দক্ষিণহস্ত উত্থিতই রহিল—আবদ্ধ বালকের দেহে পতিত হইল না। তাহার বদন ফিরিল—সে নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিল। তাহার ইচ্ছা ছিল বালককে আবার মারে, কিন্তু তাহার সে সাধ পূরিল না। সন্ন্যাসীর বদন হইতে চক্ষু ফিরাইবার পূর্ব্বেই ভিখারীর সবলহস্তে তাহার গলদেশ আবদ্ধ হইল—পরক্ষণেই বাদলের পদাঘাতে তাহার প্রকাণ্ড শরীর পাঁচ সাত হাত দূরে মাংসপিণ্ডবৎ গড়াইল। প্রবোধচন্দ্র মারিতে নিষেধ না করিলে তাহার যে কি হইত তাহা বলা যায় না; কারণ ঐ যে দেখ না, বয়সের সংখ্যায় মাত্র বৃদ্ধ কেষ্টডোমের অধর কম্পিত হইতেছে এবং শ্যামলাল খেওয়াওয়ালার চক্ষু দুইটী জ্বলিতেছে। কিয়ৎকাল পরে আভ্যন্তরিক ক্রোধে কম্পিত অথচ বাদলের পদাঘাতে ভীত হইয়া করযোড়ে ও ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সে আমাদিগের সাধুকে বলিল, "উওঃ বদ্‌মাস্ চোট্টা হায়—সুপারি চোরি কর্ত্তাথা"। গাড়ীতে সুপারীর বস্তা ছিল।

সে গোল ঘুচিল। কিন্তু যে মাত্র প্রবোধচন্দ্র পুনরায় রাজলক্ষ্মীর ক্রোড়দেশপার্শ্বে উপবেন করিলেন, অমৃতের মাতা গলদশ্রু হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কি

আর কখন গরুর গাড়ীর চাকায় বাঁধা ছেলেকে রক্ষে করেছিলে ? যদি নাই করে থাক্‌বে, তবে কেন বল্‌লে 'আবার কি সেই দিন ফিরে এল" ? প্রবোধচন্দ্র বিস্ফারিতনয়নে অমৃতজননীর বদন দেখিলেন। তাঁহার কৃষ্ণশ্মশ্রুর উপর ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া সুন্দর মুক্তার ন্যায় অশ্রু ছড়াইয়া পড়িল। অমৃতের মা ক্রন্দনের বেগে বক্রভাবে প্রবোধচন্দ্রকে ধরিয়া নিজ ক্রোড়দেশে সবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রবোধ গম্ভীর কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠ। অমৃতজননীর বদনেও বাণী নাই। ক্ষণেককাল সকলে কাষ্ঠ-বৎ নিবর হইয়া রহিলেন। পরে রাজলক্ষ্মী বিশাল নয়ন হইতে বারিবর্ষণ করিতে করিতে গদ্গদ স্বরে বলিলেন, "ও আমার পূর্ব্বজন্মের সতীন, কোল হতে ছেলেকে নিয়েচ ভালই করেছ। কথাটা বল শুনি"। অমৃতের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, "ও বোন! আমি অনেক আগের মা। বার বছরের ছেলে প্রবোধ আমার পাঁচ বছরের অমৃত আর এই হতভাগিনীকে যমের দূত—নিষ্ঠুর ঠ্যাঙাড়ে গাড়োয়ানের কুড়ুল হ'তে রক্ষে করেছিল—সেই কালরাত্রেই ঐ চাঁদবদনে এই কাঙ্গালিনীকে প্রবোধ আমার মা ব'লে ডেকেছিলো— আমি বাছাকে শিব ভেবেছিলাম্‌"। আর অমৃতের জননার মুখে বাক্য সরিল না। তিনি সবেগে কাঁদিয়া সকলকে কাঁদা-ইতে লাগিলেন। অমৃত ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে হইতে প্রবোধের পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অমৃতের সুচরিত্রা ধর্ম্মপত্নী মৃত্তিকায় মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে কত যে কাঁদিয়াছিলেন তাহা আর কি লিখিব। আয়েষা, ওরফে বেচুয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, "এই জন্যই বুঝি

তোমরা এই কাশীকে আনন্দধাম বল—অন্নপূর্ণা আনন্দময়ী হ'য়ে সকলকে বুঝি এমনি করে কাঁদান্। এস্থান হইতে যে আনন্দলহরী বাহির হইয়াছিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার প্রাণের সহচরী অনেকদিন নির্জ্জনে ব'সে ব'সে অনেক কেঁদেছে। যে আর তাকে কাঁদাবে, তার নামে আমি বিশ্বেশ্বরের কাছে নালিস্ করব—যে না তার চক্ষের জল মুছিয়ে দেবে, তার সঙ্গে আমার বোঝা পড়া"। রাজলক্ষ্মী চমকিতা হইয়া উঠিলেন এবং একপার্শ্বে উপবিষ্টা নিঃশব্দে রোরুদ্যমানা সরযূকে দুইহস্তে বক্ষঃস্থলের উপর ধরিয়া গদগদভাবেই বলিলেন, "ওমা! তোমার এ সুখের কান্নাতেও আমার আয়েষার প্রাণ কেমন করে—আমরাও সইতে পারিনে মা—আজ প্রবোধ আমার কাতর। আমার বড় সাধ, তুমি লজ্জা না ক'রে প্রবোধকে শান্ত কর, আমি দেখি"। রাজলক্ষ্মীর এই কথায় প্রবোধের বিকার বেগে কথিত মাতৃবাক্য স্মরণ হইল। তাঁহার গাম্ভীর্য্য কোথায় পলাইল—কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সবেগে বলিলেন, "মা গো! আবার যেন তোমারই সেই কথা শুনিলাম"।